Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্রীশ্রীমৎ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি কৃত মূল। শ্রীমৎ
কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাষ্য।
শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস কৃত অনুভাষ্য।
শ্রীবিমলাপ্রসাদসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

আদি মধ্য অন্ত্যলীলাত্রয়।

গ্রন্থ নির্দশন।

আদিলীলা	পৃ	১— ৫৭৬	পরিচ্ছেদসংখ্যা	১৭
মধ্যলীলা	পৃ	৫৭৭—১৮০৮	পরিচ্ছেদসংখ্যা	২৫
অন্ত্যলীলা	পৃ	১৮০৯—২৩৬৮	পরিচ্ছেদসংখ্যা	২০

শ্রীমায়াপুর শ্রীভাগবত যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র

হালদার দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

অপার করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইল। এক্ষণে সহৃদয় শ্রীগৌরভক্তগণ এই পরম প্রেমময়ের লীলাকথা ও উপদেশামৃত পাঠ করিয়া জড়বিষয়াশ্রয়রূপ বর্ত্তমান মানব জীবনে অপ্রাকৃত সুখলাভ করুন্।

এই গ্রন্থ ভক্তগণের সর্ব্বদা পাঠ্য জানিয়া ও সর্ব্বত্র সঙ্গে রাখিবার বস্তু বুঝিয়া যাহাতে বৃহৎ গ্রন্থের আপেক্ষিক ভারের লঘুতা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া টিটাগড় মিলের ১৯ পোণ ডবলক্রাউন কাগজে মুদ্রিত হইয়াছেন। দেশীয় মিলের কাগজ কখনও বা ভাল, তদ্দ্রব্য পরিচয় সত্ত্বেও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে ন্যূন হওয়ায় অনেকস্থলে বিসদৃশ হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশকের কোন হাত না থাকায় কাগজের ভালমন্দ অনুভূত হইবে। এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে ১৫।২০ খানি মুদ্রিত গ্রন্থ ও কতিপয় হস্ত লিখিত গ্রন্থের পাঠ মিলান হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে পাঠান্তর সংযোগ করা হইয়াছে।

শ্রীচরিতামৃতের অনেকগুলি সুলভ সংস্করণ ও টীকা টিপ্পনীযুক্ত পুস্তক থাকা সত্ত্বেও এই অভিনব বিরাট্

সংস্করণের আবশ্যকতা শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী কেবল এই গ্রন্থ সমগ্র পাঠ করিলেই ধারণা করিতে পারিবেন। আজকালকার দিনে শুদ্ধভক্তি অত্যন্ত বিরল। প্রাকৃত বিষয় ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রবেশের যত্ন করা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। জড়াভিমান ছাড়িয়া অপ্রাকৃত ভাবের সহিত ভগবল্লীলা পাঠ ও অনুধাবন না করিলে এবং বর্ণিত বিষয়ের সাবয়ব তথ্য না জানিলে শ্রীচরিতামৃতে প্রবেশাধিকার ঘটে না। পল্লবগ্রাহিতা ধর্ম্ম অবলম্বনে শ্রীচরিতামৃতে প্রবেশ লাভের সম্ভাবনা অল্প সেই জন্য আমাদের অনুরোধ জড়ধর্ম্ম সমূহে নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ গৌরভক্তপদাশ্রয়ে শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিলে উদ্দিষ্ট বস্তুর সান্নিধ্য লাভ ঘটিবে।

গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে শ্রীমান্ মধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ পরমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ অদ্বৈত দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ দাস অধিকারী আমার সহায়তা করিয়াছেন। এই কার্য্যফলে উঁহাদের শ্রীমহাপ্রভুর চরণে বিশুদ্ধ সেবা প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হউক্।

পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পাতি, স্নিগ্ধ গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ

ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নবীন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাধু ভক্তবৃন্দ আমাকে তাঁহাদের সংগৃহীত কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ প্রদানপূর্ব্বক সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সবিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্যে খুলনা নিবাসী শ্রীমান্ বিষ্ণু দাস কর অধিকারী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, ঢাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত রায় নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সমাজদার, মানভূম নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ নারায়ণ দেব, শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহোদয় বিবিধ প্রকারে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মধ্যমা কন্যা পরমপূজনীয়া শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্রজায়া দিদিঠাকুরাণী ও ঠাকুরের অনুকম্পিতা ভক্তবরা পরমপূজনীয়া শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষজায়া দিদিঠাকুরাণী গ্রন্থপ্রকাশকার্য্যে নানাপ্রকারে আনুকূল্য করায় এই গ্রন্থ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে যিনি মাদৃশ বিষয়পিপাসু অনিপুণ নরাধমকে জীবনের প্রথম হইতে শ্রীমহাপ্রভুর চরণ সেবা কার্য্যে মতিমান্ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনের পারতম্য হৃদয়ে সুদৃঢ় করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, যিনি সৌভাগ্যবান জীবগণের হৃদয়ে গৌরপ্রসাদ বিতরণের জন্য কায়মনোবাক্যে সবিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন এবং যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সর্ব্বোচ্চ আসন ও তাহার জ্যোতিঃ জগতে বিকাশ করিয়াছেন ও অশুদ্ধ অবৈষ্ণব মত নিরসনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন সেই "শ্রীগৌর-ভক্তিসাম্রাজ্যধুরন্ধরাগ্রণী" শুদ্ধ বৈষ্ণবাদর্শ মহাত্মা, "বৈষ্ণবসমাজ মুকুটমণি" শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ পরমহংস ঠাকুর এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে মাদৃশ শক্তিহীন হরিসেবা-বিমুখ জীবকে যে কৃপা শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার বলে এই কার্য্য সমাধান হইল। তাঁহার অতুলনীয় উৎসাহ, আগ্রহাতিশয্য ও কৃপা আমাকে প্রোৎসাহিত করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করাইয়াছেন।

অকিঞ্চন শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী।

প্রকাশক। শ্রীমায়াপুর শ্রীব্রজপত্তন।

১লা আষাঢ় ১৮৩৭ শকাব্দা ত্রিবিক্রম ৪২৯ শ্রীচৈতন্যাব্দা।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু

বিরচিত।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ পরমহংস ঠাকুর

কৃত অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এবং অকিঞ্চন

শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস কৃত

অনুভাষ্য সহ।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী সম্পাদিত

ও প্রকাশিত।

আদিলীলার সূচী।

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা সংখ্যা	কবিতাসংখ্যা
প্রথম	১— ৩৯	১১০
দ্বিতীয়	৪০— ৮০	১২১
তৃতীয়	৮১—১১৫	১১৩
চতুর্থ	১১৬—১৯০	২৭৭
পঞ্চম	১৯১—২৪৮	২৩৫
ষষ্ঠ	২৪৯—২৭০	১১৮
সপ্তম	২৭১—৩১৬	১৭১
অষ্টম	৩১৭—৩৩৩	৮৫
নবম	৩৩৪—৩৪৫	৫৫
দশম	৩৪৬—৪০০	১৬৪
একাদশ	৪০১—৪১৬	৬১
দ্বাদশ	৪১৭—৪৩৮	৯৫
ত্রয়োদশ	৪৩৯—৪৬৫	১২৩
চতুর্দ্দশ	৪৬৬—৪৮৩	৯৭
পঞ্চদশ	৪৮৪—৪৯০	৩৪
ষোড়শ	৪৯১—৫১০	১১১
সপ্তদশ	৫১১—৫৭৬	৩৩৬

প্রয়োজনীয় নির্দর্শন।

—— ঃ*ঃ ——

আদিলীলা।

[লিখিত সংখ্যাগুলি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত কবিতার সংখ্যা]

প্রথম পরিচ্ছেদ ১ পৃষ্ঠা হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

মঙ্গলাচরণ চতুর্দ্দশ শ্লোক ১-১৪ সংখ্যা শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ বন্দনা ১৫।১৬।১৭ চতুর্দ্দশ শ্লোকের বিবরণ ১৮ সংখ্যা সমান্যরূপে ইষ্টদের বন্দন ৩৩ শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু ও পঞ্চতত্ত্ব প্রণাম ৩৫ গুরুতত্ত্ব ৪৪ শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকী ৫০ ভক্ত এবং অংশ, গুণ ও শক্ত্যাবেশ অবতার ভেদে ভগবানের অবতার ৬১ ভগবানের দুইরূপ প্রকাশ ও বিলাস ৬৮ বিশেষরূপে ইষ্টদেব বন্দন শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কথন ৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৪০পৃ-৮০পৃ

বন্দনা ১ বস্তু নির্দ্দেশ ৪ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একতত্ত্ব ৬ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ-প্রভাই ব্রহ্ম স্বরূপ ১২ পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশ ১৮ কৃষ্ণচন্দ্রই মূলনারায়ণ ২৩ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞান ৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮১ পৃ-১১৫পৃ

বন্দনা ১ জগতে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ, শ্রীচৈতন্য অবতারের হেতু ও অবতার বর্ণ বিচার ৩৫ মহাপুরুষলক্ষণ ৪১ শ্রীচৈতন্যাবতার সম্বন্ধে প্রমাণ বচন ৪৬ অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, পার্ষদ ও সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ কথন ৭০ মহাপ্রভুর গুরুবর্গ ৯১ জগতে কৃষ্ণভক্তির অভাব দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিচার ও ভগবদবতারের জন্য তপস্যা ৯৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১১৬পৃ-১৯০পৃ

বন্দনা ১ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য ৫ ভারহারী অবতার ৭ পূর্ণাবতারীতে অবতার সম্মিলন ১০ যুগমন্বন্তরাবতার ১১ অসুরসংহার-কার্য্য ১৩ ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম ১৭ ভগবানকে সম হীনজ্ঞান ২২ পারকীয় ভাব ২৯ রাগমার্গ ৩৩ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ৩৭ চারিরসে ভক্ত আধার ৪২ মধুর রস ৪৬ শ্রীরাধাভাব ৪৮ ভাবগ্রহণ হেতু ধর্ম্মস্থাপন ৫৩ রাধাস্বরূপ ৫৯ চিচ্ছক্তি ৬১ শক্তিত্রয় ৬২ সন্ধিনী ৬৪ হ্লাদিনী ৬৮ মহাভাবস্বরূপা ৬৯ কৃষ্ণকান্তা ত্রিবিধ ৭৪ অংশিনীরাধা ৭৬ বৈভবগণ ৭৭ বৈভববিলাস ৭৮ প্রাভব প্রকাশ ৭৮ রাধাপঞ্চনাম ৮২ রাধিকানামার্থ ৮৪ অগ্নিজ্বালা ৯৭ কৃষ্ণবিরহউন্মাদ ১০৭ ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম ১১২ রাধাপ্রেম বল ১২৩ বিষয় জাতীয় সুখ ১৩৩ আশ্রয়জাতীয় সুখ ১৩৪ রাধাপ্রেম দর্পণ ১৪০ কৃষ্ণমাধুর্য্যবল ১৪৭ বিধিনিন্দন ১৫০ রূঢ়ভাব ১৬২ কাম ও প্রেম ১৬৪ কৃষ্ণপ্রতিজ্ঞা ১৭৭ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ১৭৯ অদ্ভুত গোপীস্বভাব ১৮৫ গোপিকা-সুখ ১৮৯ কৃষ্ণসুখ ১৯০ গোপীপ্রেম কামগন্ধহীন ১৯৭ গোপীসহ কৃষ্ণ সম্বন্ধ ২১০ গোপীশ্রেষ্ঠা রাধিকা ২১৪ মহাপ্রভু রসের সদন ২২৫ সিদ্ধান্ত২৩৩ অভক্তউষ্ট্র ২৩৫ রাধাকৃষ্ণের তুলনা বিচার ২৩৮ রাধাভাব অঙ্গীকার ২৬৭ অদ্বৈত হুঙ্কার ২৭০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৯১ পৃ-২৪৮

বন্দনা ১ নিত্যানন্দ তত্ত্ব ৩ পরব্যোম প্রকৃতিপার ১৪ শ্রীগোকুলব্রজ ১৭ চর্ম্মচক্ষে বৃন্দাবন প্রপঞ্চসম ২০ স্বরূপ প্রকাশ ২১ চতুর্ব্যূহ ২৩ শ্রী-ভূ-লীলা শক্তি ২৮ মুক্তি ৩০ সিদ্ধলোক ৩৩ নির্ব্বিশেষব্রহ্ম ৩৮ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ৪১ কারণার্ণব ৫১ গঙ্গা কারণ বারির এককণা ৫৪ মহৎস্রষ্টা পুরুষ ৫৬ প্রকৃতিজড়রূপা ৫৯ কৃষ্ণই মূল জগৎ কারণ ৬১ পুরুষাবতার ৬৩ শ্রীবলরামের অংশ কলা ও কলাংশ ৭৩ অবতার ৭৮ প্রকৃতি সহ সম্বন্ধ ৮৬ ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি ৮৮ ব্রহ্মাণ্ড পরিমাণ ৯৭ চৌদ্দভুবন প্রকাশ ৯৮ অনন্তশয্যা ৯৯ ব্রহ্মার জন্ম ১০২ সৃষ্টিস্থিতি লয় ১০৩ সপ্তসমুদ্র ১১০ শ্বেত-দ্বীপ ১১১ বিষ্ণুর শেষরূপ ১১৭ ছত্রপাদুকা প্রভৃতি রূপে কৃষ্ণসেবা ১২৩ কৃষ্ণে সবই সম্ভব ১২৮ কৃষ্ণ ঈশ্বর আর সব ভৃত্য ১৪২ গুরুবর্গাদি সকলেই লীলার সহায় ১৪৪ মীনকেতন রামদাস ১৬১ গুণার্ণব মিশ্রের আচরণে রামদাসের ক্রোধ ১৬৮ নিত্যানন্দ না মানিয়া কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার সর্ব্বনাশ ১৭৩ কবিরাজ গোস্বামীর স্বপ্নে নিত্যানন্দ দর্শন ১৮০ নিত্যানন্দ রূপ বর্ণন ১৮৩ প্রভুর কবিরাজ গোস্বামীকে বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞাপ্রদান ১৯৫ কবিরাজের বৃন্দাবন গমন ১৯৯ কবিরাজ গোস্বামীর দৈন্য ২০৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৪৯পৃ—২৭০

বন্দনা ১ অদ্বৈতাচার্য্য মহত্ত্ব ৩ নিমিত্ত ও উপাদান মায়া ১৪ পুরুষাবতার বিশ্বের নিমিত্ত ও অদ্বৈত আচার্য্য বিশ্বের উপাদান ১৬ অদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অংশ ২৫ আচার্য্য হুঙ্কারে চৈতন্য অবতার ৩৩ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর অঙ্গ ৩৬ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উপাঙ্গ ৩৭ কৃষ্ণদাস্যের নিকট কোটী ব্রহ্ম-সুখও তুচ্ছ ৪৩ লক্ষ্মী ও দাস্য সুখ প্রার্থনা করেন ৪৫ চৈতন্যের দাস্যে

সবাকে উন্মত্ত করায় ৪৯ শ্রীমতী রাধিকাও কৃষ্ণের দাসী অভিমান করেন ৬৫ সঙ্কর্ষণ দশ দেহ ধরিয়া কৃষ্ণসেবা করেন ৭৬ কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য ৮১ সমতা হইতে ভক্তপদ বড় ৯৮ কৃষ্ণসাম্যে মাধুর্য্যাস্বাদন হয় না ১০১ কৃষ্ণের শ্রীসঙ্কর্ষণ মূল ভক্তাবতার ১১০

সপ্তম পরিচ্ছেদ ২৭১পৃ—৩১৬পৃ

বন্দনা ১ পঞ্চতত্ত্ব ৩ প্রেমবন্যা ২৫ মহাপ্রভুর সন্নাস গ্রহণের কারণ ২৯ তার্কিক, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দুকাদির উদ্ধার ৩৫ কাশীর মায়াবাদী ৩৯ প্রভুর বৃন্দাবন গমন ও কাশীতে অবস্থান ৪০ মথুরা দেখিয়া পুনঃ কাশীতে প্রত্যাগমন ৪৪ প্রভুর চন্দ্রশেখর গৃহে অবস্থান ৪৫ সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলন ৪৭ প্রকাশানন্দ সহ মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বিচার ৫৯ নাম বিনা কলিকালে আর ধর্ম্ম নাই ৭৪ কৃষ্ণনামে কৃষ্ণে ভাব উপজয় ৮৩ প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ ৮৫ প্রেমের স্বভাব ৮৮ কৃষ্ণনামানন্দসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দ খাতোদক ৯৭ বেদান্ত ১০৬ মুখ্যবৃত্তি ১০৮ গৌণবৃত্তি ১০৯ ব্রহ্ম ১১১ বিষ্ণুনিন্দা ১১৫ শক্তি শক্তিমান ১১৭ জীবতত্ত্ব ১২০ পরিণামবাদ ১২১ বিবর্ত্তবাদ ১২২ অবিচিন্ত্য শক্তি ১২৪ চিন্তামণি ১২৫ প্রণব ১২৮ তত্ত্বমসি ১২৯ মুখ্যবৃত্তি ও লক্ষণা বৃত্তি ১৩১ মুখ্যার্থ ১৩৭ শ্রবণাদিভক্তি ১৪১ সাধন ভক্তি ১৪২ প্রেমে কৃষ্ণবশ ১৪৫ সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ১৪৬ মায়াবাদী সন্ন্যাসী গণের কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ১৪৯ মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদিগকে ক্ষমা করেন ১৫০ প্রভুদর্শনে লোকসঙ্ঘ ১৫৬ সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনপ্রেরণ ১৬০ প্রভুর নীলাচল আগমন ১৬১ সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভক্তি প্রচার ১৬৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৩১৭পৃ-৩৩৩পৃ

বন্দনা ১ যে কৃষ্ণ না মানে সে দৈত্যতুল্য ৯ সন্ন্যাসকারণ ১১ শ্রীচৈতন্য দয়া ১৫ ভুক্তি মুক্তি দিতে পারিলে ভক্তি দেন না ১৮ নিত্যানন্দ রতিতে

কৃষ্ণ প্রেমোদয় হয় ২৩ কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে ২৪ চৈতন্য নিত্যানন্দ নামে অপরাধ বিচার নাই ৩১ শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ৩৩ চৈতন্যোচ্ছিষ্ট ৪১ মহাপ্রভুর শেষলীলার অবশেষ ৪৮ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস ৫৪ পঞ্চাশটী সদ্‌গুণ ৫৭ ব্রজবাসী ভক্তগণের গৌরলীলা বর্ণনের আদেশ ৬৫ শ্রীমন্মদনগোপালের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা ৭৩ কবিরাজ গোস্বামীর আজ্ঞা মালাপ্রাপ্তি ৭৬ মদনমোহনের প্রেরণাক্রমে চরিতামৃত লিখিত ৭৯

নবম পরিচ্ছেদ ৩৩৪পৃ-৩৪৫পৃ

বন্দনা ১ প্রভুর মালাকার ধর্ম্ম গ্রহণ ও ফলোদ্যান ৮ ভক্তিকল্পতরু ৯ প্রথম অঙ্কুর ১০ স্কন্ধ ১১ বৃক্ষের নবমূল ১৫ মধ্যমূল ১৬ শাখা ১৭ উপ-শাখা১৯ দুইস্কন্ধ অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ২১ প্রেমফল২৬ প্রেমফলাস্বাদন ৪৮

দশম পরিচ্ছেদ ৩৪৬ পৃ-৪০০পৃ

বন্দন ১ শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিত৯ চন্দ্রশেখর ১২ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ১৪ গদাধর পণ্ডিত ১৫ বক্রেশ্বর পণ্ডিত ১৭ জগদানন্দ ২১ রাঘব পণ্ডিত ২৪ গঙ্গাদাস পণ্ডিত ২৯ দামোদর পণ্ডিত ৩১ শঙ্কর পণ্ডিত ৩৩ সদাশিব পণ্ডিত ৩৪ প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, নৃসিংহানন্দ ৩৫ নারায়ণ পণ্ডিত ৩৬ শ্রীমান্ পণ্ডিত ৩৭ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ৩৮ নন্দন আচার্য্য ৩৯ মুকুন্দ দত্ত ৪০ বাসুদেব দত্ত ৪১ হরিদাস ঠাকুর ৪৩ সত্যরাজ ৪৮ মুরারি গুপ্ত ৪৯ শ্রীমান্ সেন ৫২ গদাধর দাস ৫৩ শিবানন্দ সেন ৫৪ শ্রীবল্লভসেন শ্রীকান্ত সেন ৬৩ গোবিন্দ দত্ত ৬৪ বিজয় দাস ৬৫ রত্নবাহু ৬৬ শ্রীধর ৬৭ ভগবান্ ৬৯ জগদীশ হিরণ্য ৭০ পুরুষোত্তম সঞ্জয় ৭২ বনমালি পণ্ডিত ৭৩ বুদ্ধিমন্ত ৭৪ গরুড় পণ্ডিত ৭৫ গোপীনাথ সিংহ ৭৬ দেবানন্দ, বক্রেশ্বর ৭৭ খণ্ডবাসী মুকুন্দ, রঘুনন্দন, নরহরি, চিরঞ্জীব, সুলোচন ৭৮ রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ৮০ বাণীনাথ ৮১ কুলীন

গ্রামীর ভাগ্য ৮৩ অনুপম বল্লভ শ্রীরূপ সনাতন ৮৩ রাজেন্দ্র ৮৫ পশ্চিমের লোকের আচার ৮৯ রঘুনাথ দাস ৯১ গোপাল ভট্ট ১০৫ শঙ্করারণ্য ১০৬ মুকুন্দ, কাশীনাথ রুদ্র ১০৬ শ্রীনাথ পণ্ডিত ১০৭ জগন্নাথ আচার্য্য ১০৮ কৃষ্ণদাস বৈদ্য, শেখর পণ্ডিত, কবিচন্দ্র, ষষ্ঠীবর ১০৯ শ্রীনাথমিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, শ্রীনিধি, গোপীকান্ত, ভগবান্ মিশ্র ১১০ সুবুদ্ধি, হৃদয়ানন্দ, মহেশপণ্ডিত, কমলনয়ন, শ্রীকর, মধুসূদন ১১১ পুরুষোত্তম, গালিম জগন্নাথ দাস, চন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ১১২ রামদাস, কবিচন্দ্র, গোপাল দাস, ভাগবতাচার্য্য, সারঙ্গদাস ১১৩ জগন্নাথ তীর্থ, জানকী নাথ, গোপাল আচার্য্য, বাণীনাথ বিপ্র ১১৪ গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব, ১১৫ রামদাস অভিরাম ১১৬ মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, যদুনন্দন ১১৯ জগাই মাধাই ১২০ পরমানন্দ পুরী, দামোদর স্বরূপ গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ১২৫ দামোদর পণ্ডিত, রঘুনাথ বৈদ্য ১২৬ সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ ১৩০ কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, ভবানন্দ রায় ১৩১ রামানন্দ রায়, গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি, বাণীনাথ, ১৩৩ প্রতাপরুদ্র, কৃষ্ণানন্দ ও পরমানন্দ মহাপাত্র, শিবানন্দ ওঢ় ১৩৫, ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহাতি, মুরারি মাহিতি ১৩৬ মাধবী দেবী ১৩৭ কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী ১৩৮ রামাই নন্দাই ১৪৩ কৃষ্ণদাস ১৪৫ বলভদ্র ১৪৬ বড় ছোট হরিদাস ১৪৭ রামভদ্র, সিংহেশ্বর ওঢ় তপন আচার্য্য, রঘু, নীলাম্বর ১৪৮ শিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট শিবানন্দ দত্তর কমলানন্দ ১৪৯ অচ্যুতানন্দ ১৫০ নির্লোম গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ১৫১, চন্দ্রশেখর বৈদ্য, তপন মিশ্র ১৫২ রঘুনাথ ভট্ট ১৫৩

একাদশ পরিচ্ছেদ ৪০১-৪১৬পৃ

বন্দন ১ বীরভদ্র ৮ রামদাস গদাধরদাস ১৩ মাধববাসুদেব ঘোষ ১৫ মুরারি চৈতন্যদাস ২০ রঘুনাথ বৈদ্য ২২ সুন্দরানন্দ ২৩ কমলাকরপিপ্প-

নাই ২৪ সূর্য্যদাস সরখেল, কৃষ্ণদাস ২৫ গৌরীদাস ২৬ পুরন্দর পণ্ডিত ২৮ পরমেশ্বর দাস ২৯ জগদীশ পণ্ডিত ৩০ ধনঞ্জয় ৩১ মহেশ, গোপাল ৩২, পুরুষোত্তম ৩৩ বলরাম দাস ৩৪ যদুনাথ কবিচন্দ্র ৩৫ কৃষ্ণদাস ৩৬ কালা কৃষ্ণদাস ৩৭ সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তম দাস ৩৮ কানু ঠাকুর ৪০ উদ্ধারণ দত্ত ৪১ বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য (রঘুনাথ পুরী) ৪২ গঙ্গাদাস ৪৩ পরমানন্দ উপাধ্যায়, জীবপণ্ডিত ৪৪ পরমানন্দ গুপ্ত ৪৫ নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর, দেবানন্দ ৪৬ কৃষ্ণদাস বিহারী ৪৭ নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর, বসু রামানন্দ, জগন্নাথ, মহীধর ৪৮ শ্রীমন্ত, গোকুল-দাস, হরিহরানন্দ, শিবাই, নন্দাই, পরমানন্দ ৪৯ বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন, বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন ৫০ কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ ৫১ পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দামোদর দাস, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ৫২ গোপাল. রামভদ্র, গৌরাঙ্গ দাস, নৃসিংহ চৈতন্য মীনকেতন রামদাস ৫৩ বৃন্দাবন দাস ৫৪

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৪১৭-৪৩৮পৃ

বন্দনা ১ অদ্বৈতগণ প্রথমতঃ একমত পরে দুই দল ৮ আচার্য্যানুগত ও স্বতন্ত্র ৯ আচার্য্যমত সার অন্যমত অসার ১০ অসার সহ গণনা করিয়া পশ্চাৎ ত্যাগ ১২ অচ্যুতানন্দ ১৩ চৈতন্য চৌদ্দভুবনের গুরু ১৬ কৃষ্ণ-মিশ্র ১৮ গোপাল ১৯ বলরাম ২৭ কমলাকান্ত বিশ্বাস ২৮ অদ্বৈতপ্রভুর তিনশত ঋণ ৩২ বিশ্বাস বাউলিয়া, বিশ্বাসের দণ্ড ৩৬ পূর্ব্বদণ্ডত্রয় ৪১ বিষয়ী অন্ন খাইলে মন দুষ্ট হয় ৫০ দুষ্টমনার কৃষ্ণস্মৃতি হয় না ৫১ যদু নন্দন ৫৬ বাসুদেব দত্ত ৫৭ ভাগবতাচার্য্য, বিষ্ণুদাসাচার্য্য, - চক্রপাণি আচার্য্য, অনন্ত আচার্য্য ৫৮ নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, দুর্ল্লভ বিশ্বাস,

বনমালি দাস ৫৯ জগন্নাথ, ভবনাথ কর, হৃদয়ানন্দ সেন, ভোলানাথ দাস ৬০ যাদবদাস, বিজয়দাস, জনার্দ্দন, অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, নারায়ন-দাস ৬১ শ্রীবৎস পণ্ডিত, হরিদাস ব্রহ্মচারী, পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণ দাস ৬২ পুরুষোত্তম, রঘুনাথ, বনমালি, কবিচন্দ্র, বৈদ্যনাথ ৬৩ লোক-নাথ, মুরারি, শ্রীহরিচরণ, মাধব পণ্ডিত ৬৪ বিজয় পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত ৬৫ চৈতন্যবিমুখ পাষণ্ড ৭১ অচ্যুতানন্দ মত গ্রহণকারী অদ্বৈতের শাখা ৭৩ গদাধর শাখা ৭৮ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ৭৯ অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, নয়ন মিশ্র, গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ৮০ ভূগর্ভ গোসাঞী, ভাগবত দাস ৮১ বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, বল্লভচৈতন্য দাস ৮২ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, উদ্ধব দাস, জিতামিত্র, জগন্নাথ দাস৮৩ শ্রীহরি আচার্য্য, পুরিয়া গোপালদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল ৮৪ শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, লক্ষ্মীনাথ, বঙ্গবাটী চৈতন্য দাস, রঘুনাথ ৮৫ অমোঘ পণ্ডিত, হস্তীগোপাল, চৈতন্য বল্লভ, যদু গাঙ্গুলি, মঙ্গল বৈষ্ণব ৮৬ শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী ৮৭ শাখা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন ৯০

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৪৩৯পৃ-৪৬৫পৃ

বন্দনা ১ আদিলীলার সূত্র ৯ মুরারিগুপ্তের আদিলীলা সূত্র ১৫ স্বরূপ গোস্বামীর মধ্য ও অন্ত্যলীলা সূত্র ১৬ মহাপ্রভু গৃহস্থ লীলার সূত্র ২০ মধ্য লীলার সূত্র ৩৪ অন্ত্যলীলার সূত্র ৩৭ গুরুপরিবার ৫৩ অদ্বৈতআচার্য্যের গীতা ভাগবত ব্যাখ্যা ৬৪ অবতার কারণ প্রতিজ্ঞা ৭০ আচার্য্যপ্রভুর হুঙ্কার ৭১ বিশ্বরূপ জন্ম ৭৪ শচী জগন্নাথদেহে কৃষ্ণের প্রবেশ ৮০ শচী জগন্নাথের অলৌকিক দর্শন ৮১ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা ৮৮ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ৯৩ আচার্য্য প্রভুর মনোবলে দান ৯৯ দেবরমণীগণের মহা-প্রভু দর্শনে আগমন ১০৪ সীতাঠাকুরাণীর উপহার প্রদান ১১০ নিষ্ক্রামণ ১১৭ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা ১২০

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ৪৬৬ পৃ-৪৮৩পৃ

বন্দনা ১ বাল্যলীলা সূত্র ৪ পিতামাতাকে চিহ্নচরণ দেখান ৬ বত্রিশ-লক্ষণ ১৪ প্রভুর বিশ্বম্ভর নাম ১৯ জানুচংক্রমণ ২১ ক্রন্দনচ্ছলে হরিনাম বলান ২২ পদচংক্রমণ ২৩ মৃত্তিকা ভক্ষণ ২৫ তিনবার অতিথি বিপ্রের অন্ন ভক্ষণ ৩৭ চোরের দিগ্‌ভ্রম ৩৮ ব্যধিছলে জগদীশ হিরণ্যের নৈবেদ্য ভক্ষণ ৩৯ চুরি করিয়া দ্রব্য ভক্ষণ ৪০ প্রভুর ভাণ্ড ভঙ্গ ৪৩ মাতার মূর্চ্ছা ও নারিকেল আনয়ন ৪৫ কন্যাগণের দেবপূজার নৈবেদ্য ভক্ষণ ৪৮ কন্যাগণকে বরপ্রদান ৫৪ লক্ষ্মীদেবীর পূজা গ্রহণ ও বর প্রদান ৬২ আস্তাকুড়ে উচ্ছিষ্ট হাণ্ডীর উপর উপবেশন ৭৩ শূন্যচরণে নুপুর ধ্বনি ৭৮ মিশ্রের শিক্ষাদান ও স্বপ্ন দর্শন ৮৩ হাতে খড়ি ৯৪

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৪৮৪-৪৯০পৃ

বন্দনা ১ পৌগণ্ড লীলার সূত্র ৩ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে ব্যাকরণ অধ্যয়ন ৫ মাতাকে একাদশীতে অন্ন না খাইতে অনুরোধ ৮ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ১২ প্রভুর মূর্চ্ছা ও বিশ্বরূপের বিবরণ ১৬ মিশ্র পুরন্দরের অপ্রকট ২৩ মহাপ্রভুর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ২৫ বনমালী ঘটক ২৯ মহাপ্রভুর সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ ৩০

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ৪৯১পৃ-৫১০পৃ

বন্দনা ১ কৈশোর লীলার সূত্র ৪ অধ্যাপনা ৫ শিষ্যগণ সহ জলকেলি ৭ প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে গমন ৮ তপন মিশ্রকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব উপদেশ ১০ তপন মিশ্রকে বারাণসী যাইতে আজ্ঞা প্রদান১৬ বঙ্গদেশে প্রভুর লীলা১৯ প্রভুর বিরহে লক্ষ্মীদেবীর পরলোক ২১ প্রভুর গৃহে আগমন ২২ প্রভুর বিদ্যাবিলাস ২৪ বিষ্ণুপ্রিয়াসহ পরিণয় ২৫ দিগ্বিজয়ীজয় ২৫ দিগ্বি-জয়ী কথিত শ্লোক পঠন ৪০ শ্লোকের দোষগুণ বিচার ৫২ বিনয়বাক্যে

কবির পরিতোষ ৯৯ কবির সরস্বতী আরাধন ১০৫ সরস্বতীর নিকট মহাপ্রভুর তত্ত্বজ্ঞান ১০৬ দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন ১০৭

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৫১১-৫৭৬পৃ

বন্দনা ১ যৌবনলীলার সূত্র ৩ প্রভুর গয়ায় গমন ও ঈশ্বর পুরীসহমিলন ৮ দীক্ষা ও প্রেম প্রকাশ ৯ গৃহে আগমন ৯ শচীদেবীকে প্রেমদান ৪ অদ্বৈত মিলন ১০ অদ্বৈতের বিশ্বরূপ দর্শন ১০ প্রভুর অভিষেক ও প্রভুর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ১১ নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন ও যড়ভুজ দর্শন ১২ নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাস পূজা ও মুষলধারণ ১৬ শচীদেবীর রামকৃষ্ণ দর্শন ১৭ জগাই মাধাই উদ্ধার ১৭ সাত প্রহরিয়া ভাব ১৮ বরাহ আবেশ ১৯ শুক্লাম্বরের তণ্ডুলভক্ষণ ২০ হরের্নাম শ্লোক ব্যাখ্যা ২১ শ্রীবাস গৃহে কীর্ত্তন ৩৪ গোপালচাপাল উপাখ্যান ৩৭ এক বিপ্রের মহাপ্রভুকে শাপপ্রদান ৬০ মুকুন্দের দণ্ড ও প্রসাদ ৬৫ আচার্য্য প্রভুর জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা ও মহাপ্রভুর তাড়ন ৬৭ মুরারীগুপ্তের ললাটে রামদাস নাম লিখন ৬৯ শ্রীধরের লৌহ পাত্রে জলপান ৭০ হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ ও আচার্য্য স্থানে শচী-দেবীর অপরাধ খণ্ডন ৭১ জ্ঞান কর্ম্ম যোগধর্ম্মে কৃষ্ণবশ হন না ৭৫ প্রভু মুরারিকে কহিলেন তুমি কৃষ্ণবশ করিয়াছ ৭৭ আম্র মহোৎসব ৮০ শ্রীবাসের সহস্র নাম পঠন ৯০ প্রভুর নৃসিংহ আবেশ ৯১ মহেশ আবেশ ১০০ ভিক্ষুকে প্রেমদান ১০১ জ্যোতিষী গণনায় প্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করেন ১০৩ জ্যোতিষীর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণন ১০৮ বলদেব আবেশ, যমুনাকর্ষণলীলা ১১৫ প্রতি গৃহে গৃহে সংকীর্ত্তন ১২১ কাজীর নিকট নাগরিকগণের নিবেদন ১২৪ কাজীর মৃদঙ্গ ভঙ্গ ১২৫ কাজীর কীর্ত্তনে বাধা প্রদান ১২৬ উদ্দাম সংকীর্ত্তনাজ্ঞা প্রদান ১৩০ তিন সম্প্রদায়ে নগর কীর্ত্তন আরম্ভ ১৩৫ কাজীর বাড়ীতে আগমন ১৩৯

কাজীর সহিত আলাপ ১৪৪ কাজীর সহিত সম্বন্ধ ১৪৮ কাজীসহ শাস্ত্রবিচার ১৫৩ কাজীর স্বপ্নে নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শনের উপাখ্যান ১৭৯ কাজীর পেয়াদার বিবরণ ১৮৯ জিহ্বা হইতে নাম ছাড়ে না ২০০ পাষণ্ডী হিন্দুদের কাজীর নিকট বর্ণন ২০৪ কাজীর তালাক ২২২ শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক ২২৮ নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট দান ২৩০ দরজী যবন প্রভুর রূপ দর্শন করেন২৩১ শ্রীবাসের বৃন্দাবন লীলাবর্ণন২৩৪ প্রভুর রুক্মিণ্যাদি আবেশ ২৪১ এক ব্রাহ্মণী মহাপ্রভুর চরণ ধূলি লয়েন ২৪৩ গোপী গোপী নাম কীর্ত্তন ২৪৭ প্রভুর কৃষ্ণে দোষোদ্গার ২৫০ একটী দুরন্ত পড়ুয়ার বৃত্তান্ত ২৪৮-২৫৮ প্রভুর সন্ন্যাস লইবার কারণ ২৫৯ কেশব ভারতীর নদীয়া আগমন, প্রভুর সহিত আলাপ ২৬৮ কাটোয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ২৭২ চতুর্ব্বিধ ভক্ত ভাব আস্বাদন ২৭৫ প্রভুর রাধাভাব ২৭৬ কৃষ্ণের অন্তরূপ গোপী বাঞ্ছা করেন না ২৮০ নারায়ণের নিকট গোপীদিগের বর প্রার্থনা ২৮৮ শ্রীরাধিকার নিকট কৃষ্ণ চতুর্ভুজ রক্ষা করিতে পারিলেন না ২৯১ শ্রীচরিতামৃত আদিলীলার অনুবাদ ৩১১

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৭৭-৬২৮ পৃ

প্রভুর সন্ন্যাস দিন ১৬ নিত্যানন্দের প্রেম প্রচার ২৪ রূপ সনাতনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিপ্রচার ৩১ সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থাবলী ৩৫ রূপ গোস্বামীর গ্রন্থাবলী ৩৭ জীব গোস্বামীর গ্রন্থাবলী ৪২ প্রথম বৎসর

অদ্বৈতাদির নীলাচল গমন ৪৬ রূপ গোস্বামীর ব্যাখ্যা শ্লোক ৬০ মহা-প্রভু রূপ কৃত শ্লোক স্বরূপ গোস্বামীকে দেখাইলেন ৭০ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ দর্শন ৭৮ মধ্যলীলার সূত্র ৯০ প্রভুর বৃন্দাবন যাইতে গৌড়ে গমন ১৪৮ কুলিয়ায় আগমন ১৫২ নৃসিংহানন্দের মানসে বর্ত্ম প্রস্তুত ১৫৫ প্রভুর কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাত্রা ১৬৩ গৌড়ের রাজা হোসেন সা প্রভুর সংবাদ পাইলেন ১৬৮ দবির খাসের নিকট রাজার তথ্য জিজ্ঞাসা ১৭৫ রূপ ও সাকর মল্লিকের প্রভু স্থানে আগমন ১৮৩ নামাভাসে পাপ ধ্বংশ হয় ১৯৪ রূপ সনাতনের পত্রী ২০৯ রূপ সনাতন প্রভুকে বিনয় করিয়া তথা হইতে শীঘ্র যাইতে বলিলেন ২২১ প্রভুর কানাইএর নাট-শাল গমন ২২৭ শান্তিপুরে আগমন ২৩২ নীলাচল গমন ২৩৬ বৃন্দাবন যাত্রা ২৩৭ রূপ মিলন ২৪১ সনাতন মিলন ২৪৪ সন্ন্যাসীগণের প্রতি কৃপা ২৪৫ অন্ত্যলীলার সূত্র কথন ২৪৮ বল্লভ ভট্ট মিলন ২৬৩ শ্রীবাসাদি ভক্তগণের মহাপ্রভুর গুণগান ২৬৯ প্রভু সকলকে দর্শন দেন ২৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৬২৯পৃ-৬৬৩

বন্দনা ১ প্রভুর শেষ দ্বাদশবৎসর লীলা বর্ণন ৩ প্রভুর বিপ্রলম্ভ ১৯ কৃষ্ণ-সেবা বিনা সকল ইন্দ্রিয়ই বিফল ২৯ আনন্দ ও মদন সম্ভোগের বাধক ৩৭ কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপ ৪৩-৫১ জগন্নাথ দর্শনে কুরুক্ষেত্র স্ফুর্তি ৫৩ অদর্শন জন্য বিপ্রলম্ভ ৫৯ দিব্যোন্মাদ ৬৪ মূর্চ্ছায় সাক্ষাৎকার ৭৩ বিচ্ছেদান্তে দর্শন ৭৪-৭৬ প্রভুর পাঁচ প্রকার গীত শ্রবণ ৭৭ রসভেদে প্রভুভক্ত কথন ৭৮ প্রভুর তিন বস্তু আস্বাদন ৮০ মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি ৮১ দয়ালু অবতার ৮২ স্বরূপের ভাণ্ডার ৮৪ গ্রন্থকার সর্ব্বচিত্ত আরাধনে অসমর্থ ৮৫ গ্রন্থকার বৃদ্ধজরাতুর ৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৬৬৪-৬৯৫পৃ

বন্দনা ১ প্রভুর রাঢ়দেশ ভ্রমণ ৪ বৃন্দাবন পথ ভ্রমে গঙ্গাতীর পথে গমন

৯৯ গঙ্গায় যমুনা জ্ঞান ২৬ অদ্বৈতাচার্য্য গৃহে নিত্যানন্দ প্রভু ও মহা-প্রভুর আগমন ৪০ ভোগবিবরণ ৪২ প্রভুদ্বয়ের প্রসাদ ভোজন ৭৮ শান্তিপুরবাসীগণের প্রভু দর্শনে আগমন ১০৮ কীর্ত্তনানন্দ ১১২ শচী-মাতার শান্তিপুর আগমন ১৩৭ শচীমাতা সহ প্রভুর মিলন ১৪০ নবদ্বীপ-বাসী ভক্তগণ সহ মিলন ১৫১ শচীমাতার বিষ্ণুপাশে বর প্রার্থনা ১৬৪ প্রভুকে নীলাচলে থাকিতে শচীমাতার আজ্ঞা ১৮২ ভক্তগণকে গৃহে গমন করিতে প্রভুর আদেশ ২০৬ প্রভুর নীলাদ্রি গমন ২১১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৬৯৬-৭২৮পৃ

বন্দনা ১ প্রভুর নীলাচল গমন ১০ রেমুণায় আগমন ১২ শ্রীগোপাল উপাখ্যান ও মাধবেন্দ্র পুরী ২১ পুরী গোস্বামীর নিকট অদ্বৈতাচার্য্যের দীক্ষা গ্রহণ ১১১ পুরীগোস্বামীর রেমুণায় গোপীনাথ দর্শন ১১২ গোপী-নাথের ক্ষীর চুরি ১২৭ মাধবেন্দ্র পুরীকে ক্ষীর প্রদান ১৩৫ গোপালের নিমিত্ত চন্দন প্রার্থনা ১৫০ গোপীনাথের দেহে চন্দন দিবার জন্য গোপা-লের আজ্ঞা ১৬০ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কৃত শ্লোক ১৯৭ প্রভুর সাত্বিক ভাবাবলী ২০১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৭২৯-৭৫২পৃ

বন্দনা ১ প্রভুর যাজপুর আগমন ৩ কটক আগমন ৫ সাক্ষীগোপাল উপাখ্যান ৭ দুই ব্রাহ্মণের তীর্থ ভ্রমণে গমন ১০ বিপ্রদ্বয়ের বৃন্দাবন আগমন ও শ্রীগোপাল দর্শন ১৪ বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সেবায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে অঙ্গীকার ২০ শ্রীগোপালকে সাক্ষী করণ ৩৩ কন্যাদানে বড় বিপ্রের আত্মীয়গণের অসম্মতি ৩৮ গ্রামের দশ জন সম্মুখে কন্যাদান সম্বন্ধে বিচার ৫৫ ছোট বিপ্রের সাক্ষী আনিতে বৃন্দাবন গমন ৮৭ গোপাল নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত কথন ৮৮ বিপ্রকে

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে নিষেধ ৯৮ বিপ্রের শ্রীগোপাল সহ নিজ গ্রামে আগমন ১০৩ গোপালের সাক্ষী দান ও ছোট বিপ্রকে বড় বিপ্রের কন্যাদান ১১২ গোপালের বিদ্যানগরে অবস্থিতি ও সাক্ষী গোপাল নাম ১১৮ উৎকল রাজ পুরুষোত্তমের বিদ্যানগর জয় ১২০ পুরুষোত্তম দেবের ভক্তিতে সাক্ষী গোপালের কটক আগমন ১২৩ গোপালকে রাজ মহিষীর অলঙ্কার অর্পণ ১২৫ মহিষীর ইচ্ছায় নাসায় ছিদ্র ও মুক্তা পরান ১২৭ প্রভুর কমলপুর আগমন ও ভার্গী নদী স্নান১৪১ কপোতেশ্বর দর্শনে গমন ও দণ্ডভঙ্গ ১৪২ জগন্নাথ দেউল দৃষ্টিগোচর ১৪৪ আঠার নালা আগমন ১৪৭ নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড প্রার্থনা ১৪৮ দণ্ডভঙ্গে ক্রোধ ১৫২ সকলকে পশ্চাৎ রাখিয়া প্রভুর অগ্রে গমন ১৫৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৭৫৩-৮১৭পৃ

বন্দন ১ প্রভু আবেশে জগন্নাথ আলিঙ্গনে ব্যগ্র ৪ প্রভু অচৈতন্য ৭ অধিরূঢ় মহাভাব ১৩ গোপীনাথাচার্য্য ১৭ মুকুন্দের আলাপ২১ সার্ব্বভৌম ভবনে প্রভু ২৬ প্রভুর চেতন ৩৭ সার্ব্বভৌম গৃহে ভোজন ৪১ সম্ভাষণ ও ন্যাসীজনোচিত আশীর্ব্বাদ ৪৮ পূর্ব্বাশ্রম প্রশ্ন ৫০ পরিচয় ৫৩ বিনয় ৫৯ নির্জ্জনস্থানে বাসা ৬৫ সম্প্রদায় নাম জিজ্ঞাসা ৭০ সার্ব্বভৌমের হিতচিন্তা ৬৪ যোগপট্ট ৭৬ ভগবত্তা লক্ষণের সীমা ৭৮ ঈশ্বর প্রমাণ ৮০ কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ৯৪ ত্রিযুগ ৯৫ শাস্ত্রপ্রমাণ৯৭ সার্ব্বভৌমের প্রভুর প্রতি বাৎসল্য ১১৭ বেদান্ত শ্রবণ ১২১ সূত্রের অর্থ নির্ম্মল, সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা অবোধ্য ১৩০ মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ ১৩৪ শ্রুতিতে অস্থি-বিষ্ঠার পবিত্রতা ১৩৬ নির্ব্বিশেষত্ব ১৪২ ব্রহ্মের নেত্র মন অপ্রাকৃত ১৪৬ অপাণিপাদশ্রুতি ১৫০ সবিশেষত্ব ১৫১ ব্রহ্মের ত্রিশক্তি ১৫৩ তিন অংশে চিচ্ছক্তি ১৫৮ তিনশক্তি প্রেমভক্তি করে ১৬০ মায়াধীশ মায়াবশ

ঈশ্বরে জীবে ভেদ ১৬২ শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ১৬৬ বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ নাস্তিক ১৬৮ পরিণাম বাদ ১৭০ উদাহরণ ১৭১ বিবর্ত্তবাদ ১৭২ উদাহরণ ১৭৩ প্রণব ১৭৪ তত্ত্বমসি প্রাদেশিক বাক্য ১৭৫ কল্পনা ভাষ্য ১৭৬ খণ্ডন ১৭৭ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ১৭৮ প্রমাণ লক্ষণা করে না ১৭৯ মায়াবাদ ১৮২ পাণ্ডিত্য প্রতিভা ১৯২ আত্মারাম শ্লোকার্থ ১৯৪ অষ্টাদশ অর্থ ১৯৫ সার্ব্বভৌমের অনুতাপ ২০০ ; শত-শ্লোক রচনা ২০৬ সার্ব্বভৌম উদ্ধার ২১৩ সার্ব্বভৌমের অরুণোদয়েই প্রসাদ লাভ ২২৩ মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ২৩১ অভিমান খণ্ডন ২৩৬ নাম সঙ্কীর্ত্তন সাধন শ্রেষ্ঠ ২৪১ সার্ব্বভৌমের শ্লোকদ্বয় ২৫০ শ্লোক পত্র চিরিয়া ফেলেন ২৫৩ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত ধ্যান, জপ ও নাম গ্রহণ ২৫৮ মুক্তিপদ শ্লোক ২৬১ ভক্তিপদ ২৬২ ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি ২৬৫ ঈশ্বর সাযুজ্য ২৬৯ মুক্তিপদ ব্যাখ্যা ২৭২ ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা ২৮০

সপ্তম পরিচ্ছেদ ৮১৮-৮৪০পৃ

বন্দন ১ নীলাচল বাস ৪ দোলযাত্রা ৫ সার্ব্বভৌম বিমোচন ও দক্ষিণ যাইবার মনন ৬ ভক্তগণের নিকট প্রভুর দক্ষিণ যাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা ১০ বিশ্বরূপের সন্ধান ইচ্ছা ১১ দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিবার ছল ১৩ প্রভুর অনুযোগ ১৮ ভক্তগণকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি ২৮ মহাপ্রভু দোষ ছলে ভক্তগণের গুণাস্বাদন করিলেন ২৯ ভক্তের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না ৩১ প্রভু কোন মিনতি শুনিলেন না ৩৩ কালা কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে নিত্যানন্দের অনুরোধ ৩৯ সার্ব্বভৌমের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা ৪৩ সার্ব্বভৌমের অনুরোধে কয়েক দিন নীলাচলে অপেক্ষা ৫০ দক্ষিণ যাইতে ভট্টাচার্য্যের সম্মতি ৫৫ জগন্নাথ দর্শন করিয়া দক্ষিণ দেশ যাত্রা ৫৭ রামানন্দ রায়কে

দর্শন করিতে প্রভুকে সার্ব্বভৌমের অনুরোধ ৬৩ রামানন্দ রায়ের অলৌকিক চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া উপহাস ৬৬ সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় ৭০ মহানুভবের চিত্ত বজ্রসম কঠিন ও পুষ্প সম কোমল ৭২ প্রভুর আলালনাথ আগমন ৭৬ আলালনাথে ভিক্ষা ৮৬ ভক্তগণের নিকট বিদায় ৯১ ভক্তগণ একদিন উপবাসী থাকিয়া দুঃখে নীলাচল আগমন ৯৪ গৌরাঙ্গ পথে এই শ্লোক বলিতে বলিতে চলিলেন ৯৬ সমস্ত দক্ষিণ দেশ বৈষ্ণব হৈল ৯৮ প্রভুকে দেখিতে যে আইসে সেই মহা ভাগবত হয় ১০৭ নবদ্বীপে যে শক্তি প্রকাশ করিলেন না সে শক্তি দক্ষিণ দেশে প্রকাশ করিলেন ১০৯ প্রভুর লীলা যে বিশ্বাস করে না তাহার সর্ব্বনাশ হয় ১১১ কূর্ম্ম স্থানে গমন ১১৩ প্রভু দর্শনে সকলে বৈষ্ণব হৈল ১১৮ কূর্ম্ম ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ ১২১ কূর্ম্ম ব্রাহ্মণ কর্তৃক মহাপ্রভুর স্তব ১২৪ ব্রাহ্মণকে গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণনাম করিতে বলিলেন ১২৭ প্রভু বলিলেন যারে দেখ তারে কৃষ্ণ উপদেশ কর ও গুরু হইয়া এই দেশ উদ্ধার কর ১২৮ দক্ষিণদেশে যার যার ঘরে ভিক্ষা করিলেন সর্ব্বত্র কূর্ম্ম ব্রাহ্মণের ন্যায় করিলেন ১৩২ কূর্ম্মের নিকট বিদায় ১৩৫ বাসুদেব ব্রাহ্মণের প্রভু দর্শনে আগমন ১৩৮ বাসুদেবের দর্শন ১৪০ বাসুদেবের কুষ্ঠ দূর হইল ১৪১ বাসুদেবের স্তুতি ১৪৪ বাসুদেবকে উপদেশ ১৪৭ প্রভুর বাসুদেবামৃতপ্রদ নাম ১৫০

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৮৪১পৃ-৯২৯

বন্দন ১ জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে নৃসিংহ দর্শন ৪ গোদাবরী তীরে আগমন ১০ গোদাবরীতীরে বন দেখিয়া যমুনা ও বৃন্দাবন স্মৃতি ১১ রামানন্দ রায়ের স্নানার্থ আগমন ১৪ রামানন্দ মিলিতে প্রভুর উৎকণ্ঠা ১৬ প্রভুর নিকট রামানন্দের আগমন ১৭ রামানন্দের

নিকট পরিচয় লইলেন ২১ তাঁহাকে আলিঙ্গন ২৩ সাত্বিকভাব ২৪ বৈদিক ব্রাহ্মণের বিচার ২৫ তাহার সহ আলাপ ২৯ মহান্তের স্বভাব অধমকে উদ্ধার করিতে তার ঘরে যান ৩৯ প্রভুর আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে ঈশ্বর লক্ষণ ৪৩ পরস্পর স্তুতি ৪৭ এক বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন ৪৮ রামানন্দ রায় প্রভুকে ৫।৭ দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন ৫২ প্রভুর ভিক্ষা ৫৪ স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি ৫৭ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ৫৯ স্বধর্ম্মত্যাগ ৬১ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ৬৪ জ্ঞানশূন্যাভক্তি ৬৬ প্রেমভক্তি ৬৮ দাস্যপ্রেম ৭১ সখ্যপ্রেম ৭৪ বাৎসল্যপ্রেম ৭৬ কান্তাপ্রেম ৭৯ কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য ৮২ যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম ৮৩ পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে আছে-৮৫ মধুরেতে পঞ্চ সমাবেশ ৮৬ আকাশাদি পঞ্চভূত ৮৭ যে কৃষ্ণকে যেভাবে ভজন করে কৃষ্ণও তাহাকে সেই ভাবে ভজন করেন৯০ ব্রজদেবী সহ কৃষ্ণ মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয় ৯৩ শ্রীরাধার প্রেম ৯৭ রাধাপ্রেম সহ উপমা নাই ১০৩ কৃষ্ণের রাধিকা অন্বেষণ ১০৪ শতকোটী গোপীমধ্যে শ্রীরাধার বিশেষত্ব ১১৫ কৃষ্ণভক্তমাত্রেই গুরু হইবার যোগ্য ১২৭ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব শুনিতে আগ্রহ ১২৮ বৃন্দাবনে নবীন মদন ১৩৭ কাম গায়ত্রী ও কামবীজ ১৩৭ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ১৩৮ কৃষ্ণের মূর্ত্তি কৃষ্ণের ও চিত্তাকর্ষক ১৪২ লক্ষ্মীকান্ত ও লক্ষ্মীগণের মন হরণ করেন ১৪৫ কৃষ্ণ নিজের রূপ দেখিয়া নিজেকেই আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন ১৪৮ চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি ও জীবশক্তি১৫১ অন্তরঙ্গাশক্তি ১৫২ হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিদ্ শক্তি ১৫৫ হ্লাদিনী দ্বারা কৃষ্ণের সুখাস্বাদন ১৫৭ হ্লাদিনীর সারই প্রেম ১৫৯ প্রেমের পরমসার মহাভাব, রাধাঠাকুরাণীই মহাভাব রূপা ১৬০ কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করাই মহাভাবের কার্য্য ১৬৪ ললিতাদি সখী শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ-১৬৫ কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন ১৬৬ প্রথম স্নানও মধ্যম স্নান ১৬৭ তৃতীয় বার স্নান ও পরিধেয় শাটী ১৬৮ দ্বিতীয়

অরুণ বসন ও বক্ষ আচ্ছাদন ১৬৯ অঙ্গবিলেপন কুঙ্কুম চন্দন ও কর্পূর ১৭০ মৃগমদ ১৭১ ধম্মিল্যবিন্যাস ও পট্টবাস ১৭২ তাম্বুল রাগ ও কজ্জল ১৭৩ অঙ্গভূষণ ১৭৪ বিংশতিভূষণ ও পুষ্পমালা ১৭৫ তিলক ও হৃদয় স্থিতরত্ন ১৭৬ সখিস্কন্ধে করন্যাস ও পার্শ্বস্থিত সখী ১৭৭ পর্য্যঙ্ক ও সদা কৃষ্ণ সঙ্গচিন্তা ১৭৮ কর্ণালঙ্কার অবতংশ ১৭৯ কৃষ্ণকে সোনরস মধুপান করান ১৮০ শ্রীরাধিকার সদ্‌গুণের কৃষ্ণও পার পান না ১৮৩ কৃষ্ণ ধীর ললিত ও তাহার চরিত্র নিরন্তর কামক্রীড়া ১৮৭ রামানন্দ কৃত গীত ১৯৩ সাধ্যের অবধি ১৯৬ সাধ্যবস্তুপ্রাপ্তির উপায় ১৯৭ রাধাকৃষ্ণের লীলার কেবল সখীগণের অধিকার ২০২ সখীভাবে আনুগত্য ২০৪ কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় সখীর মন নাই ২০৭ কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলায় সখীগণের কোটী সুখ হয় ২০৮ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা ও সখীগণ তাহার পল্লব পুষ্প ও পাতা ২০৯ সখীগণের কৃষ্ণসহ সঙ্গেচ্ছা না থাকিলেও রাধিকা সঙ্গ করান ২১২ গোপীকার প্রেম প্রাকৃত কাম নহে ২১৫ কামের তাৎপর্য্য ২১৭ গোপীকার নিজেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা নাই কৃষ্ণে সুখ দিবার জন্যই সঙ্গম বিহারাদি ২১৮ বেদধর্ম্ম ছাড়িয়া রাগমার্গে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন পাওয়া যায় ২২২ সমদৃশ শব্দার্থ ২২৫ বিধিমার্গে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না ২২৬ রাধাকৃষ্ণের বিহার রাত্রিদিন চিন্তনীয় ২২৮ সিদ্ধদেহে মানস সেবনে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ২২৯ গোপী আনুগত্য বিনা ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাপ্তি হয় না ২৩০ লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণ পাইলেন না ২৬১ আরও ১০ দিন অবস্থান করিতে রায়ের অনুরোধ ২৩৬ প্রশ্নোত্তর ২৪৪ বিদ্যামধ্যে কৃষ্ণভক্তি বিদ্যাশ্রেষ্ঠ ২৪৫ কীর্ত্তিমধ্যে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ ২৪৬ সম্পত্তির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন ২৪৭ দুঃখমধ্যে কৃষ্ণভক্ত বিরহ দুঃখ গুরুতর ২৪৮ মুক্তগণ মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমবানই মুক্ত শিরোমণি ২৪৯ গানের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের

প্রেম কেলিগীতই জীবের নিজ ধর্ম্ম ২৫০ কৃষ্ণভক্তসঙ্গই জীবের সর্ব্বোত্তম শ্রেয় ২৫১ কৃষ্ণ নাম গুণ লীলা স্মরণই প্রধান স্মরণ ২৫২ রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যানই প্রধান ধ্যান ২৫৩ সকল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন বাস জীবের কর্ত্তব্য ২৫৪ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা শ্রবণ সর্ব্বোত্তম শ্রবণীয় ২৫৫ সমগ্র উপাস্তের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল নাম উপাস্ত শ্রেষ্ঠ ২৫৬ ভুক্তি মুক্তি কামীর পরিণাম ২৫৭ অরসজ্ঞ কাক জ্ঞান নিম্বফল চুষে, রসজ্ঞ কোকিল প্রেমরূপ আম্রমুকুল আস্বাদন করে ২৫৮ জ্ঞানী ও ভাগ্যবান ২৫৯ রাত্রিশেষে নিজ নিজ স্থানে গমন ২৬০ অন্তর্যামী ঈশ্বরের রীতি, বাহিরে প্রকাশ না করিয়া অন্তরে উদয় করান ২৬৫ মহাভাগবতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফুর্ত্তি হয় ২৭৪ মহাপ্রভুর তত্ত্ব বর্ণন ২৭৮ রায়কে নিজরূপ দেখাইলেন ২৮২ রায়ের মূর্চ্ছা ২৮৩ রাধা ভাবে কৃষ্ণমাধুর্য্য রস আস্বাদন ২৮৭ রায়ের নিকট কিছুই গুপ্ত নাই ২৮৯ রায়ের নিকট বিদায় গ্রহণও তাহাকে নীলাচলে যাইতে অনুমতি ২৯৭ হনুমান দর্শন ৩০০ রামানন্দের বিরহ ৩০২ বিশ্বাসে নিকট ও তর্কে বহুদূর ৩০৯ দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে রামানন্দ মিলন লিখিত ৩১২

নবম পরিচ্ছেদ ৯৩০-১০০৫পৃ.

গৌরাঙ্গের বৈষ্ণবকরণ ১ সহস্র তীর্থ দর্শন ৩ তীর্থস্পর্শনে মহাতীর্থ ৪ ক্রমবর্ণনে অসমর্থ ৫ সব গ্রামের সকলে বৈষ্ণব হয় ৮ সকলে মতত্যাগে বৈষ্ণব হইল ১০ সকলে রাম উপাসক, কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ শ্রীবৈষ্ণব ১১ সকলে কৃষ্ণ উপাসক হইল ১২ গৌতমী গঙ্গা ১৪ মল্লিকার্জ্জুন তীর্থ ১৫ দাসরাম মহাদেব, অহোবল নৃসিংহ ১৬ সিদ্ধবটে সীতাপতি ১৭ রঘুনাথ ১৮ রামনামগ্রহণকারী বিপ্র ১৯ স্কন্দক্ষেত্র ত্রিমঠ ২১ রামনামের পারি

বর্ত্তে কৃষ্ণ নাম ২৪ বৃদ্ধকাশী ৩৮ সকলের পরাজয় ও বৈষ্ণবমত গ্রহণ ৪৫ বৌদ্ধাচার্য্য ৪৭ অসন্তাষ্য ৪৮ বৌদ্ধের চেতন ৬১ ত্রিপদী ত্রিমল্ল ব্যেঙ্কটাদ্রি ৬৪ পানা নৃসিংহ ৬৬ শিবকাঞ্চী ৬৮ বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মীনারায়ণ ৬৯ ত্রিমল্ল ত্রিকাল হস্তী ৭১ পক্ষতীর্থ বৃদ্ধকোল ৭২ শ্বেতবরাহ পীতাম্বর ৭৩ শিয়ালী ভূবরাহদেব শ্রীমুষ্ণম্ মন্দির ৭৪ গোসমাজ, বেদাবন ৭৫ অমৃতলিঙ্গ ৭৬ কুম্ভকর্ণ কপাল ৭৮ পাপনাশন, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ৭৯ কাবেরি ৮০ ব্যেঙ্কট ভট্ট ৮২ চাতুর্ম্মাস্য ৮৪ গীতা আবর্ত্তন ৯৩ গীতাপাঠে অধিকার ১০২ ভট্টগৃহে কৃষ্ণকথানন্দ ১০৮ নারায়ণ ও কৃষ্ণের ভেদ, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ১১১-১৫৫ কৃষ্ণভক্তি ১৬২ চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ১৬৪ ঋষভপর্ব্বত ১৬৭ পরমানন্দপুরী ১৬৮ শ্রীশৈল ১৭৫ কাম কোষ্ঠীপুরী ১৭৮ দক্ষিণ মথুরা ১৭৯ কৃতমালা ১৮১ রামভক্তবিপ্র ১৮১-১৯৮ দুর্বেশন মহেন্দ্র শৈল ১৯৯ সেতুবন্ধ ধনুতীর্থ, রামেশ্বর ২০০ কূর্ম্ম পুরাণ ২০১ পতিব্রতাউপাখ্যান ২০১-২০৭ রাম ভক্তবিপ্র ২০৮-২১৭ পাণ্ড্যদেশ, তাম্রপর্ণী ২১৮ নয় ত্রিপদী ২১৯ চিয়ড়তালা, তিলকাঞ্চী ২২০ গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি ২২১ চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ ২২২ মলয়পর্ব্বত, কন্যাকুমারী ২২৩ আমলি তলা মল্লারদেশ, ভট্টমারি ২২৪ তমাল কার্ত্তিক, বেতাপানি ২২৫ কৃষ্ণদাস ও ভট্টমারি ২২৬ স্ত্রীধন দেখাইয়া লোভ ২২৭ ভট্টমারি গণের নিজাস্ত্রে বিপদ ২২৯-২৩৩ পয়স্বিনী আদি কেশব ২৩৪ ব্রহ্মসংহিতা ২৩৭ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম ২৩৯ অনন্ত পদ্মনাভ ২৪১ জনার্দ্দন ২৪২ পয়স্বিনী শঙ্কর নারায়ণ ২৪৩ শৃঙ্গেরিমঠ- শঙ্করাচার্য্য, মৎস্যতীর্থ, তুঙ্গভদ্রা ২৪৪ মধ্বাচার্য্য তত্ত্ববাদী উড়ুপী ২৪৫ নর্ত্তক গোপাল ২৪৬ মধ্বাচার্য্য স্থাপিত গোপাল ২৪৮ তত্ত্ববাদীগণের প্রভুকে মায়াবাদীজ্ঞান ২৫০ তত্ত্ববাদী স্থানে প্রভুর সাধ্য সাধন জিজ্ঞাসা ২৫৫ তত্ত্ববাদীর সাধ্য সাধন ২৫৬ পুরুষার্থ সীমা২৬১ কর্ম্ম হইতে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় না২৬৩

ভুক্তি ও কর্ম্ম ভক্তের ত্যাজ্য ২৭১ তত্ত্বাচার্য্যের বিস্ময় ২৭৩ মধ্বাচার্য্যের নির্ব্বন্ধ ২৭৫ মাধ্ব সম্প্রদায়ে কর্ম্মজ্ঞানচিহ্ন ২৭৬ ফল্গুতীর্থ ২৭৮ ত্রিতকূপ বিশালায় ও পঞ্চাপ্সরাতীর্থ ২৭৯ গোকর্ণ, দ্বৈপায়ণি ও সূর্পারকতীর্থ ২৮০ কোলাপুর, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গ গণেশ ও চোর পার্ব্বতী ২৮১ পাণ্ডর পুরে বিঠ্ঠল ঠাকুর ২৮২ মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়াদি ২৮৫-২৯৯ শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি ক্ষেত্র ৩০০ ভীমানদীস্নান ৩০৩ কৃষ্ণবেণ্বা নদী ৩০৪ কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থোপাখ্যান ৩০৫-৩০৯ তাপী স্নান ও নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতীপুর ৩১০ ধনুতীর্থ, নির্ব্বিন্ধ্য স্নান ও দণ্ডকারণ্যে ঋষ্যমূক গিরি ৩১১ সপ্ততালোপাখ্যান ৩১২-৩১৫ পম্পাস্নান ও পঞ্চবটী ৩১৬ নাসিকে ত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি ও কুশাবর্ত্ত ৩১৭ সপ্ত গোদাবরী ও বিদ্যানগর ৩১৮ রামানন্দ রায় সহ মিলন ৩১৯ প্রভুর নীলাচলযাত্রা ৩৩৫ আলাল নাথে আগমন ৩৩৮ গণসহ প্রভুর মিলন ৩৪১ জগন্নাথদর্শন ৩৪৬ সার্ব্বভৌম গৃহে মহাপ্রভুর ভিক্ষা ৩৫০ চৈতন্য চরিত বিচার করিলে প্রেমধন প্রাপ্ত হয় ৩৬৪

দশম পরিচ্ছেদ ১০০৬—১০৪৮

সার্ব্বভৌমের নিকট প্রতাপরুদ্র রাজার প্রভুদর্শনে আকূতি ৩-২২ প্রভুকে মিলিতে ভক্তগণের উৎকণ্ঠা ২৪ কাশীমিশ্র গৃহে মহাপ্রভু ৩১ মিশ্রের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিদর্শন ৩৩ সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রবাসীগণের সহিত প্রভুর মিলন করাইলেন ৩৮-৬১ কালাকৃষ্ণদাসকে বিদায় প্রদান ৬২ কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে পাঠাইতে মন্ত্রণা ৬৭ কালাকৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ ৭৪ কৃষ্ণদাসের নবদ্বীপ আগমন ৭৫ ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সংবাদ প্রদান ৭৬-৮৬ নীলাচল যাইতে যুক্তি ৮৭ কুলীনগ্রামবাসী ৮৯ খণ্ডবাসী ৯০ পরমানন্দ পুরী ৯১ পরমানন্দ পুরীর নবদ্বীপ হইতে নীলাচল আগমন

৯৪ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর নীলাচল আগমন ও মহাপ্রভু দর্শন ১০২৯ ১২৯ শ্রীগোবিন্দের নীলাচল আগমন ১৩১ ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর আজ্ঞায় গোবিন্দের মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবাধিকার ১৪৪ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর প্রভুদর্শনে আগমন ১৫১ ব্রহ্মানন্দের চর্ম্মাম্বর পরিত্যাগ ১৫৭ ব্রহ্মানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথন ১৬২-১৮২ রামভদ্র ও ভগবান আচার্য্য ১৮৪ কাশীশ্বর মিলন ১৮৫

একাদশ পরিচ্ছেদ ১০৪৯—১০৮৬

মহাপ্রভুর নিকট সার্ব্বভৌমের রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবার প্রস্তাব ৫ রাজদর্শনে মহাপ্রভুর বিশেষ অসম্মতি ৭ প্রতাপরুদ্রের পুরুষোত্তম আগমন ১৪ রামানন্দ রায়ের পুরুষোত্তম আগমন ও প্রভু সহ মিলন ১৫ রায় সহ আলাপ ১৮-৩৯ সার্ব্বভৌম সহ রাজার মিলন ৪১ সার্ব্বভৌমের রাজাকে আশ্বাস প্রদান ৫২ স্নানযাত্রা দর্শন ৬২ আলাল নাথ গমন ৬৩ গৌড় হইতে বৈষ্ণব-গণের আগমন ৬৮ গোপীনাথ আচার্য্য রাজাকে ভক্তগণের পরিচয় দিলেন ৭৩-৯৩ ভট্টাচার্য্য সহ রাজার কথোপকথন ৯৭-১১৮ ভক্তগণের সন্তর্পণে রাজার আদেশ ১১৯ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রভু ও বৈষ্ণব সম্মিলন দর্শন ১২৪ মহাপ্রভুর সহ বৈষ্ণব গণের মিলন ১২৬ বাসুদেবকে পুস্তকদ্বয় প্রদান ১৪২ শ্রীবাসমিলন ১৪৪ শঙ্করমিলন ১৪৬ শিবানন্দমিলন ১৪৯ মুরারি মিলন ১৫২ আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত, গঙ্গা-দাস, হরিভট্ট, পুরন্দরাচার্য্য ১৫৯ হরিদাস মিলনে প্রভুর উৎকণ্ঠা ১৬২ কাশীমিশ্র ও পড়িছার বৈষ্ণবদিগের সম্বর্দ্ধনা ১৬৯ হরিদাস মিলন ১৮৫ চূড়াদর্শন ১৯৮ প্রসাদ ভোজন ১৯৯ শ্রীমন্দিরে বেড়ানৃত্য ও সংকীর্ত্তন ২১৪ কীর্ত্তনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২৩১ পুষ্পাঞ্জলি দর্শন ২৩৬

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ১০৮৭—১১১৮

গজপতির পত্র ৫ প্রভুকে মিলিতে প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা ৭ সকলে গজপতির পত্রিকার বিবরণ প্রভুকে জানাইলেন ১৮ রাজার নিকট বহির্ব্বাস প্রেরণ ৩৭ প্রতাপরুদ্র সহ মিলিতে রামানন্দ রায়ের অনুরোধ ৪১ রাজপুত্রের প্রভুদর্শন ৫৬ মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মার্জ্জন ৭৩-১৩৬ আচার্য্য তনয় গোপালের মূর্চ্ছা ১৪৪ গোপালের মূর্চ্ছাভঙ্গ ১৪৯ প্রসাদ ভোজন লীলা ১৫৩ ধোয়াপাখলা ২০৩ নেত্রোৎসব দর্শন ২০৬

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১১১৯—১১৫৭

পাণ্ডু বিজয় ৫ প্রতাপ রুদ্রের পথ সম্মার্জ্জন ১৫ রথযাত্রা ২৪ চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন ৩৪ মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ৭২ রাজার নৃত্য দর্শন ৯০ স্বরূপ গোস্বামীকে গান করিতে প্রভুর আজ্ঞা ১১২ মহাপ্রভুর শ্লোক পাঠ ১২০ ভাবোদয় ১৭০ প্রতাপ রুদ্র প্রভুকে ধরায় বিষয়ী স্পর্শে প্রভুর ধিক্কার ১৮০ বলগণ্ডিতে জগন্নাথ দেবের ভোগাস্বাদন ১৯৩ প্রভুর বিশ্রাম ২০৩

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ১১৫৮—১২০২

রাজার বৈষ্ণববেশে প্রভুদর্শন ৪ প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন ১০ রাজা প্রভুর নিকট বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ পাঠাইলেন ২৪ প্রসাদ ভোজন ৩৯ রথ অচল হওয়ায় সকলের চিন্তা ৪৭ গণ সহ প্রভুর স্পর্শে রথের গুণ্ডিচা গমন ৫৪ আরতি দর্শন ও আইটোটার বিশ্রাম ৬৫ ভক্তগণের প্রভু নিমন্ত্রণ ৬৬ বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি ৭৩ ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি ৭৫ প্রসাদ ভোজন ৯২ বৃন্দাবন বিহার ৯৬ নরেন্দ্রে জলক্রীড়া ১০২ হোরা পঞ্চমীর আয়োজন ১০৬ নীলাচলে প্রভুর আগমন ১১৪ জগন্নাথ দেবের সুন্দরাচল যাত্রা বিষয়ে প্রভুর ও স্বরূপের

প্রশ্নোত্তর ১১৬ লক্ষ্মীদেবীর ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহদ্বারে আগমন ১২৮ লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ কর্তৃক জগন্নাথের দাসগণের বন্ধন ১৩২ মানের প্রকার ১৩৬ ব্রজমানের প্রকার ১৪০ ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ১৪৩ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ১৪৯ প্রখরা, মৃদু ও সমা ১৫২ বামা ও দক্ষিণা ১৫৯ গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠা ১৬০ অধিরূঢ় মহাভাব ১৬৫ অষ্টসাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী ও বিংশতি ভাব অলঙ্কার ১৬৭ কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত বিব্বোক মোট্টায়িত মৌগ্ধ্য ও চকিত ১৬৮ মহাভাব ১৭৫ গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্করুদিত ক্রোধ অসূয়া ও মন্দস্মিত ১৭৬ ভাবাবিষ্ট শ্রীরাধিকার দর্শনে সঙ্গম অপেক্ষাও কৃষ্ণের কোটীগুণ সুখ হয় ১৭৯ বিলাসভূষণ ১৮৫ ললিতালঙ্কার ১৯০ কুট্টমিত বিভূষণ ১৯৫ দামোদর সহ শ্রীবাসের প্রেমকলহ ২০২ বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্ব কথন ২১৮ রসাবেশে নৃত্য ২৩১ গণসহ জগন্নাথের প্রসাদ ও লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ পাইলেন ২৪০ পাণ্ডুবিজয় ২৪৬ কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খাঁকে প্রতি বৎসর পট্টডোরী আনিতে প্রভুর আজ্ঞা ২৪৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ১২০৩—১২৫২

অদ্বৈত প্রভুর মহাপ্রভু পূজা ৭ মহাপ্রভুর অদ্বৈত পূজা ১০ নন্দোৎসব দিনে প্রভুর গোপবেশ ১৭ বিজয়াদশমী দিবসে হনুমান আবেশ ৩২ ভক্তগণকে গৌড় যাইতে আজ্ঞা ৩৯ আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দিতে আচার্য্যের প্রতি আজ্ঞা ৪১ নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে ভক্তি প্রচারের জন্য আজ্ঞা ৪২ অন্যান্য ভক্তের নিকট বিদায় ৪৩ শচীগৃহে অজ্ঞাতসারে প্রভুর ভোজন ৫৪ রাঘব পণ্ডিতের নারিকেল ও নানাবিধ ভোগ বর্ণন ৭২ শিবানন্দ সেনের প্রতি ৯৩ কুলীন গ্রামীর প্রতি ৯৮

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রশংসা ৯৯ গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ১০৪ কনিষ্ঠ বৈষ্ণব লক্ষণ ১০৬ শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ ১১২ কৃষ্ণভক্তি যাঁহা হইতে তিনিই গুরু ১১৬ মুকুন্দের প্রেমোপাখ্যান ১২০ রঘুনন্দনের কৃষ্ণসেবা ১২৮ মুকুন্দ রঘুনন্দন ও নরহরির কার্য্যবিভাগ ১৩০ সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির সেবা ১৩৩ মুরারীগুপ্তের শ্রীরঘুনাথের প্রতি একনিষ্ঠতা ১৩৭ জগতের জীবের পাপভার গ্রহণ করিতে বাসুদেব দত্তের প্রার্থনা ১৬০ বৈষ্ণবের ইচ্ছা মাত্রে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের মোচন হয় ১৭১ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সহ মায়ার ক্ষয় হইলে ও কৃষ্ণের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না ১৭২ গৌড়ের ভক্তগণের বিদায় লইয়া গৌড়ে গমন ১৮১ প্রভুকে সার্ব্বভৌমের পাঁচ দিন নিমন্ত্রণ ১৯২ সার্ব্বভৌমের গৃহে নানা উপকরণে প্রভুর প্রসাদসেবা ২০৭ ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের প্রভুনিন্দন ২৪৭ ভট্টাচার্য্যের ধিক্কার ২৬১ অমোঘের বিসূচিকা ২৬৬ অমোঘের নিকট প্রভুর আগমন ও অমোঘের রোগশান্তি ২৭৩ অমোঘের প্রেমোন্মাদ ২৭৮ অমোঘের নিজমুখের প্রতি শাস্তি ২৮২ প্রভুর আশ্বাস ২৮৩ সার্ব্বভৌমের সান্ত্বনা ২৮৭

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ১২৫৩—১৩০০

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইতে চাহিলে, রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের নানা প্রকারে বাধা প্রদান ৩ তৃতীয় বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণের নীলাচল গমনে উদ্যোগ ১৩ ভক্তগণের রেমুণা আগমন, ক্ষীরপ্রসাদ ও মাধবেন্দ্র পুরীর আখ্যান ২৮ ভক্তগণের কটক আগমন ৩৫ প্রভুসহ সকলের মিলন ৪৩ রথযাত্রা দর্শন ৪৮ আচার্য্যগৃহে প্রভুর ভিক্ষা ৫৫ শ্রীবাসগৃহে প্রভুর ভিক্ষা ৫৬ আচার্য্য ও নিত্যানন্দ সহ প্রভুর যুক্তি ৫৯ গৌড়ে থাকিতে নিত্যানন্দের প্রতি আজ্ঞা ৬৪ মহাপ্রভুর দুষ্কর কর্ম্ম নিত্যানন্দ হইতে হয়

৬৫ গৌড়ের ভক্তগণের বিদায় ৬৮ কুলীনগ্রামীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ৭০ মধ্যম বৈষ্ণবলক্ষণ ৭২ উত্তম বৈষ্ণবের লক্ষণ ৭৪ পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির নীলাচল অবস্থিতি ৭৬ গদাধর পণ্ডিতকে বিদ্যানিধির দীক্ষাদান ৭৮ জগন্নাথদেবের মাড়ুয়া বসনের প্রতি ঘৃণা করায় বিদ্যানিধির শাস্তি ৭৯ প্রভুর বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে গৌড়যাত্রার মন্ত্রণা ৮৭ বিজয়া দশমীদিনে প্রভুর যাত্রা ৯৪ ভবানীপুর আগমন ৯৭ ভুবনেশ্বর ৯৯ কটকে গোপাল-দর্শন ও স্বপ্নেশ্বরের গৃহে ভিক্ষা ১০০ গজপতির স্তুতি ১০৪ রাজার-প্রতি কৃপা ও প্রতাপরুদ্রসংত্রাতা নাম ১০৮ রাজার আজ্ঞাপত্র ১১০ নদীপার স্থানে স্তম্ভ রোপণের আজ্ঞা ও তথায় নিত্যস্নান ও দেহরক্ষা করিতে রাজার মানস ১১৫ হস্তীর উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণের দর্শন ১১৭ চিত্রোৎপলা নদী পার ও চতুর্দ্বারে আগমন ১২২ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে ক্ষেত্র সন্ন্যাস ছাড়িতে নিষেধ ১৩০ পণ্ডিত গোস্বামীর গৌরাঙ্গ প্রীতি বর্ণন ১৩১ পণ্ডিত গোস্বামীর নীলাচলে অবস্থান করিতে প্রভুর দিব্য ১৪১ পণ্ডিত গোস্বামী ও সার্ব্বভৌমের নীলাচল আগমন ১৪৭ ভক্তগণ প্রভুর জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়েন কিন্তু ভক্তধর্ম্মহানি গৌরের সহ্য হয় না ১৪৮ যাজপুর ১৫০ রেমুণা আগমন ও ভদ্রকে রামানন্দের বিদায় ১৫৩ ওড্রদেশ সীমা সুবর্ণ রেখাতীরে আগমন ১৫৬ নদীপার হইতে যবন রাজার অত্যাচারের ভয় ১৫৯ চরমুখে বার্ত্তা পাইয়া যবন রাজার প্রভু দর্শনে উৎকণ্ঠা ১৬২ উড়িয়া রাজ অধিকারী স্থানে যবন রাজার বিশ্বাস প্রেরণ ১৬৯ যবন রাজার প্রভু দর্শন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন ১৭৯ ভগবদ্দর্শন প্রভাব ১৮৫ যবন রাজার সেবা প্রার্থনা ১৮৯ যবন রাজার সৈন্য পরিবেষ্টিত নৌকায় প্রভুর মন্ত্রেশ্বরনদ পার হইয়া পিছলদা আগমন ১৯৯ যবন রাজাকে বিদায় প্রদান ২০০ সেই নৌকায় পানিহাটী আগমন ২০২ রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন ২০৪ শ্রীনিবাস আলয় কুমার

ছট্রে আগমন ২০৫ শিবানন্দ গৃহে ও বাসুদেব গৃহে গৌরের আগমন ২০৬ বাচস্পতি গৃহে ও পরে কুলিয়া আগমন ২০৭ কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে সাত দিন থাকিয়া অপরাধী গণের নিস্তার ২০৯ শান্তিপুরাচার্য্য গৃহে আগমন ও শচীমাতা সহ মিলন ২১০ রামকেলি আগমন ও নাটশালা হইতে প্রত্যাগমন ২১১ শান্তিপুরে দশদিন বাস ২১২ রঘুনাথ দাসের মিলন ২১৬ রঘুনাথদাসের সাতদিন শান্তিপুরে থাকিয়া মনের কথা বিজ্ঞাপন ২৩৪ রঘুনাথদাসের প্রতি শিক্ষা ২৩৭-২৪১ রঘুনাথে বিদায় প্রদান ২৪২ রঘুনাথ দাসের গৃহে আসিয়া গৌর শিক্ষা আচরণ ২৪৩ সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ ২৪৬ শচীমাতাকে নবদ্বীপ প্রেরণ করিয়া নীলাচল যাত্রা ২৫০ নীলাচলে ভক্তগণ সহ মিলন ২৫৩ ভক্তগণের নিকট ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন ২৫৬ রূপ সনাতনের সহ সাক্ষাতের কথা বর্ণন ২৬০ রূপ সনাতনের প্রহেলী ২৬৮ চারিমাস নীলাচল থাকিতে পণ্ডিত গোস্বামীর মন্ত্রণা ২৮২ গদাধর গৃহে নিমন্ত্রণ ২৮৬

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—১৩০১-১৩৩৮

বৃন্দাবন গমনে স্বরূপ রামানন্দ সহ যুক্তি ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইতে প্রভুর অঙ্গীকার ২০ বনপথে গমন ২৪ বন্যপশুসহ লীলা ২৫ আবেশে গমন ২৬ ব্যাঘ্রের কৃষ্ণনাম ২৯ হস্তীর কৃষ্ণনাম ৩২ মৃগীগণের কীর্ত্তন শ্রবণ ৩৪ ব্যাঘ্র ও মৃগী মিলন ৩৭ বৃন্দাবন স্মৃতি ৩৮ ব্যাঘ্র ও মৃগের নৃত্য ৪০ ব্যাঘ্র ও মৃগের আলিঙ্গন ৪২ ময়ূরের কৃষ্ণনাম ৪৪ গ্রামের লোকের প্রেমভক্তি ৪৭ পরম্পরায় সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হইল ৪৯ বনকে বৃন্দাবন, নদীকে যমুনা ও শৈলকে গোবর্দ্ধন ভ্রম ৫৫ বন্য ভোজন ৬৪ বনপথে বড়সুখ ৬৯ পূর্ব্বযাত্রা স্মৃতি ৭০ কৃষ্ণের দয়া উপলব্ধি ৭৫

কাশী আগমন ৮২ বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন ৮৬ রঘুনাথ ভট্টের পদ সম্বাহন ৯০ চন্দ্রশেখর ৯১ কাশীতে মায়াব্রহ্ম শব্দ ৯৫ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র১০১ প্রকাশানন্দ ১০৪ জগন্মঙ্গল কৃষ্ণচৈতন্য নাম ১১৩ প্রকাশানন্দের উপহাস ১১৫ প্রভুর নিন্দা ১১৬ মায়াবাদীর কৃষ্ণনাম মুখে আসে না ১২৭ মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী ১২৯ নাম বিগ্রহ ও স্বরূপ সমান ১৩০ দেহদেহী নাম নামী কৃষ্ণে অভিন্ন ১৩২ কৃষ্ণনাম দেহ বিলাস অপ্রাকৃত ১৩৪ লীলা রস ব্রহ্মানন্দ হইতে প্রবল ১৩৭ আত্মারামের আকর্ষী কৃষ্ণগুণ ১৩৯ কাশীতে ভাবের গ্রাহক নাই ১৪৪ প্রয়াগ আগমন ১৪৯ পশ্চিমদেশ বৈষ্ণব হইল ১৫৩ যমুনা দর্শনে প্রেম ১৫৪ মথুরা ১৫৫ বিশ্রাম তীর্থে কেশব ১৫৬ মাথুরবিপ্র ১৫৮ বিপ্রসহ মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ১৬৬ সনোড়িয়া ১৭৯ তাহার গৃহে প্রভুর ভিক্ষা ১৮৭ যমুনার চব্বিশ ঘাট১৯০ ধেনুগণের প্রীতি ১৯৬ মৃগীগণের প্রীতি ১৯৮ পক্ষীগণের প্রীতি ১৯৯ বৃক্ষলতার প্রীতি ২০০ ধ্যানে পুষ্পাদি কৃষ্ণে সমর্পণ ২০৪ শুক মুখে কৃষ্ণ বর্ণন ও সারি মুখে রাধিকা বর্ণন ২১১ প্রভুর মূর্চ্ছা ২১৯ অঙ্গক্ষত ২২২ বৃন্দাবন ভ্রমণে লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ২২৭ স্নানাদি অভ্যাসে নির্ব্বাহ ২২৯ চৈতন্যলীলার পাথারে জগৎ ভাসিল ২৩৩

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ— ১৩৩৯-১৩৭৮পৃ

আরিট গ্রাম ৩ রাধাকুণ্ড ৬ কুণ্ডমহিমা ১০ সুমন সরোবর, গোবর্দ্ধন ১৫ হরিদেব ১৭ ব্রহ্মকুণ্ড ২১ গোবর্দ্ধনে উঠিতে অসম্মতি ২৩ ম্লেচ্ছভয়ভঙ্গী ২৪ অন্নকূট গ্রাম ২৬ গাঁঠোলি ২৯ মানস গঙ্গা ৩২ গোবিন্দকুণ্ড ৩৫ বিঠ্ঠলেশ্বর ৪৭ ভক্তগণ সহ রূপ গোস্বামীর মথুরায় একমাস গোপাল দর্শন ৪৮ কাম্যবন ৫৫ নন্দীশ্বর ৫৭ পবনকুণ্ড ৫৮ খদিরবন ৬৩ শেষশায়ী ৬৪ ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন ৬৬ শ্রীবন, লোহবন, মহাবন ৬৭ যমলার্জ্জুন ভঙ্গ

৬৮ অক্রূরতীর্থ ৭০ কালীয় হ্রদ, প্রস্কন্দন ৭১ দ্বাদশ আদিত্য, কেশীতীর্থ রাসস্থলী ৭২ চীরঘাট, তেঁতুলীতলা ৭৫ কৃষ্ণদাস রাজপুত ৮২ কেশীস্নান কালীয়দহ ৮৩ লোকের কৃষ্ণদর্শন ৯৬ বলভদ্রের প্রতি শাসন ১০০ কালীয় দহে কৈবর্ত্ত ১০৪ জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান ১১১ জীব কিরণকণসম কৃষ্ণ সূর্য্যোপম ১১২ জীব কখনই ঈশ্বরসম নহে ১১৩ জীবেশ্বরের সমতাই পাষণ্ডতা ১১৫ প্রভুর আকার কৃষ্ণতুল্য ১১৮ নিমন্ত্রণ ১২৯ অক্রূর ঘাটে প্রভুর ঝাঁপ ১৩৭ সোরোক্ষেত্র ১৪৪ মকরস্নান ১৪৫ প্রভুর নৌকায় যাত্রা ১৫৭ গোপের বংশীধ্বনি ১৬১ দশ পাঠান শোয়ার ১৬৮ শিকদার ১৭৭ তুরকী ১৭৩ পাচ জনের বন্ধন মোচন ১৭৯ মহাপ্রভুর বাহ্য ১৮০ ম্লেচ্ছগণ সহ প্রভুর শাস্ত্রালাপ ও নির্ব্বিশেষ মত খণ্ডন ১৮১ ম্লেচ্ছের রামদাস নাম ২০৭ বিজলীখান ২০৮ পাঠানগণের বৈষ্ণবখ্যাতি ২১১ সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান ২১৪ বিপ্র ও কৃষ্ণদাসের প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইতে অনুমতি ২১৫ প্রভুর দর্শনে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ২১৯ সব দেশ বৈষ্ণব হৈল ২২০ প্রয়াগ আগমন ও মকরস্নান ২২২ গৌর লীলা অলৌকিক ২২৬ যে তর্ক করে সেই মূর্খ ২২৭

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৩৭৯—১৪৪৭ পৃ

রূপসনাতনের বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজন ৪ কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ ৫ রূপগোস্বামীর ধন বিভাগ ৭ নীলাচলে রূপ গোস্বামীর দুই চর প্রেরণ ১১ সনাতন গোস্বামীর উপায় উদ্ভাবন ১৩ সনাতনের পীড়ার ভানে ভাগবত আলোচনা ১৫ সনাতনের সভায় পাতশার আগমন ১৮ সনাতনের প্রতি পাতশার অনুযোগ ২১ সনাতনের বন্ধন ২৭ সনাতনের পাতশা সহ যুদ্ধে উড়িয়া দেশে গমনে অস্বীকার ২৯ শ্রীরূপের নিকট চরদ্বয়ের আগমন ও প্রভুর বৃন্দাবন গমন বার্ত্তা প্রদান ৩১ সনাতনের নিকট রূপের পত্রী লিখন৩২ অনুপমকে লইয়া রূপের প্রয়াগ আগমন৩৭

বিন্দুমাধব ৩৮ দাক্ষিণাত্য বিপ্রগৃহে নিমন্ত্রণ ৪৪ শ্রীরূপও অনুপমের প্রভুসহ মিলন ৪৫ রূপের নিকট সনাতনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা ৫৫ বল্লভ ভট্টের আগমন ৬১ ভট্ট গৃহে নিমন্ত্রণ ও ভট্টসহ রূপ অনুপমের মিলন ৬৫ রূপ গোস্বামীর দৈন্য ৬৭ প্রভুর যমুনার জলে ঝম্প প্রদান ৭৯ রূপ অনুপম সহ ভট্ট গৃহে প্রসাদ ভোজন ৮৮ রঘুপতি উপাধ্যায় ৯২ উপাধ্যায় কৃত শ্লোক ৯৫ উপাধ্যায়ের কৃষ্ণ লীলা পাঠ ৯৯ শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠরূপ ১০১ সকল ভগবদ্বাসস্থান মধ্যে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা ১০২ কৈশোর বয়সই ধ্যেয় ১০৩ আদ্য রসই শ্রেষ্ঠ রস ১০৪ প্রয়াগ আগমন ১১৩ রূপ গোস্বামীকে শিক্ষাপ্রদান ১১৪ কর্ণপুর কৃত শ্লোক ১১৯ রূপ সনাতনের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণ ভজন ১২৭ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ১৩৩ জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ ১৩৯ অনন্ত জীবগণ মধ্যে কৃষ্ণ-ভক্ত সুদুর্লভ ও শ্রেষ্ঠ ১৪৪-১৫০ ভক্তিলতার উপাখ্যান ও ভক্তিলতা বীজ ১৫১ আরোপণ ও সেচন ১৫২ লতার ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম প্রাপ্তি ১৫৩ গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চরণা-রোহণ ১৫৪ নিত্যসেচন ও প্রেমফল ১৫৫ বৈষ্ণবঅপরাধ ১৫৬ উপশাখা ১৫৮ উপশাখা ছেদন ১৬১ প্রেমফলাস্বাদন ও কল্প বৃক্ষ প্রাপ্তি ১৬২ পরম পুরুষার্থের নিকট চারি পুরুষার্থ তৃণতুল্য ১৬৪ শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয় ১৬৬ শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ ১৬৭ ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা ১৭৪

রতি ও প্রেম ১৭৬ স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব ১৭৭ ইক্ষুরস সহ উপমা ১৭৮ স্থায়ীভাব, বিভাব ও অনুভাব ১৭৯ সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীভাব ১৮০ রসালা সহ উপমা ১৮১ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররতি ১৮২ পঞ্চমুখ্যরস ১৮৪ সপ্তগৌণরস ১৮৫ শান্তভক্ত ও দাস্যভক্ত ১৮৮ সখ্য ও বাৎসল্যভক্ত ১৮৯ মধুরভক্ত ১৯০ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা ও কেবলারতি ১৯১ ঐশ্বর্য্যেজ্ঞানপ্রাধান্য ১৯৩ কেবলাররীতি ২০১

শান্তরসের প্রকার ২০৮ শান্তে মমতাহীন ২১৫দাস্য ভাবে কৃষ্ণসেবা ২১৬ সখ্যভাবে সেবা ২২০ বাৎসল্যভাবে সেবা ২২৩ মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা ২২৮ মধুরে পঞ্চগুণের সমাবেশ ২২৯ আকাশাদি সহ উপমা ২৩০ রূপের বারাণসী গমনে অভিলাষ২৩৬বৃন্দাবন গমন করিতে রূপের প্রতি আদেশ ২৩৭ রূপের বৃন্দাবন যাত্রা ২৪০ প্রভুর বারাণসী আগমন ও চন্দ্রশেখর সহ মিলন ২৪১ তপন মিশ্রসহ মিলন ২৪৪ তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণ ২৪৭ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র ২৫০

বিংশ পরিচ্ছেদ—১৪৪৮-১৫৩৪পৃ

সনাতনের শ্রীরূপপ্রদত্ত পত্রীপ্রাপ্তি ৩ যবন রক্ষককে উৎকোচ দিয়া বন্ধন মুক্তি ৪ সনাতনের গঙ্গাপার ১৫ পাতড়াপর্ব্বত ১৬ ভূমি ও হাতিগণিতা ১৮ সনাতনের প্রতি ভূঞার সম্মানের কারণ ২৩ ঈশানের নিকট অষ্ট মোহর ২৪ পর্ব্বত পার করিতে ভূঞার অঙ্গীকার ৩১ পর্ব্বতপার ৩৩ ঈশানকে বিদায় ৩৫ সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত ৩৮ শ্রীকান্ত সহ আলাপ ৪১ সনাতনকে ভোটকম্বলদান ৪৪ বারাণসী আগমন ৪৫ সনাতন গোস্বামী সহ প্রভুর মিলন ও আলিঙ্গন ৫১ বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ৫৬ সনাতন গোস্বামীর প্রভু সহ আলাপ ৬২ গৌরকৃপা হইতে জীবের উদ্ধার হয় ৬৪ সনাতনকে বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র হইবার আজ্ঞা প্রদান ৬৮ সনাতনের নূতন বস্ত্র গ্রহণে অস্বীকার ৭১ তপন মিশ্র ঘরে সনাতন সহ প্রভুর ভিক্ষা ৭২ মিশ্র প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রে কৌপীন ও বহির্ব্বাস ৭৭ সনাতনকে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের নিমন্ত্রণ ৭৯ নিমন্ত্রণ অস্বীকার ও মাধুকরী করিতে বাসনা জ্ঞাপন ৮১ ভোট কম্বল ত্যাগ ৮৩ ভোট গায়ে ভিক্ষা শোভা পায় না ৯২ সনাতনের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ৯৮ জীবের স্বরূপ ও কৃষ্ণশক্তি ১০৮ বহির্ম্মুখজীব ১১৭ মায়ামুগ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি নাই ১২২ সম্বন্ধ

অভিধেয় ও প্রয়োজন ১২৪ দরিদ্র ও সর্ব্বজ্ঞ ১২৭ কর্ম্মজ্ঞান যোগ ও ভক্তির সহ দরিদ্রের প্রোথিত ধনের উপমা ১২৮ ভক্তিতে কৃষ্ণ বশ হন ১৩৬ অভিধেয় ১৩৯ প্রেমের মুখ্য প্রয়োজন ১৪২ অন্বয় ও ব্যতিরেক ১৪৬ কৃষ্ণস্বরূপ বিচার ১৫২ জ্ঞান যোগ ও ভক্তি তিন প্রকার সাধনে ভগবান তিনরূপে প্রতিভাত হন ১৫৭ ব্রহ্ম ১৫৯ পরমাত্মা ১৬১ ভগবান ১৬৪ স্বয়ং, তদেকাত্ম ও আবেশরূপ ১৬৫ স্বয়ংরূপ ১৬৬ প্রাভব ও বৈভব ১৬৭ প্রাভব বিলাস ১৬৮ বৈভব প্রকাশ ১৭১ বলরাম কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ ১৭৪ ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুরীতে বাসুদেবের লোভ ১৭৯ তদেকাত্ম ১৮৩ বিলাস ও স্বাংশ ১৮৪ চব্বিশমূর্ত্তি ১৯১ দ্বাদশ মাসের দেবতা দ্বাদশ বিষ্ণুমূর্ত্তি ১৯৫ দ্বাদশতিলক মন্ত্র ২০২ চতুর্ব্ব্যূহের অষ্ট বিলাসমূর্ত্তি ২০৪ কৃষ্ণের প্রাভববিলাস চারি জনের বিংশতি বিলাস মূর্ত্তি ২১০ ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্চাবতার ২১৫ অস্ত্রধৃতি ভেদে নাম ভেদ ২২১ সিদ্ধার্থ সংহিতার মতে চব্বিশ মূর্ত্তির অস্ত্রাদি ধারণভেদ ২২৩ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র মতে ষোলমূর্ত্তির অস্ত্রাদি ধারণ ভেদ ২৩৭ স্বয়ং ভগবান ও লীলা পুরুষোত্তম নাম ২৪০ স্বাংশের ভেদ ২৪৩ পুরুষাবতার ও লীলাবতার ২৪৫ গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার শক্ত্যাবেশাবতার ২৪৬ শাখাচন্দ্র ন্যায় ২৪৮ ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি ২৫২ ঈশ্বরের শক্তিতে প্রকৃতি সৃষ্টি করেন ২৬১ অবতার ২৬৩ প্রথম পুরুষাবতার ২৬৫ কারণাব্ধিশায়ী ২৬৮ মায়ার দুই বৃত্তি নিমিত্ত ও উপাদান ২৭১ সৃষ্টিতত্ত্ব ২৭৩ মহাবিষ্ণু ২৭৮ দ্বিতীয় পুরুষাবতার ২৮৩ ব্রহ্মার জন্ম ২৮৭ চৌদ্দভুবন ২৮৮ বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন ২৮৯ রুদ্ররূপে সংহার ২৯০ গর্ভোদকশায়ী ২৯২ তৃতীয় পুরুষাবতার ২৯৪ ক্ষীরোদকশায়ী ২৯৫ লীলাবতার বর্ণন ২৯৭ গুণাবতার ৩০০ মন্বন্তরাবতার ৩১৯ যুগাবতার ৩২৯ সত্যযুগাবতার ৩৩২ ত্রেতাযুগাবতার

৩৩৩ দ্বাপরযুগাবতার ৩৩৪ কলিযুগাবতার ৩৩৮ শক্ত্যাবেশাবতার ৩৬৪ বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মের বিচার ৩৭৫ ব্রহ্মাণ্ডীয় কৃষ্ণ লীলা ও নিত্য ৩৮৪ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ ৩৯৬

একবিংশতি পরিচ্ছেদ—১৫৩৫-১৫৭৪পৃ

কৃষ্ণলোক তত্ত্ব পরব্যোম তত্ত্ব কারণবারি তত্ত্ব ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব বর্ণন ৩ মায়িক বিভূতি একপাদ ৫৫ দ্বারকায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ ৫৯ একপাদ বিভূতি ও ত্রিপাদ বিভূতি ৮৭ কৃষ্ণৈশ্বর্য্য ৯২ কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বোত্তম এবং নরবপু তাঁহার স্বরূপ ১০১ কৃষ্ণরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ১০২ যোগমায়া ১০৩ কৃষ্ণরূপের সৌন্দর্য্য ১০৪ কৃষ্ণরূপ লক্ষ্মীগণকেও আকর্ষণ করে ১০৬ মদনমোহন রূপ ১০৭ কৃষ্ণরূপ মেঘসহ উপমা ১০৯ কৃষ্ণরূপ মাধুর্য্য ১১৫ রাগমার্গেই কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ ১১৯ কৃষ্ণ সর্ব্বঅংশী ও সর্ব্বাশ্রয় ১২০ কামগায়ত্রীই কৃষ্ণস্বরূপ ১২৫ কৃষ্ণমুখচন্দ্রের রাজত্ব ১২৬বিধিনিন্দন ১৩৩ কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু ১৩৭ কৃষ্ণবংশীধ্বনি ১৪০

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ—১৫৭৫-১৬৩৪পৃ

অভিধেয় ৫ জীবতত্ত্ব ১০ নিত্যমুক্ত ১১ নিত্যবদ্ধ ১২ কৃষ্ণভক্তিই প্রধান অভিধেয় কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান ভক্তির মুখাপেক্ষী ১৭ ভক্তি বিনা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না ২১ ক, জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলে জ্ঞান বিনা মুক্তি হয় ২১ খ, জীবের ভ্রম ২৪ কৃষ্ণ না ভজিলে চারিবর্ণাশ্রমীই রৌরবে পড়ে ২৬ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না ২৯ যেখানে কৃষ্ণ সেখানে মায়া নাই ৩১ কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে মায়া বন্ধ হইতে পার করেন ৩৩ কৃষ্ণ ভজনে বিষয় আসিতে পারে না ৩৮ কাম ও কৃষ্ণরস ৪১ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয় ৪৫ কৃষ্ণ কাহাকেও কৃপা করিলে অন্তর্যামী গুরুরূপে তাহাকে শুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দেন ৪৭ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, শ্রদ্ধা হইতে প্রেম হয় ও সংসার ক্ষয় হয় ৪৯

মহৎ কৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না ৫১ অতি সামান্য ক্ষণ সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ৫৪ পূর্ব্ব আজ্ঞা অপেক্ষা পর আজ্ঞা বলবান্ ৫৯ শ্রদ্ধা অর্থে বিশ্বাস ৬২ শ্রদ্ধাবান জনই ভক্তির অধিকারী ৬৪ উত্তমাধিকারী ৬৫ মধ্যমাধিকারী ৬৬ কনিষ্ঠাধিকারী ৬৭ রতি ও প্রেমের তারতম্যে ভক্তির তারতম্য ৬৮ কৃষ্ণভক্তে সমস্ত সদ্গুণ বিদ্যমান ৭২ বৈষ্ণব স্বভাব ৭৪ কৃষ্ণভক্তি উৎপত্তির মূল সাধুসঙ্গ ৮০ ক, স্ত্রীসঙ্গ এবং অভক্ত সঙ্গই অসৎ সঙ্গ ৮৪ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ও বর্ণাশ্রমে আসক্তি ছাড়িয়া অকিঞ্চন ভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া ৯০ পণ্ডিতজন কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া অন্য ভজনা করেন না ৯২ শরণাগতি ও আত্ম সমর্পণ ৯৬ সাধন ভক্তির লক্ষণ ১০২ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ১০৪ বৈধী ও রাগানুগাভক্তি ১০৬ চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ ১১১ শ্রেষ্ঠ পঞ্চ অঙ্গ ১২৫ নিষ্ঠা হইতে প্রেম উৎপন্ন হয় ১৩০ এক অঙ্গ বা বহু অঙ্গ সাধন ১৩১ ভক্তগণ দেবঋণাদিতে ঋণী নহেন ১৩৬ অজ্ঞানে ভক্তের পাপ হইলেও কৃষ্ণ তাহাকে শুদ্ধ করেন ১৩৮ জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভক্তির অঙ্গ নহে ১৪১ ক, অহিংসা ও যমাদি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে ভ্রমণ করে ১৪১ খ, রাগানুগ ভক্তির বিবরণ ১৪৪ প্রীতি ১৬০ রতি ও ভাব ১৬১

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ ১৬৩৫-১৬৭৩পৃ

প্রয়োজন ৩ স্থায়ীভাব ৪ প্রেমের লক্ষণ ৬ ক্রম পন্থানুসারে প্রেম ৯ ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাব ১৭ উদিত ভাব ব্যক্তির ব্যবহার লক্ষণ ২০ উদিত প্রেম ব্যক্তির ক্রিয়া বিজ্ঞজনেও বুঝে না ৩৫ প্রেমের উৎকর্ষে মহাভাব ৩৮ শান্তদাস্যাদি পঞ্চ স্থায়ীভাব ৪১ কৃষ্ণভক্তি রস ৪৩ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ৪৪ আলম্বন ও উদ্দীপন ৪৬ সাত্ত্বিক ৪৭ ব্যভিচারী ৪৮ পঞ্চরস বিচার ৪৯ রূঢ়, অধিরূঢ় ভাব ৫৩ মাদন ও মোহন ৫৪ উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প

৫৫ চিত্রজল্প ৫৬ উদ্‌ঘূর্ণা ৫৭ শৃঙ্গার রস ৫৮ নায়ক ও নায়িকা ৬২ কৃষ্ণের চোষট্টি গুণ বর্ণন ৬৫ রাধিকার পঁচিশ গুণ বর্ণন ৮১ রসের আলম্বন ৮৭ অভক্তে রসাস্বাদন করিতে পারে না ৯৩ সনাতনকে লুপ্ততীর্থোদ্ধার বৈষ্ণবস্মৃতি ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিতে আদেশ ৯৭ যুক্তবৈরাগ্য ও শুষ্কবৈরাগ্য ৯৯ ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত হরিবংশ লিখিত গোলোকের নিত্যলীলা বর্ণন ১১০ মৌষল লীলা কেশাবতার ও মহিষী হরণাদির বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা ১১১ মস্তকে শ্রীকর অর্পণ পূর্ব্বক সনাতন গোস্বামীকে আশীর্ব্বাদ ১১৮

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ ১৬৭৪-১৭৫৮পৃ

আত্মারাম শ্লোকের আঠার অর্থ ৪ একাদশ পদ ১০ আত্মাশব্দের সাত অর্থ ১১ মুনি শব্দার্থ ১৫ নির্গ্রন্থ ১৭ উরুক্রম ১৯মাধুর্য্য শক্ত্যে গোলোক ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ২২ মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ড ২৩ কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য ২৫ হেতু ২৭ ভক্তি দশবিধ এক সাধনভক্তি, নয়টী প্রেম ভক্তি ৩০ শান্ত ভক্তে রতি প্রেম পর্য্যন্ত বাড়ে, দাস্তরসে রাগ পর্য্যন্ত ৩২সখ্যরসে ও বাৎসল্যে অনুরাগ পর্য্যন্ত ৩৩ কান্ত রতি মহাভাব পর্য্যন্ত ৩৪ ইত্থম্ভূতগুণঃ ৩৫ কৃষ্ণ আপনার বেশে সর্ব্ব বিস্মরণ করান ৩৮ গুণ শব্দ ৪১ গুণে সনকাদির মনোহারিত্ব ৪৪ক শ্রবণে শুকের মনোহারিত্ব ৪৪খ রূপে গোপিকার মনোহারিত্ব ৪৭ক রুক্মিণীর মনোহারিত্ব ৪৭খ বংশীগীতে লক্ষ্ম্যাদির ৫০ক হরিশব্দ ৫৬ ভক্তিবাধক কর্ম্ম অবিদ্যানাশ ৫৯ চকারের সাত অর্থ ৬৩ক অদ্বয়তত্ত্ব ৭২ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ ৭৭ রূঢ়িবৃত্তি ৭৯ রাগভক্তি ৮২ক বিধিভক্তি ৮২খ অকাম সর্ব্বকাম মোক্ষকাম ৮৫ অজাগলস্তন ন্যায় ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধন ৮৯ আর্ত্ত, অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানী ৯১ দুঃসঙ্গ ৯৩ সকাম ভক্ত ৯৮ সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মলয় ১০৪ ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয়

না ১০৫ নবযোগীশ্বর বিধি শিব নারদ ১১৪ মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ ১১৭ কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়ায় ১২০ শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ১২৬ মুক্তিতে কৃষ্ণ ভজন ১৩৫ খ, অন্তর্যামী উপাসক ও আত্মারাম ১৪৯ সগর্ভ নিগর্ভ যোগী ১৫০ যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি ১৫৩ পঞ্চ প্রধান সাধন ১৮৮ দেহারামী, কর্ম্ম নিষ্ঠ, যাজ্ঞিক ২১০ স্থূলে দুই সূক্ষ্মে বত্রিশ ২৮০ নারদ ও ব্যাধো-পাখ্যান ২২৩-২৭৮ সনাতনের নিকট আত্মারাম শ্লোকের একষষ্টি প্রকার অর্থ বর্ণন ৩০৮ ভাগবতের স্বরূপ ৩১২ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বৈষ্ণব স্মৃতি হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের সূত্রবর্ণন ৩২৪ গুরু পাদাশ্রয় ৩২৫ গুরু লক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরু শিষ্য পরীক্ষা সেব্য ভগবান্ ও মন্ত্র বিচার ৩২৬ মন্ত্র অধিকারী মন্ত্রসিদ্ধ্যাদি, শোধন, দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, প্রাতঃকৃত্য, শৌচ ও আচমন ৩২৭ দন্তধাবন, স্নান সন্ধ্যাবন্দন, গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও চক্রাদিধারণ ৩২৮ গোপীচন্দন ধারণ, মালাধারণ, তুলসী আহরণ, বস্ত্র পীঠ গৃহ সংস্কার ও কৃষ্ণ প্রবোধন ৩২৯ পঞ্চোপচার, যোড়শোপচার ও পঞ্চাশৎ উপকরণাদিতে কৃষ্ণার্চ্চন পঞ্চকাল পূজারতি, কৃষ্ণের ভোজন ও শয়ন ৩৩০ শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, শালগ্রামলক্ষণ, কৃষ্ণক্ষেত্র যাত্রা ও শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ৩৩১ নামমহিমা, নামাপরাধ, বৈষ্ণবলক্ষণ ও সেবাপরাধ ৩৩২ শঙ্খ, জল, গন্ধপুষ্প ও ধূপাদির লক্ষণ, জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ ও বন্দন ৩৩৩ পুরশ্চরণ বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, অনিবেদিত ত্যাগ ও বৈষ্ণবনিন্দাবর্জ্জন ৩৩৪ সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা অসৎসঙ্গত্যাগ শ্রীভাগবতশ্রবণ ৩৩৫ দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি, মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদিবিধি ৩৩৬ একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, শ্রীরামনবমী ও নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ৩৩৭ বিদ্ধা, অবিদ্ধা, পালন ৩৩৮ শ্রীমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমন্দির করণ ৩৩৯ সামান্য সদাচার ও বৈষ্ণব আচার, স্মার্ত্তব্যবহার ৩৪০

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ ১৭৫৯-১৮০৮

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া ৪ সন্ন্যাসীগণের গৌরনিন্দাদর্শনে পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়ার উপায়চিন্তন ৭ পরমানন্দের সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ ১১ পরমানন্দের গৃহে সন্ন্যাসীগণের নিস্তার ১৫ লোকসংঘট্ট ও শাস্ত্রবিচার ১৯ প্রকাশানন্দের জনৈক গৌরানুগত শিষ্য কর্তৃক সভামধ্যে মায়াবাদ নিন্দন ও শ্রীচৈতন্যোক্ত বেদান্তব্যাখ্যা বর্ণন ২৪ কলিতে সন্ন্যাসে সংসার ক্ষয় হয় না ২৮ নামাভাসে মুক্তি ৩০ শ্রুতি ও পুরাণে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বিলাস কথিত আছে ৩৪ কৃষ্ণবিগ্রহকে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ অপরাধ ৩৫ সূত্রে পরিণাম বাদ ও বিবর্ত্তবাদ ৪০ শ্রীচৈতন্য বাক্যই শ্রেষ্ঠ ৪৩ অদ্বৈত বাদ ও সূত্রের অন্য ব্যাখ্যা ৪৬ ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈতবাদ থাকে না ৪৭ মীমাংসক ও সাংখ্যের মত ৪৯ ন্যায় ও মায়াবাদীর মত ৫০ পাতঞ্জল ও বেদ মত ৫১ বেদান্তের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ ৫২ পঞ্চনদ স্নান ও বিন্দুমাধব দর্শন ৫৯ মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ ৬১ প্রকাশানন্দের কীর্ত্তন দর্শন ৬৫ প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দন ৬৯ প্রকাশানন্দের নিন্দাপরাধ ক্ষয় ৭৩ জীবে ভগবদ্‌বুদ্ধিরূপ অপরাধ ৭৬ প্রকাশানন্দের প্রশ্ন ৮৫ চতুঃশ্লোকী ৯৩ সূত্রের ভাষ্যই শ্রীভাগবত ৯৮ সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন ১০১ সম্বন্ধ তত্ত্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান, সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই ভগবৎ সৃষ্ট ও লয়ের পরে ও ভগবান্ পূর্ণ ভাবে থাকেন ১০৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিবেক ১১৪ মায়াতীত হইলে জীবের ভগবদ্ অনুভব হয় ১১৬ অভিধেয় সাধন ভক্তি বিচার ১১৮ প্রেম প্রয়োজন ১২২ ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে ভগবান্ ১২৩ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অবস্থিতি ১২৫ গায়ত্রীর অর্থেই ভাগবত আরম্ভ ১৪০ শ্রীভাগবত কৃষ্ণভক্তি রস স্বরূপ ১৪৩ প্রকাশানন্দকে শ্রীভাগবত বিচার ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম

করিতে আদেশ ১৪৭ আত্মারাম শ্লোকের একষষ্টি অর্থ ১৫৪ বারাণসী দ্বিতীয় নদীয়া ১৬০ রাত্রে নীলাচল যাত্রা ১৭০ তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর ও পরমানন্দ এই পাঁচ জনের বিদায় ১৭২ সনাতনের বৃন্দাবন যাত্রা ১৭৮ রূপগোস্বামী সহ সুবুদ্ধি রায়ের মিলন ১৭৯ সুবুদ্ধি রায়ের উপাখ্যান ১৮০ সুবুদ্ধি রায়কে হরিনামোপদেশ ও বৃন্দাবন যাইতে প্রভুর আদেশ ১৯১ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ১৯৩ সুবুদ্ধি রায়ের বৈষ্ণবসেবা ১৯৭ রূপ ও অনুপমের গঙ্গাতীর পথে প্রয়াগ আগমন ২০২ রাজপথ দিয়া সনাতনের মথুরা আগমন ২০৩ সুবুদ্ধিরায় সহ সনাতন গোস্বামীর মিলন ২০৪ রূপ অনুপমের কাশী আগমন ২০৯ কাশীতে মিশ্রমুখে প্রভুর চরিত্র শ্রবণ ২১১ শ্রীরূপের গৌড়যাত্রা ২১৪ প্রভুর নির্জ্জন পথে আঠার নালা আগমন ২১৭ প্রভুর আগমন সংবাদে নীলাচলের ভক্তগণের আনন্দ ২১৮ নীলাচলস্থিত ভক্তগণ সহ মিলন ২২৩ জগন্নাথদরশন ২২৪ মধ্য লীলার ক্রমানুবাদ ২৩৫ সূত্র ২৩৬ প্রলাপ বর্ণন ২৩৭ সন্ন্যাস ও আচার্য্যগৃহে বিলাস ২৩৮ মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্র, গোপাল স্থাপন ও ক্ষীরচুরি ২৩৯ সাক্ষী গোপাল চরিত্র ২৪০ সার্ব্বভৌম উদ্ধার তীর্থযাত্রা ও বাসুদেব নিস্তার ২৪১ রামানন্দ সংবাদ ২৪২ দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ ও বৈষ্ণব মিলন ২৪৩ বেড়ানৃত্য ও গুণ্ডিচামার্জ্জন ২৪৪ রথাগ্রে নর্ত্তন ও হোরা পঞ্চমীদর্শন ২৪৫ ভক্তগুণ বর্ণন ও অমোঘ নিস্তার ২৪৭ গৌড় গমন ও নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ২৪৮ মথুরা গমন ও বৃন্দাবন বিহার বর্ণন ২৪৯ প্রয়াগ গমন ও শ্রীরূপ শিক্ষা ২৫০ সনাতন মিলন ও ভগবদ্ স্বরূপ বর্ণন ২৫১ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণন এবং সাধন ভক্তির বিবরণ ২৫২ প্রেমভক্তি কথন ও আত্মারাম শ্লোকার্থ ২৫৩ কাশীবাসী জনগণের উদ্ধার করণ ও নীলাচলাগমন ২৫৪ শ্রীচৈতন্যলীলা সরোবর ২৬৪ শ্রীচৈতন্য লীলামৃত ২৭০ কুতর্কগর্ত্ত ২৭২

অন্ত্যলীলা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৮০৯ পৃষ্ঠা—১৮৬৬ পৃষ্ঠা

স্বরূপগোস্বামীর গৌড়ে প্রভু আগমনের সমাচার প্রেরণ ১৩ সকল ভক্ত সহ শচীদেবীর নীলাচল যাত্রা ১৪ শিবানন্দের সঙ্গীয় কুকুরোপাখ্যান ১৭ কুকুরের প্রসাদ ভক্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ নাম গান ২৯ কুকুরের সিদ্ধদেহে বৈকুণ্ঠে গমন ৩২ শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটক আরম্ভ ৩৫ রূপ অনুপমের গৌড়াগমন ও অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ৩৭ রূপ গোস্বামীর সত্যভামাপুরে স্বপ্ন দর্শন ৪১ হরিদাস ঠাকুরের বাসায় শ্রীরূপের আগমন ৪৫ প্রভুসহ শ্রীরূপের মিলন ৪৮ ভক্তগণসহ রূপের মিলন ৫৪ ব্রজ ছাড়িয়া কৃষ্ণ কখনও অন্যত্র যান না ৬৬ শ্রীরূপের নাটক বিভাগ ৬৮ রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর যঃ কৌমারহরঃ শ্লোক পাঠ ৭৫ শ্রীরূপ কর্তৃক কথিত শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক লিখন ৭৯ রূপকৃত শ্লোক পাঠ ৮২ প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপের নিকট শ্লোকবৃত্তান্ত বর্ণন ৮৫ শ্রীরূপের অক্ষর ও রূপকৃত নামমহিমা শ্লোকপাঠ ৯৬ শ্রীরূপের গুণ বর্ণন ১০৬ স্বরূপ গোস্বামীর রূপকৃত শ্লোকপাঠ ১১৩ গৌর কৃপা বিনা গৌর হৃদয় জানিতে পারে না ১১৫ শ্রীরূপের নাটকের শ্লোক পাঠ ১১৯ বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব ১২৬ নান্দীশ্লোক ১২৭ ইষ্টদেব বর্ণন ১২৯ প্রবর্ত্তক ১৩৪ প্ররোচনা ১৩৭ গোপীদিগের প্রেম এবং সেই প্রেমোৎপত্তির কারণ ১৪০ ভাবের স্বভাব ১৪৭ প্রেমের সহজ লক্ষণ ১৪৯ মুরলী নিঃস্বন বর্ণন ও শ্রীরাধা কৃষ্ণের বর্ণন ১৫৬ দ্বিতীয় নাটকের নান্দী ১৭২ মুখবিধি ১৮৫ রায় কর্ত্তৃক নাটকের প্রশংসা ১৯২ সনাতনের বৈরাগ্য রামানন্দের বৈরাগ্যের সমান ২০১ ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করিতে প্রভুর ইচ্ছা ২০২ ভক্তগণের গৌড়ে গমন ২১৪ রূপগোস্বামীকে বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা ২১৬ শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন ২২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৮৬৭—১৮৯৩ পৃষ্ঠা

সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব ৪ নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবির্ভাব ৫ সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ড বাসীগণের শ্রীগৌরদর্শনে আগমন ১০নকুল ব্রহ্মচারী উপাখ্যান ১৬ শিবানন্দের সন্দেহ ভঞ্জন ২২ শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দের নৃত্যে, শ্রীবাসকীর্ত্তনে ও রাঘবেরবাটীতে প্রভুর আবির্ভাব লীলা৩৫নৃসিংহানন্দের অগ্রে প্রভু আবির্ভূত হইয়া ভোজন৩৬জগন্নাথ ও নৃসিংহের ভোগ ভক্ষণ৬৩ নৃসিংহানন্দের গুণ বর্ণন৭৬ ভগবান্ আচার্য্যের নিকট গোপাল ভট্টাচার্য্যের আগমন ও প্রভুসহ মিলন ৮৯ বৈষ্ণব হইয়া শারীরক ভাষ্য শুনিলে আপনাকে ঈশ্বর বুদ্ধি হয় ৯৫ মায়াবাদ শ্রবণে মহাভাগবতের ও চিত্ত অবনত হয় ৯৬ ছোট হরিদাসকে মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল আনিতে ভগবান্ আচার্য্যের আজ্ঞা ১০৩মাধবী দেবী সাড়েতিনজন পাত্রের অর্দ্ধজন ১০৬ ছোট হরিদাসের দ্বার মানা ১১৩ হরিদাসের উপবাস ও স্বরূপাদির প্রভুর নিকট কারণ জিজ্ঞাসা ১১৫ বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ করিলে প্রভু তাহাকে দেখিতে পারেন না ১১৭ দারু প্রকৃতি ও মুনির মন হরণ করে ১১৮ হরিদাসকে ক্ষমা করিতে সকলের অনুরোধ ১২২ পরমানন্দ পুরীর প্রভুস্থানে আগমন ও হরিদাসের জন্য অনুরোধ ১২৯ প্রভুর অসম্মতি ও একক হইয়া আলালনাথে যাইতে উদ্যোগ ১৩১ পরমানন্দ পুরী অনুনয় করিয়া প্রভুকে ঘরে ফিরাইলেন ১৩৫ স্বরূপাদির অনুরোধে হরিদাসের সঙ্গে ভোজন ১৩৭ দণ্ড ভক্তগণের ত্রাস ১৪৪ প্রয়াগে ছোটহরিদাসের প্রাণ ত্যাগ ১৪৭ হরিদাস দিব্যদেহে নিভৃতে মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান ১৪৯ ভক্তগণের কীর্ত্তন শ্রবণ ১৫৪ প্রকৃতি দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত ১৬৫ এক লীলার সপ্তকার্য্য ১৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—১৮৯৪-১৯৩২পৃষ্ঠা

বিধবাব্রাহ্মণীর পুত্রোপাখ্যান ৩ প্রভুর প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড ১১ দামোদরের সমান প্রভুর আর অন্তরঙ্গ নাই ১৯ দামোদর পণ্ডিতকে শচীমাতার নিকট যাইতে আজ্ঞা ২১ নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্মরক্ষা হয় না ২৩ দামোদরের নিকট মাতাকে নানারূপ সংবাদ দান ২৯ দামোদরের অগ্রে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই ৪৪ হরিদাসের নিকট কলিকালে যবন গণের উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা ৪৯ হরিদাস কর্ত্তৃক যবন গণের মুক্তি কথন৫২ নামাভাসে সর্ব্বপাপ ও সংসারের ক্ষয় হয় ৬১ নামাভাসে মুক্তি ৬৪ উচ্চসংকীর্ত্তন ও স্থাবর জঙ্গমের মুক্তি ৬৬ সর্ব্বজীব উদ্ধার করিতে উচ্চকীর্ত্তন প্রচার ৭৫ সূক্ষ্মজীব কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হইয়া পুনরায় জগতে আসে ৭৮ হরিদাসের গুণবর্ণন ৯২ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরিত্র বর্ণন ৯৬ বেণাপোলের বনে ভজন ৯৮ রামচন্দ্র খান ১০১ হরিদাসকে অপমান করিতে রামচন্দ্রের যুক্তি ১০২ হরিদাসের মতি বিকৃত করিতে বেশ্যার প্রতিজ্ঞা ১০৫ ঠাকুরের নিকট বেশ্যার পুনঃপুন গমনও ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চনা ১০৯ ঠাকুরের একমাসে কোটীনাম যজ্ঞ ১২৩ বেশ্যার মতি পরিবর্ত্তন ১২৯ বেশ্যাকে উপদেশ দিয়া ঠাকুরের প্রস্থান ১৩৩ বেশ্যার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান ১৩৮ বেশ্যার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী খ্যাতি ১৪১ রামচন্দ্র খানের অপরাধ ১৪৩ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচার ১৪৭ খানের বাটীতে নিত্যানন্দের আগমন ১৪৯ নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রোধ ১৫৩ রাম চন্দ্রের পরিণাম ১৫৬ হরিদাস ঠাকুরের চান্দপুর আগমন ও বলরাম আচার্য্য ঘরে অবস্থান ১৬৪ হিরণ্য গোবর্দ্ধন ১৬৫ বালক রঘুনাথ দাসের প্রতি ঠাকুরের কৃপা ১৬৮ ঠাকুরের মজুমদারের সভায় আগমন ১৭১ নামের মহিমা ১৭৫ পাপ ক্ষয় ও মোক্ষ, নামের এই দুই ফল নহে, নামের ফল কৃষ্ণ প্রেম উৎপত্তি ১৭৭ পাপ নাশ ও মুক্তি আনুষঙ্গিক ফল ১৭৯

সূর্য্যের সহ উপমা ১৮১ নামাভাসে মুক্তি হয় ১৮৫ ভক্তজন কৃষ্ণ সেবা বিনা মুক্তি লন না ১৮৭ আরিন্দা গোপাল চক্রবর্ত্তীর হরিদাস চরণে অপরাধ ১৮৮ গোপালের কর্ম্মচ্যুতি ও কুষ্ঠব্যাধি ২০১ ভক্তের স্বভাব ও কৃষ্ণের স্বভাব ২১১ শান্তিপুর আগমন ২১২ বৈষ্ণব সেবনে কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন হয় ২২০ কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা ২২২ দুই জনের ভক্তিতে চৈতন্যাবতার ২২৪ মায়াকর্তৃক হরিদাস ঠাকুরের পরীক্ষা ২২৮ সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন মহা যজ্ঞ ২৩৮ ভক্তের নিকট স্ত্রীভাবে লোভপ্রদর্শন অরণ্যে রোদনের ন্যায় ২৪৪ মায়ার আত্ম পরিচয় ২৪৮ ব্রহ্মাদি যাবতীয় জীব মায়া বদ্ধ ২৪৯ চৈতন্যাবতারে প্রেমামৃত বন্যা ২৫২ ঠাকুরের নিকট হইতে মায়ার কৃষ্ণনাম প্রাপ্তি ২৫৭ ব্রহ্মা শিব নারদাদির নররূপে নাম প্রেম আস্বাদন ২৬২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—১৯৩৩-১৯৬৯

শ্রীসনাতন গোস্বামীর ঝাবিখণ্ড পথে নীলাচল আগমন ৩ রথচক্রে দেহ ছাড়িতে সনাতনের সঙ্কল্প ১২ হরিদাস সহ মিলন ১৪ প্রভু দর্শন ১৮ সনাতনকে আলিঙ্গন ২০ ভক্তগণ সহ সনাতনের মিলন ২২ অনুপমের উপাখ্যান ৩০ অনুপমের পরীক্ষা ৩৩ প্রভু ও ভক্ত ৪৬ দুর্দ্দৈবে সেবক অন্যত্র গেলে প্রভু তাহাকে চুলে ধরিয়া আনেন ৪৭ সনাতনকে দেহত্যাগ করিতে প্রভুর নিষেধ ৫৪ তমো ও রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না ৫৭ ভক্তি বিনা কৃষ্ণে প্রেমোদয় হয় না এবং প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না ৫৮ দেহত্যাগে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয় না ৬০ গাঢ় অনুরাগের বিয়োগ সহ্য হয় না ৬২ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণ প্রেম পাওয়া যায় ৬৫ নীচজাতি কৃষ্ণ ভজিলে সেই বড় এবং সৎকুল বিপ্র অভক্ত হইলে সে হীন; কৃষ্ণ ভজনে জাতি কুলের বিচার নাই ৬৭ ভগবান দীনকে অধিক দয়া

করেন ; কুলীন, পণ্ডিত ও ধনী ইহারা প্রাকৃত অভিমানে অভিমানী ৬৮ ভজনের মধ্যে নববিধ ভক্তিশ্রেষ্ঠ ৭০ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নাম সংকীর্ত্তন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, নিরপরাধে নাম লইলে প্রেমধন পাওয়া যায় ৭১ ভক্তের দেহ প্রভুর নিজ ধন ৭৬ সনাতন গোস্বামীর দ্বারা প্রভুর প্রয়োজন সাধন ৭৭ পরের দ্রব্য কেহ নষ্ট করে না ৮৮ প্রভুর অবতার কারণ, হরি নাম প্রচার, তাহা হরিদাস ঠাকুরের দ্বারাই সম্পন্ন হয় ১০০ কেহ প্রচার ব্যতীত আচার এবং কেহ আচার ব্যতীত প্রচার করেন কিন্তু শ্রীহরি দাস ঠাকুর আচার এবং প্রচার দুইই করেন ১০৩ প্রভু কর্ত্তৃক সনাতনের পরীক্ষা ১১৫ মর্য্যাদা রক্ষণই সাধুর ভূষণ ১৩০ মর্য্যাদা লঙ্ঘনে ইহলোক ও পরলোক নাশ হয় ১৩১ জগদানন্দকে সনাতনের স্বদুঃখ বিজ্ঞাপন ১৩৬ সনাতনকে বৃন্দাবন যাইতে জগদানন্দের পরামর্শ দান ১৪১ সনাতনের প্রভুদত্ত দেশ বৃন্দাবন ১৪৪ প্রভুর নিকট সনাতনের দুঃখ নিবেদন ১৫০ ভক্তদেহ বিভৎস হইলেও গৌরের ঘৃণা হয় না ১৫৪ জগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবন যাইতে যুক্তি দেওয়ায় সনাতন গোস্বামীর আদেশ প্রার্থনা ১৫৫ জগদানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ১৫৭কালিকার পড়ুয়া জগা ১৫৮ গৌরব ও বন্দনাদি সম্মান অপ্রীতিপ্রদ ১৬৩ সনাতনের গুণে স্তুতি করায় ১৭০ সনাতনের দেহ গৌরের নিকট অমৃত সমান১৭২ বৈষ্ণব দেহ অপ্রাকৃত১৭৩অপ্রাকৃত স্বরূপ সন্ন্যাসীর নিকট ভদ্রাভদ্র বিচার নাই ১৭৪ উহা প্রাকৃত ১৭৬সন্যাসীগণ সমদৃক্১৭৯প্রভুর নিজকে লালন এবং ভক্তকে লাল্য অভিমান হয় ১৮৪ লাল্যের অমেধ্য লালকের নিকট চন্দন সম ১৮৭ বৈষ্ণব দেহ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় কখনও প্রাকৃত নহে ১৯১ দীক্ষাকালে ভক্ত যখন আত্মসমর্পণ করেন সেইকালে কৃষ্ণ তাহাকে তাঁহার আত্ম সম অর্থাৎ অপ্রাকৃত করেন ১৯২ অপ্রাকৃত দেহে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন ১৯৩ প্রভু স্পর্শে সনাতনের অঙ্গ গন্ধ ১৯৮

সনাতনকে একবৎসর নীলাচল থাকিতে আজ্ঞা ২০০ সনাতনের কণ্ডু শান্তি ২০১ সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবন প্রেরণ ২০৭ প্রভু ও সনাতনের বিচ্ছেদ ২০৮ সনাতন ও রূপের বৃন্দাবনে মিলন ২১৩ শ্রীরূপের ধন বিভাগ ২১৪ রূপ সনাতনের গৌর আজ্ঞা পালন ২১৭ বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও সেবা প্রকাশ ২১৮ শ্রীসনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২১৯ দশম টিপ্পনী ২২০ হরি ভক্তি বিলাস ২২১ শ্রীমদন মোহন ও শ্রীগোবিন্দের সেবা প্রকাশ ২২২ শ্রীরূপের গ্রন্থ শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু ২২৩ উজ্জ্বল নীলমণি ২২৪ বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব ২২৫ দানকেলি কৌমুদী ২২৬ শ্রীজীব গোস্বামী ২২৭ ভাগবত সন্দর্ভ ২২৯ গোপালচম্পূ ২৩০ শ্রীজীবের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ২৩৩ কবিরাজ গোস্বামীর গুরু চতুষ্টয় ২৩৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৯৭০—২০০০ পৃ

শ্রীপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ইচ্ছা প্রকাশ ৪ প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দ সমীপে প্রেরণ ৮ রামানন্দের বৃত্তান্ত ১৩ সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ ২৩ মিশ্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে রামানন্দের সভায় আগমন ২৭ মিশ্রের প্রত্যাবর্ত্তন ৩২ মিশ্র কর্ত্তৃক প্রভু সমীপে রামানন্দ বৃত্তান্ত কথন ৩৪ প্রভু কর্ত্তৃক মিশ্রকে রামানন্দ তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ ৩৫ রাগানুগামার্গে রায়ের ভজন ৫১ মিশ্রের পুনঃ রামানন্দ সমীপে গমন ৫৪ রামানন্দ সমীপে মিশ্রের আগমন কারণ জ্ঞাপন ৫৬ রায় মনুষ্য নহেন কৃষ্ণভক্তিরসময় ৭১ কৃষ্ণ রসের সাগর, ব্রহ্মাদি দেবের গোচর নহেন ৭৫ বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র নাটকাকারে প্রভুর চরিত্র বর্ণনা শ্রবণ করণার্থ আগমন ৯১ স্বরূপ গোসাঞির নাটক শ্রবণ ১১১ পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায় ১১৮ পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং

ভগবান্ ১১৯ ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহি ভেদ ১২২ বিপ্রকে বৈষ্ণব স্থানে ভাগবত পড়িতে উপদেশ ১৩১ জগন্নাথ কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ ১৪৮ গৌর জঙ্গমরূপে অবতার ১৫১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ২০০১—২০৪৮

প্রভুর বিরহ দুঃখ ৫ প্রভুর সহিত রঘুনাথ মিলন ১২ হিরণ্য দাস কর্ত্তৃক রঘুনাথ দাসের বন্ধন ২০ রঘুনাথ দাসের বুদ্ধি বলে বন্ধন মোচন ৩০ রঘুনাথ দাসের পলায়ন ৩৮ পানীহাটী গ্রামে প্রভুর সহিত রঘুনাথদাসের মিলন ৪৩ রঘুনাথ দাস প্রতি প্রভুর চিড়া মহোৎসবের আদেশ ৫১ প্রভুর চিড়া ভক্ষণ ৮৪ রাঘব মন্দিরে কীর্ত্তন ১০১ রঘুনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রভুর চরণ বন্দন ১২৭ রঘুনাথ কর্ত্তৃক প্রভুর ভৃত্যের হস্তে স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান ১৪৬ রঘুনাথ দাস গৃহে যদু নন্দন আচার্য্যের প্রবেশ ১৬০ রঘুনাথ দাসের গৃহ পরিত্যাগ ১৬৬ গোপদ্বারা রঘুনাথ দাসকে দুগ্ধ প্রদান ১৭৫ রঘুনাথের পিতা কর্ত্তৃক লোক প্রেরণ ১৭৯ প্রভুর সহিত রঘুনাথের সাক্ষাৎ ১৯১ বিষয় মহা পীড়া ১৯৭ প্রভু কর্ত্তৃক স্বরূপ হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ ২০২ রঘুনাথ প্রতি সিন্ধু স্নান ও জগন্নাথ দর্শন আজ্ঞা ২০৮ রঘুনাথ দ্বারা সিংহ দ্বারে আহারের জন্য অযাচক বৃত্তি অবলম্বন ২১৪ প্রভু দ্বারা বৈরাগীর ধর্ম্ম জ্ঞাপন ২২২ স্বরূপচরণে রঘুনাথ দ্বারা স্বীয় কৃত্য জিজ্ঞাসা ২২৮ প্রভু কর্ত্তৃক স্বরূপের নিকট রঘুনাথকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসার আদেশ ২৩৪ প্রভুর আদেশ ২৩৬ সমস্ত ভক্তগণ সহিত রঘুনাথের মিলন ২৪৫ রঘুনাথের কঠোরতা শ্রবণে তাহার পিতা কর্ত্তৃক মুদ্রা ও ভৃত্য প্রেরণ ২৬৭ রঘুনাথ কর্ত্তৃক মুদ্রা অস্বীকার ২৬৮ রঘুনাথ কর্ত্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ২৭০ বিষয়ীর অন্ন প্রতি প্রভুর বচন ২৭৮ রঘুনাথকে গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা প্রদান ২৮৭

প্রভু কর্ত্তৃক রঘুনাথকে শিলা পূজা প্রণালী জ্ঞাপন ২৯৫ রঘুনাথ কর্ত্তৃক শিলাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন ৩০০ রঘুনাথের বৈরাগ্য ৩১২ রঘুনাথ দ্বারা সড়ি প্রসাদান্ন গ্রহণ ৩১৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ ২০৪৯—২০৭৪

বল্লভভট্টের সহিত প্রভুর মিলন ৪ কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন১১ নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ২০ রাগমার্গে কৃষ্ণ ভক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ২৪ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ব্রজেন্দ্রকুমার পাওয়া যায় না ২৬ দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান ৩৭ ব্রজদেবীর প্রেম কামগন্ধহীন ৩৮ হরিদাস ঠাকুর মহা ভাগবত প্রধান ৪৪ ভট্টের বৈষ্ণব দেখিবার ইচ্ছা ৫২ প্রভুর নিমন্ত্রণ ৫৬ বৈষ্ণব গণ সহ মহাপ্রভুর ভোজন ৫৯ ভক্তগণ সহ প্রভুর কীর্ত্তন ৬৮ প্রভুর নিকট ভট্টের স্বীয় কৃত ভাগবত টীকা শ্রবণার্থ আবেদন ৭৪ ভট্ট কৃত কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা প্রকাশ ইচ্ছায় প্রভুর ঊদাসীন্য ৭৮ গদাধর পণ্ডিতের নিকট ভট্টের কৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা পঠন ৯০ নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয় ১০২ ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ ১১২ ভট্টের প্রভুর চরণে শরণ ১১৯ শ্রীধর মহিমা ১২৬ ভট্টকে নিরভিমানে কৃষ্ণ নাম করিতে আদেশ ১৩১ পুনঃ স্বগণ সহ ভট্টের গৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ১৩৫ গদাধর পণ্ডিতের নিকট ভট্টের দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ ১৪৪ গৌরের চরণে গদাধরের প্রণতি ১৫৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ ২০৭৫—২০৯০

গৌরের সহিত রামচন্দ্রের মিলন ৫ জগদানন্দ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ ৮ জগদানন্দের প্রসাদাবশেষ ভক্ষণ ১০ মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণবিরহ দর্শনে রামচন্দ্র পুরীর উপদেশ ১৮ রামচন্দ্রকে বর্জ্জন ২০ শুষ্ক ব্রহ্মে কৃষ্ণের সম্বন্ধ নাই ২৫ ঈশ্বর পুরীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কৃষ্ণপ্রেম বরপ্রদান ২৯ রাম

চন্দ্রকর্তৃক ভোজনে নিন্দন ৪২ গোবিন্দের প্রতি স্বল্প ভোজনের আদেশ ৫১ এক বিপ্র কর্তৃক নিমন্ত্রণ ৫৫ গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে অন্যত্র ভোজনার্থ আদেশ ৫৯ রামচন্দ্র পুরির চৈতন্যকে উপদেশ ৬৪ নীলাচলে গমন ৯৪ রামচন্দ্রপুরীর গুরু উপেক্ষায় ঈশ্বর অপরাধ ৯৭

নবম পরিচ্ছেদ ২০৯১—২১১২

মনুষ্য বেশে দেবগণের দর্শন ৭ গোপীনাথের রাজদণ্ড মোচনার্থ গৌরের নিকট প্রার্থনা ১৪ রাজপুত্রের প্রতি গোপীনাথের শ্লেষ উক্তি ২৬ গোপীনাথের দণ্ড মোচন ৫৪ বিষয়ীর বার্ত্তা শুনিলে মনে ক্ষোভ হয় ৬৬ প্রভু আলাল নাথ গমনেচ্ছা প্রকাশ করায় কাশীমিশ্রের সহিত আলাপন ৩৭ মূর্খজন বিষয় লাগি গৌর ভজন করে ৬৯ প্রতাপ রুদ্র কর্তৃক কাশী মিশ্রের পাদ সম্বাহন ৮০ কাশী মিশ্র কর্তৃক গোপীনাথের দণ্ডের বিষয় রাজার নিকট বর্ণন ৮৫। পঞ্চপুত্র সহ ভবানন্দের গৌর দর্শন ১২৭ প্রভুর নিকট দণ্ডের বৃত্তান্ত বর্ণন ১৩০ গৌর উপদেশ ১৪২

দশম পরিচ্ছেদ ২১১৩—২১৩৬

ভক্তবৃন্দের নীলাচলে প্রভুর দর্শনার্থ গমন ১১ দময়ন্তী প্রদত্ত ঝালি সহ রাঘবের প্রভুর নিকট গমন ১৩ ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভুর জলকেলি ৪২ ভক্তগণ সহিত জগন্নাথদর্শন ৫৩ গোবিন্দ সন্নিধানে রাঘবের ঝালি সমর্পণ ৫৫। সাত সম্প্রদায় সহ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন ৫৯ চৈতন্যের প্রেমাবেশ ৬৬ গম্ভীরায় গোবিন্দ কর্ত্তক প্রভুর পাদ সম্বাহন ৮২ প্রভুর গাত্রোপরি বহির্ব্বাস দিয়া গোবিন্দের গৌরকে লঙ্ঘন ৮৯ ভক্তগণ সহ গৌরের গুণ্ডিচা মার্জ্জন ১০৩ ভক্তগণ কর্ত্তৃক নানারূপ ভোজ্য প্রদান ১০৮ শিবানন্দ কর্ত্তক মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ১৪৫

একাদশ পরিচ্ছেদ—২১৩৭-২১৫০

গোবিন্দ কর্ত্তৃক হরিদাসকে মহাপ্রসাদ দান ১৮ হরিদাস সহ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ২১ হরিদাস সঙ্গে কথাবার্ত্তা ২৬ হরিদাসের দেহত্যাগের প্রার্থনা ৩২ হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন ৫০ গৌরের কীর্ত্তনে হরিদাসের দেহত্যাগ ৫৬ হরিদাসের দেহ সমুদ্রে আনয়ন ৬২ গৌর কর্ত্তৃক হরিদাসের সমাধি উপর বালু দান ৬৮ হরিদাসের মহোৎসব জন্য সিংহদ্বারে প্রসাদ যাজ্ঞা করেন ৭৪

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—২১৫১-২১৭০

গৌরের প্রেমবিকার ৪ সমস্ত ভক্তগণের গৌর দর্শনে গমন ৮ নিত্যানন্দ শিবানন্দের প্রতি প্রেম কোপ ও লাথি মারণ ২৪ শিবানন্দকে আলিঙ্গন ৩১ শ্রীকান্তের অভিমান ৩৪ পরমেশ্বর দাস মোদকের সহিত সাক্ষাৎ ৫৪ জগদানন্দের প্রসাদ ও বস্ত্রসহ শচীমাতার নিকট গমন ৮৬ চন্দনাদি সুগন্ধি তৈল সহ জগদানন্দের প্রত্যাবর্ত্তন ১০২ তৈল ব্যবহারে অসম্মতি জানাইলে জগদানন্দ কর্ত্তৃক তৈলের কলসী নষ্ট ১১৯ জগদানন্দের ক্রোধ ১২০ জগদানন্দ গৃহে ভোজন ১৩৫

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—২১৭১-২১৯০

কলার শরলাতে শয়ন৫জগদানন্দ কর্ত্তৃক লেপ প্রদান৮লেপ দর্শনে ক্রোধ ১০ জগদানন্দের বৃন্দাবন গমনেচ্ছা প্রকাশও অনুমতি প্রাপ্তি ২১ জগদানন্দকে উপদেশ ৩৪ মুকুন্দসরস্বতী কর্ত্তৃক সনাতনকে বহির্ব্বাস প্রদান ৫০ সনাতনের প্রতি জগদানন্দের ক্রোধ ও প্রহার চেষ্টা ৫৪ সনাতনের ভেট প্রদান ৩৬ দেবদাসীর গানশ্রবণে আবেশ ৮০ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ ৮৯ রঘুনাথ ভট্টের প্রতি উপদেশ ১১২ রঘুনাথ ভট্টকে মালা-প্রদান ১২৩

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ২১৯১-২২১৭

কৃষ্ণবিরহ ১২ প্রভুর স্বপ্ন ১৭ জগন্নাথ দর্শনকালে প্রভুর স্কন্ধে এক স্ত্রীলোকের অরোহণ ২৪ স্বপ্নাবেশে প্রভুর প্রেম ৩৮ প্রভুকে গৃহে অপ্রাপ্তি ৬০ সিংহদ্বারে আবেশে পতন ৬২ স্বরূপ গোস্বামি কর্ত্তৃক কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদানে চৈতন্য প্রাপ্তি ৭১ চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধনজ্ঞান ৮৪ উচ্চসংকীর্ত্তন ও সুশীতল জলদ্বারা প্রভুর চৈতন্য ১০০ পুরী ভারতীর সহ সাক্ষাৎ ১১৩

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ২২১৮-২২৪২

কৃষ্ণভাবাবেশ ৪ উপলভোগের পর বিলাপ ১০ স্বরূপ রামানন্দসঙ্গে প্রভুর বিলাপ ১১ কৃষ্ণের রূপাদি মহামাধুর্য্য পরিপূর্ণ ১৫ পুষ্পের উদ্যান দর্শনে বৃন্দাবন ভ্রম ২৮ বৃক্ষাদির নিকট কৃষ্ণ উদ্দেশ জিজ্ঞাসা ৩৩ মৃগকে কৃষ্ণ-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা ৪৩ রামানন্দের শ্লোক পঠন ৬৯ স্বরূপ গোস্বামির প্রতি গীত গাইবার আদেশ ৮৩ গীত শ্রবণে প্রেমাবেশ ৮৫ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ৮৬ গৌরকে সমুদ্রতীরে স্নানার্থে আনয়ন ৯৩

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ২২৪৩-২২৭২

কালিদাসের নীলাচলে আগমন ৫ ভক্ত ঝড়ু ভুমিমালীর নিকট প্রসাদ প্রার্থনা ২২ ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট কালীদাসের গ্রহণ ৩৭ কালীদাসের পাদ-জল গ্রহণ ৪৬ নরসিংহ নমস্কার ৫০ কালীদাসের প্রসাদ গ্রহণ ৫৬ মহামহা প্রসাদ ৫৯ ভক্তপদধূলী ভক্তপদ জল ভক্তভুক্তশেষ সাধনের বল ৬০ পত্নীসহ শিবানন্দের দর্শন ৬৫ পুরীদাসকে কৃষ্ণ উপদেশ ৬৭ উন্মাদ ৭৮ জগন্নাথ দর্শন ৮৫ বল্লভ ভোগ ৮৮ প্রসাদ গ্রহণ ৯২ ফেলামৃত মাহাত্ম্য বর্ণন ৯৬ রামানন্দ কর্ত্তৃক রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোকপঠন ১১৮ কৃষ্ণ ফেলা ১৩০ বিলাপ ১৫০

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—২২৭৩-২২৮৯

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দের শয়ন ৯ ভাবাবেশ ১০ সিংহদ্বারে তেলেঙ্গা গাভীগণের নিকট অচেতনে পতন ১২ গৌরকে অন্বেষণ ১৪ গৌরের কূর্ম্মাকার ১৬ গৌরের চেতনা প্রাপ্তি ২০ ভাগবতের শ্লোকার্থ ৩২ রাধাভাবের স্বভাব ৫৬ গৌরের বিলাপ ৫৯ স্বরূপ গীত ৬১

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—২২৯০-২৩০৯

শরজ্জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্রভুর ভ্রমণ ৪ গৌরের প্রেমাবেশ ৬ আইটোটা হইতে গৌরের সমুদ্র দর্শন ২৬ যমুনা ভ্রমে সিন্ধুজলে পতন ২৮ ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কে গমন ৩১ অন্বেষণ ৪২ জালিয়াকে গৌরের সংবাদ জিজ্ঞাসা ৪৫ জালিয়ার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্তি ৫৩ স্বরূপ সঙ্গে জালিয়ার গৌরের নিকট গমন ৭০ জ্ঞান সঞ্চার ৭৬ গৌরহরির প্রলাপ ৭৯ নীলাব্জ হেমাব্জ ৯৪ বাহ্যজ্ঞান ১১০

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—২৩১০-২৩৩৯

জগদানন্দকে প্রতি বৎসর শচীমাতার নিকট প্রেরণ ৫ মাতৃ সন্নিধানে প্রসাদ প্রেরণ ১২ জগদানন্দের নদীয়ায় আগমন ১৫ অদ্বৈতের জগদানন্দের দ্বারা সংবাদ ও তরজা প্রেরণ ১৮ তরজা পাঠে পুনঃ বিরহ দশা ৩০ কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী ৩৮ স্বরূপ রামরায় কর্ত্তৃক আশ্বাসন ৫৪ গম্ভীরাতে শয়ন ৫৫ গম্ভীরায় মুখ ঘর্ষণ ৫৮ পাদতলে শঙ্করের শয়ন ৬৮ জগন্নাথ বল্লভ নামক উদ্যানে গমন ৭৯ অশোকের তলে কৃষ্ণ দর্শন ৮৫ কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধে মূর্চ্ছা ৮৭ বাহ্যস্ফূর্ত্তি ১০০ ভ্রমর গীতাতে রাধার প্রলাপ ১০৭

বিংশ পরিচ্ছেদ—২৩৪০-২৩৬৮

স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে দিনরাত্রি যাপন ৪ নামসংকীর্ত্তনঃ কলৌ পরম উপায় ৮ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন ১০ সংকীর্ত্তন হইতে চিত্তশুদ্ধি ১৩ চৈতন্যদেবের উক্তি ১৬ নামে সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বসিদ্ধি ১৮ প্রেমলাভের লক্ষণ ২২ চৈতন্যদেবের শ্লোক ২৯, ৩০ প্রেম বিনা ব্যর্থ জীবন ৩৭ কৃষ্ণপদ রস সুখরাশি ৫৮ কৃষ্ণসুখে সুখী ৫১ কুষ্ঠী বিপ্রের পত্নীর উপাখ্যান ৫৭ কৃষ্ণদাসী অভিমান৫৯ শ্রীরূপ মিলন ১০৩ কুক্কুরের মুক্তি ১০৪ ছোট হরিদাসের শিক্ষা ও শিবানন্দের প্রভু দর্শন ১০৫ হরিদাস ঠাকুরের মহিমা ও দামোদরের বাক্য দণ্ড ১০৬ হরিদাস কর্তৃক নাম মহিমা ১০৭ সনাতনের দ্বিতীয় মিলন ১০৮ সনাতন পরীক্ষা ১০৯ প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ ১১০ বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষা ও বিগ্রহ মহিমা ১১১ রঘুনাথ মিলন ১১২ দামোদরের নিকট রঘুনাথকে সমর্পণ এবং গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান ১১৩ বল্লভভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন ১১৪ রামচন্দ্র পুরীর ভয়ে প্রভুর ভিক্ষা সঙ্কোচ ১১৫ গোপীনাথ মোচন ১১৬ রাঘব পণ্ডিতের ঝালি ১১৭ গোবিন্দের পরীক্ষা ও পরিমুণ্ডা নৃত্য ১১৮ হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ ১১৯ জগদানন্দের তৈলপাত্র ভঙ্গ ও শিবানন্দের প্রতি নিত্যানন্দের তাড়ন ১২০ জগদানন্দের মথুরা গমন ও দেবদাসীর গীত শ্রবণ ১২১ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর মিলন ও বৃন্দাবন প্রেরণ ১২২ দিব্যোন্মাদ ১২৩ উদ্যান বিলাস ১২৬ কৃষ্ণ অন্বেষণ ১২৭ কালীদাসের প্রতি কৃপা ১২৮ মহাপ্রসাদ মহিমা ১৩০ কূর্ম্মাকার অনুভাব ১৩১ সমুদ্রে পতন ১৩৪ শিক্ষাষ্টক পাঠ ১৩৮

ইতি শ্রীশ্রীচরিতামৃতের প্রয়োজনীয় নিদর্শন সমাপ্ত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যের প্রয়োজনীয় নিদর্শন।

আদি লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদের কথাসার ৩ প্রভুর আবরণ ১৩ গুরু কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ ১৪ ভগবান বাহ্যে আচার্য্য এবং অন্তরে অন্তর্যামী ১৬ ভগবদ্ অনুগ্রহে জীব তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ১৮ পরম তত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞান ১৯ মায়ার সংজ্ঞা ২০ প্রয়োজন তত্ত্ব ২১ অভিধেয় তত্ত্ব ২২ কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে শিক্ষা গুরু ২৫ কৃষ্ণের অবস্থিতির স্থান ২৭ ভক্ত, সাধক ও পার্ষদ ভেদে দ্বিবিধ ২৯ ভগবৎ স্বরূপের প্রকাশ ও বিলাস ২৯ ভগবদ্ শক্তি ৩২ কৈতব ৩৬ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই ভাই চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ৩৬ দুই ভাগবত ৩৭ গৌড় ৩৮ অজ্ঞান ৩৯ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কথা সার ৪০ কৃষ্ণ চৈতন্যই পরতত্ত্ব ৪২ অনুবাদ বিধেয় ৪৪ তত্ত্ব ৪৬ নির্ব্বিশেষ ৪৮ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ গোবিন্দ ৫৩ ভগবদ্বিগ্রহ ভক্তিবৃত্তিদ্বারা দৃষ্ট, জড়েন্দ্রিয় বা জ্ঞান চেষ্টা দ্বারা দৃষ্ট নন ৫৫ শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ ৫৯ পূর্ব্বপক্ষ নিরসন ৬৩ অনুবাদ ও বিধেয় ৬৫ আশ্রয় ও আশ্রিত ৭১ শক্তিত্রয় ৭২ প্রাভব ও বৈভব ৭৪ শক্তি ৭৫ সৎ সিদ্ধান্ত শুদ্ধা ভক্তির মূল ৭৮ তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথাসার ৮১ প্রকট বিহার ৮৪ বিধিভক্তি ৮৬ চতুর্ব্বিধ মুক্তি ৮৭ মহাপ্রভুর অবতারের কারণ এবং প্রেমভক্তি আচার ও প্রচার ৮৮ ডুভৃঞধাতু ৯২ কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কারণ ৯৮ বানা ১০৫ অতুলনীয় কৃষ্ণনাম ১০৬ উলুক ১০৮ দৈব ও অসুর ১১১ জল তুলসীদ্বারা কৃষ্ণ পূজা ১১৩ চতুর্থ পরিচ্ছেদের কথাসার ১১৬ কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য কারণ ১১৯

সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে শুদ্ধা ভক্তি ১২১ কৃষ্ণাবতারে লীলার চমৎকারিতা ও রাগমার্গে কৃষ্ণভজন ১২২-১২৪ গৌরাবতারের যুগধর্ম্ম প্রচার রূপ প্রয়োজন ১২৫ মধুর রসের মাধুরী শ্রেষ্ঠ ১২৬ স্বকীয় ও পারকীয় রস ১২৭-১২৯ শক্তি শক্তিমান ১৩৪ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ১৩৫ সন্ধিনীর সার শুদ্ধ সত্ত্ব১৩৬ সম্বিৎ শক্তির সার কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান১৩৮ হ্লাদিনীর সার প্রেম, শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী মহাভাব স্বরূপা, সর্ব্বগুণের আকর, কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি ও চিন্ময়ী১৩৯-১৪০ শ্রীমতী রাধিকা কান্তাগণের অংশিনী ১৪২ দেবী, কৃষ্ণময়ী প্রভৃতি শব্দার্থ ১৪৩ কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর১৪৮-৪৯আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই চৈতন্যাবতারের প্রথম বাঞ্ছা ১৫৫স্বমাধুর্য্যাস্বাদনের লোভ দ্বিতীয় বাঞ্ছা১৫৭আত্মেন্দ্রিয় ও কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ১৬৩ নিরুপাধিক প্রেম ১৭২সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য ১৭৪ ইষ্ট সমীহিত ১৭৫ জীবাতু১৮৪ বিজাতীয়১৮৮ পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার১৯১দ্বিতীয় দেহ১৯৩শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ ১৯৪ শ্রীবলরাম মূল সঙ্কর্ষণ ১৯৫ চিন্ময়ধাম ১৯৬-৯৯ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইয়াও চিন্ময় একই স্বরূপে, একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশ থাকেন ২০০ স্বরূপবিগ্রহ দ্বিভুজ ২০২ ব্রহ্মধাম ২০৪ পরব্যোমে বলরামের স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ, তটস্থাখ্য জীব শক্তির আশ্রয় ২০৮ কারণ সমুদ্র আদ্যবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু ২১২ মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি ২১৩ কৃষ্ণই মূল জগৎ কারণ, প্রকৃতি গৌণ কারণ ২১৪-২১৫ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ২১৯ হিরণ্য গর্ভ বিরাট ২২৫, কদম্ব, জাড্য ২৩৭ গুণার্ণব মিশ্র ও মীন কেতন রামদাস ২৩৭-২৩৮ অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় ২৩৮ ঝামটপুর ২৩৯ হাতশান ২৪০ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কথাসার ২৪৯ অদ্বৈত তত্ত্ব ২৫১-২৫২ শ্রীচৈতন্য গোঁসাই সর্ব্বেশ্বর এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আপনাকে

তাঁহার দাস অভিমান করেন ২৫৫ আগল ২৫৮ দশদেহ ২৬৫ সপ্তম পরিচ্ছেদের কথাসার ২৭১ পঞ্চতত্ব ২৭৩ মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দার্থ ২৭৭ সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী ২৮৫ কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের ফল ২৮৯ খাতোদক ২৯২ উপনিষদ্, সূত্র ২৯৪ অভিধাবৃত্তি ও লক্ষণা বৃত্তি ২৯৫-২৯৮ চিৎ, জীব ও মায়া শক্তি ২৯৮-৩০০ পরিণাম বাদ ও বিবর্ত্ত বাদ ৩০২-৮ প্রণবই মহাবাক্য ৩০৯-১০ ভগবান নিত্য সবিশেষ ৩১১ সম্বন্ধা-ভিধেয় প্রয়োজন ৩১৩ অষ্টমপরিচ্ছেদের কথাসার ৩১৭ নামাপরাধী কৃষ্ণপ্রেম পান না ৩২১ শ্রীচৈতন্যাবতারের বিশেষত্ব ৩২৩ চৈতন্য মঙ্গল ৩২৬ নারায়ণী ৩২৭ নবম পরিচ্ছেদের কথাসার ৩৩৪ শ্রীমাধব ও ঈশ্বরপুরী ৩৩৬ দশম পরিচ্ছেদের কথাসার ৩৪৬ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্ন ৩৪৮ অপতিত ৩৫৮ আত্মবৃত্তি ৩৬০ মূঢ় অনাচার, লুপ্ততীর্থ, শ্রীমূর্ত্তি ৩৭৮ গুপ্ত সেবা ৩৭৯ ভৃগুপাত ৩৮০ রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন ৩৮১ শঙ্করারণ্য ৩৮২ গঙ্গাবাস ৩৮৩ ভাগবতাচার্য্য ৩৮৫ অভিরাম ৩৮৬ একাদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ৪০১ মালাকার ৪০২ বীরচন্দ্র প্রভু ৪০৩ রামদাস ৪০৪ দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ৪১৭ অদ্বৈত প্রভুর গণের মধ্যে দুই মত ৪১৯ বাউলিয়া বিশ্বাস ৪২৪ কমলা কান্তের রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা ৪২৬ চৈতন্য বিমুখ অদ্বৈতগণ ৪৩০ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ৪৩৯ ব্যাকরণ সূত্রে কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য শিক্ষা ৪৪৩ শ্রীনবদ্বীপ ধাম ৪৪৪ বিশ্বরূপ ৪৫১ কৃষ্ণ বলরামই চৈতন্য নিতাই ৪৫২ জন্মকোষ্ঠী ৪৫৪ পুত্রমাতা স্নান ৪৫৭ লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ৪৬৪ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের কথাসার ৪৬৬ বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ৪৬৯ তৈর্থিক বিপ্র ৪৭৩ দুই চোর ৪৭৪ পীড়াচ্ছলে একাদশীতে বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ ৪৭৪ মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান কথন ৪৮১ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ৪৮৬ পৌগণ্ড লীলা ৪৮৫ পঞ্জী টীকা ৪৮৬ ষোড়শ পরিচ্ছেদের কথা সার ৪৯১

তপন মিশ্রকে সাধ্য সাধন উপদেশ ৪৯৩-৯৪ তত্ত্বজাল ৪৯৫ দিগ্বিজয়ী ৪৯৬ প্রতিভা ৫০০ "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" শ্লোকের বিচার ৫০২-৭ বন্ধন ৫১০ সপ্তদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ৫১১-১২ বায়ু ব্যাধিছলে কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা ৫১০ গয়া গমন ৫১৪ শচীদেবীর প্রেমদান ৫১৬ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আগমন ৫১৮-৫১৯ জগাই মধাই ৫২০ সাত প্রহরিয়া ভাব ৫২১ শুক্লাম্বর ৫২২ তৃণাদপি শ্লোকানুসারে নাম কীর্ত্তন ৫২৪ গোপাল চাপাল ৫২৫ কুলিয়া গ্রাম ৫২৮ মুকুন্দ দত্তের দণ্ড প্রসাদ ৫২৯ অদ্বৈত প্রভুর দণ্ড প্রসাদ ৫৩০ পড়ুয়ার মুখে নামে অর্থবাদ শ্রবণে সচেলে গঙ্গাস্নান ৫৩২ আম্র মহোৎসব ৫৩৭ কীর্ত্তন সময়ে মেঘ নিবারণ ৫৩৮ যমুনাকর্ষণ লীলা ৫৪২ চাঁদ কাজির বাটী ৫৪৮ চাঁদ কাজির প্রতি উপদেশ ৫৫০ যবন শাস্ত্র ও বেদ ৫৫২ যবনের জিহ্বায় হরিনাম ৫৫৫ নীচ বাড় বাড় ৫৫৭ শ্রীবাসের মৃত পুত্র মুখে তত্ত্বজ্ঞান কথন ৫৫৮ দরজিকে নিজ রূপ দর্শন ৫৫৯ দোযোদ্গার ৫৬৩ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ৫৬৬ চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব ৫৬৭

মধ্যলীলা ।

প্রথম পরিচ্ছেদের কথা সার ৫৭৭ দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ৫৮২ গ্রন্থ ৫৮২ গোবিন্দ বিরুদাবলী ৫৮৩ গুণ্ডিচা ৫৮৮ কুরুক্ষেত্র মিলন ৫৮৯ উপল ভোগ ৫৯২ উদবূর্ণা ৫৯৮ প্রথমভিক্ষা ৬০০ চাতুর্ম্মাস্য ৬০২ অনবসর ৬০৩ উপবন ৬০৬ বিদ্যানগর ও কুলিয়াগ্রাম ৬০৭ রামকেলি-গ্রাম ৬১০ ক্ষত্রিয় কেশব, দবির খাস ৬১১ শাকর মল্লিক ৬১২ নীচ জাতি নীচ সঙ্গী ৬১৩ ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী ৬১৫ কৃষ্ণ চরিত্র লীলা ৬২১ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কথাসার ৬২৯ বাদ ৬৩০ গম্ভীরা, চটক পর্ব্বত ৬৩১ প্রভুর কৃষ্ণ বিচ্ছেদ বিলাপ ৬৩৪ পানিহাটি ৬৩৬ দিব্যোন্মাদ ৬৫২

সোল্লুণ্ঠ ৬৫৩ লীলাশুক ৬৫৭ প্রেমচিন্তামণি ৬৫৮ স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা ৬৫৯ তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথা সার ৬৬৪ রাঢ়দেশ ৬৬৫ অবন্তী দেশীয় ভিক্ষুক বচন ৬৬৬ বত্তিশা আঁঠিয়া ৬৭১ কৃত্য ৬৭৩ ভারিভুরি ৬৭৫ মান৬৭৭ দোনা ৬৭৮ রসবাস ৬৮০ আউ ৬৮৫ ছত্রভোগ৬৯৪ চতুর্থ পরিচ্ছেদের কথাসার ৬৯৬ রেমুণা ৬৯৯ ভোগশেষ ৭০১ বজ্রের স্থাপিত ৭০৩ পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ৭০৫ শিখরিণী৭০৮ অন্নকূট৭০৯ জগমোহন৭১৪ ক্ষীর৭১৫ প্রতিষ্ঠা৭১৮ ঘাটিদানী৭১৯ জগাতি৭২৪ অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ শ্লোকের তাৎপর্য্য ৭২৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার ৭২৮ সাক্ষীগোপাল ৭৩২ দ্বাদশবন ৭৩২ শ্রীনিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ ৭৪৮ আঠার নালা ৭৫০ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কথা সার ৭৫১ পড়িছা ৭৫৬ যোগপট্ট ৭৬৯ ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে অনুমান প্রমাণ নহে ৭৭০ ইষ্টগোষ্ঠী ৭৭৪ ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণে শ্রুতিপ্রমাণই প্রধান ৭৮২ অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক রূপ তিন প্রকার লক্ষণে ভগবান নিত্য সবিশেষ ৭৮৪ শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ বিশিষ্ট ভগবৎ স্বরূপে নিত্য বিরাজমান ৭৮৮ ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিই জীবশক্তি ৭৮৯ ঈশ্বর, জীব ও মায়া ৭৯১--৭৯২ মায়াবাদ বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা নিন্দনীয় ৭৯৪ মায়াবাদীয় ভাষ্যশ্রবণে জীবের সর্ব্বনাশ হয় ৭৯৫ সাযুজ্য শব্দ শুনিবামাত্র ভক্তের ঘৃণা ও ভয় হয় ৮১৪ আশ্লিষ্য দোষ ৮১৬ সপ্তম পরিচ্ছেদের কথাসার ৮১৮ অধিকারী ৮২৭ শক্তিসঞ্চার ৮৩২ কূর্ম্মস্থান ৮৩৪ অষ্টম পরিচ্ছেদের কথা সার ৮৪১ প্রভুর রায় রামানন্দ সহ কৃষ্ণকথালাপ ৮৫২-৭৪ বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি যে কোন বর্ণ বা আশ্রম হইতে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরুর আশ্রয় করেন ৮৭৮ কামগায়ত্রী ও কামবীজে কৃষ্ণ উপাসনা ৮৮৩ বিংশতি ভাব ৮৯২ গুণশ্রেণীপুষ্পমালা ৮৯৩ শ্রীমতী রাধিকার গুণ ৮৯৪ প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত ৮৯৯-৯০২ গোপীভাবামৃত ৯১০ রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ৯২৪ নবম পরিচ্ছেদের

খণ্ডাসার ৯১০ পাষণ্ডী ৯৩৩ তত্ত্ববাদী ৯৩৪ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে ৯৪১ পাষণ্ডীগণ ৯৪২ বৌদ্ধমতে নয় সিদ্ধান্ত ৯৪২ পানা নৃসিংহ ৯৪৪ কুম্ভকর্ণ কপালে ৯৪৬ বেঙ্কট ভট্ট ৯৪৮ সজীব লক্ষণ ৯৫৫ উদুখল৯৫৬ লক্ষ্মী নিজ দেবদেহে রাস বিলাস লাভ করিতে পারেন নাই, শ্রুতিগণ গোপী অনুগত হইয়া পারিয়াছিলেন ৯৫৭ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণচতুষ্টয় লক্ষ্মীর মন হরণ করেন৯৫৯ গোপীদ্বারে লক্ষ্মীর কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদন ৯৬১ ছায়াসীতা ৯৭০ ভট্টমারি ৯৭৩ ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় ৯৭৫ নর্ত্তকগোপাল ৯৮২ তত্ত্ববাদী ৯৮৫ কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে কৃষ্ণভক্তি উদয় হয় না ৯৮৮ পাণ্ডুপুর ৯৯৩ শঙ্করারণ্য ৯৯৬ পাণ্ডাপাল ১০০২ প্রভু ও সার্ব্বভৌমের কথোপকথন ১০০৩ দশম পরিচ্ছেদের কথা সার ১০০৬ অনবসরে ১০১৩ মহাশোয়ার ১০১৪ পুরুষোত্তমাচার্য্য ১০৩০ ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ১০৩১ স্নেহ সেবা ও মর্য্যাদা সেবা ১০৩৮ একাদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ১০৪৭ নরেন্দ্র১০৬৩ গোবিন্দ ঘোষ১০৬৫ ক্ষৌরোপোষণ পরোক্ষ আজ্ঞা ও প্রসাদ ভোজন সাক্ষাৎ আজ্ঞা ১০৬৯ পড়িছা ১০৭১ টোটা ১০৭৭ বেড়া-নৃত্য ১০৮৪ দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ১০৮৭ সন্ন্যাসীর রাজ দর্শন দোষাবহ ১০৯১ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণের অনুরাগ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে অন্নদান ১০৯৩ প্রণালিকা ১১০২ নৃসিংহ মন্দির ১১০৬ লাফরা ব্যঞ্জন ১১০৯ অমৃত গুটীকা ১১১০ মস্করী ১১১৩ ব্যাজ স্তুতি ১১১৪ নেত্রোৎসব ১১১৫ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ১১১৯ পাণ্ডু বিজয় ১১২০ দয়িতাগণ ১১২১ মণিমা ১১২২ গৌড় ১১২৪ সাত সম্প্রদায় ১১২৭ মহাপ্রভুর সাত সম্প্রদায়ে যুগপৎ অবস্থিতি ১১২৯ ঝঞ্ঝাবাত ১১৫২ বলগণ্ডি ১১৫৪ আরাম ১১৫৬ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের কথা সার ১১৫৮ নিসকড়ী, পৈড় ১১৬২ নারঙ্গ ছোলঙ্গ ১১৬৩ আইটোটা ১১৬৭ জলমণ্ডুক বাদ্য ১১৬৯ জগন্নাথ বল্লভ ১১৭২

হোরা পঞ্চমী ১১৭২ সুন্দরাচল ১১৭৩ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মান ১১৭৭ নায়িকা তিন প্রকার ১১৭৮ গোপীগণ দুই প্রকার ১১৮২ অষ্টসাত্ত্বিক, ব্যভিচারি, ভাব ১১৮৩ কিলকিঞ্চিত ভাব ১১৮৫ ললিতালঙ্কার ১১৯০ কুট্টমিত ১১৯২ আসোয়াথ ১১৯৪ বৃন্দাবনধাম ১১৯৬-১১৯৭ শুদ্ধ বৈষ্ণব নিবেদিত শ্রীলক্ষ্মী দেবীর প্রসাদান্ন অবিতর্কে সর্ব্বদা গ্রহণীয় ১২০০ ভিতর বিজয় ১২০১ পট্টডোরী ১২০১ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ১২০২ গদাধর ১২১০ সরখেল ১২১৬ সত্যরাজ প্রভুকে বৈষ্ণব কে এবং তাঁহার সামান্য লক্ষণ কি এই প্রশ্ন করেন ১২১৭ কোটী কাম ধেনুপতি কৃষ্ণের পক্ষে মায়া একটী ছাগী মাত্র ১২৩১-১২৩৩ যমেশ্বর ১২৩৫ নিজছায়ে ১২৩৭ মাধুকরী ১২৪৪ ষোড়শ পরিচ্ছেদের কথাসার ১২৫৩ কুলীনগ্রামীর প্রশ্ন ১২৬৩-১২৬৫ ওড়নষষ্ঠী ১২৬৬ বিষয়ী ১২৭০ চতুর্দ্বার ১২৭১ চিত্রোৎপলা ১২৭২ ক্ষেত্রসন্ন্যাস ১২৭৩ পিছলদা ১২৭৮ উড়িয়া কটক ১২৭৯ বিশ্বাস ১২৮০ মন্ত্রেশ্বর ১২৮৪ কুমারহট্ট ১২৮৫ মর্কট বৈরাগ্য ১২৯২ সপ্তদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ১৩০১ লিখনবৃত্তি ১৩১৪ ভাবকালী ১৩১৮ মায়াবাদী অপরাধী ১৩২০ সনোড়িয়া ১৩২৯ যমুনার চব্বিশ ঘাট ১৩৩১ পাথার ১৩৩৮ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ১৩৩৯ আরিটগ্রাম ১৩৪১ সুমন সরোবর ১৩৪৩ তুড়ুক ১৩৪৫ লঘু হরিদাস ১৩৫১ তেঁতুলি-তলা ১৩৫৭ স্থাণু ১৩৬১ সন্ন্যাসী চিৎকণ মাত্র, নারায়ণ নহেন ১৩৬১ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ১৩৬৪ অক্রূর ঘাট ১৩৬৬ সোরোক্ষেত্র ১৩৬৭ বাটওয়ার ১৩৭০ ঘোড়া পিড়া ১৩৭১ মহম্মদীয় শাস্ত্রে ঈশ্বরের পূর্ণ বিগ্রহ স্বীকৃত আছে ১৩৭৪ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসার ১৩৭৯ দণ্ডবন্ধ ১৩৮১ সনাতন গোস্বামী সহ হোসেন সাহ বাদসাহের কথো-পকথন ১৩৮৪ আড়েলীগ্রাম ১৩৯০ বল্লভ ভট্ট ১৩৯০ করোয়া ১৪০৫ বদ্ধজীবের প্রকার ভেদ ১৪০৯ নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তই শান্ত, কামনাযুক্ত জীব

সকলেই অশান্ত ১৪১১ ভক্তিলতা বীজ বর্ণন ১৪১২-১৮ শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ ১৪২০ ভক্তির তিনটি অবস্থা, সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা ১৪২৩-২৬ কৃষ্ণ রতি দুই প্রকার ১৪৩৩ শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য রসের গুণ ১৪৪১-১৪৪৩ মধুর রসের গুণ ১৪৪৪ বিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার ১৪৫৮ শ্রীরূপ গোস্বামীর পত্রী ১৪৫০ দাড়ুকা ১৪৫১ হাজিপুর ১৪৫৪ ভদ্র করাইয়া ১৪৫৯ সনাতনের কে আমি প্রশ্নের উত্তর ১৪৬৫ অনাদি বহির্ম্মুখ ১৪৬৭ কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত জীবের পতন, কৃষ্ণোন্মুখ হইলে নিস্তার ১৪৬৯ করুণাময় কৃষ্ণ মায়ামুগ্ধ জীবকে শাস্ত্র গুরু ও অন্তর্যামী রূপে নিজ তত্ত্ব অবগত করান ১৪৭১ কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ইহা বেদশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ১৪৭৩ কৃষ্ণাস্বাদের মুখ্যফল প্রেমসুখ, বহির্ম্মুখতা নাশ ও সংসারক্ষয় আনুষঙ্গিক ফল ১৪৭৫ পর নাম ১৪৭৯ স্বয়ং তদেকাত্ম ও আবেশরূপ এই তিন রূপে ভগবান পরিদৃশ্য হন ১৪৮২ স্বয়ং রূপ প্রভৃতির বিবরণ ১৪৮৫ কৃষ্ণের ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞান শক্তি ১৫০২ ত্রিবিধ অহঙ্কার ১৫০৬ গুণাবতার ১৫১১ কর্দ্দম ১৫১৯ শক্ত্যাবেশ অবতার ১৫২৬ একবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার ১৫৩৫ ব্রহ্মা, গোবৎস ও গোপ সকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিক্রমে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু সকল প্রকট করিয়া দিলেন ১৫৪০ মাধুর্য্য ভগবত্তা সার ১৫৬০ কৃষ্ণ মাধুর্য্য স্বয়ং সিদ্ধ ১৫৬৩ দ্বিজরাজ রাজ ১৫৬৬ সন্নিপাতি ১৫৭১ দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার ১৫৭৬ বিভিন্নাংশ রূপ জীব দুই প্রকার, নিত্য মুক্ত ও নিত্য বদ্ধ ১৫৭৮-৭৯ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান কোন ফল দিতে পারে না ১৫৮০ মুক্তি ভুক্তি ও সিদ্ধিকামী শুদ্ধভজনে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া বিষয় ভুলাইয়া স্বচরণামৃত দেন ১৫৯০ ভাগ্য শব্দের অর্থ সুকৃতি ১৫৯৩ ভক্ত্যধিকারদায়িনী

শ্রদ্ধা ১৫৯৯ ভক্তির অধিকারী শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ ত্রিবিধ ১৬০১ ভক্ত ত্রিবিধ ১৬০৩ শরণাগতির ছয় প্রকার লক্ষণ ১৬১২ সাধন ভক্তি ১৬১৪ ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ১৬১৫ সাধন ভক্তি অঙ্গ ১৬১৭-২৩ কৃষ্ণভক্ত কাহারও নিকট ঋণী থাকেন না ১৬২৫ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে ১৬২৭ রাগাত্মিকা ১৬২৯ রাগানুগা ১৬৩০ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের কথা সার ১৬৩৫ ভাব ও প্রেম ১৬৩৭ প্রেমোদয়ের ক্রম ১৬৩৮ উদ্ভাস্বর ১৬৪৯ চিত্রজল্প ১৬৫২ চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার ১৬৭৪ আত্মা ১৬৭৬ উরুক্রম ১৬৭৭ নয় প্রকার প্রেমভক্তি ১৬৮০ চারিবিধ তাপ ১৬৮৬ ইচ্ছার পিধান ১৬৯৪ প্রাপ্তব্রহ্মময় জ্ঞানী ভক্তি সাধন করিতে পারেন ১৬৯৫ ছয় আত্মারাম ১৭০৩ পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার ১৭৫৯ আচার্য্য ১৭৬৩ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মতবাদীগণের মতে পরম কারণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, মহাজন যাহা বলেন তাহাই সত্য জানিতে হইবে ১৭৬৮-৭০ শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ ১৭৭৬ মুনসীফ ১৭৯৪ কারোওয়া ১৭৯৫ ব্যবহার স্নেহ ১৭৯৭

অন্ত্যলীলা ।

প্রথম পরিচ্ছেদের কথা সার ১৮০৯ নান্দী শ্লোক ১৮১৫ উদ্ঘাত্যক ১৮৫৯ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কথা সার ১৮৬৭ আম্বুয়া মুলুক ১৮৭১ গৌর গোপাল মন্ত্র ১৮৭২ শারীরক ভাষ্য ১৮৮০ মায়াবাদ শ্রবণে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয় ১৮৮১ বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণ কর্ত্তব্য নয় ১৮৮৪ মর্কট বৈরাগ্য ১৮৮৫ ছোট হরিদাসের অপরাধ ১৮৮৬ তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথা সার ১৮৯৪ চান্দপুর ১৯১৯ আরিন্দা ১৯২৩ ঘট পটিয়া ১৯২৪ শ্রাদ্ধ পাত্র ১৯১৬ চতুর্থ পরিচ্ছেদের কথা সার ১৯৩৩ খাজুয়া

১৯৩৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার ১৯৭০ রায় রামানন্দের দেবদাসীর দ্বারা নাটকাভিনয় ১৯৭৪ সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গর্ব্ব নাশ করিবার নিমিত্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের রামানন্দ রায়ের নিকট তত্ত্বশিক্ষা ১৯৮৪-৮৬ যত্না তদ্বা কবি ১৯৮৮ গ্রাম্যকবি ১৯৮৯ স্তব্ধ শব্দার্থ ১৯৯৭ বন্ধুহন্ ১৯৯৮ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কথা সার ২০০১ মর্কট বৈরাগ্য ২০০৪ প্রারব্ধ ২০০৮ বৈষ্ণব প্রায় ২০২৭ তিন রঘুনাথ ২০২৮ গ্রাম্য কথা বার্ত্তা ২০৩৩ রঘুনাথের অন্তরঙ্গ সেবা ২০৩৪ রাজস নিমন্ত্রণ ২০৪০ বিতস্তি ২০৪৪ সপ্তম পরিচ্ছেদের কথাসার ২০৪৯ কৃষ্ণনামের মুখ্য অর্থ ২০৬১ অর্থব্যস্ত ২০৬৯ ওলাহন ২০৭২ অষ্টম পরিচ্ছেদের কথাসার ২০৭৫ রামচন্দ্রপুরী ২০৭৬ নবম পরিচ্ছেদের কথাসার ২০৯১ বড় জানা ২০৯৩ মালজেঠ্যা দণ্ড পাঠ ২০৯৪ দারী নাটুয়া ২০৯৬ মুস্থতি ২০৯৯ নেতধটী ২১০৬ কৃপা বিবর্ত্ত ২১১১ দশম পরিচ্ছেদের কথা সার ২১১৩ উপযোগ ২১১৫ কোলি শুণ্ঠি ২১১৭ উখরা ২১১৮ জগমোহন ২১১৫ পরিমুণ্ডা ২১২৯ আদিবস্যা ২১৩১ মুকুতা ২১৩২ একাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২১৩৭ উৎক্রামণ ২১৪৪ পিছাড়া ২১৪৬ হরিদাসের বিজয় ২১৪৯ দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথা সার ২১৫১ পেটাঙ্গী ২১৫৭ প্রশ্রয় প্রাগল্ভ্য ২১৫৯ একমাত্রা ২১৬৪ প্রেম বিবর্ত্ত ২১৭০ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২১৭১ জগদানন্দের প্রতি ব্রজবাসীগণের স্মৃতিবিরুদ্ধ আচারে অশ্রদ্ধা না করিবার উপদেশ ২১৭৬ প্রভু জগদানন্দকে অধিক দিন ব্রজে থাকিতে এবং গোবর্দ্ধনে চড়িয়া গোপাল দর্শন করিতে নিষেধ করেন ২১৭৭ দ্বাদশ আদিত্যটীলা ২১৮১ সিজের বাড়ী ২১৮৩ পরম বৈষ্ণব রামদাস বিশ্বাস ২১৮৪ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২১৯১ স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণ দর্শন হারাইয়া মহাপ্রভুর যোগীভাবে বৃন্দাবন বর্ণনা ২২০০-২২০৩ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২২১৮ পঞ্চগুণ ২২১৯ বলাহক ২২৩৪ ষোড়শ

পরিচ্ছেদের কথাসার ২২৪৩ বাইশ পহাচ ২২৫০ দলই ২২৫৬ সুকৃতি ২২৫৯ মহাপ্রভুর কৃষ্ণকেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন২২৬৬ সপ্তদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২২৭৩ শিঞ্জিত ২২৭৮ চারিপ্রকার শব্দামৃত ২২৮২ পিঙ্গলার বচন স্মৃতি ২২৮৫ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২২৯০ কোণার্ক ২২৯৫ নীলাব্জ হেমাব্জ ২৩০৩ উনবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২৩১০ অদ্বৈত প্রভুর তরজা প্রহেলী ২৩১৩ আবাহন, নিরোধন ও বিসর্জ্জন ২৩১৪ উজোর ২৩১৭ উঘাড় অঙ্গ ২৩২৪ বিংশ পরিচ্ছেদের কথাসার ২৩৪০ কুষ্ঠ বিপ্রের রমণী ২৩৫৩

অনুভাষ্যের প্রয়োজনীয় নিদর্শন।

আদিলীলা।

শুদ্ধ ভক্ত গুরুপরম্পরা ১ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সেব্য মদন গোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিগ্রহ ৮ গৌড়ীয় শব্দার্থ ও চতুঃসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের জন্মস্থান ৮ জীব গোস্বামী লিখিত শিক্ষা গুর্ব্বাদি ভেদ তত্ত্ব ১৩ গুরুতত্ত্ববিষয়ে শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অভিপ্রায় ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অচিন্ত্য ভেদাভেদ ধারণা ১৫ চতুঃশ্লোকী টীকা ১৮ চৈত্য শিক্ষা গুরু ২৫ সৎসঙ্গ ২৬ ভাগবত গণের পরম মহত্ত্ব ২৭ অজ্ঞান পাঁচ প্রকার ৩৯ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ গ্রাহব্যাপ্ত সিদ্ধান্ত সাগর ৪০ উপনিষৎশব্দার্থ ৪২ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান ভগবদ্বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ৪৩ অদ্বয়জ্ঞান ব্যাখ্যা ৪৭ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ বিষয়ে উপনিষৎ প্রমাণ ৪৮ পরমাত্মার ভগবদংশত্ব বিষয়ে বিচার ৫০ চৈতন্য গোসাঞি সাক্ষাৎ গোবিন্দ তদ্ বিষয়ে প্রমাণ ৫৩ পুরুষাবতারত্রয় সম্বন্ধে ভাগবত ব্যাখ্যা ৫৬ ভ্রমাদি দোষ ব্যাখ্যা ৬৭

সর্গাদির অর্থ ৬৯ ভাগবত সন্দর্ভের প্রমাণ সহ শক্তিত্রয় বিচার ৭২ পরমেশ্বর শব্দার্থ ৭৬ মহাপ্রভু ক্ষীরোদকশায়ী এই উক্তির পূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে উদ্ধার ৭৭ সিদ্ধান্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বিচার ৭৮ তৃতীয় পরিচ্ছেদ চতুর্যুগ পরিমাণ ৮৫ মন্বন্তর কথন ৮৫ সৃষ্টিকালাতীতাব্দ ৮৬ মুক্তিব্যাখ্যা ৮৭ যুগসন্ধ্যার বর্ষমান ৯১ দশনামী সন্ন্যাসীর ইতিবৃত্ত ৯২ মধ্বাচার্য্যধৃত কলিযুগধর্ম্ম৯৫কলিসন্তরণোপনিষৎ৯৫ ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল৯৫ পাষণ্ড ১০৫অষ্টম নামাপরাধ বর্জ্জন ১০৬ভাগবতসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং ১০৬ তত্ত্বসন্দর্ভের অন্তঃ কৃষ্ণং বহিঃ গৌরং ব্যাখ্যা ১০৭ গৌরের কৃষ্ণত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১০৮ আলবন্দারু স্তোত্র ১০৯-১১০ দৈব ও আসুর সৃষ্টি ১১১ চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অনুগ্রহায় ভক্তানাং শ্লোকের ব্যাখ্যা ১২৪ স্বকীয়া পরকীয়া ব্যাখ্যা ১২৭ রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা ১৩১ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রীতিসন্দর্ভে হ্লাদিনী শক্তির ব্যাখ্যা ১৩২ ত্রিবিধ চিচ্ছক্তি ১৩৩ সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তি ১৩৫ বাসুদেব ও অধোক্ষজ শব্দের অর্থ ১৩৭ শ্রীরাধার পঞ্চনাম ১৪৩ শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য ১৪৭ বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণভজন ১৪৮ ধীরললিত নায়ক ১৪৯ কৃষ্ণ মাধুর্য্যের বল ১৫৮ রূঢ়ভাব ১৬২ দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবদ্বাক্য ১৭৫ রাধাকুণ্ড মাহাত্ম্য ১৭৭ শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব ১৭৭ শ্রীরাধার পঞ্চসখী ১৭৮ শ্রীগৌরাবতারের গূঢ় সিদ্ধান্ত মূঢ়ের অবোধগম্য ১৮২ অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য ১৮৩ পঞ্চম পরিচ্ছেদ। শ্রীবলরামের পঞ্চরূপ ১৯৪ পরব্যোম ও কৃষ্ণ লোকের ব্যাখ্যা ১৯৮ শ্বেতদ্বীপ ১৯৯ শ্রীভূনীলাশক্তি ২০২-২০৩ সাযুজ্যমুক্তি সম্বন্ধে নারদ ২০৫ উপাদানাংশ প্রধান, নিমিত্তাংশ মায়া২১১ কৃষ্ণমূল কারণ, প্রকৃতি কারণ অজাগলস্তন ২১৩ কৃষ্ণাংশ অবতার ২১৯ ষোড়শকলা ২২১ চৌদ্দভুবন ২২৪ সপ্ত সমুদ্র ২২৬ শেষভক্তাবতার ২২৮ আচার্য্যের প্রতি প্রভুর গুরুভাব,

নিত্যানন্দ স্বরূপ ২৩৪ ভাগবতামৃত ও রসামৃতসিন্ধু ২৪২ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে গোবিন্দের উপাসন ২৪৪ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি না করাই অপরাধ ২৪৬ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবের ভজন পরিত্যাগ করিয়া নদীয়া নাগরী ভাবে কল্পিত ভজনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হয় না ২৪৭ ষষ্ঠপরিচ্ছেদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা ২৫৬-৫৭ শ্রীমতীর চিত্রজল্পোক্তি ২৬২-২৬৩ গৌর হরি সর্ব্ব ভাবে পূর্ণ ২৬৯ সপ্তম পরিচ্ছেদ। পঞ্চ তত্ত্বে ভেদ নাই কিন্তু উহাতে শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ভেদে দুইটী তত্ত্ব শক্তি, তিনটী শক্তিমান ২৭৪ সাবরণ প্রভুর প্রেমাস্বাদনও প্রেমদান ২৭৫ মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দক ও পাষণ্ডীর ব্যাখ্যা ২৭৮ আশ্রমী চতুর্ব্বিধ। সাবিত্রা, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, বৃহৎ (উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ভেদে) এই চারি প্রকার ব্রহ্মচারী। বার্ত্তা, সঞ্চয়, শালীন ও শিলোঞ্ছন চারি প্রকার গৃহস্থ। বৈখানস বালিখিল্য, ঔড়ুম্বর ও ফেণপ; চারি প্রকার বানপ্রস্থ। কুটীচক, বহূদক, হংস ও নিষ্ক্রিয় এই চারি প্রকার সন্যাসী ২৭৯ ধীর ও নরোত্তম ভেদে দ্বিবিধ সন্যাস ২৭৯ শৃঙ্গেরী মঠ ২৮০ মায়াবাদী, গৃহব্রত ২৮১ শৌক্রবর্ণ বিচার ও ব্রাহ্মণেতর বংশে সংস্কার ও আচার্য্যত্ব ২৮২ শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণব সন্যাসীর অমানিত্ব ও মানদত্ব ধর্ম্ম জানাইতে আপনাকে হীন সম্প্রদায় অভিমান ২৮৪ মন্ত্র মাহাত্ম্য নারদ পঞ্চরাত্রে, কলিসন্তরণোপনিষদ্ ২৮৬ কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনাম সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ ভক্তি সন্দর্ভে ২৮৬ মন্ত্রার্থ ২৮৭ কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র ২৮৮ রোমহর্ষাদির ব্যাখ্যা ২৯০ কলিতে নাম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই ২৯১ চতুর্ব্বর্গ কৈতব পূর্ণ কৃত্রিম কার্য্য (কপটতা) নিষ্ফল ২৯২ মূখ্য বৃত্তি গৌণ বৃত্তি ২৯৪ প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ২৯৭ শঙ্করের জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বর মতত্ব মায়াবাদ দূষিত ৩০১ পরিণাম বাদ ৩০২ বিবর্ত্তবাদ ৩০৫ প্রণবই বেদের নিদান স্বরূপ মহাবাক্য ৩০৯ তত্ত্বমসি শ্রুতি ৩০৯

নির্ব্বিশেষ শব্দ ৩১২ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি নহেন ৩১৪ অষ্টম পরিচ্ছেদ শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্নতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বস্তু ৩১৯ কৃষ্ণভজন ত্যাগে চৈতন্যভজনে গৌরাঙ্গের দয়া হয় হয় না ৩১৯ কুতর্কফলে শৃগাল যোনিলাভ ৩২০ গৌর সুন্দরের জীবের প্রতি দয়া অপরিসীম ৩২০ চৈতন্য পদাশ্রয় ভিন্ন কৃষ্ণ প্রেম পাওয়া যায় না ৩২১ কৃত্রিমাভ্যাসপরায়ণ পিচ্ছিল চিত্তে সত্ত্বাভাসাদি সত্বেও হৃদয় অশ্মসার বলিয়া জানিবে ৩২৪ তৃণাদপি শ্লোকত্রয়ে নিষ্কপট ভজন ৩২৫ রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন গৌরাঙ্গের মায়া কল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি নিযুক্ত হইলে বৈষ্ণবাপরাধ হয় ৩২৬ শ্রীনারায়ণী দেবী ৩২৭ অনন্তাচার্য্য ৩৩০ গঙ্গামাতা মঠের গুরুপরম্পরা ৩৩০ কাশীশ্বর গোস্বামী ৩৩১ নবম পরিচ্ছেদ ঈশ্বর পুরী ৩৩৭ পরমানন্দ পুরী ৩৩৭ কেশব ভারতী ৩৩৮ ব্রহ্মানন্দ পুরী ৩৩৯ ব্রহ্মানন্দ ভারতী ৩৩৯ কৃষ্ণ প্রেমের প্রসারই জগতের উপকার ৩৪৩ দশম পরিচ্ছেদ। শ্রীবাস পণ্ডিত ৩৪৭ চন্দ্রশেখর ৩৪৮ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ৩৪৮ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি ৩৪৯ বক্রেশ্বর পণ্ডিত ৩৫০ জগদানন্দ ৩৫১ রাঘব পণ্ডিত ৩৫১ দময়ন্তী৩৫২ গঙ্গাদাস পণ্ডিত ৩৫২ পুরন্দর আচার্য্য ৩৫৩ দামোদর পণ্ডিত ও শঙ্কর পণ্ডিত ৩৫৩ সদাশিব পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ও নারায়ণ পণ্ডিত ৩৫৪ শ্রীমান্ পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ৩৫৫ নন্দন আচার্য্য ৩৫৬ মুকুন্দ দত্ত ৩৫৭ বাসুদেব দত্ত ৩৫৭ হরিদাস ঠাকুর৩৫৮ সত্যরাজ খান ও মুরারি গুপ্ত৩৫৯ শ্রীমান সেন ও গদাধর দাস ৩৬০ নকুল ব্রহ্মচারী ও শিবানন্দ সেন ৩৬৩ শ্রীচৈতন্য দাস, কবিকর্ণপুর, শ্রীবল্লভ সেন, গোবিন্দানন্দ ৩৬৪ গোবিন্দ দত্ত, বিজয় দাস, অকিঞ্চন দাস ও শ্রীধর ৩৬৫ ভগবান পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য পণ্ডিত ৩৬৭ পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়,

বনমালী পণ্ডিত ৩৬৮ বুদ্ধিমন্ত খান ও গরুড় পণ্ডিত ৩৬৯ গোপীনাথ সিংহ ও দেবানন্দ ৩৭০ মুকুন্দ দাস ৩৭১ রঘুনন্দন, নরহরি দাস, চিরঞ্জীব ও সুলোচন, রামানন্দ বসু ৩৭২ অনুপম ৩৭৩ শ্রীরূপ ৩৭৫ শ্রীসনাতন ৩৭৬ শ্রীজীব ৩৭৭ শ্রীরঘুনাথ দাস ৩৭৯ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ৩৮১ শ্রীগোপাল ভট্ট, শঙ্করারণ্য, মুকুন্দ সঞ্জয়, কাশীনাথ ৩৮২ রুদ্র, শ্রীনাথ পণ্ডিত, জগন্নাথাচার্য্য ৩৮৩ কবিচন্দ্র, শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, ঈশান, সুবুদ্ধি মিশ্র, কমল নয়ন, চন্দ্রশেখর বৈদ্য ও দ্বিজ হরিদাস ৩৮৪ গোপাল দাস, ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গ দাস, জগন্নাথ তীর্থ ৩৮৫ বাণীনাথ, গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ ৩৮৬ রামদাস, অভিরাম, চিরঞ্জীব, মাধবাচার্য্য, জগাই ও মাধাই ৩৮৭ রঘুনাথ বৈদ্য ৩৮৮ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ আচার্য্য ৩৮৯ কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, ভবানন্দ রায় ৩৯০ রামানন্দ রায় ৩৯১ প্রতাপ রুদ্র ৩৯১ পরমানন্দ মহাপাত্র, ভগবান আচার্য্য, শিখিমাইতি, মুরারি মাইতি ৩৯২ গোবিন্দ, রামাই ও নন্দাই ৩৯৩ কৃষ্ণদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও ছোট হরিদাস ৩৯৪ অচ্যুতানন্দ ৩৯৫ তপন মিশ্র ৩৯৮ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৯৯ একাদশ পরিচ্ছেদ বীরভদ্র গোস্বামি ৪০২ মুরারি, চৈতন্য দাস ৪০৫ শ্রীজাহ্নবা মাতা ৪০৫ সুন্দরানন্দ, কমলাকর পিপ্পলাই, সূর্য্যদাস সরখেল ৪০৬ কৃষ্ণদাস সরখেল, গৌরী দাস পণ্ডিত ও তাহার শাখা ৪০৭ পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ৪০৮ পণ্ডিত ধনঞ্জয়, মহেশ পণ্ডিত ৪০৯ পুরুষোত্তম, বলরাম দাস, যদুনাথ কবিচন্দ্র ৪১০ কৃষ্ণদাস, কালাকৃষ্ণদাস, সদাশিব কবিরাজ ও নাগর পুরুষোত্তম ৪১১ কানুঠাকুর, উদ্ধারণ দত্ত, বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য ৪১২ বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস, পরমানন্দ উপাধ্যায়, শ্রীজীব পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত ৪১৩ নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, [illegible]

দেবানন্দ, নবনী হোড়, কৃষ্ণানন্দ, ৪১৪ কংসারি সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, মীনকেতন রামদাস ৪১৫ বৃন্দাবন দাস ৪১৬ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ কৃষ্ণমিশ্র ৪২০ গোপাল ৪২১ বলরাম স্বরূপ ও জগদীশ ৪২২ কমলাকান্ত বিশ্বাস ৪২৩ যদুনন্দনাচার্য্য, বাসুদেব দত্ত ভাগবতাচার্য্য ও বিষ্ণুদাসাচার্য্য ৪২৭ অনন্ত আচার্য্য, নন্দিনী, হরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম পণ্ডিত ৪২৮ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীধর ব্রহ্মচারী, ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী, অনন্ত আচার্য্য ও কবিদত্ত ৪৩১ নয়ন-মিশ্র, গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর ৪৩২ ভূগর্ভ গোস্বামি ও ভাগবত দাস, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, বল্লভ চৈতন্য, শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, উদ্ধব দাস ৪৩৩ জিতামিত্র, জগন্নাথ দাস ও তাঁহার শাখা, শ্রীহরি আচার্য্য ৪৩৪ পুরিয়া গোপাল দাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প গোপাল, শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, লক্ষ্মী নাথ পণ্ডিত, বঙ্গবাটি চৈতন্য দাস ৪৩৫ রঘুনাথ, অমোঘ পণ্ডিত হস্তি গোপাল, চৈতন্য বল্লভ, যদুগাঙ্গুলী, মঙ্গল বৈষ্ণব ও তাঁহার শাখা ৪৩৬ শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযদুনাথ দাস শাখা ৪৩৭ সূত্র বৃত্তি টীকায় হরিনাম ৪৪৪ বিপ্রলম্ভের অনুদয়ে সম্ভোগের অপুষ্টি ৪৪৫ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। বিদ্যাপতি জয়দেব ৪৪৬ চণ্ডীদাস ৪৪৭ উপেন্দ্রমিশ্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ৪৪৯ নিত্যানন্দ ৪৫০ বিশ্বরূপ ৪৫২ ষড়্‌বর্গ ও অষ্টবর্গ ৪৫৪-৪৫৫ উপরাগ গ্রহণ ৪৫৬ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব চারণ ৪৫৮ গোরোচন কুম্‌কুম্‌ ৪৬১ লোকমান্য কলেবর ৪৬৩ মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ অদ্বৈত স্বরূপ রূপ ও রঘুনাথ দাসের শ্রীপাদপদ্মই শুদ্ধভক্তগণের নিজ ধন ৪৬৫ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ মহাপুরুষ লক্ষণ ৪৬৯ বল্লভাচার্য্য ৪৭৮ দ্বাদশ কলা ৪৮৩ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে একাদশী দিবসে মহাপ্রসাদ ত্যাগই উপবাস ৪৮৬ বনমালি ঘটক ৪৮৯ ষোড়শ পরিচ্ছেদ দিগ্বিজয়ী, নিম্বার্কীয় শ্রীনিবাসা-চার্য্যের শিষ্য পরম্পরা ৪৯৬ ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ ৫০৯ কালিদাস ৫০৯ সপ্তদশ

পরিচ্ছেদে। শ্রীহরিনাম রূপ সূত্র ৫২৪ কুলিয়া গ্রাম ৫২৮ কাহং দরিদ্রঃ শ্লোকের ব্যাখ্যা ৫৩৪-৩৬ ব্রহ্মবন্ধু শব্দের ব্যাখ্যা ৫৩৫-৩৬ কাজী ৫৪৪ কুম্ভীপাক ৫৭২

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ ভাগবত সন্দর্ভ ৫৮৩ শ্রীগোপাল চম্পূ ৫৮৬ গোপীগণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপর ৫৯৬ দিব্যোন্মাদ ৫৯৮ উদ্‌ঘূর্ণা ৫৯৯ নীচ জাতি ৬১৩ বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্ত ৬১৬ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হৃষীকে গোবিন্দ সেবা (ভাগবত) ৬৩৯ দৈন্য ৬৪১ নির্ব্বেদ, বিষাদ ৬৪২ ব্যভিচারীভাব ৬৪৩ গরুড় স্তম্ভ ৬৪৭ সন্ধি ৬৫০ শাবল্য, ঔৎসুক্য, চাপল, রোষ ৬৫১ অমর্ষ ৬৫২ উন্মাদ, প্রণয়, মান ৬৫৩ বৈদগ্ধ ৬৫৪ রায়ের নাটক, চারিভাবে প্রভু বশ ৬৫৭ রাগোদ্দেশ ৬৬১ কবিরাজ গোস্বামীর দৈন্য ও হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী ৬৬৩ তৃতীয় পরিচ্ছেদ—জিহ্বা বেগ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ ৬৭৫ সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই ৬৭৫ সন্ন্যাসের চরম অবস্থা পারম-হংস্য নানান্তর অবধূতত্ব ৬৭৭ কৃষ্ণনৈবেদ্য বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ৬৭৯বিদ্যাপতি গীত ৬৮১ হর্ষ গর্ব্ব ৬৮৩ স্তম্ভ ৬৮৭ কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্‌গদ, প্রলয় ও অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার ৬৮৮ সিদ্ধ বকুল মঠ ৬৯২ ছত্রভোগ, বঙ্গদেশ হইতে নীলাচল প্রবেশবর্ণন ৬৯৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদ—রেমুণা ৬৯৯ অঙ্গমলা দূরো-পকরণ ৭০৫ মহাস্নান ৭০৬ অন্নকূট ৭০৮-৭১০ মলয়জ ৭১২ পঞ্চরাত্রমতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষাদানে কাহারও অধিকার নাই ইহার বিচার ৭১৩ চাতুর্ম্মাস্য ৭২১ গ্রাম্যবার্ত্তা ৭২৩ পঞ্চম পরিচ্ছেদ—যাজপুর ৭৩১ বিদ্যানগর ৭৪৪ দন্ত ৭৪৮ দেউল, রাজমার্গ ৭৪৯ দণ্ডভঙ্গে মহাপ্রভুর ক্রোধলীলা ৭৫০ নিতাইর দণ্ড ত্যাগ করান কেন ৭৫১ ব্রহ্মণ্যদেব

গোপালের মহিমা ৭৫২ গঙ্গামাতামঠ ৭৫৬ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সুদ্দীপ্ত ৭৫৭ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ৭৫৮ অধিরূঢ় মহাভাব ৭৫৮ মোদন ও মাদন ৭৫৯ বিশারদ ৭৬০ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে নিরপেক্ষতা ৭৬৭ অদ্বৈতমার্গ সন্ন্যাসী ৭৬৮ যোগপট্ট ৭৬৯ পাণ্ডিত্যাদ্যৈ ঈশ্বর অলভ্য ৭৭২ বস্তুতত্ত্বজ্ঞান কৃপা সাপেক্ষ ৭৭৩ বহির্ম্মুখ দেখে দেখেনা ৭৭৩ ইষ্ট গোষ্ঠী, ত্রিযুগ ৭৭৪ লীলাবতার ৭৭৬ বেদান্ত ৭৮০ ঐতরেয় ৭৮৫ অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্রমন ৭৮৬ পাষণ্ডী যমদণ্ড্য ৭৯৪ বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ ৭৯৫ জন্মাদ্যস্য সূত্রের সম্মত পরিণাম বাদ ৭৯৬ শঙ্কর প্রবর্ত্তিত বিবর্ত্তবাদ ৭৯৭ প্রণব ও তত্ত্বমসি মহাবাক্য ৭৯৮ বিতণ্ডা, ছল ৭৯৯ স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্যে লক্ষণা নিষ্প্রয়োজন ৭৯৯ আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা ৮০১ আত্মারাম শ্লোকে একাদশ পদ ও ভগবদ্‌গুণাদি সিদ্ধ সাধকের মন হরণ করে ৮০৩ বৈরাগ্যবিদ্যা শ্লোকের অর্থ ৮১১ সপ্তম পরিচ্ছেদ— রামানন্দ শৌক্র শূদ্র হইলেও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ ৮২৭ কূর্ম্মস্থান ৮৩৪ শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায় গুরু শ্রীনরহরি তীর্থ কথোল্লেখে নবশ্লোক ৮৩৫ মহাপ্রভুর শিক্ষা 'গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা' ৮৩৭ অষ্টমপরিচ্ছেদ জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র ৮৪৩ বিজাতীয় লোক ৮৪৬ নিন্দ্যকর্ম্ম ৮৪৮ মহাভাগবত ৮৪৯ স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি ৮৫১ কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ ৮৫৪ স্বধর্ম্মত্যাগ ৮৫৫ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ৮৫৭ জ্ঞানশূন্যভক্তি ৮৫৮ সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তি ৮৬০ দাস্যপ্রেম ৮৬২ সখ্যপ্রেম ৮৬৩ বাৎসল্যপ্রেম ৮৬৪ কান্ত প্রেম ৮৬৬ বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে ভক্ত গুরুপদবাচ্য ৮৭৮ সূত্রধার ৮৮০ বৃন্দাবন ৮৮১ অপ্রাকৃত নবীন মদন ৮৮১ কামগায়ত্রী ৮৮২ কামবীজ ৮৮৩ মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ৮৯০।৮৯১ প্রচ্ছন্নমান, বাম্য, ধম্মিল্য, ধীরাধীরা ৮৯১ শ্রীরাধার পঞ্চবিংশতি গুণ ৮৯৩ প্রেম বৈচিত্ত্য ৮৯৪ অবতংস ৮৯৬ পহিলহি রাগ গীতের অর্থ ৯০১ সখী ৯০৪ সখীক্রিয়া ৯০৫ অন্যোন্য পরস্পর কাম ৯০৯ সিদ্ধদেহ ৯১৩

শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ কীর্তি, শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ৯১৬ স্থাবরদেহ ও দেবদেহ ৯১৮ জ্ঞান ও প্রেম ৯১৮ জন্মাষ্টমস্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা ৯২০ দ্বিতীয় বাতুল ৯২৫ পাঁচটী রস পঞ্চরত্ন খনি তুল্য ৯২৬ বিশ্বাস হইতে ক্রমে কৃষ্ণপ্রেম লাভ ৯২৮ নবম পরিচ্ছেদ তত্ত্ববাদী ৯৩৩ শ্রীবৈষ্ণব ৯৩৩ রামভক্তবিপ্রের উপাখ্যান ৯৩৪ তিরুপদী, পানা নৃসিংহ ৯৪৪ শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, তিরুমলয় ৯৪৫ শিয়ালী শ্রীভূবরাহ ৯৪৬ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ৯৪৭ শ্রীরঙ্গনাথদেব ৯৪৭ শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ৯৪৯ ঋষভ পর্ব্বত ৯৬৩ শ্রীশৈল ৯৬৪ দক্ষিণ মথুরা ৯৬৫ কৃতমালা ৯৬৬ সেতুবন্ধ ও ধনুতীর্থ ৯৬৮ রামেশ্বর, কূর্ম্মপুরাণ ৯৬৯ পাণ্ড্যদেশ ও তাম্রপর্ণী ৯৭২ মল্লারদেশ ৯৭৩ ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায় ৯৭৫ অনন্ত পদ্মনাভ ৯৭৬ শৃঙ্গেরি মঠ ৯৭৬ শৃঙ্গেরি মঠের গুরুপরম্পরা ৯৭৭ শঙ্করাচার্য্য ৯৭৮ শ্রীমধ্বাচার্য্য৯৭৯-৯৮৪ উড়ুপী অষ্টমঠের অষ্টতীর্থ ৯৮১ নবধাভক্তি ৯৮৬ শ্রবণ কীর্ত্তন কৃষ্ণপ্রেম ৯৮৭ কৃষ্ণেতর কর্ম্ম ৯৮৮ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ৯৮৯ তত্ত্বাচার্য্য ৯৯১ পঞ্চাপ্সরা তীর্থ, কোলাপুর ও পাণ্ডরপুর ৯৯৩ কৃষ্ণবেণ্বা ৯৯৬কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্ম সংহিতা, তাপী ও মাহিষ্মতীপুরী ৯৯৭ নির্ব্বিন্ধ্যা নদী ও ঋষ্যমূক ৯৯৮ পম্পা, পঞ্চবটী, কুশাবর্ত্ত ৯৯৯ দশম পরিচ্ছেদ কাশীমিশ্রের ভবন ১০১০ শিখি মাহাতি ১০১৩ কালাকৃষ্ণদাস ১০১৬ শ্রীরঘুনন্দনের বংশ প্রণালী ১০১৯-১০২৭ আই ১০২৮ স্বরূপ দামোদর ১০২৯।১০৩০ ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাস ১০৩১ হেলোদ্ধূলিত খেদয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা ১০৩৩-৩৬ শ্রীঈশ্বরপুরীর শূদ্রসেবক ১০৩৭ ব্রহ্মানন্দ ভারতী ১০৪১ ভক্তের নিকট ভগবানের হার ১০৪৫মহাপ্রভুর কৃপায় ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কৃষ্ণদর্শন ১০৪৭ একাদশ পরিচ্ছেদ অনবসর ১০৬২ শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও সিদ্ধ বকুল ১০৮১ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ গুণ্ডিচা মন্দির ১০৯৮ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ১১১৩ শ্রীরূপের উপদেশামৃত লিখিত জিহ্বা বেগ শুদ্ধ

ভক্তের সহনীয় ১১১৪ নেত্রোৎসব ১১১৬ পাণ্ডুবিজয় ১১২০ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সাতটী কীর্ত্তন সম্প্রদায় ১১২৫ রহস্য দর্শন ১১২৬ অলাতচক্র ১১৩৫ তিন মণ্ডল ১১৩৬ জজগগ ১১৩৮ জলযন্ত্র ১১৩৮ গৌরশ্যামে ঠেলাঠেলি ১১৪১ মন বন এক ইহার অর্থ ১১৪৪ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ বীজপুর ও চন্দ্রকান্তি ১১৬৩ রসাভাস ১১৭৯ বামা, দক্ষিণা ১১৮১ কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত ১১৮৩ বিব্বোক, মোট্টায়িত, মৌগ্ধ্য চকিত ১১৮৪ কিলকিঞ্চিত ১১৮৫ উদ্গার, ললিত ১১৯০ ভিতর বিজয় ১২০১ শেষ অধিষ্ঠান ১২০২ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ অলাত চক্র ১২০৮ উত্থান দ্বাদশী যাত্রা ১২০৯ গুণরাজ খান ১২১৭ কনিষ্ঠাধিকারী কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব ১২১৮ শ্রীনাম ভজনে নবধা ভক্তির পূর্ণতা ১২১৯ দীক্ষা ও পুরশ্চর্য্যা ১২১৯ দীক্ষাবিধি ও পুরশ্চর্য্যা বিধি ১২২০ নামে দীক্ষা সৎক্রিয়া ও পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই ১২২১ খৃষ্টাপেক্ষা বাসুদেব দত্তের স্বার্থ ত্যাগ অনেকাংশে উন্নত ও উদারভাবাপন্ন ১২২৯ বাসুদেবের প্রার্থনা পূর্ণ জীব কৃষ্ণ সেবক হইবে ১২৩০ বিরজা নদী ও বৈকুণ্ঠধাম ১২৩১ কারণাব্ধি ১২৩২ যমেশ্বর ১২৩৫ দশজন সন্ন্যাসী ১২৩৬ ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাও সখাবৃন্দ ১২৪৩ অমোঘের উদ্ধার ১২৫২ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঘাটিয়াল ১২৫৭ আঠার নালা ১২৫৯ উদ্যানে, বাপীতীরে ১২৬০ মধ্যমাধিকারী ও তাহার কৃত্য এবং উত্তমাধিকারী ১২৬৩-৬৫ প্রেমনিধির মহিমা ১২৬৬ যাজপুর ১২৭৬ রেমুণা ১২৭৭ কুলিয়া ১২৮৬ বাচস্পতি গৃহ ১২৮৭ হিরণ্য গোবর্দ্ধন ১২৮৯ সপ্তগ্রাম ১২৮৯ মর্কট বৈরাগ্য ১২৯২ অন্তর নিষ্ঠা ও বাহ্যে লোক ব্যবহার ১২৯২ শুদ্ধ ভক্তগণ ভৌম বৃন্দাবনকে নিজ জড়ভোগময় ক্ষেত্র জ্ঞান করেন না কিন্তু উহা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিহারস্থলী ১২৯৮.১২৯৯ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ মণিকর্ণিকা বিন্দুমাধব ১৩১৩ ষড়দর্শন ১৩১৫ প্রকাশানন্দ ১৩১৬ অন্নকূট ১৩৪৫

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ গোবিন্দ কুণ্ড, গাঠোলীগ্রাম ১৩৪৭ বিঠ্ঠলেশ্বর ১৩৪৯ লোকনাথ ১৩৫১ কাম্যবন ১৩৫২ নন্দীশ্বর ও পাবন সরোবর ১৩৫২ খদির বন ১৩৫৩ শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীর বন ১৩৫৪ ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন, মহাবন, যমলার্জ্জুন ১৩৫৫ অক্রূর তীর্থ, বৃন্দাবন, কালীয় হ্রদ, প্রস্কন্দন, ১৩৫৬ দ্বাদশাদিত্য কেশীতীর্থ ১৩৫৭ জঙ্গম নারায়ণ ১৩৬১ পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ১৩৬৬ গড়বড়ি ১৩৬৮ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ১৩৭৩ সাকার ব্রহ্ম ১৩৭৫ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ভাগবত বিচার ১৩৮৩ গৌড়েশ্বর ১৩৮৩ বল্লভ ভট্ট ১৩৯০।১৩৯১ স্থূলভিক্ষা, মাধুকরী, ভোগ পরিহরি ১৪০৪ ভক্তিশাস্ত্র লিখন ও কৃষ্ণ ভজন ১৪০৫ চৌরাশি লক্ষ যোনি ১৪০৬ কর্ম্মনিষ্ঠ ১৪১০ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী অশান্ত ১৪১১ গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ১৪১২ ভক্তিলতা বীজ ১৪১৩ ব্রহ্মাণ্ড ১৪১৩ ব্রহ্ম লোক, বিরজা, দেবী-ধাম, পরব্যোম ১৪১৪ বৈষ্ণব অপরাধ ১৪১৫ ভক্তিলতার আবরণ ১৪১৫ উপশাখা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা ১৪১৬ সেকজলে উপশাখা বৃদ্ধি ১৪১৭ কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ ১৪১৮ শুদ্ধভক্তি ১৪১৯ কর্ম্ম ও জ্ঞানের অর্থ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের অর্থ ১৪২০ পঞ্চরাত্রে ভাগবতে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ ১৪২১ ভুক্তি মুক্তি বাসনায় প্রেমলাভ হয় না ১৪২২ সাধন ভক্তি ১৪২৩ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ১৪২৫ স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ১৪২৬ সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী, শান্তরতি, দাস্যরতি, ১৪২৭ সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি, মধুর রতি ১৪২৮ শান্তভক্তিরস, দাস্যভক্তিরস ১৪২৯ সখ্য ও বাৎসল্য ভক্তিরস, মধুর ভক্তিরস ১৪৩০ হাস্য ভক্তিরস, অদ্ভুত ভক্তিরস, বীর ভক্তিরস, করুণ ভক্তিরস ১৪৩১ রৌদ্র ভক্তিরস, ভয়ানক ভক্তিরস, বীভৎস ভক্তিরস, পঞ্চবিধ ভক্তে ১৪৩২ নব যোগেন্দ্র, সনকাদি, দাস্যভাব ভক্ত ১৪৩৩ শম শব্দের অর্থ

১৪৬৬ঃ বিংশ পরিচ্ছেদ গ্রাম্য ব্যবহারে, তাপত্রয় ১৪৬৩ দণ্ডজমে রাজা বেন নদীতে চুবায় ১৪৬৮ কৃষ্ণোন্মুখ জীব মায়া পার ১৪৬৯ মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান নাই ১৪৭০ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন ১৪৭১ কর্ম্মকাণ্ড, যোগমার্গ, জ্ঞানকাণ্ড সাধনে জীবের সর্ব্বনাশ ১৪৭৩ কৃষ্ণ ভক্তিতে কৃষ্ণবশ হন ১৭৭৪ বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণ ১৪৭৬ স্বয়ং রূপ ও তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ ১৪৮২ বৈভব বিলাস ও প্রাভব বিলাস ১৪৮৩ প্রাভব অবতার ও বৈভবাবস্থ অবতার ১৪৮৩ স্বাংশ ১৪১৮ অনন্ত চতুর্ব্যূহ আদি চতুর্ব্যূহের তুল্য নহে ১৪৮৯. গোলোকের ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস গোকুলে বৈভব প্রকাশ নিত্য বিরাজমান ১৪৮৯ প্রাভব বিলাস চতুষ্টয় হইতে চব্বিশ মূর্ত্তি বৈভব বিলাস প্রকাশিত ১৪৯০ দ্বাদশ তিলক মন্ত্র ১৪৯১ ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্চা মূর্ত্তি ১৪৯৩ সপ্তদ্বীপ ১৪৯৪ নবখণ্ড বা বর্ষ ১৪৯৪ চব্বিশ মূর্ত্তি ১৪৯৫ হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে যোল জন ১৪৯৭ পুরুষাবতারত্রয় ১৫০০ লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, ১৫০০ শাখাচন্দ্র ন্যায় ১৫০০ বিষ্ণু মায়াধীশ ব্রহ্মা ও শিব মায়াধীন ১৫০৮ ব্রহ্মার আয়ুকাল ১৫১২ ব্রহ্মা ও শিব, বিষ্ণুর সহ ভেদাভেদ তত্ত্ব বিকার বিশিষ্ট জীবতত্ত্ব ১৫১৩-১৪ কৃষ্ণ ও বিষ্ণু ১৫১৬ স্বরূপ বা মূল লক্ষণ এবং তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ ১৫২৪ কৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকট, ইহার বিশদার্থ ১৫২৯ নিত্য লীলা শব্দের প্রকৃত অর্থ ১৫৩০ প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ১৫৩১ গোলোকের নিত্য লীলা ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয় ১৫৩২ কৃষ্ণৈশ্বর্য্য ব্রজে পূর্ণতম, দ্বারকায় ও মথুরায় পূর্ণতর এবং বৈকুণ্ঠে পূর্ণ ১৫৩৩ একবিংশ পরিচ্ছেদ বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ ১৫৩৬ বৈকুণ্ঠের সীমা ব্রহ্মা শিবাদির ও অগোচর জীব কোন্ ছার ১৫৩৭ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণ ১৫৪৪ তিন আবাস

স্থান১৫৪৫ জীব ও দেবীধাম ১৫৪৮ তিনধাম ১৫৪৯ চিরলোকপাল১৫৫০ ব্রহ্মার কৃষ্ণের বৈভব দর্শন ১৫৫২ ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ১৫৫৩ কৃষ্ণলীলার কৃষ্ণলোকের প্রকোষ্ঠত্রয় ও গৌরলীলার অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠত্রয় ১৫৫৪ কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ১৫৫৭ কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে কৃষ্ণাঙ্গে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র১৫৬৭দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ কৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ১৫৭৭কেবল জ্ঞানে অধঃপতন ১৫৮২ চারিবর্ণাশ্রমী স্ব কর্ম্ম করিয়াও কৃষ্ণভজন না করিলে অধঃপতন ১৫৮৪ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না ১৫৮৬ যেখানে কৃষ্ণ সম্বন্ধ সেখানে মায়ার অধিকার নাই ১৫৮৭ কৃষ্ণবিমুখ জীবের পুনঃপুনঃ সংসৃতি ১৫৯২ কৃষ্ণভক্তি কর্ম্মকাণ্ডে হয় না, মহাজনের কৃপা সাপেক্ষ ১৫৯৫ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারীর লক্ষণ ১৬০০ বৈষ্ণবের সদাচার, অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ, অবৈষ্ণব বলিতে স্ত্রী সঙ্গীও কৃষ্ণের অভক্ত ১৬০৭ কৃষ্ণেতর ভজনকারী আত্মঘাতী ১৬১০ নিষ্ঠা হৈতে প্রেম হয় ১৬২২ কৃষ্ণদাস পিত্র্যাদি কোন ঋণে ঋণী নহেন ১৬২৫ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে ১৬২৭ রাগানুগা ভক্তগণ শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ কিন্তু নিত্য সিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য শাস্ত্র যুক্তি স্বীকার করেন না ১৬২৯ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সাধনভক্তি ১৬৩৮ ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ১৬৩৯ রতি ১৬৪৭ স্থায়ীভাব, বিভাব, আলম্বন ১৬৪৮ উদ্দীপন, অনুভাব, উদ্ভাস্বর ১৬৪৯ ব্যভিচারী ১৬৫০ অযোগ ও যোগ ১৬৫১ যোগ বিভেদ ও অযোগ বিভেদ ১৬৫২ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ১৬৫৩ পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস, প্রেম বৈচিত্ত্য ১৬৫৪ মহাভারতের মৌষল লীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান লীলা, কেশাবতার ও মহিষী হরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা সমস্তই মিথ্যা, নিত্য অপ্রাকৃত লীলা নহে ১৬৭১ কেশাবতার ১৬৭২ চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ সাধন ভক্তির এক প্রকার লক্ষণ; প্রেম ভক্তির নয় প্রকার লক্ষণ ১৬৮০ ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধন

অজাগলস্তনরূপ নিষ্ফল ১৬৯২ কৃষ্ণকাম ভিন্ন অন্য কামই দুঃসঙ্গ ১৬৯৩ ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না ১৬৯৫ সগর্ভযোগী ও নিগর্ভযোগী ১৭০৫ পাঁচটী প্রধান সাধন ১৭১৭ দেহের চারি অর্থ ও দেহারামী ১৭২১ আত্ম শব্দের অর্থ ১৭২৬ স্থূলে দুই ও সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার আত্মারাম ভক্ত ১৭৩৩ আত্মা শব্দে সর্ব্ববিধ ভগবান ১৭৩৩ আত্মা শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ১৭৩৮ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৭৪১ গুরু লক্ষণ ১৭৪৩ শিষ্য লক্ষণ ১৭৪৪ দুঁহার পরীক্ষণ ১৭৪৫ সেব্য ভগবান ১৭৪৫ সবমন্ত্র বিচারণ, মন্ত্রাধিকারী, সিদ্ধাদি, শোধন ১৭৪৬ দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, প্রাতঃকৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন ১৭৪৭ স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭৪৮ গুরুসেবা, উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, চক্রাদি ধারণ, গোপী চন্দন ধারণ ১৭৪৯, মালা ধারণ, তুলসী আহরণ, বস্ত্র সংস্কার, পীঠ সংস্কার ১৭৫০, গৃহ সংস্কার, কৃষ্ণ প্রবোধন, পঞ্চোপচার, ষোড়শোপচার ১৭৫১ দশোপচার, চতুঃষষ্টি উপচার ১৭৫২ পঞ্চকাল, পূজারতি, কৃষ্ণের ভোজন, কৃষ্ণের শয়ন, শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ, শালগ্রাম লক্ষণ, নাম মহিমা, নামাপরাধ, বৈষ্ণব লক্ষণ, সেবাপরাধ খণ্ডন ১৭৫৩ সেবাপরাধ পুষ্পলক্ষণ, ধূপাদি লক্ষণ ১৭৫৪ পুরশ্চরণ বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, অনিবেদিত ত্যাগ, বৈষ্ণব নিন্দা বর্জ্জন, দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, মাসকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি বিচারণ ১৭৫৫ একাদশ্যুপবাস ১৭৫৬ পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৭৮০ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ ১৭৮৭ কৃষ্ণলীলামৃতই সার বস্তু তদিতরবস্তু অসার ১৮০৩ গৌরলীলামৃত ও কৃষ্ণলীলামৃত অভিন্ন বোধে লীলাদ্বয়ের একত্র সম্মিলনই কেবল প্রচুর মাধুর্য্য আস্বাদন হয় এবং তাহাই শ্রীরূপানুগ ভজন ১৮০৬।

অন্ত্যলীলা।

প্রস্তাবনা ১৮২০ পাঁচপ্রকার প্রস্তাবনা ১৮৩১ সপ্তদ্বীপ ১৮৬৯ নবখণ্ড ১৮৭০ কেবলাদ্বৈতবাদ মায়াবাদ ১৮৮০ দেউল প্রসাদ ১৮৮২ সরলতা ও কপটতা। বৈরাগীর প্রকৃতি সম্ভাষণ ১৮৮৩ দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ১৮৮৪ প্রাকৃত সহজিয়াজীব, বিবিৎসা ও বিদ্বৎ সন্ন্যাসীর ভেদ ১৮৮৬ যোষিৎ সঙ্গীর দণ্ডবিধানই প্রভুর করুণা ১৮৮৯ হরিদাসের দণ্ডচ্ছলে প্রভুর সপ্তলীলা ১৮৯২-৯৩ (৩য় পঃ) নামৈকং যস্য বাচি শ্লোকের ব্যাখ্যা ১৯০৩ হরিদাস ঠাকুরের নাম যজ্ঞে দীক্ষাই ত্রিজত্ব ১৯১৩ গৃহবিত্ত ও ঠাকুর হরিদাসের শিক্ষা ১৯১৫ নামের আনুষঙ্গিক ফল ১৯২১ হরিদাসের ধারণা নিত্য কৃষ্ণ ভোগ্য শুদ্ধভক্ত কখনই মায়াভোক্তা নহেন ১৯৩০ কোটীকল্পে১৯৩১। (৪প) নববিধ ভক্তি তন্মধ্যে নিরপরাধে নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীজীব, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরহরি ১৯৪৫ শ্রীসনাতন গোস্বামি দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর বহু প্রয়োজন সাধন ১৯৪৬ হরিদাস ঠাকুর দ্বারা নাম প্রচার ১৯৪৯ যমেশ্বর টোটা ও সিংহদ্বার ১৯৫১ মর্য্যাদা লঙ্ঘন প্রভুর না ভায় ১৯৫৬ ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত কেন তাহার ব্যাখ্যা ১৯৫৭ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কল্যাণ কল্পতরুর পদ ১৯৫৮ অদ্বয় জ্ঞান ব্রজেন্দ্র নন্দনেই নিত্য সত্য বিরাজমান। দ্বিতীয়াভিনিবেশ ক্রমে মায়ার হস্তে পতিত জীবের নিজের ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সমস্তই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম ১৯৫৯ পণ্ডিত শব্দের অর্থ ১৯৬০ জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দের অর্থ ১৯৬০ সমদর্শী সন্ন্যাসী ১৯৬০ ভক্তের দেহ চিদানন্দময় ১৯৬২-৬৩ চতুঃসোম শব্দের অর্থ ১৯৬৪ দশম টিপ্পনী ১৯৬৭ লক্ষগ্রন্থ শব্দের অর্থ ১৯৬৮ নির্ব্বিকার রায় রামানন্দ ১৯৭৩ নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণসম ইহার ব্যাখ্যা ১৯৭৭ অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত হৃদয় দ্বারা বিশ্বাস

করিয়া বর্ণন বা শ্রবণ করিলে প্রাকৃত কাম দূর হয়, মহাপ্রভু বিশ্বাস শব্দদ্বারা সহজিয়া গণের প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসন করেন ১৯৭৮ শ্রীরূপানুগ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবক নিত্য পার্ষদ প্রায় সিদ্ধ তার কায় ১৯৮০ রামানন্দ গৃহস্থ গোস্বামী, অদান্ত গো গৃহব্রত নহেন ১৯৮৩ শৌক্র সাবিত্র্য দৈক্ষ্যাধিকার, দ্বিজ, বিপ্র ও ব্রাহ্মণাধিকার, চারিবর্ণ ও চারি আশ্রম, রামানন্দ দ্বারা মহাপ্রভুর প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে উপদেশ ১৯৮৪।৮৫ শ্রীচৈতন্য লীলামৃত সিন্ধু বিন্দু জগৎ ভাসাইতে পারে ১৯৮৬ রসাভাস ১৯৮৭ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষে জগন্নাথ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন ১৯৯১ অন্তর্দ্বস্ত ১৯৯২ ঈশ্বরের দেহ-দেহি ভেদ অপরাধ ইহার ব্যাখ্যা ১৯৯২ অদ্বয় জ্ঞান কৃষ্ণ ও তাঁহার নামরূপ গুণ লীলাদি জড় বস্তুতে অদ্বয় জ্ঞানাভাব ১৯৯৩ শ্রীচৈতন্য ভক্তগণই অপ্রাকৃত তত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা কেবল তাঁহাদের সঙ্গক্রমেই অজ্ঞান নিরস্ত হইয়া সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হয় ১৯৯৫ শিশুপালমুখে সরস্বতীর কৃষ্ণস্তুতি ১৯৯৮ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চৌধুরী, মকরা, তুড়ুক ২০০৫ জিন্দাপীর ২০০৭ রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর, মুরারি চৈতন্যদাস, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস হোড় ও উদ্ধারণ ২০১১ ছত্রভোগ ২০২৫ কৃষ্ণ কৃপা প্রাক্তন কর্ম্ম ফলাদি অপেক্ষা বলিষ্ঠ ২০২৬ বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তের কীড়ার ব্যাখ্যা ২০২৭ পুষ্পাঞ্জলি ২০৩০ মহাপ্রভুর ভক্তগণে বৈরাগ্য প্রধান ইহার ব্যাখ্যা ২০৩১ গ্রাম্যবার্ত্তা কাহাকে বলে ২০৩৩ বিষয়ীর অর্থ দ্বারা হরি গুরু বৈষ্ণব সেবায় প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল লাভ বাস্তবিক হরি গুরু বৈষ্ণব সেবা হয় না ২০৩৯ অবৈষ্ণব ও সহজিয়াগণ বিষয়ী তাহাদের সহিত প্রীতি লক্ষণ সঙ্গ করিলে ভক্তিচ্যুতি ঘটে ২০৪০ গোবর্দ্ধন শিলার অপ্রাকৃত সেবাধিকারী শ্রীদাস গোস্বামী ২০৪৩ দড় ভাত মাজি ২০৪৬ ৭ম পরিচ্ছেদ শ্রীনারায়ণ

সংহিতা ২০৫১ চারি পুরুষার্থ কৈতব, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রয়োজন ২০৫৩ ফল্গু বল্লন ২০৬২ আভিজাত্য শব্দের অর্থ ২০৬৪ উদ্গ্রাহাদি ২০৬৪ জগদানন্দ ও পণ্ডিত গোসাঞির ভাব ২০৭১ অষ্টম পরিচ্ছেদ রামচন্দ্র পুরী ২০৭৮ গুরু ভক্ত চরণে অপরাধীর বিষম দুর্গতি ২০৭৯ পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠী ২০৮৩ পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া ২০৮৭ নবম পরিচ্ছেদ প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুক ২০৯৩ সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ২০৯৮ রূপাছদ্ম বন্ধ ২১০০ বিষয় লাগি কৃষ্ণভজন মূর্খতা ২১০১ বিদ্যানগর ২১০৮ শ্রীমহাপ্রভুর স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি ২১১০ সৎপথে ধনার্জ্জন তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা২১১১ নিরপেক্ষ ভাগবত বিষয়ীর কার্য্যে ব্রতী হইবেন না২১১২ দশম পরিচ্ছেদ চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার ২১১৭ পাঁচকুড়ি ২১১৯ নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দের জলক্রীড়া ২১২১-২৩ জগমোহন ২১২৫ গম্ভীরা ২১২৬ কর্ম্মীগণ ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম ২১২৯ হোরাপঞ্চমী ২১২৯ চৈতন্য দাস ২১৩৪ প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ ২১৩৬ একাদশ পরিচ্ছেদ হরিদাসের অবতার ২১৪০ শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাস ঠাকুরে প্রদত্ত ২১৪১ ঠাকুর হরিদাস পরম বিদ্বান ২১৪৯ হরিদাস ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র ২১৫০ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঘাটী সমাধান ২১৫৩।৫৪ গৌড় ঘরে২১৫৫ প্রশ্রয় প্রাগল্ভা শব্দের অর্থ ২১৫৯।৬০ দারী সন্ন্যাসী ২১৬৬ জগদানন্দের ভজন কুটী ২১৬৭ প্রেম বিবর্ত্ত ২১৭০ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ওড়ন পাড়ন ২১৭৪ গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় ২১৭৬ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরা উচিত নহে ২১৮০ মিশ্রশেখর ২১৮৬ শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে কেন নিষেধ করিলেন এবং বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতে কেন বলিলেন ২১৮৭ আউলায় ২১৮৮ বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে ২১৮৯ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীর উন্মাদ ভাব বুদ্ধি-জ্ঞানের অগম্য ২১৯৩ শ্রীদামোদর স্বরূপ ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর কড়চা

২১৯৩ শ্রীরাধার ভাবে প্রভু সদা অভিমান ২১৯৫ কাপালিকগণের অনুষ্ঠান ২২০৩ চিন্তা ২২০৪ জাগর, উদ্বেগ, তানব ২২০৫ মলিনাঙ্গতা প্রলাপ, ব্যাধি ২২০৬ উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু ২২০৭ চটক পর্ব্বত ২২১২ (১৫শ পঃ) নিপট্ট বাহু ২২১৬ শ্রীবৎস ২২৩৬ সম্বিৎ ২২৩৯ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও শূদ্র বৈষ্ণব ২২৪৫ সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় এ সম্বন্ধে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ২২৪৮ ঝড়ু ঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত উদারতা ২২৪৮ শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্তমন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না ২২৫৪ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ দিউটী ২২৭৫ তেলেঙ্গা গাভী ২২৮৯ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ কোণার্ক ২২৯৫ বিরোধালঙ্কার ও অতিশয়োক্তি ২৩০৫ উদ্বর্ত্তন ২৩০৬ সংস্কার ২৩০৭ সমতারা ২৩০৭ খণ্ড ক্ষিরিসার ২৩০৮ (উনবিংশ পরিচ্ছেদ) মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি ২৩১২ বাউল ও আউল ২৩১৩ কামার্কতপ্ত কুমুদিনী ২৩১৭ দন্ত অপহার ২৩২১ শ্রীভ্রমর গীতা ২৩৩১ অনুবাদ ২৩৩৩-২৩৩৬ মহিষীর গীত দশমের শেষ ২৩৩৬-২৩৩৭ অনুবাদ ২৩৩৮—৩৯ (বিংশ পরিচ্ছেদ) প্রেমের স্বভাব যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ ॥ ইহার ব্যাখ্যা ২৩৪৫—৪৬ কুষ্ঠী বিপ্র রমণীর উপাখ্যান ২৩৫৩—৫৪

—*:০:*—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণানুক্রমিক

শ্লোক সূচী।

অ

শ্লোক।	পৃষ্ঠাঙ্ক
অংহঃ সংহরদখিলং	১৯২১
অকামঃ সর্ব্বকামো বা	১৫৮৯। ১৬৯১। ১৭১৭
অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি	১৮৩৯
অক্লেশাং কমলভুবঃ	১৬৯৭
অক্ষণ্বতাং ফলমিদং	১৬০
অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি	১৪৫৭
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ	৮৮৪
অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং	২০৯১
অগত্যেকগতিং নত্বা	২৭১।১৫৩৫
অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ড	১৮৩৮
অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গ	১৭২
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ	৫৭৩
অটতি যদ্ভবানহ্নি	১৫৯।১৫৬৬
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং	৬০৬১
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি	১৩২২
অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং	১০৪৯
অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ	৬৯

অথ পঞ্চ গুণা যে স্যুঃ	১৬৫৯
অথবা বহুনৈতেন কিং	৫১।১৪০১।১৫২৮
অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ	১৬৬২
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ	১৬৫৯
অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্	১০৫৯
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং	১৬৬৭
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং	৫।২৫০
অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ	১০৪৬।১৭০৮
অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্	৪১৭
অনন্য মমতা বিষ্ণৌ	১৬৩৭
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১৬৬৮
অনয়ারাধিতো নূনং	১৪৪।৮৭২
অনর্পিতচরীং চিরাৎ	৩।১৮।১৮৩০
অনারুরুক্ষবে শৈলং	১৩৪৪
অনুগ্রহায় ভক্তানাং	১২৪
অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ	২২৮৮
অনুবাদমনুক্ত্বা তু	৬৫।৫০২
অনেকত্র প্রকটতা	৩১
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং	১০৭
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ	১৮৪৩
অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা	১১৮৬
অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো	১৪৮৫
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী	১৫৭।৮৮৭।১৪৮৮
অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো	১৪০৮

অপরেষ মিতস্তূন্যাং	২৯৯।৭৯৩।১৯২৩।১৪৬৭
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য	১২৯।১৯০
অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোহধুনাস্তে	২৬২
অপি সম্ভাবনা প্রশ্নশঙ্কা	১৬৮৭
অপ্যেণ পত্ন্যুপগতঃ	২২২৮
অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতি	১৮৩৫
অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি	৬৪৮
অম্বুজমম্বুনি জাতং	৫০৬
অয়ং নয়নদণ্ডিত প্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ	১৮৫০
অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ	১৬৫৬
অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ	১৯০৮
অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি	২০৪১
অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ হে	৭২৫।২০৮০
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং	২৩৪৭
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং	১৬০৩
অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং	১৭৮৬
অবজানন্তি মাং মূঢ়া	১৭৬৭
অবতারাবলীবীজং	১৬৬০
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া	১৫৯০
অশ্বত্থবৃক্ষশ্চ বটবৃক্ষশ্চ	১৭৩৬
অশ্বমেধং গবালম্ভং	৫১০
অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ	১৭০০
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি	১৭৩৯
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো	১৭১৫

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ ১০৭
অহমেবাসমেবাগ্রে ১৯।১৬৮৯।১৭৭৯
অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ ৮৭৫।১১৮২
অহো এষাং বরং জন্ম ৩৪৪
অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে ১৭৩২
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং ৭৮৭
অহো মহাত্মন্ বহুদোষ ১৬৯৯
অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং ১৬১১
অহো বত শ্বপচোঽতো ১০৮০। ১৩৯৩। ২২৪৭
অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া ২৩১৯

আ।

আকারাদপি ভেতব্যং ১০৫২
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং ১২২১
আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন ১৮৩২
আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ১৪
আচার্য্যো যত্নন্দনঃ ২০৩৬
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ৮৪৬।৯৮৮
আততত্বাচ্চ মাতৃত্বা ১৬৮৮।১৬৮৯
আত্মা দেহমনোব্রহ্ম ১৬৭৬
আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ ২০৪৫
আত্মারামস্য তস্যেমা ২৬৪
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ৮০১।১৩২৪।১৬৭৫।১৭১৮। ১৭৯১
আত্মারামেতি পদ্যার্ক ১৬৭৪

আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং ১৭৭৭
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং ১০৫৬
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু ১৬৩৯
আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ ২১৯।১৫০৪
আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিঃ ১৪০।৮৮৯
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ ১৬১২
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং ১৭৭৪
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং ১০৫৭
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং ১৭০৬
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং ২৩৫০
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে ১৬৪১
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য ৯৪।৭৭৬।১৫১৯
আহুশ্চ তে নলিননাভ ৫৯৫।১১৪৩

ই।

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা ৮৭৪
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ৭৭৬
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ৯৮৬
ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং ২৩২৪
ইতীদৃক্স্বলীলাভি ১৪৪৩
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহঃ ২২৫২
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ৮৬৪
ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা ১৮৩৭
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ১৬২৮

ঈ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ৭৬।৮৮০।১৪৭৯।১৫৪৪
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। ১৬০২

উ।

উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ১৭৩৫
উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী ৮৪৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ৮৯
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ ১৭০৭।১৭২১
উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে ১৪৮৭
উপেত্য পথিসুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং ১৭০
উরুক্রম এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব ১৭৩৭
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি ১০৯।১৯০৯
উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ ১৪৩৭

ঋ।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ২০।১৭৮০
ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি ১৪১৯

এ।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ১৪৬৫
একস্য শ্রুতমেব লুম্পতিমতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং ১৮৩৬
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ৬১।২২২
এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ ২১৯৫
এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং ৬৬৬
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ৩৪১

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ২২।১৭৬৯

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ৬৪।২১৮।৯৫৮।১৪৭৯

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ১৬২৮।১৭৩১

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং ১৭১১

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী ১৫০৩

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোকবেদ ১৬৬

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা ২৯৩।৯৮৭।১৬৪৭।১৭৬৩।১৯২০

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ ১১৮০

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো ১৭০৫

ক।

কই অবরহিঅং পেম্মং ৬৪৩

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং ১৭৮।৮৭৪

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ ১৬১০

কচ্চিৎ তুলসী কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ২২২৬

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ ৪৬৬

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্ ১৬৪৬

কন্দ্রপ্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি ১৩৯৭

করুণানিকুরম্বকোমলে ১৫৪৬

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ১৭২২

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্চরেচ্ছয়া ২৬০

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ১৫২২

কলেদোর্ষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ১৫২১

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে ১০০

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ ১৫২

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে	৮৮৬।৯৫২।১৬৮৪
কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী	৮৯৭
কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা	১৫৭৯
কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ	২০৫
কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজং	১৫০৬
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ	৮১২
কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা	১৪০১।১৭৫৮
কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতঃ	১৬৮৪।২২৭৬
কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন	১৮৬২
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্য বস্তুনঃ	১৯৫৮
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য	১৪৭৬
কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ক্রমঃ কৃতং	২২৮৩
কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কসা	১৭১৩।১৭২০
কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য	৪৮৪
কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ	২৩২৭
কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে	১৬৫৫
কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্	১৮৫২
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা	১৬১৪
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং	১৫২২
কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাৎ	২০০১
কৃপাসুধা সরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি	৪৯১
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ	৯৩৮
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং	১৬৩১
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ	৮৩১

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ	৮৬১
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানম্	১৪৮১
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্	৯৭।৭৭৬।১০৬৭।১৫২১।২৩৪১
কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি	২১৭১
কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা	২১৯১
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্	১৫৩৩
কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তি	১৪৬২
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি	১৬৬৫
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ	১৭৪০
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলা	৪১
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ	১৮১৯
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে	১৭০৫
কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা	২৩১
কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ	১৪০৭
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্	১৫৩৭
ক্রমঃ শক্তৌ পরীপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ	১৬৭৯
ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্	২৩১
ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী শিশিরতা	১৮৪৬
ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ	২১১০
ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা ক্বঃ	২৩১৫
ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং	২২৫৭
ক্বাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ	২১৬
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ	৫৩৬ ৮৩৯
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা	১৬৪১

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ	১৫১৩
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং	১৭৩৭

গ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে	১৩০১
গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি	১১৮৯
গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্	১১৮৫
গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার	১৭১৯
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা	১৭৮৩
গুণাত্মনস্তেপি গুণান্ বিমাতুং	১৫৩৭
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা	১৬৬১
গৃহান্তঃ খেলন্তো নিজসহজবাল্যস্য	১৮৪৩
গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং	৫৬৮।৯৬০
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম	২২৬৮
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং	১৫৯
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং	১৬১।১৫৬১
গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য	১৫৪৭
গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্	১৭৩
গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা	১৭৫৭
গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্	১২৫৩
গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্	১১৫৮
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ	১৬৭৭
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ	১৭৮৬

চ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ	১৬৯২

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ ১৪৯৯

চরিতামৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ ২৩৬৫

চাধাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে ১৬৮৭

চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যগন্ধোন্মাদিতমাধবা ১৩৬২

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ ৩১।১৪৮৪

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ ৬৬৯

চিন্তাত্র জাগরদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা ২২০৪

চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু কল্পবৃক্ষ ২০১

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে ২৩২৪

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গলানাং ১১৯৮

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং ১৬৩৫

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং ১৩৬৯

চূতপ্রিয়ালপনসাসন-কোবিদার ২২২৫

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং ২৩৪২

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ ২০৪৭

জ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ২২০।১৫০৪

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং ১৮৫১

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট ৯১৯।১৫২৫।১৭৮৮

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং ১২৩৩

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ৬।৫৭৮।১৮১১

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো ১১৩৩

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ ১১৩২

জ্ঞানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ১৫৪২।১৫৫৩

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ ৪৯২
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্ ১৬৬৪
জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্ ১৭৭২
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ ১৬৫৮
জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ১৮।১৭৭৮
জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ৩২১
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো ১৯৬০
জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ ১৫২৭
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব ৮৫৯

ত।

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং ১৯০৪
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ ১৪৩৭
তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা ১৬৪২
তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ ২০৭৫
তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতে ১০০৬
তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ৩৩৪
তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো ১৭৫৭
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ২৫
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতেধীর্যদপেক্ষতে ১৬৩০
তৎ তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ৮১৩।২১০২
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ৮৭১
তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়ং ৭৭১।১০৬৭
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ৩২৪
তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ ১৮০৮

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়	১৭৬৬।১৯৯৪
তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া	২৬৭
তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো	১৫৮১
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে	২০৬১
তমিমমহমজং শরীরভাজাং	৫২
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা	৭৮৯।১৪৬৭
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা	১৩৯।৮৮৯
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না	১৩১০।১৭৭০
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং	১১৬০
তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্	১৬১৩
তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্	১৬১৫
তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ	১৬২৭
তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সৎপ্রেমামরশাখিনঃ	৪০১
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্	১৫৪৮।১৫৫৪
তস্যাঃ সুহৃঃখভয়-শোকবিনষ্টবুদ্ধে	১৪৩৫
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ	১৩২৪।১৬৮২।১৬৯৬।১৭৯১
তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো	১৭০৯
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু	১৭৬৭
তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ	২২৯৪
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত	৯৮৯।১৫৯৮
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ	২২৩৯
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ	২৪৩।৮৬৭।৮৮৩
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্	১৬০৫
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে	১৮২৪।১৮২৮

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ১৫৯৭
তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা ১১২
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ১৬৬৮
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব ৫২৩।২০৩৫।২৩৪৪
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং ১৭১৬
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং ১৭।১৭১০।১৭১৬
তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ১৬০৮
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ ১৪৩৬।২০৫৫
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ ১৬৬১
ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্ ১৫৪৯
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং ১৬৮৫
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী ১৭৭
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ ১১৪
ত্বয্যেশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি ৬৪৯।১৬৪৫
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ২৯২।১৬৮১।১৯২৩
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ১২৪২
ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ ১০৯

দ।

দংষ্ট্রীদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃপুনঃ ১৯০১
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ ১৬৫৭
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্ ৭০
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্ ৭১।১৪৭৮
দিবৌকসাং স্বদারাণামত্যোৎসুক্য ৩০

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য ১৫১৬
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ ৬।৫৭৮।১৮১১
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা-বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ১০৫৭
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে ১৬২১।১৭১৭
দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা ২২১৮
দুর্গমে পথিমেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ ১৮১০
দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ ১৪৩৪
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ১৬২৫
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ১৪২।১৬৫৬
দেহদেহিবিভাগোঽয়ং ১৯৯৩
দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ১৫০৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ১৪৬৯।১৫৮৩,১৭০২
দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ১৫৩৯
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ৯৪।১৫২০
দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ৮৮৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুর ১১০

ধ ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং ৮১৮
ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ১৬৪৬।২৩৩১
ধন্যাঃস্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা ১৩০৬
ধন্যেয়মদ্য ধরণী-তৃণবীরুধস্ত্বৎ ১৭১৯
ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দরমহমন্দিরে তুমং বসসি ১৮৩০
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো ৩৫।১৬৯৪।১৭৮৮

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ ১৭৭২

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ ১৭১৩

ধ্যায়ন্‌কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ১৫২২

ন।

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে ২৬৩২

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ৪৮৮

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ১৯০৭

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা ১৮৫৮

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ২৬৮

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ১৬০৭

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ ২২৭৯

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ৮০৭

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং ২৩৪৬

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ এবং মহোদয়ম্ ৮৬৫।২০৫৫

ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ১৪৩৮

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং ১৬৭।৮৭০।২০৫৬

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ৬৪৪

ন প্রেমা শ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো ১৬৪৪

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে ২২৫১

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ১৫২০

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্ ২১৩৭

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু ৬১৬

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ১৩৮৮।১৪৫৬

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ১৩৮৮
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ১১৩১
নয়নং গলদশ্রুধারয়া ২৩৪৮
নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ ২২৩১
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ৫৩৩।১৪৭৪।১৯৪১
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ ১৭৬৫।১৯৯৩
নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ২০৮৫
নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ ৯৩০
নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধো ৮৬১
নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে ১৫৩৯
নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ১৩২১
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা ১৯০২
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিঃ ২৩৪৩
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ ৮৬৬।৯১৪।৯৫৪।২০৫৫
নায়ং সুখাপো ভগবান্দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ৯১২।৯৫৬।১৬৯০।২০৫৩
নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ১৬৫৫
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন ৯৯১।১৪৪১
নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা ৫৬।১০৪।২৫৩
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ১১৩৪
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং ১৭৮৮
নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ১৮৫৭
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে ১৬৮
নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্ ৪০১
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য ৯১১।৯৫৫

নির্মজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্ত ১০৭৫
নির্ধৃতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি ১৮৬
নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্মাণ নিষেধয়োঃ ১৬৭৭
নির্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা ১৪৪০
নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ ১৭০১
নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য ১০৫১
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবে ন শ্রীরপাঙ্গসংশ্রয়া ৮৬৫
নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ৪৫১
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ১৬।১৫৯৪
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং ১৫৯৬।১৭৭৪
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ১৫৮১
নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্ ৭৫৩
ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো ৬৬৪

প।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ১৮০৯
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ৬।২৭৩
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ৪৬৯
পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ১২৪৭
পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্ ১৬৩৩
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা ১৪৩৯।২০৫৬
পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ ১৮৫৯
পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো ৭২৯
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া ২২৪১

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু	৬১৮
পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ	২০৮৬
পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো	১৮৪৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্	৮৯
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া	১৬৮২।১৭৯০
পরিমলবাসিতভুবনং	২৩৬৬
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা	৯৭০
পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং	১১৯৩
পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য	২৬১
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে	১৬২৪
পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য	৬৪৬।১৮৪০
পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাখ্যা-গতিরভূৎ	১১৮৯
পূর্ব্বাপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্	২০৮৭
পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতি সুবিস্তৃতা	৪৮৫
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো	১৫৩১
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ	১৬৫৭
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী	১৫৪৭
প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ	১৮৫৫
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ	১৫০৫
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠেস্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ	৩০
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি	৩৬
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ	৩৪১
প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুত বিত্তআত্মা	২১৯৯
প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো	১৭১১

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি ৫৯৩।১৮২১।১৮২৭
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে- ১৪০৩
প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা ২১১৬
প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ৬৩২
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ ১৬৩।৯০৯
প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষেৰ্ষ্যোদ্বেগ/দৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্ ২৩৪০

ফ ।

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ২৮২২

ভ ।

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা ১৬৬৫
ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং ১৮৩৪
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্ ১৬৬৪
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ১৪৭৪।১৭৮৪
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ১৩৯৩
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা- ১৪৬৮।১৭০২
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ২৮।১০০৯।১৪৫৬
ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ ৬১৭।৮৬৩
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ ১৫৯৩।১৬০৬
ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ ১৫১১
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে ১৪২৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ৭৯২
ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্ ১৮২৫

ম।

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্ ১৯০
মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ ৯৬২
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ৬১৩
মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণোর্মদীশ্বরী ২৩৬৬
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ১৭৫।১৭১৪
মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস ১৫১০
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণৈরলম্ ১০৫৬
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ১৭৩।১৪২২
মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো ১৫৭০।১৬৪৫
মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ২৫৯
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ১৫৯৭
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং ১৭৬
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ১২১।৮৭০।১১৫০
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা ১৬১৩।২৯৬৩
মহতা তি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ ১২৪৮
মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং ৪৯৯
মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে ১৬০৫
মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং ৮৪৮
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ৫।২৫০
মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া ২০৪৭
মহেন্দ্রমণিমণ্ডলী মদবিড়ম্বি দেহদ্যুতি ১৮৫৩
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্য তে হ্যহম্ ১৪৭৭
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ১৮৮৪

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ ১৬০৯
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে ৪।১৯৫
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ ৪।২০৯
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ৮০০
মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু ৩৪৫
মালত্যাদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে ১১২৬
মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ ৩৩৫
মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা ৩৮
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ ১৬২৩
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ১৬৯৬।১৭০৩।১৭৯০
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ১৪১১।১৭৭৪
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ১৫৮৪।১৬১৬।১৭০৩
মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ৪৯
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ১৬৯৮
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং ১৩১২
মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্ ১৫৯২
ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং ১৯০৫।১৯২২

য।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব ৫৯০।১১৪১।১৮২১
যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢবদ্ধোঽপি মুক্তো ১৪০২
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোঽভিরুচ্যা ২০৩৭
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ১৫৮৫
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা ১৬৯০
যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ ৭৭৭

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ৮৫৩

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ১৬৫|৯১০|১৩৫৪

যৎ পাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা ১৭২৩

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ ১৩০৭

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ১৬৮৬

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ১৫৯৯

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ২১|১৭৮২

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ১৭৭|৮৭২|১৩৪১

যথোত্তরমসৌ স্বাদুবিশেষোল্লাসময্যপি ১২৬|৮৬৮

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা ২|৪২

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্ ২০৬

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ৯০|১৩২৯

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব ১৫২৭

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ৮৮

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ১০৭০

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ ৬৪০

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে ১৭০৬

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ১৪৯৫

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ ১২৮২|১৩৬৪

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি ৮৬৩

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ ১৫৫৯

যস্তু নারায়ণং দেবং ১১৬৩|১৭৭৩

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম ১২৩০

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ১৬৬৭

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং ৬৯৬
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি ৪৮।১৪৮০
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ৫৭৭
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী ৪।২২৩
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মা ৫।২২৫
যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ স্নপনং মহান্তো ১৯৪১
যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈঃ ২৩২।১৫১২
যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ ১৫৬৫
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ ১৫২৪
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ৩২৯।১৬০৪
যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য ২১৫।১৫০৭।১৫৪৫
যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী ১৮৪২
যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারি বন্যা পরিতা ৫৯৭
যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ ৭৮৯।১৪৬৭
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে ৭৮৩
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ১৮।১৭৭৯
যুক্তাশ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ৭৭৮
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ২০৮৫
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা ২৩৪৯
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ১৬৬৯
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন ১৫৮৬।১৭০০।১৭০২।১৭৬৪
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ১০৫৫
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ১২০।১৬৭
যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ ৮০৮

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ ১০৫১

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ ১৩৮৯

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ ৯৯০

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্ রাজ্যং ১৬৪৩।২০১৯

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ১৬৬৮

র।

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে ১১৫৬

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ৯৩৮

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্ ৫০৪

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া ১৫৯৬

রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং ৩২২

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ ২০৮২

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী ৩।১৩১

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ৯০৩

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ১৩৩৬

রাম রামেতি রামেতি রমেরামে ৯৩৯

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ ২৩৫

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে ৫৭০

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ২২৩৯

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ৩০

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং ১৮৪৯

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং ১৮৭

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য ১৬৪৫

ল।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য ১৭৭।১৪২২

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্ ২২৭৩

লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিকাং মাধুর্য্যে ১৬৬১

ব।

বংশীধারী জগন্নারী চিত্তহারী ১৩৩৬

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি ৮২৮

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং ৪৬।৬৩।১৪৮০।১৬৮৯।১৬৯০।১৭৮৪

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ৯২২।১৭২০

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ১।১০

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাললীলাং ৪৬৭

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং ৩১৭

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তং ২৩১০

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যম্ ২৪৯

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং ১৪৪৯

বন্দেনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং ১৯১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণসেবামৃতং ২২৪৩

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ২১১৩

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্ ১৫৭৫

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ২।৩৪।৫৭৮

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ ৩৪৭

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং ৫১১

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং ১৮৬৭।১৮৯৪

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে	১৭৮৯
বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ	১৪২৮
বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ	১৬০৯
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ	১৩৫৮
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্	৮৫২
বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং	১৮৫৩
বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা	১৬৪২
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্	১৯৯৬
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং	১৫০।৮৯৯
বাসস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ	১৩৪৮
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ	১৪০৭
বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং	১১৮৭
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো	২২৩০
বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে	১৯৯০
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ	১৯৭৯
বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা	৬১৯
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ	১৩৫৬
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ	৮৯৮
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে	১৯৫৯
বিদ্যাসৌন্দর্য্য সদ্বেশসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ	৫১৩
বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং	১৮৫৪
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা	১৩৬২
বিন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাং	১১৯০
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ	১৪৫৬।১৯৪৪।২২৪৭

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং ১৫৪

বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ৯০৬

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু ১৬৩০

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং ৬০

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ১৫৮৭

বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ ১৬৫৬

বিশ্বস্যানুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর ১৭৯।৮৮৫

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা ৩০০।৭৮৯।৮৮৮।১৪৬৬।১৭৩৭

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ ১৬৭৭

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো ২১৭।১৫০১

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ ১৭৮২

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা ১৮৬১

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি ১৬৮৩।১১৩৪

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং ১৮৪৬

বৃন্দাবনাৎ পুনঃপ্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ ১৯৩৩

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং ১৩৭৯

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ ১৩৩৯

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে ২৩০

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম ১৬৮৮

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ ১৯৭০

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ ৮১১

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ ১৭১৯

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে ১৪৭৬

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং ২৬১

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর ২২৬১
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ৮৫৭,১৭০০।১৭৯০
ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ১৭৩৯

শ।

শঙ্করঃ সর্ব্বপ্রাণানামচিন্ত্যাজ্ঞানগোচরঃ ১৪৬৬
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্ন ইন্দ্রিয়সংযমঃ ১৪৪০
শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা ২২৯০
শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে ২৩৬৭
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো ১৫১৪
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ ১৩৯৩
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ ১৬৩৬
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা ৮০৩
শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী ১৩৯৯
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরংঘ্রিসেবনে ১৬২১
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং ৯৮৫
শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোঃ ২২৫৫
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ ১১৯৭
শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা ৬৩৬
শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ ১০৮৭
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যো ৩৪৬
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ ৮১
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি ৪০
শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য ১১৬
শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণং ৪১৮

শ্রীমন্মদনগোপাল গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে	১৫০৭।২৩৬৬
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ	৭।৫৭৯।১৮১২
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো	৪।১৮১
শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা	১৩৩৫
শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ	১৩৪২
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ	১৬২২
শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে	১৩৯৭
শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি	১৫৭৭
শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং	১৬৮৩
শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা	১৮৪১
শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং	২১৫১
শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো	১৫৮২।১৭০২।১৭৬৪

স।

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ	১৪২২
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে	১৫৮৮
সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা	১৮৪৯
সংখ্যাতি নত্বা প্রসভং যদুক্তং	১৪৩৫
সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোহ্লাদিনীনাং	৯০৭
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী	৪।১৯৪
সঙ্কল্পো বিদিতং সাধ্ব্যো ভবতীনাং	৪৭৯
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে	১৬২০
স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে	১১১৮
সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে	৮৪১
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো	২৬।১৬০৬।১৬৪০

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং	১৩৭
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং	২৯৪।১৭১৮
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং	১২০৮
সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং	১৬৯৩
সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং	১০৩
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ	১৫৬৪।১৭০৯
সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য	১৮৪৮
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ	১৬৬৭
সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য	৯০।২০৫২
স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য	৪৩৯
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা	১৬২৮
সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য	২২১৬
সম্যক্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ	১৬৩৭
সরসি সারসহংসবিহঙ্গা	১৭০২
স্বরূপাণামেক শেষ এক বিভক্তৌ	১৭০৪।১৭৩৫
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে	১৫৯৭
সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ	১৬৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং	৮৫৬।৯৮৮।১৬১০
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ	৯১১।১৬০২।১৭৮৩
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে	১৭৮৭
সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে	৪৪২
স যাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ	১৬৬০
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন	১৪২১
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ	১৭৭৩

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো ১৬২৩
স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ ১০৩৯
সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা ১৮৬১
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা ৯৩৯
সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং ১৫০২
সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ ১৭৬
সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা ১৭১০
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং ২৭
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ১৭৪|৮১৫|৯৮৯|১৪২২|১৯২২
সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ ১২০৩
সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ ১৯৪২
সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র ২০৬
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি ৯৫৩|৯৫৯
সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনৎ ৯৭০
সুগন্ধৌ মাকন্দ প্রকরমকরন্দস্য মধুরে ১৮৪৫
সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী ১৮২৯
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা ২২৬১
সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্ ১৮৫৬
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং ১২৮
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ৯৭।৭৭৭|১০৪৪
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ১৬৬৩
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ১৪০৮
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ৫১৬|১৫৪৫
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ১৬৩১

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ	১৪৯
সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্	১৮০২
সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা	১৩৩৪
সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ	২২২০
স্কন্দাবরাদগ্রহণে স্বৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ	১১৯২
স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং	১৮৪০
স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং	১৫৯১।১৭২৩
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্	১৬৫৬
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্	১৭৮৫
স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ	১৬১৬
স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো	১০২
স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং	২৪৫
স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ	২৩২৫
স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা	১২৭৫
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য	১৬২৬
স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ	১৫৪৩
স্বরিতাঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে	১৬৭৯
স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ	৩২
স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং	১৮২৩
স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো	১৩২৩
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্	৭৯৯

হ।

হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন	১০৪৬।১৭০১
হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো	১৩৪৬।২২১২

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ	১৭৭১
হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণইতি ত্রিধা	১৫৩৩
হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারি বক্ষস্থলঃ	২২৩৭
হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ	১৮৮০
হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যৎ	১৫১
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ	১৫১৫
হরেগুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ	১৬৯৭
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্	২৮৭।৫২২।৮১০
হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ	১৬৪৩
হা নাথ রমণ-প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ	২৬৩
হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি	১৪৩০
হিত্বা গোপীঃ কামযানামামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ	১৪৩৮
হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো	১৮৪৪
হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহহং বরাকরূপোহপি	১৪০৫।১৮৬৫
হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি	১৭১৪
হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো	৬৫২
হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া	১০৩৩
হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা	১৮৬০
হ্রিয়া তির্য্যগ্ গ্রীবাচরণকটিভঙ্গীসুমধুরা	১১৯১
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ	৯৩৫।৭৯০।৮৮৮
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ	১৩৬২।১৯৯৪

পাত্রবর্গের নাম।

অ।

অক্রূর ৩৬৯।১৩৬৬।২৩২১

অচ্যুত ১৪৯২।১৪৯৬

অচ্যুতানন্দ ৩৯৫।৪২০।৪৩০।১১২৭।১১৬৮।১২৫৭।২১২৪

অজামিল ১৯০২।১৯০৫

অজিত ১৫১৮

অদ্বৈত ৭। ১০। ১৩। ৩৯। ৪২। ৮২। ১০৫। ১১১। ১১২। ১১৭। ১৮০। ১৮৯। ২৩৩। ২৫০। ২৫১। ২৫২। ২৫৩। ২৫৪। ২৬৭। ২৬৯। ২৭০। ৩১৬। ৩১৮। ৩৩৫। ৩৪০। ৩৪৬। ৩৯৫। ৪০১। ৪১৮। ৪২২। ৪২৭। ৪৪০। ৪৪৮। ৪৫০। ৪৫১। ৪৫৬। ৪৫৯। ৪৬৫। ৪৬৭। ৪৮৪। ৪৯২। ৫১৩। ৫১৫। ৫১৬। ৫৭১। ৫৭৪। ৫৭৫। ৫৭৬। ৫৭৯। ৫৮৭। ৬০৫। ৬২৪। ৬২৫। ৬৬৩। ৬৬৮। ৬৭৩- ৬৭৮। ৬৮০- ৬৮২। ৬৮৪। ৬৮৫। ৬৯০। ৬৯২। ৬৯৩। ৬৯৪। ৬৯৫। ৭১২। ৭৩০। ৭৫৪। ৮১৯। ৮২১। ৯২৮। ৯৩২। ১০০৮। ১০১৭। ১০১৮। ১০৫০। ১০৬৪। ১০৭১। ১০৭২। ১০৮১। ১০৮৪। ১০৮৮। ১১০২। ১১০৮। ১১১২। ১১১৩। ১১১৬। ১১২০। ১১২৪। ১১২৬। ১১৫৯। ১১৬৭। ১১৬৮। ১১৬৯। ১১৭০। ১২০৪। ১২০৫। ১২০৭। ১২৫৪। ১২৫৬। ১২৫৯। ১২৯৪। ১৩০২। ১৩৪০। ১৩৮০। ১৪৪৯। ১৫৩৬। ১৫৭৬। ১৬৩৬। ১৬৭৫। ১৭৫৮। ১৭৬০। ১৮০৭। ১৮১২। ১৮১৮। ১৮৬৪। ১৮৬৮। ১৮৭৪। ১৮৯৫। ১৯২৫। ১৯২৭। ১৯৩৪। ১৯৫০। ১৯৭১। ২০০৩। ২০২২। ২০৩৪। ২০৫০। ২০৫২। ২০৫৯। ২০৬০। ২০৯২। ২১১৪। ২১২৪।

২১৩৬। ২১৫৭। ২১৬১। ২১৭২। ২১৯২। ২২১৯। ২২৪৪। ২২৭৩।
২২৯১। ২৩১১। ২৩৪১। ২৩৫৯। ২৩৬৫।

অধোক্ষজ ১৪৯২।১৪৯৬

অনন্ত (দেব) ১৫২৭

অনন্ত (বিগ্রহ) ৬০২

অনন্ত আচার্য্য ৩৩০।৪২৭।৪৩১

অনন্তদাস ৪২৮

অনন্তপদ্মনাভ ৯৭৬

অনিরুদ্ধ ২০২।২০৭।১৪৮৮।১৪৯০।১৪৯২।১৪৯৫

অনুপম ৩৭৩ ৩৭৬। ১৩৮৩। ১৪৫৮। ১৭৯৭। ১৮১৫। ১৮১৭। ১৯৩৭।
১৯৩৮। ১৯৬৮

অভিরাম ৩৮৩। ৪০৩

অমোঘ পণ্ডিত ৪৩৬।১২৪৪।১২৪৭।১২৪৯।১২৫০।১২৫১।

অরুন্ধতী ৪৫৮।৮৯৮

অর্জ্জুন ৯৫১।১৪৩৩।১৪৩৫।১৫৯৮

আ।

আচার্য্যগোসাঞি (অদ্বৈত) ১১১।২৩২।২৫৪।২৭৪।৩৩২।৩৫৮।৪১৮।
৪২৬।৪৫০।৫৩০।৫৩২।৫৪৬।৬৬৯।৬৭০।৬৮৭।১০১৯,২১৫৩,২১৬১। ২৩১৩

আচার্য্যনিধি ১০১৮।১১০৮।২০৫৭।২১১৪।২১৩১।২১৩৩

আচার্য্যরত্ন ৩৪৮। ৪৪৮। ৪৫৭। ৪৫৯। ৬৬৭। ৬৮৪। ১০১৮। ১০৬৫।
১০৭৬। ১১০৮। ১২৫৬। ১২৫৭। ১২৬১। ২০৫৭। ২১১৪। ২১৩১।
২১৩৩। ২১৫৩।

ই।

ইন্দ্র ১৫৫১। ১৬৭০। ১৯৯৭। ২০১৯। ২০৬৭।

ঈ।

ঈশান ৩৮৩। ১২১২। ১৩৫১। ১৪৫২। ১৪৫৩

ঈশ্বরপুরী ১১১। ৩৩৬। ৩২২। ৪৪৮। ৫১৪। ৬০৭। ৭০০। ৯৯৫। ১০৩৬। ১০৬৪। ২০৭৯। ২০৮০।

উ।

উদ্ধব ১৪৭।২৫৯।২৬১।৪৪৬।৫৯৩।১১৪৪।২০৫৬।২১৯৪

উদ্ধবদাস ৪৩৩। ১৩৫০

উদ্ধারণ দত্ত ৪১২। ২০১১

উপেন্দ্র ১৪৯২। ১৪৯৬

উপেন্দ্রমিশ্র ৪৪৮

ঋ।

ঋষভদেব ১৫১৮

ক।

কবিকর্ণপুর (কর্ণপুর, পুরীদাস, পরমানন্দ দাস) ৩৬৪।১৪০১।১৪০৩। ২০৩৬। ২০৩৮। ২১৫৮। ২২৫৪। ২২৫৫

কবিচন্দ্র ৩৮৩। ৩৮৪

কবিদত্ত ৪৩১

কণ্ঠাভরণ ৪৩১

কমল নয়ন ৩৮৪

কমলাকর পিপ্পলাই ৪০৬। ২০১১

কমলাকান্ত বিশ্বাস ৩৮৭। ৪২২। ৪২৪। ৪২৫। ১০২৭

কমলানন্দ ৩৯৫

কর্দ্দম ১৫১৯

কলানিধি ৩৯০

কংস ১১৪৯

কংসারি মিশ্র ৪৪৯

কংসারি সেন ৪১৫

কাজী ৫৪৪-৫৪৯।৫৫১-৫৫৩।৫৫৭।৫৫৮

কানাঞি খুটিয়া ১২০৭।১২০৮

কানু ঠাকুর ৪১১

কানু পণ্ডিত ৪২৮

কামদেব ৪২৮

কামাভট্ট ৩৯৫

কারণাব্ধিশায়ী ৬০।২৬৭।১৫০৪।১৫০৭

কালিদাস ২২৪৪।২২৪৬।২২৪৯।২২৫০।২২৫২-২২৫৪।২৩৬২

কালিদাস (কবি) ৫০৯

কাশীনাথ ৩৮২

কাশীমিশ্র ৩৮৯।৬০৪।৮১৭।১০০২।১০১০-১০১২।১০২৮।১০৭০ ১০৭৭।১০৯৮।১১০৮।১১২৯।১১৭২।১১৭৩।১২০৭। ১২৫৯।১২৯৫।১৭৯৯ ২১০০।২১০১।২১০৩।২১১২।২১৪৬।২১৪৭

কাশীশ্বর গোঁসাঞি ৩৩১।৩৯২।৩৯৩।৬০৪।৬২৪।১০৩৬।১০৪৮।১১০৯ ১১১৬।১১৩৬।১১৫৩।১২৩৫।১২৭৩।১৭৯৯।১৮৯০। ১৯৫০।২০৫৭।২০৫৯ ২০৮১।২০৮৪।২১৩৫।২১৩৮।২১৪৭

ক্ষীরোদশায়ী ৬০।৭৭।৭৮।২১৭।২২৯।১৫০৯।১৫৪৫।২২০০

ক্ষীরভগবতী ৯৯৩

কূর্ম্ম (অবতার) ২১৮।৮৩৬।১৫০৯।২২৮৮।২৩৬২

কূর্ম্ম (জনৈক ব্রাহ্মণ) ৮৩৬।৮৩৮

কৃষ্ণ ১০।১৪।২৫।২৭।৩০।৩৩।৩৪।৩৭।৩৯।৪৪।৫৫।৬০।৬২-৬৭।৬৯।৭২।
৭৩।৭৫-৭৮।৮০।৮৪-৮৬।৯১-৯৩ । ৯৯ । ১০০ । ১০৬-১০৮।১১০। ১১২-
১১৫।১১৮।১১৯।১২৬।১৩১—১৩৩।১৩৬।১৩৭।১৩৯। ১৪১-১৪৩ । ১৪৫ ।
১৪৬।১৪৮।১৫১।১৫৬।১৫৮।১৬০-১৬২।১৬৪-১৭৩।১৭৫। ১৭৮ । ১৭৯ ।
১৮৩।১৮৫।১৮৯।১৯৪-১৯৭।২০০।২০২।২০৪। ২১১-২১৪ । ২১৮ । ২২৮-
২৩০।২৩৩।২৩৪।২৩৭।২৪০।২৪৭।২৫৯-২৬১।২৬৩। ২৬৫-২৬৯ । ২৭৩ ।
২৭৪।২৮৬।২৮৮।২৮৯।২৯০।২৯৩।৩১০।৩১২।৩১৩।৩১৮।৩১৯।৩২১।৩২৩।
৩২৫।৩২৯।৩৬৬।৩৭৩।৩৮১।৩৯৯।৪০০।৪১০।৪১১।৪১৬। ৪২৬ । ৪৪৩-
৪৪৫।৪৪৭।৪৫০-৪৫২।৪৫৫।৫২০।৫২২।৫২৪।৫৩৩।৫৩৪ । ৫৪৪ । ৫৫৪-
৫৫৭।৫৬৩।৫৬৮।৫৬৯।৫৭০।৫৭২। ৬১৯ । ৬৩৩ । ৬৩৬ । ৬৩৮ । ৬৩৯ ।
৬৪১।৬৪২।৬৪৪।৬৫২-৬৫৫।৬৭২। ৬৭৩ । ৬৭৯ । ৬৯১ । ৬৯৩ । ৬৯৫ ।
৬৯৯।৭০৩।৭১১।৭১৭।৭২৪। ৭২৮ । ৭৩৪ । ৭৪০-৭৪২ । ৭৫৭ । ৭৬৪ ।
৭৭৫।৮০৪।৮০৬।৮০৮।৮১৪।৮১৬।৮২৮।৮৩১।৮৩২।৮৩৬ । ৮৩৭ । ৮৪০ ।
৮৪৫।৮৫০।৮৬৭।৮৬৯।৮৭০। ৮৭৭ । ৮৭৯ । ৮৮০ । ৮৮৭-৮৯১ । ৮৯৪ ।
৮৯৬।৮৯৭।৮৯৮।৯০৫ ।৯০৭-৯১০ । ৯১২ । ৯১৩ । ৯১৫-৯১৯ । ৯২১ ।
৯২৩।৯২৪।৯২৫ । ৯২৮ । ৯৩২ । ৯৩৫ । ৯৩৬ । ৯৩৭ । ৯৩৯। ৯৪০ ।
৯৪১।৯৪৩।৯৪৪।৯৪৯-৯৫৫।৯৫৭-৯৬৪।৯৭৯।৯৮৩।৯৮৪ । ৯৮৫ । ৯৮৭ ।
৯৮৮।৯৯৫।৯৯৭।১০০০ । ১০০৯ । ১০১০ । ১০৩০ । ১০৩১ । ১০৩৮ ।
১০৪৫। ১০৪৭ । ১০৫৫ । ১০৬১ । ১০৬৬ । ১০৮৫ । ১০৯৩ । ১০৯৭ ।
১১০০।১১০৩ ১১২১ । ১১১২ । ১১১৭ । ১১১৮ । ১১৩১ । ১১৩৮ ।
১১৪২।১১৪৭।১১৫০।১১৫২। ১১৬৮।১১৭৪। ১১৭৫ । ১১৭৯ । ১১৮১ ।
১১৮৪ । ১১৮৬ । ১১৮৮ । ১১৯০-১১৯৩ । ১১৯৬। ১১৯৭ । ১২০৬ ।

১২১০। ১২১৩। ১২১৪। ১২১৭। ১২১৮। ১২১৯। ১২২১। ১২২২।
১২২৩।১২২৫।১২২৬।১২২৭।১২২৯-১২৩৩। ১২৪০। ১২৪১। ১২৪২।
১২৪৯।১২৫০।১২৫১।১২৬৩।১২৬৪।১২৬৬। ১২৭২। ১২৭৪। ১২৭৫।
১২৭৭।১২৭৯-১২৮২।১২৯২।১২৯৩,১২৯৫। ১২৯৬। ১২৯৭। ১৩০৫।
১৩০৬। ১৩০৮। ১৩০৯। ১৩১১। ১৩১২। ১৩১৫। ১৩১৭। ১৩১৯-
১৩২২।১৩২৪-১৩২৭।১৩৩৩,১৩৩৪।১৩৩৫। ১৩৩৭। ১৩৪১। ১৩৪২।
১৩৫৩।১৩৫৭।১৩৫৯।১৩৬০।১৩৬১।১৩৬৩। ১৩৬৪। ১৩৬৫। ১৩৭৫-
১৩৭৭।১৩৮১। ১৩৮৬। ১৩৮৭। ১৩৯২। ১৩৯৩। ১৩৯৮। ১৪০০।
১৪০১। ১৪০৪। ১৪০৫। ১৪১২। ১৪১৪। ১৪২০। ১৪২৬। ১৪২৭।
১৪২৯। ১৪৩০। ১৪৩৩। ১৪৩৪। ১৪৩৫। ১৪৩৭। ১৪৪০-১৪৪৫।
১৪৫৮। ১৪৬৩। ১৪৬৪। ১৪৬৫। ১৪৬৭। ১৪৬৯-১৪৭৩। ১৪৭৫।
১৪৭৬।১৪৭৮।১৪৭৯।১৪৮০। ১৪৮২। ১৪৮৪। ১৪৮৫।১৪৮৯।১৪৯২।
১৪৯৩।১৪৯৬।১৪৯৯।১৫০১।১৫০২।১৫০৯। ১৫১১। ১৫১২। ১৫১৩।
১৫১৫।১৫১৬,১৫১৯।১৫২০।১৫২১।১৫২৫। ১৫২৭। ১৫৩০। ১৫৩১।
১৫৩২।১৫৩৪।১৫৩৬,১৫৩৭। ১৫৩৯-১৫৪৬। ১৫৪৮-১৫৫৮। ১৫৬০।
১৫৬১।১৫৬২,১৫৬৪।১৫৬৫।১৫৬৬।১৫৭০। ১৫৭১। ১৫৭৩। ১৫৭৪।
১৫৭৬,১৫৮১।১৫৮৩।১৫৮৪।১৫৮৬,১৫৮৯।১৫৯১।১৫৯৩।১৫৯৪।১৫৯৫।
১৫৯৭।১৫৯৮।১৫৯৯,১৬০৪।১৬০৬।১৬১০। ১৬১১।১৬১৩-১৬১৫।১৬১৭।
১৬১৯।১৬২০।১৬২৪,১৬২৬।১৬২৭।১৬৩১।১৬৩৩।১৬৩৪।১৬৩৬।১৬৩৮।
১৬৪২।১৬৪৪।১৬৪৫,১৬৪৬,১৬৪৮।১৬৫৩।১৬৫৫।১৬৬২।১৬৬৫।১৬৬৬।
১৬৭০।১৬৭১।১৬৭৯।১৬৮০।১৬৮১।১৬৮৫। ১৬৮৭। ১৬৮৯। ১৬৯০।
১৬৯২। ১৬৯৩। ১৬৯৫-১৭০১। ১৭০৩। ১৭০৪। ১৭০৭। ১৭০৮।
১৭১০।১৭১৪-১৭১৯।১৭২১,১৭২৬।১৭৩০। ১৭৩১। ১৭৩৬। ১৭৩৭।
১৭৪১।১৭৫০।১৭৫২।১৭৫৩।১৭৫৫।১৭৫৬।১৭৫৮।১৭৬২।১৭৬৫।১৭৭১।

১৭৮৮ | ১৭৯০ | ১৭৯১ | ১৭৯৩ | ১৭৯৬ | ১৮০২-১৮০৫ | ১৮০৭ |
১৮১৪|১৮১৫|১৮১৮|১৮১৯|১৮২৫|১৮২৮| ১৮৩৯ | ১৮৪৫ | ১৮৫৭ |
১৮৫৮|১৮৬৫|১৮৬৬|১৮৭০|১৮৭১|১৮৭৯|১৮৮০|১৮৮১|১৮৯১|১৮৯৯|
১৯০৭|১৯১৫|১৯২২|১৯২৫|১৯২৬|১৯২৭ | ১৯২৯ | ১৯৩০ | ১৯৩১ |
১৯৩২|১৯৩৮|১৯৪০|১৯৪১|১৯৪৩|১৯৪৪|১৯৪৬|১৯৪৯|১৯৫৩|১৯৬৩|
১৯৬৫|১৯৬৬|১৯৬৮|১৯৭১|১৯৭২|১৯৭৬|১৯৭৮|১৯৭৯|১৯৮০|১৯৮১|
১৯৮২|১৯৮৩,১৯৮৯|১৯৯৪|১৯৯৫|১৯৯৬|১৯৯৭|১৯৯৮|১৯৯৯|২০০০|
২০০৩|২০১৯|২০২৬|২০২৮,২০৩২|২০৩৩|২০৪২|২০৪৩|২০৫১|২০৫২|
২০৫৩|২০৫৬|২০৫৭|২০৬১|২০৬৩|২০৬৪|২০৬৫|২০৬৭;২০৬৮|২০৬৯|
২০৭১|২০৭৬|২০৭৭|২০৭৮|২০৮০|২০৯০|২০৯২|২০৯৩|২০৯৯|২১৩৩|
২১৩৮|২১৩৯|২১৪২|২১৪৪|২১৪৮|২১৫২|২১৫৩|২১৫৬|২১৬০|২১৬৮|
২১৭০|২১৭২|২১৮৮|২১৮৯|২১৯০|২১৯৪|২১৯৬|২১৯৮|২২০০|২২০১|
২২০২|২২০৩|২২০৪|২২০৮|২২১০|২২১১|২২১৪|২২১৫|২২১৭|২২১৯|
২২২১|২২২৩|২২২৪|২২২৫|২২২৭|২২২৮|২২২৯|২২৩০|২২৩১|২২৩২ |
২২৩৩|২২৩৫|২২৩৬|২২৩৭|২২৩৮|২২৪৪|২২৪৭|২২৪৮|২২৪৯|২২৫৩ |
২২৫৪|২২৫৬|২২৫৮|২২৫৯|২২৬০|২২৬৬|২২৬৮|২২৭০| ২২৭৪|২২৭৯|
২২৮০|২২৮২|২২৮৪|২২৮৫|২২৮৬|২২৮৮|২২৯১|২২৯৩|২২৯৫|২২৯৯|
২৩০০|২৩০১|২৩০২|২৩০৩|২৩০৪|২৩০৫|২৩০৭|২৩০৮|২৩০৯|২৩১১|
২৩১৫|২৩১৬|২৩১৭|২৩১৮|২৩১৯|২৩২০|২৩২১|২৩২২|২৩২৬|২৩২৭|
২৩২৮|২৩২৯|২৩৩০|২৩৩১|২৩৩৫|২৩৪১|২৩৪২|২৩৪৩|২৩৪৫|২৩৪৬|
২৩৪৭|২৩৪৮|২৩৪৯|২৩৫১|২৩৫২|২৩৫৩|২৩৫৪|২৩৫৫|২৩৫৬|২৩৬০ |
২৩৬২|২৩৬৩

কৃষ্ণ মিশ্র ৪২০

কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ পার্ষদ) ৪১৪

কৃষ্ণদাস (শ্রীরূপপার্ষদ) ১৩৫১
কৃষ্ণদাস (অদ্বৈতশাখা) ৪২৮
কৃষ্ণদাস (অকিঞ্চন) ৩৬৫।২১১৫
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৩৯।৮০।১১৫।১৯০।২৪০।২৪৮।২৭০।৩১৬.৩৩৩।৩৪৫। ৪০০।৪১৬।৪৩৮।৪৬৫।৪৮৩।৪৯০।৫১০।৫৭৬।৬২৩। ৬৬৩। ৬৯৫। ৭২৮। ৭৫২। ৮১৭। ৮৪০। ৯২৯। ১০০৫। ১০৪৮। ১০৮৬। ১১১৮। ১২০২। ১২৫২। ১৩০০। ১৩৩৮। ১৩৭৮। ১৪৪৭। ১৫৩৪। ১৫৭৪। ১৬৩৪।১৬৭৩। ১৭৫৮।১৮০৭।১৮৬৬।১৮৯৩।১৯৩২।১৯৬৮।২০০০।২০৪৮।২০৭৪।২০৯০। ২১১২।২১৩৬।২১৫০।২১৭০।২১৯০।২২১৭।২২৪২।২২৭২।২২৮৯।২৩০৯। ২৩৩৯।২৩৬৫
কৃষ্ণদাস (কালা) ৪১১।৬০২।৮২৪।৮৩১।১০১৬।১০১৭।১০১৮
কৃষ্ণদাস (প্রেমী) ৩৩২
কৃষ্ণদাস (বিপ্র) ৩৯৪।৪১০।৬০৬।৯৭৩।১০০১
কৃষ্ণদাস (সুবর্ণ বেত্রধারী) ১০১৩
কৃষ্ণদাস (রাঢ়ী বিপ্র) ১২৬০
কৃষ্ণদাস (বৈদ্য) ৩৮৩
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ৪৩৪
কৃষ্ণদাস (রাজপুত) ১৩৫৮।১৩৬৬।১৩৬৯।১৩৭০।১৩৭১।১৩৭৭
কৃষ্ণদাস সরখেল ৪০৬
কৃষ্ণদাস হোড় ২০১১
কৃষ্ণানন্দ (উড়িয়া) ৩৯১
কৃষ্ণানন্দ (নিত্যানন্দশাখা) ৪১৪
কৃষ্ণানন্দ পুরী ৩৩৯
কেশব ৮৩১।৯৭৪।১৩২৭।১৪৯০।১৪৯৩।১৪৯৫।১৪৯৭।১৬৭১

কেশব ছত্রী	৬১০।৬১১
কেশব পুরী	৩৩৯
কেশব ভারতী	২৮৫।৩৩৭।৪২০।৪৪৮।৫৬৬।৭৬৭।১১০২।১৩১৮।২২১৩

গ ।

গঙ্গাদাস	৪১৩
গঙ্গাদাস (নির্লোম)	৩৯৭
গঙ্গাদাস পণ্ডিত	৩৫২।৪৪৯।৪৮৫।৬৮৬।১০৬৫।১০৭৬।১১২৬।২১১৫
গঙ্গামন্ত্রী	৪৩১
গজপতি	১০৬১।১০৮৬।১০৮৭।১০৯৬
গদাধর দাস	৩৬০।৪০৪।১২১০।২০১০
গদাধর পণ্ডিত	১৩। ১৮০। ২৫৮। ২৭৪। ৩১৬। ৩১৮। ৩৪৯। ৩৮৮। ৪৩০। ৪৪০। ৫৭৬। ৬২০। ৬৫৭। ৬৮৬। ১০১৮। ১০৬৫। ১০৭৬। ১১০৮। ১১৬৯। ১২৩৫। ১২৬৬। ১২৭৩। ১২৯৫। ১২৯৮। ১৩০০। ১৭৯৯। ১৯৫০।১৯৭১।২০৫৭।২০৬০।২০৭০।২০৭৩।২১৩৪।২১৩৫।২১৩৮। ২২১৩
গন্ধর্ব্ব	১০৩২।১৪৮৭।১৮৭০।১৮৯০।২০৯২
গর্ভোদশায়ী	৬০।২১৭।১৫০৯।১৫১১
গরুড়	৬৪৭।১১১১।১৩১২।২১৯৭।২২৫৬
গরুড় পণ্ডিত	৩৬৯।২১১৫
গালীম জগন্নাথ	৩৮৪
জ্ঞানদাস	৪১৫
গুণার্ণব মিশ্র	২৩৭
গুণরাজ খাঁ	১২১৬
গোকুল দাস	৪১৪

গোপাল (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৪
গোপাল (আচার্য্য গোসাঞ্রি পুত্র) ১১০৭
গোপাল (বিগ্রহ) ১২৫৮।১২৬৯।১৩২৮।১৭৭১
গোপাল আচার্য্য ৩৮৫
গোপাল চক্রবর্ত্তী ১৯২২
গোপাল চাপাল ৫২৫।৫২৬।৬০৮
গোপালদাস ৩৮৪
গোপাল ভট্ট ১২।৩৩৫।৩৮২।১৩৫০।১৮১১
গোপাল ভট্টাচার্য্য ১৮৭৯।১৮৮০
গোপীনাথ (বিগ্রহ) ৬৯৯।৭০০।৭১৪।৭১৫।৭১৬।৭১৯।৭২০।৭২২।৭২৮
১২৫৭।১২৫৮।১২৭৩।২৩৬৪
শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ৩৮৯।৭৬০।৭৬১।৭৬৩।৭৬৪।৭৬৬।৭৬৭।৭৬৯
৭৭২।৮০৫।৮০৯।৮১০।৮২৬।৮২৯।৮৩০।১০০১।১০৬২। ১০৭১ । ১০৭৭ ।
১০৭৯। ১০৮২। ১১০৯। ১১১১। ১১৬৯। ১২৪৮। ১২৫০।১২৫১।১২৭৩।
২০৯৩।২১৩৫
গোপীকান্ত ৩৮৩
গোপীনাথ পট্টনায়ক ৩৯০।৬২৫।১১২৬।২০৯৪।২০৯৫।২০৯৮।২০৯৯।
২১০০।২১০২।২১০৪।২১০৬।২১০৮।২১০৯।২১১২।২৩৬১
গোপীনাথ সিংহ ৩৬৯
গোবর্দ্ধন দাস ১২৮৯।১২৯০।১৯১৯।১৯২০।২০৩৫।২০৩৬
গোবর্দ্ধন শিলা (বিগ্রহ) ২০৪২।২০৪৪।২০৪৫
গোবিন্দ কবিরাজ ৪১৫
গোবিন্দ (সেবক) ১০৩৬।১০৩৮।১০৪০।১০৬৪।১০৬৫।১০৮২।
১০৯৪। ১১০৯। ১১১৫। ১১১৬। ১১২৬। ১১৩১। ১১৫৩। ১১৬৫।

১২৩৫। ১২৫৮। ১২৫৯। ১২৭৩। ১৩৫১। ১৭৯৯। ১৮১৮। ১৮৮৩।
১৮৮৭। ১৮৯০। ১৯৪০। ১৯৫০। ২০২৯। ২০৩১। ২০৪০। ২০৪৪।
২০৪৭। ২০৭২। ২০৮৩। ২০৮৪। ২১১৯। ২১২৩। ২১২৬। ২১২৭।
২১২৮। ২১৩০।২১৩১। ২১৩২। ২১৩৯। ২১৫৭। ২১৫৮। ২১৬৪। ২১৬৫।
২১৬৬।২১৬৯।২১৭০।২১৭৩।২১৮৩।২১৮৫।২১৯৬।২১৯৭।২২০৮।২২১৩।
২২৫০।২২৫২।২২৫৩।২২৫৮।২২৫৯।২২৭৪।২৩২২।২৩২৩।২৩৬১

গোবিন্দগোসাঞি ৩৩১।৩৯২।৩৯৩।৩৯৪।৪২৪।৬০৪।১৩৫০।২০৮১

গোবিন্দ ঘোষ ৩৮৬।৩৮৭।১১২৭।১২৫৬

গোবিন্দ দত্ত ৩৬৪

গোবিন্দানন্দ (মহাভাগবত) ৩৬৪।১১২৬।১১৩১

গোসাঞিদাস ৩৩২

গৌরাঙ্গদাস ৪১৫

গৌরী ৪৫৮

গৌরীদাস পণ্ডিত ৪০৭।২০১১

চ।

চক্রপাণি আচার্য্য ৪২৭

চণ্ডীদাস ৪৪৬।৬৫৬।১০৩২

চন্দনেশ্বর ৭৬২।১০১৩

চন্দ্রশেখর আচার্য্য ৩৪৮।৫৪৩।৫৬৭

চন্দ্রশেখর (শূদ্র) ২৫৮। ২৮১।২৮২।৩১৪।৩৮৪।৩৯৮।৩৯৯।১৩১৪। ১৩১৫।
১৪৪৬।১৪৪৭।১৪৫৫।১৪৫৮।১৪৫৯।১৭৭১।১৭৯৩।১৭৯৮।২১৭৭।২১৮৬

চিরঞ্জীব ৩৭১।৩৮৭।১০৬৬

চৈতন্য দাস ৩৩১।৪২৮।১২৫৭।২১৩৪।২১৩৫

চৈতন্যবল্লভ ৪৩৬

চোর পার্ব্বতী ৯৯৩

জ।

জগদানন্দ পণ্ডিত ৩৫১।৩৮৮। ৬০০। ৬২০।৬২৪।৬৫৭।৬৯৪। ৮১০। ৮১১ ৮২১।১০০১।১০১৬। ১০৩৫।১০৫৮।১০৮১।১০৮২। ১১০৯।১১১০।১২৩৫ ১২৭৩।১৭৯৯।১৮৭৪।১৮৯০।১৯৫০।১৯৫৩। ১৯৫৫।১৯৫৬।২০৫৭।২০৫৯ ২০৭০।২০৭২।২০৭৭।২১৩৫।২১৩৮।২১৪৭। ২১৬২।২১৬৩।২১৬৪।২১৬৬ ২১৬৮। ২১৭০। ২১৭২-২১৭৫। ২১৭৭।২১৭৮। ২১৮০। ২১৮১। ২১৮২ ২১৯০।২২১৩।২৩১১।২৩১২।২৩১৪।২৩৬১।

জগদীশ ৪২২।২০১১

জগদীশ পণ্ডিত ৩৬৭।৪০৯।৪৭৪

জগন্নাথ (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৪

জগন্নাথ আচার্য্য ৩৮৩

জগন্নাথ কর ৪২৮

জগন্নাথ তীর্থ ৩৮৫

জগন্নাথদাস (কাষ্ঠকাটা , ৪৩৩

জগন্নাথদেব ৬২৩।৬৪৭।৬৯৮।৭১৭।৭১৮।৭৪৫।৭৪৯।৭৫৫।৭৫৬।৭৬০।৭৬২ ৭৬৩।৭৭৯।৮০৫। ৮০৯।৮১০।৮২০।৮২৩। ১০০২।১০০৮।১০১১।১০১৩। ১০৪২।১০৫২।১০৫৮।১০৬৮।১০৭৭।১০৮১।১০৮৩।১০৯৮।১১১০।১১১৫। ১১১৬।১১২২।১১২৪।১১২৭।১১২৮।১১৩১। ১১৩৭। ১১৩৯। ১১৪০। ১১৪২। ১১৫০।১১৫১।১১৫২। ১১৫৩। ১১৫৪। ১১৫৫। ১১৫৬। ১১৬৪। ১১৬৫।১১৬৬।১১৬৭।১১৬৮।১১৭১।১১৭৩।১১৭৫।১১৯৪।১১৯৬।১২০০। ১২০১। ১২০২। ১২০৫। ১২০৬। ১২০৮।১২৩৫। ১২৪০। ১২৪৪। ১২৫০।

১২৫৯।১২৬৭।১২৬৯।১২৭২।১২৯৪।১৩০৪।১৪৯৩।১৭৯৯।১৮০১।১৮১৪।
১৮২০।১৮২৫।১৮৬৯।১৮৭৬।১৮৭৭।১৮৮৮।১৯০০।১৯৩৫। ১৯৩৬।১৯৪০
১৯৫৩। ১৯৭৫। ১৯৯১। ১৯৯৯। ২০৩০। ২০৫০। ২০৭৭।২০৯২।২০৯৮।
২১০০।২১০৩। ২১১৯। ২১২৩। ২১৩৩। ২১৩৪। ২১৬২। ২১৬৫। ২১৬৬।
২১৬৭। ২১৮৩।২১৮৪। ২১৮৮। ২১৯৭। ২১৯৮।২২১১। ২২১৯। ২২৫২।
২২৫৬।২২৫৮।২২৯৬।২৩১২।২৩৩০

জগন্নাথ মাহাতি ১২০৭।১২০৮

জগন্নাথ মিশ্র ১১১।৪৪৮।৪৪৯।৪৫১।৪৫২। ৪৫৩। ৪৫৯। ৪৬২। ৪৬৩। ৪৬৪
৪৬৮।৪৭০।৪৮০।৪৮৩।৪৮৭।৪৮৮।৫৭১।৭৬৪।৯৯৫।৯৯৬

জগাই ২৪২।৩২৩।৩৮৭।৫২০।৬১৪।৬১৫।১০৫৯

জঙ্গম নারায়ণ ১৩৬১

জনার্দ্দন ৬০২।৯৭৬।১৪৯২।১৪৯৩।১৪৯৬

জনার্দ্দন (অদ্বৈতশাখা) ৪২৮

জনার্দ্দন মিশ্র ৪৪৯

জয়দেব ৪৪৬।৫০৯।২৩৫৬

জরাসন্ধ ৩১৮।১৯৯৮

জানকীনাথ বিপ্র ৩৮৫

জিতামিত্র ৪৩৩

জীবগোস্বামী ১২।১০৬।৩৩৫।৩৭৬।৫৭৬।৫৮৩।১৩৫০।১৮০৭।১৮১১
১৯৬৮।২১৩৮।২৩৫৯।২৩৬৪

ঝ।

ঝড়ু ঠাকুর ২২৪৬।২২৪৯

ত।

তপন আচার্য্য ৩৯৫

তপন মিশ্র ২৮২।৩১৪।৩৯৮।৩৫৯।৪৯৩।১৩১৩।১৩১৫।১৪৪৬।১৪৪৮
১৪৫৯।১৭৬১।১৭৭১।১৭৯৩।১৭৯৮।২১৭৭।২১৮৩।২১৮৬

ত্রিতকুপ ৯৯৩

ত্রিবিক্রম ৯৩৭।১৪৯০।১৪৯২।১৪৯৪।১৪৯৫

ত্রিমল্লভট্ট ৬০২

ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র ৪৪৯

ত্র্যম্বক্‌ ৯৯৯

দ।

দময়ন্তী ৩৫২।২১১৫।২১১৮

দবিরখাস ৬১১।৬১২।৬১৮

দয়িতাগণ ১১২১

দামোদর ১৪৯০।১৪৯১।১৪৯৬

দামোদর দাস ৪১৫

দামোদর পণ্ডিত ৩৫৩। ৩৮৮। ৬২২। ৬২৪।৬৯৪।১০০১।১০১৮।১০৮১
১১০৯।১১২৬।১২৩৫।১২৭৩।১৭৯৯।১৮৯০।১৮৯৬।১৮৯৭।১৯০০। ১৯৫০
২০৫৭।২০৫৯।২৩৬০

দামোদর স্বরূপ ১৪৬।১৪৮।১৬২।১৮০।১৮৯।২৪১।৩৭৯।৩৮০।৩৮৮।৪৪০
৪৪১।৪৪৬।৪৪৭।৪৬৫।৫৭৬।৫৯১।৫৯৭।৬০০।৬০৪।৬২৪। ৬৪২। ৬৪৫
৬৫৬।৬৫৭।৬৫৯।৬৬২।৬৬৩।৬৮৬।৮১০।৮২২। ৯২৯।১০১৬।১০২৯।১০৩১
১০৩৩।১০৩৪।১০৫৮।১০৬৪।১০৭৩।১০৭৪।১০৮১।১০৮২।১০৯১। ১০৯২
১১০৩।১১০৫।১১০৯।১১১০।১১১৫।১১১৬।১১২৪।১১২৬।১১৩১।১১৩৯
১১৪১।১১৪৩। ১১৫০।১১৫১।১১৬৪।১১৬৯। ১১৭১। ১১৭৩। ১১৭৪
১১৭৫।১১৭৬।১১৭৭।১১৭৯।১১৮২।১১৮৮।১১৯৩।১১৯৫।১১৯৮।১২৩৫।

১২৩৬।১২৩৭।১২৫৯।১২৬৫।১২৭৩।১৩০৪। ১৩০৫ । ১৭৯৯ । ১৮২৫ ।
১৮৭৮।১৮৮২।১৮৮৩।১৮৮৮।১৮৯০।১৮৯২ । ১৯৩২ । ১৯৫০ । ১৯৭১ ।
১৯৮৭।১৯৮৮।১৯৮৯।১৯৯০।১৯৯১।১৯৯৫ । ২০০৩ । ২০২০ । ২০২৫ ।
২০২৬।২০২৮।২০৩২।২০৩৩।২০৩৪।২০৩৫ । ২০৩৯ । ২০৪০ । ২০৪১ ।
২০৪৪।২০৪৭।২০৫৫।২০৫৭।২০৫৯।২০৭২ । ২০৯২ । ২০৯৭ । ২১২৪ ।
২১২৬।২১৩৮।২১৩৯।২১৪৩।২১৪৪।২১৪৬।২১৪৭।২১৭০।২১৭৩।২১৭৪।
২১৭৫।২১৮৩।২১৮৫।২১৮৭।২১৯২।২১৯৩ । ২১৯৪ । ২২০০ । ২২০৮ ।
২২০৯।২২১০।২২১১।২২১৩।২২১৪।২২২০ । ২২২৫ । ২২৩১ । ২২৩৯ ।
২২৪০।২২৫৪।২২৫৯।২২৭২।২২৭৩।২২৭৪ । ২২৭৫ । ২২৭৬ । ২২৭৭ ।
২২৮৭।২২৯৩।২২৯৫।২২৯৬।২২৯৭।২২৯৮।২২৯৯।২৩০৮।২৩০৯।২৩১৪।
২৩১৫।২৩২২।২৩২৩।২৩৩০।২৩৪১।২৩৪৪।২৩৫৯।২৩৬০।২৩৬১।২৩৬৪

দীর্ঘ বাহু ১৩৩২
দুর্গা ৯৬৫
দুর্ব্বাসা ২০১৭
দেবকী ১৪৩৪।১৪৮৬
দেবদাসী ২১৮২।২৩৬১
দেবানন্দ ৩৭০।৪১৪।৬০৮

ধ ।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত ৪০৯।২০১১
ধর্ম্ম সেতু ১৫১৮
ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ৪৩১

ন ।

নকড়ি ৪১৪

নকুল ব্রহ্মচারী ৩৬২।১৮৬৯।১৮৭১।১৮৭২

নন্দ ২৫৯।৪৪৯

নন্দন (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৩।৬৮৬

নন্দন আচার্য্য ৩৫৬।২১৩২

নন্দাই ৩৯৩।৩৯৪।৪১৪।১০৪০।১২৭৩।২১৬৯।২২১৩

নন্দিনী ৪২৮

নয়ন মিশ্র ৪৩১

নব যোগেন্দ্র ১৪৩২

নবনী হোড় ৪১৪

নর্ত্তক গোপাল ৪১৫

নর নারায়ণ ২২৯

নরহরি দাস (খণ্ডবাসী) ৩৭১।৬০৪।১০১৯।১০৬৬।১১২৭।১২২৩।১২২৫। ১২৫৬।২১২৪

নারদ ১১৯৫।১৪৮৫।১৫২৬।১৫২৭।১৬৯৭।১৬৯৯।১৭২৬।১৭২৭। ১৭২৮। ১৭২৯-১৭৩২।১৭৭৬।১৯৩১

নারায়ণ (পরব্যোমপতি) ৩২।৫৪।৫৫।৫৭-৬০।৬২।৬৩।৬৫।৬৭।৭৭।৭৮। ১০৪।১১৮।২০২। ২০৭।২১৪।২২৫।২২৬। ২৫২। ২৫৪। ২৮৫। ২৯৪। ৩১৩।৪৬৯।৪৮২।৪৮৭।৫৫৭।৫৬৬। ৫৬৯। ৬৮৯। ৭৬৪। ৯১৯। ৯৫৩। ৯৫৭। ৯৫৮। ৯৫৯।৯৬০।৯৬১।৯৬৪।১০৫১।১১৪৯। ১৪৮৯। ১৪৯০। ১৪৯২। ১৪৯৫। ১৪৯৮।১৫৪৬। ১৫৬২। ১৫৬৩। ১৭২৬। ১৭৬৩। ১৭৭৩।১৯০২।২৩৫৫

নারায়ণ (নিত্যানন্দশাখা) ৪১৪।১৩৫১

নারায়ণ পণ্ডিত ৩৫৪।১০৬৫

নারায়ণ দত্ত ১১২৬

নারায়ণ দাস ৪২৮।১৩৫১

নারায়ণী ৩২৭।৪১৫।৫৫৯

নিত্যানন্দ প্রভু ৭। ১০। ১৩। ৩৪। ৩৯। ৪২। ৮২। ১০৫। ১১৭। ১৮০। ১৮২। ১৯৩। ১৯৪। ১৯৫। ২০৮। ২২৩। ২২৫। ২২৭। ২২৮। ২২৯। ২৩০। ২৩৩। ২৩৪। ২৩৫। ২৩৬। ২৩৭। ২৩৮। ২৩৯। ২৪০। ২৪১। ২৪২।২৪৩ ২৪৪।২৪৭।২৪৮।২৫০।২৫৪।২৫৭।২৫৮।২৬৯।২৭০।২৭৪।৩১৫। ৩১৬।৩১৮ ৩১৯।৩২৩।৩২৫।৩২৮।৩৩০।৩৩৫। ৩৪০।৩৪৬। ৩৫৪। ৩৮৬। ৪০১। ৪০২ ৪০৩।৪০৪।৪০৫।৪০৬।৪০৮।৪০৯।৪১০। ৪১১। ৪১২। ৪১৩।৪১৪।৪১৬। ৪১৮।৪৪০।৪৪৯।৪৫২।৪৬৫।৪৬৭।৪৮৪। ৪৯২। ৫১২। ৫১৮। ৫১৯। ৫৪১ ৫৪২।৫৪৬।৫৫৮।৫৬২ ৫৬৭।৫৭১।৫৭৪। ৫৭৫। ৫৭৬। ৫৭৯। ৫৮১। ৬০০ ৬০৪।৬১২।৬২০।৬২৪।৬২৫।৬৬৩।৬৬৭। ৬৬৮। ৬৭০। ৬৭৬। ৬৭৭। ৬৭৮। ৬৭৯।৬৮১।৬৮৪।৬৯৪।৬৯৭। ৭২২। ৭২৭। ৭৩০। ৭৩১। ৭৪৬। ৭৪৭ ৭৪৮।৭৫০।৭৫২।৭৫৪।৭৬০।৭৬১।৭৬২। ৮১৯। ৮২১। ৮২৩। ৮২৮। ৮৩০ ৮৪২।৯২৮।৯৩২।১০০১।১০০৮।১০১২। ১০১৬। ১০৩৫। ১০৫০। ১০৫৮ ১০৮১।১০৮২।১০৮৪।১০৮৮।১০৯০।১০৯২।১০৯৪।১১০২। ১১০৮।১১১২ ১১১৩।১১২০।১১২৪।১১২৬।১১৩৫। ১১৫৩। ১১৫৯। ১১৬৮। ১১৬৯ ১১৯৯। ১২০৪। ১২০৮-১২১০। ১২৫৪। ১২৫৬।১২৫৮। ১২৬০-১২৬২। ১২৯৪।১৩০২।১৩৪০।১৩৮০।১৪৪৯।১৫৩৬।১৫৭৬।১৬৩৬।১৬৭৫।১৭৫৮। ১৭৬০।১৮০১।১৮০৭।১৮১২।১৮১৮।১৮৬৪।১৮৬৮।১৮৭৩।১৮৭৮। ১৮৯৫ ১৯১৬।১৯১৭। ১৯৩৫। ১৯৫০। ১৯৬৮। ১৯৭১। ২০০৩। ২০০৮। ২০০৯ ২০১৩।২০১৪।২০১৫।২০১৬।২০১৭।২০১৮।২০২১।২০২৩।২০৫০। ২০৫২ ২০৫৯।২০৭০।২১১৪।২১২৪।২১২৬।২১৩৮।২১৫২।২১৫৩।২১৫৪। ২১৫৫ ২১৫৬।২১৬১।২১৬২।২১৭২।২১৯২।২২১৯।২২৪৪।২২৭৩। ২২৯১।২৩১১ ২৩৪০।২৩৫৭।২৩৫৯।২৩৬০।২৩৬১।২৩৬৪

নীলাই ২২১৩

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ৪৪৯।৪৫৩।৪৬৪।৪৬৮।৫৫৮।৭৬৪।৭৬৫।১২৯০

নৃসিংহ ৫৩৯।৬০১।৮৪৩।৯৩৬।৯৪৪। ১১০৮।১৪৯২।১৪৯৪।১৪৯৬।১৫০৯ ১৮৭৬।১৮৭৭।২২৫১।২২৯৮

নৃসিংহচৈতন্য ৪১৫

নৃসিংহানন্দ ১০৬৫।১২৮৮।১৮৬৯।১৮৭৫।১৮৭৭।২১১৫

নৃসিংহতীর্থ ৩৩৯

প।

পণ্ডিত গোসাঞি ৩৩০।৩৩১।৫৭২

পদ্মনাভ ৬০২।১৪৯০।১৪৯২।১৪৯৩।১৫৪৫

পদ্মনাভমিশ্র ৪৪৯

পরমানন্দ অবধূত ৪১৪

পরমানন্দ উপাধ্যায় ৪১৩

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া ১৭৬০।১৭৭১।১৭৯৩

পরমানন্দ গুপ্ত ৪১৩

পরমানন্দপুরী ৩৩৭। ৩৪০। ৩৮৮। ৬০২।৬০৪। ৬২৪। ৬৫৭। ৯৬৪। ১০২১ ১০৩৬।১১০২।১১০৮।১১১১।১১১৬। ১১২৪।১১৭০।১৮৮৭।২০৫৯।২০৭৬ ২০৮৬

পরমানন্দ মহাপাত্র ৩৯১।১০১৪

পরমানন্দ মিশ্র ১৪৯

পরমেশ্বর দাস ৪০৮।২০১১।২১৫৯

পরশুরাম ৯৬৮।১৫২৬।১৫২৭

পার্ব্বতী ৮৯৮।৯৬৯

পীতাম্বর ৪১৫

পুণ্ডরীকাক্ষ ১৩৫১

পুরন্দর আচার্য্য ৩৫২।১০৭৬।২০১১

পুরন্দর পণ্ডিত ৪০৮

পুরন্দরমিশ্র ৭৬৫।১২৯০

পুরীয়া গোপাল দাস ৪৩৪

পুরুষোত্তম ৬০২

পুরুষোত্তম দাস ৪১১

পুরুষোত্তম (ভক্ত) ৩৮৪

পুরুষোত্তম পণ্ডিত ৪১০।৪২৮

পুরুষোত্তম বসু ৩৭১

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ৪২৮

পুরুষোত্তম সঞ্জয় ৩৬৮।১০৬৬।২১১৫

পুষ্পগোপাল ৪৩৪

পৃথু ২৯।১৫২৬।১৫২৭

প্রকাশানন্দ ২৮৪।১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮।১৭৬৩।১৭৬৮।১৭৭২।১৭৭৩।১৭৭৫

প্রতাপরুদ্র রাজা ৩৯১।৪২৩।৬০৫।৬০৭।১০০৮।১০১০।১০৫১।১০৫৩।১০৫৯।১০৭০।১০৯৫।১০৯৬।১১২০।১১২২।১১২৯।১১৩৬।১১৩৭।১১৫৩।১১৫৯।১১৬২।১১৬৬।১২০৭।১২০৮।১২৫৫।১২৭০।১৩০৯।২১০৩

প্রদ্যুম্ন ৩০।২০২।২০৭।১৪৮৮।১৪৯০।১৪৯২।১৪৯৫

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ৩৫৪।৩৬৩।৬০৮।৬০৯।১৮৭৫।১৮৭৭

প্রদ্যুম্ন মিশ্র ৩৮৯।৬০৪।৬২৫।১০১৩।১২৯৫।১৭৯৯।১৮৬৯।১৯৭১।১৯৭২।১৯৭৩।১৯৮০।১৯৮৩।১৯৮৬।২০০০।২১০৭।২৩৬০

প্রহররাজ মহাপাত্র ১০১৪

প্রহ্লাদ ৮৪৩।১৯৩১।২০৯২

ব।

বক্রেশ্বর (পণ্ডিত) ৩৫০।৩৭০।৩৮৮।৬২০।৬২৪।৬৮৬।১০১৮।১০৬৫।১০৮৪।১১০৮।১১২৬।১১২৭।১১৩৮।১১৬৯।১১৭১।১২৭৩।১৭৯৯।১৯৫০।২০৬০।২১২৪।২১৩৫।২১৪৩।২১৪৫

বঙ্গবাটী চৈতন্য দাস ৪৩৬

বনমালী কবিচন্দ্র ৪২৮

বনমালী ঘটক ৪৮৯

বনমালী দাস ৪২৮

বনমালী পণ্ডিত ৩৬৮।৫৪৩

বরাহ ১৫০৯

বরাহ (ঠাকুর) ৭৩১

বলদেব ৩২।২৩৭।২৬৫।৪৫১।১১৫৪।১১৭৪।১৪৮৯

বলভদ্র ভট্ট ১৯৬৫

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ৩৯৪।৬২২।১৩০৪।১৩০৮।১৩১২।১৩১৪।১৭৯৮।১৯০৬

বলরাম ৩৪।১৯৩।১৯৪।১৯৫।২০৭।২১৭।২৬৬।২৬৯।৪৫২।৫২০।৫৮১।১১৩৭।১১৬৬।১৪৮৫।১৫০২।২১৯৮

বলরাম আচার্য্য ১৯১৯

বলরাম দাস ৪১০

বলি ২০৯২

বল্লভ ৩৭৩।১৯৬৮

বল্লভচৈতন্য দাস ৪৩৩

বল্লভ ভট্ট ৬২৫।১৩৯০।১৩৯২।১৪০০।২০৫০।২০৬০।২০৬৪।২০৬৫।২০৭১।২০৭৪।২৩৬১

বল্লভ সেন ৩৬৪।১০৬৬।১১২৭

বল্লভাচার্য্য ৪৭৮।৪৮৯

বসন্ত ৪১৪

বসুদেব ৪৪৯।১৪০৪

বাণীনাথ নায়ক ৩৯০।১০১৫।১০১৬।১০৬৮।১০৭৮।১১০৮।১১০৯।১১৬২।১১৭০।১২৫৯।১২৬৯।১২৯৫।১৭৯৯।২০৯৭।২০৯৯।২১১০।২১৪৬

বাণীনাথ বসু ৩৭২

বাণীনাথ বিপ্র ৩৮৫

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী ৪৩৩

বামন ৭৭।২২৯।১৪৯০।১৪৯১।১৪৯২।১৪৯৪।১৪৯৫।১৫০৯।১৫১৮

বাসুদেব (বিগ্রহ) ৬০২

বাসুদেব ৩২।২০২।২০৭।১৪৮৬।১৪৮৮।১৪৯০।১৪৯২।১৪৯৩।১৪৯৪।১৫০২

বাসুদেব (গৌড়ীয়) ৬২৪।৬৮৬।১১২৬।২১৩৪

বাসুদেব (কুষ্ঠী) ১৯৬২

বাসুদেব ঘোষ ৩৮৬।৩৮৭।৪০৪।৪০৫।৪৪০।১০৬৫।১০৭২।১১২৭।১২৫৬।১৯০৬

বাসুদেব দত্ত ৩৫৭।৪২৭।১০১৮।১০৬২।১১৭১।১২১৬।১২২৮।১২৮৫।১৯৫০।২০২২।২০৫৭।২১১৫।২১৩১।২১৬৩

বাসুদেব দ্বিজ ৮৩৮।৮৪০

বিজয় দাস (নিত্যানন্দ শাখা) ৪২৮

বিজয় দাস (রত্নবাহু) ৩৬৫

বিজয় পণ্ডিত ৪২৮।৬৮৬।১০১৮

বিজলীখান ১৩৭৬
বিঠ্ঠলঠাকুর ৯৯৪।৯৯৬
বিঠ্ঠলেশ্বর ১৩৪৯
বিদুর ১০৩৮।২৩২৪
বিদ্যানন্দ ৩৭১
বিদ্যানিধি ৬২৪।৬৮৬।১০৬১।১০৭৬।১১৬৯।১২৫৬।১২৬৫।১২৬৭।২১৫৩।
বিদ্যাপতি ৪৪৬।৬১৬।১০৩২।২২২৫।২ ২৭৪।২২৮৭।
বিদ্যাবাচস্পতি ৬০৭।১২২৫।
বিধি ২৫৮।১৬৯৭।২৩১৯
বিন্দুমাধব ১৩১৪।১৩৮৬।১৩৮৭।১৭৭১।
বিশাখা ২২২০।২২৩০।২২৩৭।২৩১৫।
বিশ্বরূপ ৪৫১।৪৮৭।৪৮৮।৬৮৫।৮২০।৮২৪
বিষহরি ৫৫৬
বিষকৃসেন ১৫১৮
বিষ্ণু ২৯।১১৮।১১৯।২১৭। ২২৫।২২৬।২২৭।২৯৮। ৩১৮।৩৬৭।৪৫১। ৫০৭। ৫৪২।৭৬১।৭৭৪।৯৪৬।৯৭২।১০৪৭।১৩৬১।১৪৯০।১৪৯১।১৪৯৩।১৪৯৪। ১৪৯৫।১৫০৮। ১৫০৯।১৫১০। ১৫১৪।১৫১৫। ১৫১৬।১৬১৮। ১৭৫৬। ১৭৭৩।১৯০২।
বিষ্ণুদাস ৬৯৭।৪১৩।৪২৭।১০১৪।১১২৭।
বিষ্ণুপুরী ৩০৯।
বিষ্ণুপ্রিয়া ৪৯৬।
বিল্বমঙ্গল ১০৪৬
বিশ্বেশ্বর ১৩১৩।১৭৯৩।
বিশারদ ৭৬০।৭৬৫।

বিষ্ণাই হাজরা ৪১৩
বিহারী ৪১৪
বীরভদ্র ৪০২।৪০৩।৪১৬
বুদ্ধিমন্তখান ৩৬৯।৬৮৬।২১১৫।২১৩১
বৃন্দাবনদাস ৩২৬।৩২৭।৩২৮।৩৩৩।৩৫৮।৪১৫।৪১৬।৪৪৮।৪৮৩।৪৮৬।৪৮৯। ৪৯০।৪৯৭।৫৪৬।৫৪৭।৫৬৭।৫৭৫। ৫৭৯।৬৯৫।৬৯৮।৭৪৭।১১০৭। ১২০৬ ১২৬১।১২৬৭।১২৮৮।১৯১০।২১২০।২৩৫৬।২৩৫৭।
বৃহদ্ভানু ১৫১৮
বৃহস্পতি ১০৩২।১৫২৩
ব্যেঙ্কটভট্ট ৯৪৮
বেদব্যাস ১৭৭৬।২৩৫৮।
বৈদ্যনাথ ৪২৮।
বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য ৪১২
বৌদ্ধাচার্য্য ৯৪১।৯৪২।৯৪৩।
ব্যাস ২৯।১০৭। ২৯৪।৩০২। ৩২৬।৪১৬।৪৪৮।৫৭৩। ৫৭৯। ১৫২৪। ১৫৬০। ১৬৯৬।১৭১৯।১৭৭০।১৭৭৫।২০৫৪।২০৯২।২২০১।২৩৫৮।
ব্রহ্মা ২৯।৫৭।৫৯।৬০।৮৪।২২৪।২২৫।৫৭৬।৯১৯।১১২৯।১৫০৮।১৫০৯।১৫১০ ১৫১১।১৫১২।১৫১৬।১৫১৭।১৫২৫।১৫২৬।১৫২৭।১৫৩৭।১৫৩৮।১৫৪১। ১৫৪২।১৫৪৪।১৫৪৯।১৫৫০।১৫৫১।১৫৫২। ১৫৫৪ । ১৬৭৩ । ১৭৩৭ । ১৭৭৬।১৮২৭। ১৯৩০।১৯৩১। ১৯৮৩। ২০৭৬। ২১০৭। ২১৫৬। ২২১৬। ২২৫৫।২২৫৮।
ব্রহ্মানন্দপুরী ৩৩৮।
ব্রহ্মানন্দভারতী ৩৩৮।৩৯২।৬২৮।১০৪০।১০৪১।১০৫২।১১০৮।১১১৬ ১১২৪।১১৭০।১৭৯৯।১৯৫০।

ভ।

ভগবান্ আচার্য্য ৩৯২।১০৪৭।১৮৭৮।১৯৮৭।১৯৮৯।২০৮৯।২১৩৫।২২১৩।
ভগবান পণ্ডিত ৩৬৬।২১১৫।
ভগবান মিশ্র ৩৮৩।
ভট্টমারী ৯৭৩।৯৭৪।১০১৬।
ভব ২৫৮।
ভবনাথ কর ৪২৮।
ভবভূতি ৫০৯।
ভবানন্দ রায় ৩৮৯।৬০৪।৬২৪।১০১৪।১০৬৮।২০৯৪।২১০০।২১০৫।২১০৭।
২১০৮।২১০৯।
ভাগবতাচার্য্য ৩৮৪।৩৮৭।৪২৭।৪৩১।
ভাগবত দাস ৪৩২।
ভীম ১৪৩৩।
ভীষ্ম ১২৭৫।২১৪৪।২১৪৮।
ভীষ্মক ৭৩৪।
ভূগর্ভ গোসাঞি ৩৩১।৪৩২।১৩৫০
ভূতেশ্বর ১৩৩২
ভৈরবী দেবী ৯৪৬।
ভোলানাথ দাস ৪২৮।

ম।

মকরধ্বজ কর ৩৫১।
মঙ্গরাজ ১২৭১।১২৭২।
মঙ্গলচণ্ডী ৫৫৬

মঙ্গল বৈষ্ণব ৪৩৩।

মৎস্য (অবতার) ২১৮।১৪৯৯।১৫০৯

মনোহর ৪১৪।

মধুসূদন ৩৮৪

মধ্বাচার্য্য ৯৭৮।৯৮১।৯৮৩।৯৮৪।৯৯২।

মহাদেব ৯৩৬।৯৪৫।৯৪৬।

মহাবিষ্ণু ২১৭।২৫১।২৫৩।৫৭৪।১৫০৭।১৫১৮।১৫৪৫।

মহা সঙ্কর্ষণ ২০৭।২০৮।২১৭

মহীধর ৪১৪।

মহেশ ৫৪০।৯৩৬।

মহেশ পণ্ডিত ৩৮৪।৪০৯।২০১১।

মাধব ১৪৯০।১৪৯৩।১৪৯৫।১৪৯৭।

মাধব (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৪।৪১৫।১০৬৫।

মাধব ঘোষ ৩৮৬।৩৮৭।৪০৪।১১২৭।

মাধব দাস ১৩৫০।

মাধব পণ্ডিত ৪২৮।১০৬৬।

মাধব (বেণী মাধব) ১৩২৬।

মাধবাচার্য্য ৩৮৭।৪১৫

মাধবী দেবী ৩৯২।১৮৮২।১৮৮৩

মাধবেন্দ্র পুরী ১১১।২৫৪।৩৩৬।৪৪৮।৬০০।৭০০-৭০৫।৭০৮।৭০৯। ৭১০
৭১২।৭১৩।৭১৫।৭১৬।৭১৮-৭২৩।৭২৮।৯৯৪।১২৩৫ । ১২৩৬ । ১২৫৮ ।
১২৭৩ । ১২৯৭।১৩২৮।১৩২৯।১৩৩০।১৩৬৫।১৭৯৯। ১৮০১ । ১৯৫০ ।
২০৭৮।২০৭৯।২০৮০

মাধাই ২৪২।৩২৩।৩৮৭।৫২০।৬১৪।৬১৫।১০৫৯

মামু ঠাকুর ৪৩১

মায়া সীতা ৬০৩।৯৬৭।৯৬৯।৯৭০

মালিনী ৪৫৯।২১৬০

মীন কেতন রাম দাস ২৩৬.২৩৭।২৩৮।৪১৫

মুকুন্দ (দত্ত) ২৫৮।৩৫৭।৪২৪ ৪৪০।৪৪৯।৫২৯।৫৬৭।৬০০। ৬২০।৬২৪ ।
৬৬৭।৬৭৩।৬৮০। ৬৮২।৬৮৩।৬৮৬।৬৯৪।৭৫১।৭৬০।৭৬১। ৭৬৭ । ৭৬৯ ।
৭৭৯ ৮১১।৮২১।১০০১।১০১৬।১০১৯।১০৩৫। ১০৪০-১০৪২ । ১০৫৮ ।
১০৭৩।১০৮১।১১২৭।১১৩২।১১৩৬।১২৭৩।১২৮৩।১৮৯০।২০২৫।২০৫৭

মুকুন্দ দাস (খণ্ডবাসী) ৩৭১।১২২৩।১২২৪।১২২৫

মুকুন্দ সঞ্জয় ৩৮২

মুকুন্দ (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৪।১০৬৬

মুকুন্দ কবিরাজ ৪১৫

মুকুন্দ সরস্বতী ২১৭৮।২১৭৯

মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী ৩৩২

মুরারী গুপ্ত ১৮০।২৫৮।৩৫৯।৪৪০।৪৪১।৪৪৭।৪৪৯।৫২১।৫৩১।৫৩৪।
৫৩৫।৬২০।৬২৪। ৬৮৬।১০১৮।১০৬৫ । ১০৭৫ । ১০৭৬ । ১১২৬।১২২৬।
১২২৮।১৯৩৯।১৯৫০।২০১১।২০৫৭।২১১৫।২১৩১।২১৩৫।২১৬৩

মুরারী চৈতন্য দাস ৪০৫

মুরারী পণ্ডিত ৪২৮

মুরারীব্রাহ্মণ ১০১৩

মুরারী মাহান্তি ৩৯২।১০১৩।

য।

যদুগাঙ্গুলী ৪৩৬।

যদুনন্দন আচার্য্য ৩৮৭।৪২৬।২০২২।

যদুনাথ ৩৭১

যদুনাথ কবিচন্দ্র ৪১০।

যশোদা ৪৬৭।৫৬৭।

যাদব ৫৪৪।১১৪৯।১২৪৩।১৭৭১।

যাদব আচার্য্য ৩৩১।১৩৫০।

যাদব দাস ৪২৮

যোগেশ্বর ১৫১৮।

রঘু ১১৩১।

রঘু নন্দন ৩৭১।৩৮৭।১০১৯।১০৬৬।১১২৭।১২২৫।১২৫৬।

রঘুনাথ ১৫০৯।২১৮৪।

রঘুনাথ (অদ্বৈত শাখা) ৪২৮।

রঘুনাথ (গদাধর শাখা) ৪৩৫।২১৬৯।

রঘুনাথ উপাধ্যায় ১৩৯৬।১৩৯৭।

রঘুনাথ দাস ১২।৩৯।৮০।১১৫।১৯০।২৪১।২৪০।২৭০।৩১৬।৩৩৩,৩৩৫।
৩৪৫।৩৭৮।৩৮১।৩৮৮।৪০০।৪১৬।৪৩৮।৪৬৪।৪৮৩।৪৯০।৫১০।৫৭৬।
৬২৭।৬৫৯।৬৬২।৬৬৩,৬৯৫।৭২৮।৭৫২।৮১৭।৮৪০।৯২৯।১০০৫।১০৪।
১০৮৬।১১১৮।১১৫৭।১২০২।১২৫২।১২৮৯।১২৯০।১২৯১।১৩০০।১৩৩৮।
১৩৪৯।১৩৫০।১৩৭৮।১৪৪৭।১৫৩৪।১৫৭৪।১৬৩৪।১৬৭৩।১৭৫৮।১৭৯৩।
১৮০৭।১৮১১।১৮৬৬।১৮৯৩।১৯১৯।১৯৩২।১৯৬৮।২০০০।২০০৪-২০০৬।
২০০৭।২০০৮।২০০৯।২০১৪।২০১৫।২০১৭।২০১৮।২০১৯।২০২০।২০২১।
২০২২।২০২৩।২০২৪।২০২৫।২০২৬।২০২৮।২০২৯।২০৩১।২০৩২।২০৩৩।
২০৩৪।২০৩৫।২০৩৬।২০৩৮।২০৩৯।২০৪০।২০৪১।২০৪২।২০৪৪।২০৪৫।
২০৪৬।২০৪৭।২০৪৮।২০৭৪।২০৯০।২১০২।২১১২।২১৩৬।২১৩৮।২১৫০।

২১৭০।২১৮৮।২১৯০।২১৯৩।২১৯৪।২২১০।২২১২।২২১৬।২২১৭।২২৪২।
২২৪৪।২২৫৭।২২৭২।২২৮৮।২২৮৯।২৩০৯।২৩২৫।২৩৩৯।২৩৫৯।২৩৬০।
২৩৬৪।২৩৬৫।

রঘুনাথ পুরী   ৪১২
রঘুনাথ বৈদ্য   ৩৮৮।
রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায়   ৪০৬।
রঘুনাথভট্ট ১২।৩৩৫।৩৯৮।৩৯৯।১৩১৪।১৩৫০।১৮১১।২১৮৪।২১৮৫।২১৮৬
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য   ২১৮৩।২৩৬১
রঘুনীলাম্বর   ৩৯৫
রঘু মিশ্র   ৪৩৫
রম্ভা   ৪৫৮
রাঘব   ৮৩১
রাঘব পণ্ডিত ৩৫১।৩৫২।১০১৮। ১০৬৬। ১১০৮। ১১২৬। ১১২৭। ১১৬৯।
১২১৩।১২১৬।১২৫৬।১২৮৫।১৮৭৩।১৮৭৮।১৯৫০। ২০১২।২০১৩।২০১৬
২০১৭।২০১৮।২০২০।২০২১।২০৫৯।২০৬০।২১১৫।২১১৮।২১১৯।২১২৩
২১৩২।২১৩৬।২১৫৩।২৩৬১।
রাজেন্দ্র   ৩৭৬
রাধা ১৩১।১৩২।১৩৯।১৪১।১৪২।১৪৩।১৪৫।১৪৭। ১৪৯। ১৫২। ১৫৩।১৫৪
১৫৬।১৫৭।১৭৬।১৭৭।১৭৮।১৭৯। ১৮৩' ১৮৪। ১৮৫। ১৮৬। ১৮৮।১৮৯
২৪১।২৪৩।২৪৪।২৪৭।৩৮১।৪৪৬। ৫৬৭। ৫৬৯। ৫৭০। ৬৩০। ৬৫৮।৭২৫
৮৭৩।৮৭৬।৮৭৯।৮৮৭।৮৮৯।৮৯০।৮৯৯।৯০৫।৯০৭।৯০৮।৯১৩।৯১৫।৯১৬
৯১৭।৯১৯।৯২৩।৯২৮।১১৪২।১১৪৭।১১৫০।১১৬৮।১১৮১।১১৮৪।১১৮৭
১১৮৮।১১৮৯।১১৯০।১১৯১।১১৯২।১১৯৩।১১৯৮ ১২৪১।১৩৩৫। ১৩৪১
১৩৪২।১৪৯১।১৫৫৮। ১৬৫৪। ১৬৫৫। ১৬৫৬। ১৬৬১। ১৬৬৪। ১৮৪৫

১৮৮২|১৯৬৭|২০৩৩|২০৪৫|২১৯৪|২১৯৫|২১৯৬|২২১৫|২২২০|২২২৮
২২২৯|২২৩১|২২৩৭|২২৬১|২২৭৯|২২৮৩|২২৮৬|২৩০০|২৩০২|২৩০৩
২৩০৭|২৩০৮|২৩১৫|২৩২৭|২৩৩২|২৩৪৯|২৩৫০| ২৩৫৫|২৩৬৩|২৩৬৪
রাবণ ৬০৩|৯৬৭|৯৬৯
রাম২৩৪|২৬৭|৮৩১|৯৩৩|৯৩৫|৯৩৬|৯৩৭|৯৪০|৯৪৩|৯৪৪|৯৬৫|৯৭০|৯৭২
৯৭৩|৯৯৮|১২২৮|১৪৮৯|১৭২৬|১৭৭১|১৮১৪|১৯০২| ১৯৩১ | ২১৮৪
রামচন্দ্র (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৫
রামচন্দ্র কবিরাজ ৪১৫
রামচন্দ্রখান ১৯১১|১৯১২|১৯১৪|১৯১৬|১৯১৭|১৯১৮
রামচন্দ্রপুরী ৬২৫|২০৭৬|২০৭৮|২০৮০|২০৮১|২০৮২|২০৮৪|২০৮৮|২০৮৯
২১৩৫|২৩৬১
রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩৯৪
রামদাস ২২৮|৭৩৩|৭৮৪|৭৮৬|৭৮৭|১২১০|২০১০| ২০১৪| ২১৮৪|২১৮৫
২১৮৬
রামদাস বিপ্র ৬০২
রামদাস (যবন) ১৩৭৬।
রামভদ্রাচার্য্য ১০৪৭|২১৩৫
রামসেন ৪১৫
রামাই ৩৯[illegible]৪|৬৮৬|১০৪০|১১৩১|১২৫৬|১২৭৩|২১৬৯|২২১৩|
রামানন্দ রায় ৩৯০|[illegible]৬০১|৬০৪|৬০৭|৬২৪|৬২৫|৬৪২|৬৪৫|৬৫৬|৬৫৭
৮২৭|৮৪৫|৮৪৭|[illegible] ৮৫১|৮৫৩|৮৫৫|৮৫৭|৮৫৮|৮৬০|৮৬২| ৮৬৩|৮৬৪
৮৬৬|৮৭১|৮৭৩|[illegible]৮০|৮৯৮|৮৯৯|৯০৩|৯০৪|৯১৪|৯১৫| ৯১৬|৯১৯
৯২৩|৯২৪|৯২৫|[illegible]২৭|৯২৮|৯২৯|৯৯৯|১০০১|১০০৩|১০১৪|১০১৫
১০১৯|১০৫৩|১০৬[illegible]৬৬|১০৮২|১০৯৪|১০৯৫|১১২৭|১১৬২| ১১৬৯

১২৫৫|১২৬৭|১২৬৮|১২৬৯|১২৭০|১২৭১|১২৭৭|১২৯৫|১৩০২| ১৪০১
১৪৬২|১৭৯৯|১৮০১|১৮২৫|১৮২৮|১৮৪৫|১৮৫৫|১৮৫৯|১৮৬২| ১৮৬৪
১৮৮২|১৯৫০|১৯৭১|১৯৭২|১৯৭৩,১৯৭৪|১৯৭৫-১৯৭৭|১৯৮০| ১৯৮১
১৯৮২|১৯৮৩|১৯৮৫|২০০৩'২০৫৫|২০৯৪,২০৯৭|২১০২|২১০৯| ২১১০
২১৩৯|২১৪৩|২১৫২|২২০০|২২০৮|২২২০|২২২৫|২২৩৪|২২৪০| ২২৪১
২২৫৯|২২৬০|২২৬৮|২২৭২|২২৭৩|২২৭৪|২৩১৫|২৩২২|২৩৩০| ২৩৪১
২৩৪৪|২৩৫৬|২৩৬০|

রামানন্দ বসু ৩৭১|৪১৪|১২০১|১২০২|১২১৭|

রুক্মিণী ৭৩৪|১৪৩৫|২০৭০|২০৭১|

রুদ্র ২২৫|২৬৫|১৫০৮|১৫১২|১৫১৩|১৫৪৯|১৫৫১|

রুদ্র পণ্ডিত ৩৮২

রূপ গোস্বামী ১২|৩৯|৮০|১১৫|১৮৯|১৯০|২৪১| ২৪৩| ২৪৫| ২৪৮| ২৭০|
৩১৫|৩১৬|৩৩১|৩৩৩|৩৩৫|৩৪৫|৩৭৩|৩৭৫|৩৮০|৩৮১|৩৮২|৩৯৯|৪০০
৪১৬ ৪৩৮|৪৬৫|৪৮৩|৪৯০|৫১০|৫৭৬|৫৮১|৫৮২|৫৯১|৫৯২|৫৯৩| ৫৯৭
৬১২|৬১৮|৬২২|৬২৩|৬২৪'৬৬২|৬৬৩,৬৯৫|৭২৮|৭৫২|৮১৭|৮৪০| ৯২৯
১০৪৫|১০৭৮|১০৮৬|১১১৮|১১৪৩|১১৫৬|১১৫৭|১২০২|১২৫২| ১২৮৮
১২৯৫|১৩০০|১৩৩৮|১৩৪৯|১৩৫০|১৩৫২|১৩৭৮|১৩৮০|১৩৮১| ১৩৮৬
১৩৮৭|১৩৮৯|১৩৯০|১৩৯৬|১৪০০|১৪০১|১৪০৩|১৪০৪|১৪০৬| ১৪৪৫
১৪৪৭|১৪৪৯|১৪৫৮|১৫৩৪|১৫৭৪|১৬৩৪|১৬৭৩|১৭৫৮|১৭৯৪| ১৭৯৬
১৭৯৭|১৭৯৮|১৮০২|১৮০৭|১৮১১|১৮১৫|১৮১৬|১৮১৭|১৮১৮ ১৮১৯
১৮২০|১৮২১|১৮২২|১৮২৩|১৮২৫|১৮২৬|১৮২৯|১৮৩০|১৮৩১| ১৮৩৩
১৮৩৬|১৮৪০|১৮৪৫|১৮৫৫|১৮৫৮|১৮৬০|১৮৬৫|১৮৬৬|১৮৯৩| ১৯৩২
১৯৩৮|১৯৬৫|১৯৬৬|১৯৬৮|১৯৭১|১৯৮৬|২০০০|২০৪৮|২০৭৪| ২০৯০
২১১২|২১৩৬|২১৩৮|২১৫০|২১৭০|২১৮৮,২১৯০|২২১৭|২২৪১| ২২৪২
২২৭২|২২৮৯|২৩০৯|২৩৩০|২৩৩৯|২৩৫৯|২৩৬৪| ২৩৬৫|

ল।

লক্ষ্মণ ২৩৪।২৬৬।২৬৯।৯৭২

লক্ষ্মী ৪৮৭।৫৬১।৮৮৬।৮৯৮।৯১৪।৯৫৩ ৯৫৪।৯৫৫। ৯৫৭। ৯৫৯। ৯৬১। ৯৬২
৯৯৩।১১৭২।১১৭৪।১১৭৫।১১৭৬।১১৯৩।১১৯৫।১১৯৭। ১১৯৯। ১২০০
১৩১৩।১৪৩৩,১৫৭৩।১৯৩২।২২৩৬। ২৩৫৫।

লক্ষ্মী (মহাপ্রভুর পরিবার) ৪৭৮।৪৭৯।৪৮৯।৪৯৫

লক্ষ্মীনারায়ণ ৯৪৫।৯৫২।৯৬৩

ললিতা ২৪৩।৮৯০

লাঙ্গগণেশ ৯৯৩

লোকনাথ গোস্বামী ১৩৫০

লোকনাথ পণ্ডিত ৪২৮

শ।

শঙ্কর ৩৭১।৪১৫।৬২৪।১০৩৫।১০৭৪।১১০৮।১১০৯।১৮৯০।১৯৫০।২০৫৭।
২০৫৯।২১৩৫।২১৪৭।

শঙ্কর পণ্ডিত ৩৫৩।৩৮৮।১০৬৫।১৭৯৯।২৩২৩।২৩২৪।

শঙ্করাচার্য্য ৯৭৬।

শঙ্করারণ্য ৯৯৬।

শঙ্করারণ্য আচার্য্য ৩৮২।

শচী ৪৫৮

শচী মাতা ১১১।১৮৯।৪২৫।৪৪৮।৪৪৯।৪৫১-৪৫৩। ৪৬১-৪৬৪। ৪৬৭।
৪৬৮।৪৭০।৪৭১।৪৭২।৪৭৫।৪৮০।৪৮১।৪৮৬।৪৮৭।৪৮৯। ৪৯৫। ৫১৫।
৫২০।৫৬৭।৫৭১।৫৭৪।৬২১।৬৬৮।৬৮৪।৬৮৫।৬৮৭-৬৮৯। ৬৯৩। ৯৪৪।
৯৪৬।৯৬৩।৯৯৩।১০১৭।১০১৮।১০১৯।১০২৮। ১০৮৩। ১০৮৬।১১৩৯।

১২২৩।১২৫১।১২৫৯।১২৬১।১২৭০।১২৮৭। ১২৯৪। ১৮১২। ১৮১৪।
১৮৭৩।১৮৭৮।১৮৯২।১৯৭১।২০৩৯।২১৫৩।২১৬৩

শতানন্দ খান ১৮৭৯

শিখি মাহাতি ৩৯২।৬০৪।১০১৩।১৮৮২

শিব ২৯।২৬৫।৫০৩।৫৪০।৫৭৬।৯৪৫।৯৪৬।৯৬৫।৯৭২। ৯৯৩। ১৫০৯।
১৫১০।১৫১৪।১৫১৬।১৫৩৭।১৬৯৭।১৯৩১।২০৭৬।২১০৭

শিবাই ৪১৪

শিবানন্দ (ওঢ্র) ৩৯১

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী ৩৩২।৪৩৭।১০১৮।১০৬৫

শিবানন্দ (দত্তর) ৩৯৫

শিবানন্দ সেন ৩৬১।৩৬৩।৩৬৪।৬০৫।৬০৬।১০৭৪।১২১৬।১২৫৬।১২৫৭।
১২৮৫।১৪০১।১৮১৩।১৮১৪।১৮৭১-১৮৭৮।১৮৯১।২০২৪।২০৩৫।২০৩৬।
২০৩৮।২১১৫।২১৩৪।২১৩৫।২১৫৩।২১৫৮। ২১৬৪। ২২৫৪। ২৩৬০।
২৩৬১।২৩৬২

শিশুপাল ১৯৯৮

শুক ১৩৩৩।১৩৩৪।১৩৩৫।১৩৩৬।২৩২৬

শুকদেব ৬৪।৮০৩।১৬৮২।১৬৯৬।১৭১৯।২০৫৪।২০৯২।২২০১।২৩২৪

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ৩৫৫।৫২২।৬৮৬।১০৬৬।২১১৫

শুভানন্দ ৩৮৩।১১২৬।১১৩৮

শেখর পণ্ডিত ৩৮৩

শ্রীকর ৩৮৪

শ্রীকান্ত ১৪৫৪

শ্রীকান্ত সেন ৩৬৪।১০৬৬।১১২৭।১৮৭৩।১৮৭৪।২১৫৬।২১৫৭

শ্রীগোপাল ৬০০।৭০৩।৭০৯।৭১০।৭১১।৭১২।৭১৪।৭১৫।৭১৮। ৭২০। ৭২২

৭২৩।৭২৪।৭২৮।৭৩১।৭৩৩।৭৩৭।৭৪২।৭৪৩।৭৪৫। ৭৪৬। ৭৫২। ১৩৪৪।
১৩৪৫।১৩৪৭।১৩৪৮।১৩৪৯।১৩৫১।১৩৫২।১৮০১।২১৩৮।২১৭৭
শ্রীগোপাল (নিত্যানন্দশাখা) ৪২১।৪২২।১৩৫১
শ্রীগোবিন্দ ৪৯,৫০।৫৩।১৪২।২১৭।২৪১।২৪৩।২৪৪।২৪৬।৩২৮,৩৩১।৪৫২
৫৮১।৬২৪।৬৫৬।৭৩৩।৯৭৫।১১৮৮।১৪৭৯।১৪৮৬।১৪৯০। ১৪৯৫। ১৫৬৮
১৭৭১।১৯৬৭।২৩৪৯ ২৩৫৯।২৩৬৩
শ্রীজীবপণ্ডিত (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৩
শ্রীদাম ২৬০।১৪৩৩
শ্রীধর ৩৬৫।৫৩১।৬৮৬।১০১৮।১০৬৬
শ্রীধর ১৪৯০।১৪৯১।১৪৯৬।
শ্রীধর (নিত্যানন্দশাখা) ৪১৪
শ্রীধরব্রহ্মচারী ৪৩১
শ্রীধরস্বামী ১৬৯৪।২০৬৮।২০৬৯।
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ৪৩৩
শ্রীনাথ পণ্ডিত ৩৮৩
শ্রীনাথ মিশ্র ৩৮৩
শ্রীনিধি ৩৪৭।৩৮৩
শ্রীনিবাস ৬২৭।৬৮৯।১১৩৬।১১৩৭।১১৯৮।১২৮৫।২১৩৮।২১৫৩
শ্রীপতি ৩৪৭
শ্রীপুরুষোত্তম (জগন্নাথ দেবের নামান্তর) ১২২৬।১৪৯২।১৪৯৩,১৪৯৬
শ্রীপুরুষোত্তম (রাজা) ৭৪৫
শ্রীবলরাম ৪২২।
শ্রীবৎস পণ্ডিত ৪২৮।
শ্রীবাস ১৩।১০৫।১৮০।২৩৩।২৫৪।২৫৮।২৭৪।৩১৬।৩১৮,৩৩৫।৩৪৭।৪৪০।

৪৪৮।৪৫৭।৪৫৯।৫১৭।৫২৫।৫২৭।৫২৮।৫৩৮।৫৩৯।৫৪০ ৫৫৮।৫৫৯।৫৬০।
৫৭২।৫৭৬।৫৭৯।৬২০।৬২৪ । ৬২৬।৬৮৬ । ১০১৭।১০১৮।১০৬৫।১০৭২।
১০৭৪।১০৮৪।১০৮৮।১১০৮।১১২৪।১১২৬।১১৩১।১১৫৯,১১৬৯।১১৯৩।
১১৯৫।১২১০।১২৫৬,১২৫৭।১২৬১।১৮৭৩।১৮৭৮।১৮৯১।১৯৫০।২০৬০।
২০৭৬।২১১৪।২১২৪।২১৩১।২১৩৪।২১৯২।২২১৯।

শ্রীমদন গোপাল ২৪৩।৩৭২।৪৩৭।৫৮১।১৯৬৭।২৩৫৯।

শ্রীমদন মোহন ২৪৪।৩৭২।৩৭৩।৬৪৮।১৩৩৫।২৩৬৩।

শ্রীমধু সূদন ৩৮৪।১৪৯০।১৪৯১।১৪৯৩।১৪৯৫।১৭৭১।

শ্রীমন্ত ৪১৪

শ্রীমান পণ্ডিত ৩৫৪।১০১৮।১০৬৬।১১২৬।২১১৫।২১৩২

শ্রীমান সেন ৩৬০।২১১৫।২১৩২

শ্রীরঙ্গ কবিরাজ ৪১৫

শ্রীরঙ্গ দেব ৬০১

শ্রীরঙ্গপুরী ৬০২।৯৯৪।৯৯৬

শ্রীরাম ৩৮৩

শ্রীরাম পণ্ডিত ৩৪৭।৪২৮।১০১৮।১১২৬

শ্রীহর্ষ ৪৩৫

শ্রীহরি আচার্য্য ৪৩৪

শ্রীহরিচরণ ৪২৮

শ্বেত বরাহ ৪৪৫

ষ ।

ষষ্ঠীবর কীর্ত্তনীয়া ৩৮৩

ষাঠির মাতা ৮২৫।১২৩৭।১২৩৮।১২৪৫।১২৫২

ষাঠী ৬০৫

স।

সঙ্কর্ষণ ৩২।১৯৪।২০২।২০৭।২০৮।২১০।২৬৫।২৬৬। ২৬৭। ২৭০। ৪৫১। ১৪৮৮।১৪৯০।১৪৯২।১৪৯৫।১৪৯৯।১৫০২।১৫০৩।১৫০৪

সত্যভামা ৮৯৮।১১৭৬।১৮১৬।১৮১৯।২০৭০।২১৭০

সত্যরাজ খান ৩৫৯।৩৭১।১০১৯।১০৬৬।১১২৭।১২০১।১২০২।১২১৭। ১২১৮।২১২৪।

সত্যসেন ১৫১৮

সদাশিব কবিরাজ ৪১১

সদাশিব পণ্ডিত ৩৫৩।২০১১।

সনক ২২৮।৮০৩।১৪৩২।১৫২৬।১৫২৭।১৫৩৭।১৫৫০।১৬৮২।১৬৯৬। ১৬৯৯ ১৭১৯।১৯৩১

সনাতন (নিত্যানন্দ শাখা) ৪১৪

সনাতন (সনক) ২৫৮

সনাতন গোস্বামী ১২।২৪১।২৮২।৩১৪।৩১৫।৩৩৩।৩৩৫।৩৭৩।৩৭৫।৩৮০। ৩৮২।৫৭৬।৫৮১।৫৮২।৫৯১।৬১৮।৬২১।৬২৩।৬২৫।১২৮৮।১২৯০।১২৯৫। ১২৯৬।১৩৮০।১৩৮১।১৩৮২।১৩৮৪।১৩৮৫।১৩৮৬।১৩৮৯।১৪০৩।১৪০৪। ১৪৪৯।১৪৫০।১৪৫২।১৪৫৫।১৪৫৮।১৪৫৯। ১৪৬০। ১৪৭৮। ১৪৯২। ১৪৯৪।১৪৯৯।১৫০৯।১৫১৭।১৫১৮।১৫২৩। ১৫২৫। ১৫২৬। ১৫৫৭। ১৫৭১।১৫৭৪।১৬১৪।১৬২৮।১৬৩৪।১৬৩৭।১৬৭০।১৬৭২।১৬৭৫।১৬৭৬। ১৭৩৮।১৭৪০।১৭৫৬।১৭৫৭।১৭৫৮।১৭৭১। ১৭৯৩। ১৭৯৪। ১৭৯৭। ১৭৯৮।১৮০২।১৮০৭।১৮১১।১৮১৭।১৮৬৩। ১৮৬৬। ১৯৩৫। ১৯৩৬। ১৯৩৭।১৯৪০।১৯৪৪।১৯৪৭-১৯৫৫।১৯৬১-১৯৬৬।১৯৬৮।১৯৭১।১৯৮৬ ২১০২।২১৩৮।২১৭৬-২১৮২।২১৮৮।২২৭২।২৩৫৯।২৩৬০।২৩৬৪

সরস্বতী ৪৫৮।৪৯৮।৫০৮।৫১০।১৩৫৯।১৯৯৬-১৯৯৯

সর্ব্বেশ্বর মিশ্র ৪৪৯

সাকর মল্লিক ৬১২

সাক্ষীগোপাল ৬০০।৭৩১।৭৩২।৭৪৪।১২৫৮।১৮০১

সাবিত্রী ৪৫৮

সাক্ষী ১৩৩৩।১৩৩৪।১৩৩৫।১৩৩৬।২৩২৬

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ৩৮৯।৬০০।৬০১।৬০৪।৬০৫।৬০৬।৬৯৮।৭৫৬।৭৬০।৭৬১
৭৬২।৭৬৩।৭৬৪।৭৬৫।৭৬৬।৭৭২।৭৭৮।৮০১।৮০২।৮০৩।৮০৪।৮০৮। ৮১০
৮১২।৮১৬।৮১৭।৮১৯।৮২৪।৮২৫।৮২৬। ৮২৭। ৮২৮। ৮৪৭। ৮৭৭। ১০০২
১০০৩।১০০৮। ১০০৯। ১০১০। ১০১১। ১০১২। ১০১৪। ১০১৬। ১০৩৫।
১০৩৬।১০৩৭।১০৪৩।১০৫০।১০৫১। ১০৫২। ১০৫৩। ১০৫৯। ১০৬০।
১০৬২।১০৭১।১০৭২।১০৮৯।১০৯০। ১০৯৪। ১০৯৮। ১১০৮। ১১১১।
১১২৯।১১৫৪।১১৫৯।১১৬২। ১১৬৯।১২০৭। ১২৩৫। ১২৩৬। ১২৪৯
১২৫০।১২৫১।১২৫৫।১২৬৮।১২৭৫। ১২৯৫। ১৩১৮। ১৬৭৫। ১৭৯৯।
১৮০০।১৮০১।১৮২৫।১৯৫০।২০৫২।২০৫৩।২০৮৯।২১৩৫।২১৪৩।২২৫৯

সিঙ্গাভট্ট ৩৯৫

সিংহেশ্বর (ওঢ্র) ৩৯৪।১০১৩

সীতা ৯৬৬।৯৬৭।৯৬৯।৯৭০

সীতাঠাকুরাণী ৪৫৯.৪৬২

সুখানন্দপুরী ৩৩৯

সুধানিধি ৩৬০

সুধামা ১৫১৮

সুন্দরানন্দ ৪০৬।২০১১

সুবল ১৬৫০

সুবুদ্ধি মিশ্র ৩৮৪

সুবুদ্ধি রায় ১৭৯৪।১৭৯৭

সুভদ্রা ৫৯৮।৬৪৭।১১২৩।১১৩৭।১১৫৪।১১৬৬।১১৭৪।২১৯৮

সুলোচন ৩৭১।৪১৪।১০৬৬

সূর্য্য ৪১৪

সূর্য্যদাস সরখেল ৪০৬

স্বপ্নেশ্বর ১২৬৯

হয়গ্রীব ১৪৯৯।

হরি ৮৩।১০২।১৫১।২৮৭।৩১৫।৩২৪।৪২২।৪৪২।৪৪৩।৪৫৫।৪৫৭।৪৭০
৫২২।৫৪৪।৫৫৪।৫৫৫।৫৫৭।৫৫৮।৬৬৭।৭৬২। ৮৪৮। ৯৪৩। ৯৪৪। ১০০১।
১০০৫।১০৬৬।১০৮৩।১১১৪।১১২৮।১১৩৫।১২৭২।১২৮০।১২৮১।১৩০৮।
১৩০৯।১৩১৯।১৩২৪।১৩২৭।১৩৩১।১৩৭২।১৩৮৭।১৪৯২।১৪৯৩।১৫১৫
১৫১৮।১৫২২।১৫৩৩।১৬৭৫।১৬৮৫।১৬৮৭।১৬৮৯।১৬৯২।১৭০৫। ১৭১০
১৭১২।১৭১৮।১৭৩১।১৭৬৪।১৭৭১।১৭৭২।১৭৮৫।১৭৯১। ১৭৯২।১৭৯৩
১৮১৪।১৮২৯।১৮৩৫।১৮৪৭।১৮৪৯।১৮৫০।১৮৬০।১৯১৫।১৯২২।২০১৪।
২২৩৯।২২৪৪।

হরিচন্দন ১১৩৬।১১৩৭।১২৭১।১২৭২।২০৯৮।২০৯৯।

হরিদাস (ছোট) ৩৯৪।৬২৪।১০৪০। ১৮৮১।১৮৮৩।১৮৮৬।১৮৮৭।১৮৮৮।
১৮৮৯।১৮৯০।১৮৯১।১৮৯২।২৩৬০।

হরিদাস ঠাকুর ১৮০।৩৫৮।৩৮৮।৪৪০।৪৪৮।৪৫৬।৫৩২।৫৪৬।৫৬২।৫৯১।
৬২৪।৬৭৩।৬৮০।৬৮৪।৬৯১।১০১৮।১০৭৬।১০৭৯।১০৮১।১০৮২ ।১১১৫
১১২৬। ১১২৭।১১৩১।১২৭৩।১৭৯৯।১৮১৬।১৮১৭।১৮১৮।১৮২৫।১৮২৬
১৮৬৫।১৯০১। ১৯০৫।১৯০৬।১৯০৯।১৯১০।১৯১১।১৯১২।১৯১৩।১৯১৪
১৯১৬।১৯১৮।১৯১৯।১৯২০।১৯২২।১৯২৩।১৯২৪।১৯২৫।১৯২৬।১৯২৭।
১৯২৮।১৯২৯। ১৯৩০।১৯৩১।১৯৩২।১৯৩৬।১৯৩৭।১৯৩৯।১৯৪৭।১৯৪৮

১৯৫৪।১৯৬১। ১৯৬২।১৯৬৪।১৯৬৫।১৯৮৬।২০৫৭।২০৬০।২১৩৮।২১৩৯
২১৪০।২১৪২।২১৪৩।২১৪৪।২১৪৫।২১৪৬।২১৪৮।২১৪৯।২৩৬০।

হরিদাস (দ্বিজ) ৩৮৪।
হরিদাস (পণ্ডিত) ৩২৯।৩৩০
হরিদাস (বড়) ৩৯৪।১০৪০।
হরিদাস ব্রহ্মচারী ৪২৮।৪৩১
হরিদাস (লঘু) ১৩৫১।
হরিদেব (বিগ্রহ) ১৩৪৩।১৩৪৪।
হরিহরানন্দ ৪১৪
হস্তিগোপাল ৪৩৬।
হিরণ্যগর্ভ ১৫০৯
হিরণ্য (পণ্ডিত) ৩৬৭।৪৭৪।
হিরণ্য (মজুমদার) ১২৮৯।১৯১৯।১৯২০।২০০৫।
হৃদয়ানন্দ ৩৮৪।
হৃদয়ানন্দ সেন ৪২৮
হৃষীকেশ ১৪৯০।১৪৯১।১৪৯৬।১৭১৪।
হোড় কৃষ্ণদাস ২০১১

স্থান তালিকা।

অ।

অক্রূরতীর্থ ১৩৫৬।১৩৫৭।১৩৫৮।১৩৫৯।১৩৬৫।

অন্নকূট ১৩৪৫।

অযোধ্যা ১৭৯৬।১৯০৭।

অহোবল নৃসিংহ ৬০১।৯৩৬।

আ।

আই টোটা ১১৬৭।১১৭০।১৮১৮।২২৯৪।

আঠার নালা ৭৪৯।১২৫৮।১৭৯৮

আনন্দারণ্য ১৪৯৩।

আম্লিতলা ৯৭৩।

আরিট ১৩৪১।

আলালনাথ ৬০৩।৮২৬।৮২৯।১০০১।১০৬২।১৮৮৭।২১০০।২১০৩।২১০৪।

আড়াইল গ্রাম ১৩৯০।১৩৯৫

ই।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ১১৬৮

উ।

উৎকল ৭৪৫।১৩০৯

উড়ুপী ৯৭৯

ঋ।

ঋষভ পর্ব্বত ৯৬৩

ঋষ্যমূক ৯৯৮

ক।

কটক ৭৩১।৭৪৫।১০৮৯।১২৫৮।১২৬৯।১২৭৪।১৩০৫
কপোতেশ্বর ৭৪৮
কমলপুর ৭৪৭
কাটোয়া ৫৬৬
কানাইয়ের নাটশালা ৬০৯।৬২০
কান্যকুব্জ ১৩৬৫
কাম্যবন ১৩৫২
কাবেরী নদী ৬০১।৯৪৬।৯৪৭।৯৪৯
কারণ সমুদ্র ২১০
কারণার্ণব ২০৯।২১০
কারণাব্ধি ২১০।১২৩২
কালিন্দী ১৩০৯।২২৭০।২৩০০
কালীয়দহ ১৩৫৮।১৩৫৯।১৩৬০
কালীয়হ্রদ ৭৩৩।১৩৫৬
কাশী ২০৮।২৮১।৩৯৯।৪৯৪।৪৯৫। ৬০৬।৬২২। ৬২৩।১৩১৩।১৩১৮।১৩২৫।
১৪৪৭।১৪৬০।১৭৭২।১৭৯২।১৭৯৮।১৮০২।১৮৭৯।২১৮৪।২১৮৭
কুরুক্ষেত্র ৬৪৭।১১৪২।২১৯৮
কুশাবর্ত্ত ৯৯৯
কূর্ম্ম ক্ষেত্র ৬০১
কুলীন গ্রাম ৩৫৯। ৩৭১।৩৭৩। ৬০৪।১০১৯। ১১২৭।১২০১।১২১৬।১২৫৬
১২৬০।১২৬৩।১৮১২।২১১৫।২১৩২।২১৩৪।২১৫৩
কুলিয়া ৬০৭।৬০৮।৬০৯।১২৮৬
কৃষ্ণবেণ্বা ৯৯

কোশীতীর্থ ১৩৫৭।১৩৫৮
কোণার্ক ২২৯৫।২২৯৬
কোলাপুর ৯৯৩
ক্ষীরোদক ২২৭

খ।

খণ্ড ৩৭১।৬০৪।১০১৯।
খদিরবন ১৩৫৩

গ।

গঙ্গা ১১৩।২১০।৪৯৭।৪৯৮।৫০১।৫০৫।৫০৬।৫০৯।৫৩৩। ৫৪২। ৫৬২। ৬০০
৬৬৮।৬৭০।৬৯১।৬৯৪।৯৬৪।১০২২।১২৯৫।১২৯৭।১৩১১।১৩৬৭।১৩৬৮।
১৩৬৯।১৩৮৭।১৪৫১।১৪৫৪।১৪৫৯।১৪৬০।১৫২৯।১৭৯৭।১৮১৭।১৯২৫।
১৯২৮।১৯৩৭।২০০৮।২০১২।২০১৪।২০১৮।২০৭৩।২১১৯।২১৯৮।২২১৩।
২২৭০
গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থ ৯৭২
গম্ভীরা ২১২৬।২২৭৪।২৩২২।
গয়া ৫১৪।৫৫৬।৭৩২।
গাঠুলী ১৩৪৭
গুণ্ডিচা মন্দির ১০৯৮।১০৯৯।১১১৮।১১৩১।১১৬৬।১১৬৮। ১১৭১। ১২০২
১২১০।১২১৬।১২৬০।১৮০১।১৮১৮।২০৩৪।২১২৯।২১৬০। ২২৯৬।
গোকর্ণ ৯৯৩
গোকুল ১৯৮।১৯৯।১৩৫৫।১৪৩৩।১৪৯৩।১৫৩১।১৫৫৪।২১৭৮
গোদাবরী ৬০১।৮২৭।৮৪৪।৯৯৯।
গোলোক ৮৪।১৯৯।১৩৬৬।১৪১৪।১৫০২।১৫৩১।১৫৩২। ১৫৪৬ । ১৫৪৯ ।
১৬৭০

গোবর্দ্ধন ৩৮০।৫৬৯।৭০০।৭৩২।১১৪৫।১৩০৯।১৩২৮।১৩৪৩।১৩৪৪। ১৩৪৬ ১৩৪৮।২১৭৭।২১৮১।২২১২।২২১৪।২২১৫।২৩৬১

গোবিন্দ কুণ্ড ৭০০।৭০৪।১৩৪৭।

গৌতমী গঙ্গা ৯৩৬

গৌড়দেশ ৩৮৮।৩৮৯।৪৪১।৪৪৫।৫৮০।৫৮১।৬০৪।৬০৭।৬১৯।৭১২। ১০০৮ ১০১৭।১০২৮।১০৬৩।১১৫৯।১২০৯।১২১০।১২৩৫।১২৬২।১২৬৫। ১২৬৭ ১২৬৮।১২৯৫।১৩০৪।১৩০৯।১৩১১।১৩১৮।১৩৮১।১৪৪৬।১৪৪৯।১৭৯৪ ১৭৯৮।১৮১৫।১৮২৩।১৮৬৫।১৮৬৬।১৮৬৯।১৮৭০।১৮৭১।১৮৭৪।১৯১৬। ১৯২৩।১৯৩৫।১৯৪৯।১৯৫০।১৯৬৫।১৯৬৬।১৯৬৮।২০২১।২০২৪।২০৩৪। ২০৩৫।২০৫০।২০৫৭।২০৫৮।২০৫৯।২১১৪।২১২০।২১৩০।২১৩৬। ২১৫৩ ২১৬০।২১৬১।২১৬২।২১৭৫।২১৮৪।২২৪৪।২২৪৫।২২৪৯।২২৫৫

চ।

চটক পর্ব্বত ৬৩১।২২১২।২২১৬।২২৯৬।২৩৬২।

চান্দপুর ১৯১৮

চামতাপুর ৯৭২

চিত্রোৎপলা ১২৭২

চিরায়ু পর্ব্বত ২২৯৬

চিয়ড়তালা ৯৭২

চীরঘাট ১৩৫৭

জ।

জগন্নাথ বল্লভ ১১৭১।২৩২৩

জগমোহন ৭১৪।১১০০।১১০৪।২১২৫।২১৮২।২২৫৬

জাহ্নবী ১২৬৮

জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র ৬০১।৮৪৩

ঝামটপুর ২৩৯
ঝাড়িখণ্ড ৬২২।১৩০৮।১৩০৯।১৭৯৩।১৯০৬।১৯৩৫।১৯৬৪
ঝাঁকড়া ২০৩৪

ত।

তাপী ৯৯৭
তাম্রপর্ণী ৯৭২
তিলকাঞ্চী ৯৭২
তুঙ্গভদ্রা ৯৭৭
ত্রিতকূপ ৯৯৩
ত্রিপদী (তিরুপদী) ৬০১।৯৪৪
ত্রিবিক্রম ৯৩৭।১৪৯০।১৪৯২।১৪৯৪।১৪৯৫
ত্রিবেণী ১৩৭৮।১৩৯০।১৭২৬।১৮৮৯।১৮৯১।১৮৯২
ত্রিমল্ল ৬০১।৬০২।৯৪৪।৯৪৫
ত্রৈলোক্য নাথ মিশ্র ৪৪৯
ত্র্যম্বক ৯৯৯

দ।

দণ্ডকারণ্য ৯৯৮
দময়ন্তী ৩৫২।২১১৫।২৩১৮
দশাশ্বমেধ ১৪০০
দবীর খাশ ৬১১।৬১২।৬১৮
দয়িতাগণ ১১২১
দক্ষিণ ৩৯৪।৪৪১।১৩০৯।১৩২৬।১৩৭৭।১৮০১
দাক্ষিণাত্য ১৩৬৫।১৩৮৭।১৪৪৬

দ্বাদশ আদিত্য ১৩৫৭।১৩৬৬

দ্বাদশ কানন ৬২২।৭৩২

দ্বাদশাদিত্য টিলা ২১৮১

দ্বারকা ১৯৮।২০১।২০৭।৯৯৬।১১৭৩।১১৯৬।১২৪২।১৪৮৮।১৪৮৯
১৪৯৩।১৫৫০।১৫৫২।১৫৫৪

দ্বৈপায়ন ৯৯৩

ধ।

ধনুতীর্থ ৯৬৮

ধ্রুবঘাট ১৭০৪

ন।

নদীয়া ৯১।৩৫৩।৪৪৯।৪৫৫।৫৫৭।১০২২।১২৯০।১৭৯২।১৮৯৭।১৯০০।২১৫৯
২১৬২।২১৬৩।২৩১১।২৩১২

নন্দীশ্বর ১৩৫২

নবখণ্ড ১৮৬৯।২০৯২

নবদ্বীপ ৯১।৩৩৬।৪১৫।৪৪০।৪৪৪।৪৪৫।৪৫৮।৪৯৪।৬১৪।৬৬৮।৬৮৭।৬
৭৬৪।৮৩৩।৯৯৫।১০১৭।১০১৯।১২৯৪।১৮৯১।১৯০৮।২১৫৩

নাট শালা ১২৮৮।১২৯৬।১৮০২

নর্ম্মদা ৯৯৬

নরেন্দ্র ১০৬৩।১১৭১।১২০০।১৭৯৯।১১৯।২১২০।২২৯৬।

নাসিক ৯৯৯

নির্বিন্ধ্য ৯৯৮

নীলাচল ৩৬২।৩৮৮।৩৮৯।৩৯৩।৩৯৬।৩৯৮।৩৯৯।৪২৩।৪৪১।৪৪৫।৫৮০।৬০৩
৬০৪।৬২০।৬২১।৬২২।৬২৩।৬২৬।৬৭৬।৬৯০।৬৯১।৬৯২।৬৯৯।৭১২।৭১৬

৭২১।৭৫১।৭৬১।৮১৭।৮১৯।৮২০।৮২১।৮২২।৮২৮।৮৩১।৮৩৮।৯১৫।৯২৬
৯৬৪।১০০০।১০০১।১০১২।১০১৯।১০২০।১০২৬। ১০২৮। ১০৩০। ১১৭৩
১১৭৪। ১২০৫। ১২১১। ১২৩৫। ১২৪২। ১২৫২। ১২৫৫।১২৫৮। ১২৬২
১২৭৩।১২৭৫।১২৭৬।১২৯১।১২৯২।১২৯৪।১২৯৯।১৩৩৭।১৩৮৫। ১৪৪৬
১৪৯৩।১৭৯৩।১৮০০।১৮০২।১৮১২।১৮১৪।১৮৭৭।১৯০০।১৯৩৫। ১৯৩৬
১৯৪৭।১৯৮৬।১৯৯১।২০০০।২০০৩।২০২১।২০২৪।২০৩৫।২০৩৮।২০৬২।
২০৭৬।২০৮১।২০৮৯।২০৯২।২১১৪।২১১৯।২১৩৬।২১৩৮।২১৬১।২১৬৪।
২১৮১।২১৮২।২১৮৫।২১৮৬।২১৮৭।২২৪৪।২২৫০।২২৫৩।২২৯১।২৩১২।
২৩১৪।২৩৪১

নীলাদ্রি ৫৮৮।৬০০।৬৯৩।৬৯৪।৬৯৫।৬৯৮। ১০১৯। ১০২৮। ১২৫৫। ১২৬৫।
১২৯১।১২৯৪।১৩৮১।১৭৯৮।১৮০০।১৮৬৫।

নৃসিংহমন্দির ১১০৬

নৈমিষারণ্য ১৭৯৬

নৈহাটী ২৩৯

প।

পরব্যোম ১৯৬।২০২।২০৬।২০৭।৪৫১।১৪১৪।১৪৮৯।১৪৯২।১৪৯৩। ১৪৯৫।
১৫০৪।১৫৩২।১৫৩৬।১৫৪৬।১৫৪৯।১৫৫৯।১৫৬২।১৬৭৮।

পঞ্চবটী ৯৯৯

পঞ্চাপ্সরা ৯৯৩

পম্পা ৯৯৮

পয়স্বিনীতীর ৯৭৪

পয়োষ্ণি ৯৭৬

পানাগড়িতীর্থ ৯৭২

পঞ্চনদ ১৭৭১

পশ্চিম দেশ ৩৭৭।৩৭৮।১০৬২।১০৮৩।১০৮৫

পানানৃসিংহ ৯৪৪

পানিহাটী ১২৮৪।১৮৭৫।১৮৭৭।২০০৮

পাণ্ড্যদেশ ৯৭২

পাণ্ডরপুর ৯৯৩

ব্রহ্মকুণ্ড ১৩৪৪

ব্রহ্মগিরি ৯৯৯

ভদ্রক ৬০৭

ভদ্রবন ১৩৫৪

ভবানীপুর ১২৯৬

ভার্গীনদী ৭৪৭

ভীমানদী ৯৯৭

ভুবনেশ্বর ৭৪৭।১২৬৯

ম।

মক্কা ১৪৫১

মণিকর্ণিকা ১৩১৩

মথুরা ১৯৮।২০১।২৮১।৩১৫।৩৭৮।৩৯৪।৬২০।৬২২।৬২৩।৭১১। ৭৩২।৯৬৫ ৯৭০।১৩০৯।১৩২৬।১৩২৭।১৩২৮।১৩৪৩।১৩৪৯।১৩৫০। ১৩৫৫। ১৩৫৬ ১৩৫৯।১৩৬৫।১৪৮৭।১৪৮৯।১৪৯২।১৫৫৪।১৬২০।১৬৬৬।১৭৯৪।১৭৯৬ ১৭৯৭।১৮০২।১৯৩৫।১৯৩৭।১৯৪৬।১৯৪৮।১৯৬৮।২০০৪। ২১৭৪।২১৭৫ ২১৭৬।২১৭৭।২১৯৪২৩১৫।২৩৬১

মন্দার ১৪৯৩

মলয় পর্ব্বত ৯৭৩

মল্লিকার্জ্জুন ৯৩৬

মহাবন ১৩৫৩।১৩৬৯।২১৭৮

মহেন্দ্র শৈল ৯৬৮

মানসগঙ্গা ১৩৪৬

মায়াপুর

পাবন সরোবর ১৩৫২

পুরুষোত্তম ৬৯২।৯৬৪।১০৪৩।১০৫৩।১১৯৯।১৮৭৮। ১৮৯৫।২৮৯৬।২০২৫।
২১০৩।২২৫৬।

প্রয়াগ ৬২২।৭৩২। ১৩৫।১৩৬৭। ১৩৬৮।১৩৭৬।১৩৭৮। ১৩৮৬ । ১৩৮৭ ।
১৪০০। ১৪৫৮। ১৪৯৩।১৭২৬। ১৭৯৬। ১৭৯৭। ১৮০২।১৮২২। ১৮৮৯।
১৮৯১।২০৬৭

ফ ।

ফল্গুতীর্থ ৯৯২

ব ।

বঙ্গ ৪৯৩।৪৯৫।১৯০৯।

বলগণ্ডি স্থান ১১৫৪। ১১৬২

বারাণসী ৩১৪।৩১৫।৩৯৮।৪৯৪।৬২৩।৭[illegible]০২৯।১৩১৫। ১৪৪৫।১৪৪৬
১৪৫৫।১৭৬১।১৭৯২।১৭৯৫।২১৭৬।২১[illegible]২১৮৭।

বিদ্যানগর [illegible]৭৩২।৭৪৪।৮২৭।৯৯৯।১৯৮১

বিদ্যাপুর ৯২৭

বিপ্র শাসন ১১৫৫

বিরজা ১৫০৪।১৫৪৮

বিষ্ণুকাঞ্চী ৯৪৫।১৪৯৩

বৃদ্ধকাশী ৯৪০

বৃন্দাবন। ১৯৯। ২৪০। ২৪১। ২৪৩। ২৪৪। ২৪৭। ২৮০। ৩২৮। ৩৩২। ৩৭৮। ৩৮০। ৩৯৯। ৪৪১। ৪৪৫। ৫৬০। ৫৭৬। ৫৮০। ৫৮১। ৫৯৯। ৬০১। ৬০৭। ৬০৮। ৬০৯। ৬২০। ৬২১। ৬২২। ৬২৩। ৬২৫। ৬৩১। ৬৪৮। ৬৬২ ৬৬৭। ৬৬৮। ৬৭০। ৬৯০। ৭০০। ৭৩২। ৭৩৩। ৭৪১। ৮২১। ৮৮১। ৯১৭। ১১২৩। ১১৩০। ১১৪২। ১১৪৪। ১১৪৯। ১১৫০। ১১৫৫। ১১৬৮। ১১৭১। ১১৭৩। ১১৭৪। ১১৮৮। ১১৯৩। ১১৯৪। ১১৯৫। ১১৯৬। ১২০২। ১২৫৫। ১২৬৭। ১২৬৮। ১২৯২। ১২৯৪। ১২৯৫। ১২৯৬। ১২৯৭। ১২৯৮। ১২৯৯। ১৩০২। ১৩০৭। ১৩০৯। ১৩১১। ১৩১৫। ১৩৩৩। ১৩৩৭। ১৩৩৮। ১৩৫২। ১৩৫৬। ১৩৫৭। ১৩৫৮। ১৩৫৯। ১৩৬০। ১৩৬১। ১৩৬৭। ১৩৬৮। ১৩৬৯। ১৩৭৮। ১৩৮১। ১৩৮৫। ১৩৮৬। ১৪০৩। ১৪১৪। ১৪১৭। ১৪৪৬। ১৪৫৮। ১৫৪৩। ১৫৪৬। ১৫৬০। ১৬৬৬ ১৭৯৩। ১৭৯৪। ১৭৯৬। ১৭৯৮। ১৮০০ ১৮০১। ১৮০২। ১৮১২। ১৮১৫। ১৮১৭। ১৮৪৫। ১৮৬৪। ১৮৬৬। ১৯০৬ ১৯৪৬। ১৯৫৩। ১৯৫৫। ১৯৬৪. ১৯৬৫। ১৯৬৬। ১৯৬৮। ১৯৬৯। ২১৭৪। ২১৭৫। ২১৭৭। ২১৮০। ২১৮২। ২১৮৮। ২১৯০। ২১৯৬। ২১৯৮। ২২০২। ২২২৫। ২২৩৩। ২২৪১। ২৩০০। ২৩০৬। ২৩০৭। ২৩০৮। ২৩০৯। ২৩২৬। ২৩৬০। ২৩৬১। ২৩৬২

বেঙ্কটাদ্রি ৯৪৪

বেণাগোলা ১৯১০

বেতাপানি ৯৭৩

বেদাবন ৯৪৬

বৈকুণ্ঠ। ৫৮। ৭৫। ৮৭। ১২২। ১৯৭। ২০৪। ২০৭। ২০৯। ২২৪। ২৪৪। ৯৭২। ৯৯৮। ১১৯৬। ১২৩২। ১৩৬৬। ১৪৩৩। ১৪৭৮। ১৪৯২। ১৫০২। ১৫১৮। ১৫২৬। ১৫৩৬। ১৫৪০। ১৫৪১। ১৫৪৩। ১৫৪৬। ১৫৫৫। ১৫৭২। ১৫৭৩। ১৫৭৮। ১৬৯০। ১৮১৪। ১৯০৬। ১৯০৭। ২১৪০

ব্রজ ৮৪—৮৭। ১২৩। ১২৭। ১৮৪। ১৯৯। ৩৮১। ৫৮১

ব্রহ্ম কুণ্ড ১৩৪৪

ব্রহ্মগিরি ৯৯৯

ভ।

ভদ্রক ৬০৭

ভদ্রবন ১৩৫৪

ভবানীপুর ১২৬৯

ভাণ্ডীরবন ১৩৫৫

ভার্গীনদী ৭৪৭

ভীমানদী ৯৯৭

ভুবনেশ্বর ৭৪৭।১২৬৯

ম।

মক্কা ১৪৫১

মণিকর্ণিকা ১০১৩

মথুরা ১৯৮। ২০১। ২৮১। ৩১৫। ৩৭৮। ৩৯৪। ৬২০। ৬২২। ৬২৩। ৭১১। ৭৩২। ৯৩৫। ৯৭০। ১৩০৯। ১৩২৬। ১৩২৭। ১৩২৮। ১৩৪৩। ১৩৪৯। ১৩৫০। ১৩৫৫। ১৩৫৬। ১৩৫৯। ১৩৬৫। ১৪৮৭। ১৪৮৯। ১৪৯২ ১৫৫৪। ১৬২০। ১৬৬৬। ১৭৯৪। ১৭৯৬। ১৭৯৭। ১৮০২। ১৯৩৫। ১৯৩৭ ১৯৪৬। ১৯৪৮। ১৯৬৮। ২০০৪। ২১৭৪। ২১৭৫। ২১৭৬। ২১৭৭। ২১৯৪। ২৩১৫। ২৩৬১।

মন্দার ১৪৯৩

মলয় পর্ব্বত ৯৭৩

মল্লিকার্জ্জুন ৯৩৮

মহাবন ১৩৫৫।১৩৬৯।২১৭৮

মহেন্দ্রশৈল ৯৬৮

মানসগঙ্গা ১৩৪৬

মায়াপুর ১৪৯৩

মাহিষ্মতীপুর ৯৯৭

য।

যমলার্জ্জুন ১৩৫৫

যমুনা ৬৬৮। ৬৬৯।৬৭০।১১৪৫। ১২৯৯। ১৩২৬।১৩৩১। ১৩৫৪। ১৩৫৭। ১৩৫৮।১৩৮৭।১৩৯৪।২০১৪।২২১৩।২২৩১।২২৯৬।২২৯৫।২৩০০।২৩০২। ২৩০৮

যমেশ্বর টোটা ১২৩২। ১৯৫০। ২১৮২

যাজপুর ৭৩১।১২৭৬

র।

রাধাকুণ্ড ৩৮১।১৩৪১

রামকেলী গ্রাম ৬১০।৬১৯। ১২৮৮। ১২৯৫।১৩৮০

রামেশ্বর সেতুবন্ধ ৬০৩। ৯৬৬

রাঢ়দেশ ৪৪৯। ৫৯৯। ৬৬৫

রেমুণা ৬৯৯।৭১৪।৭১৯। ৭২৪।১২৫৭।১২৭৭

ল।

লঙ্কা ১২০৮। ১২০৯

লোহবন ১৩৫৫

শ।

শান্তিপুর ৬০০। ৬২১। ৬৮০। ৭১২।১১২৭।১২৮৮।১২৮৯। ১২৯০। ১২৯১ ১৯২৫। ২০০৪

শিবকাঞ্চী ৯৪৫

শিয়ালী ৯৪৬

শৃঙ্গেরী ৯৭৬

শ্বেতদ্বীপ ১৯৯।২২৬

শ্রীবন	১৩৫৫
শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র	৬০১।৯৪৬।৯৪৭।৯৪৯।৯৫০।৯৬০
শ্রীশৈল	৭০০।৭০৩।৯৬৪।১৩০৯
শ্রীহট্ট	৪৪৮

স।

সত্যভামাপুর	১৮১৬
সপ্ত গ্রাম	১২৮৯।২০০৪
সপ্তদ্বীপ	১৮৬৯।২০২২
সপ্ত সমুদ্র	২২৬
সিদ্ধবট	৯৩৬।৯৩৭
সিদ্ধলোক	২০৫
সিন্ধু	১০৮১।২২১৩। ২২৯৫।২২৯৬
সিংহদ্বার	১০৭১।১১৭০
সুন্দরাচল	১১৭৩। ১১৭৬
সুমন সরোবর	১৩৪৭
সূর্পারক	৯৯৩
সেতুবন্ধ	৩১৬।৪৪৫।৫৮০।৯৬৪
সোরোক্ষেত্র	১৩৬৭। ১৩৭৬

হ।

হাজিপুর	১৪৫৪
হিমালয়	৩৭৮

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমৎ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রেমের কন্দ, হরিদাস স্বরূপ গোসাঞি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ, সার্ব্বভৌম রামানন্দ, রূপ সনাতন দুই ভাই॥

অনুভাষ্য।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য, রূপানুগ-জনের জীবন
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর, তাঁর মিত্র রূপ সনাতন

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীজীবগোপাল ভট্ট, দাসরঘুনাথ ভট্ট, শিবানন্দ কবিকর্ণপুর।
নরোত্তম শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র কৃষ্ণদাস, বলদেব চক্রবর্ত্তীপুর ॥
ঈশ ঈশভক্তগণে, প্রণমিয়া সযতনে, অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য সার।
চৈতন্যচরিতামৃত, করিলাম সুবিস্তৃত, ভক্তবৃন্দ করহ বিচার ॥
গৌরকথা পয়োরাশি, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি, আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্য সুধাপানে, বৈষ্ণব শীতল প্রাণে, আরো পিতে চাহে বারবার ॥
এই দীন অকিঞ্চনে, আজ্ঞা দিল সর্ব্বজনে, ভাষ্য তার করিতে রচন।
সাধু আজ্ঞা শিরে ধরি, যত্নে এই ভাষ্য করি, সাধুকরে করিনু অর্পণ ॥

অনুভাষ্য।

রূপপ্রিয় মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন, তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর, যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ, তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোর বর, হরি ভজনেতে যাঁর মোদ ॥

(বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকঃ)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

(স্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং)

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

প্রথম পরিচ্ছেদের কথাসার ।

এই পরিচ্ছেদে তত্ত্বনির্ণায়ক ১৪টী শ্লোক প্রথমে। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথের মঙ্গলাচরণ ১৫-১৭ শ্লোকে দিয়াছেন। প্রথম ১৪টী শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকে সামান্যতঃ ছয়তত্ত্বের বন্দনা। তাহার বিশেষ-ব্যাখ্যাতেই এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু শব্দে

অনুভাষ্য ।

এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন, তাঁদের উচ্ছিষ্টে যার কাম ।
শ্রীবার্ষভানবী বরা, সদা সেব্যসেবাপরা, তাঁহার দয়িত দাস নাম ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৮॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু; তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া শিষ্যের অভিমান করিতে হইবে। ঈশভক্ত সিদ্ধ ও সাধক ভেদে দুই প্রকার। ঈশ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ও তাঁহার কায়ব্যূহ। অংশ-অবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশঅবতার, এইরূপ ত্রিবিধাবতার। কৃষ্ণের প্রকাশতত্ত্ব

অনুভাষ্য।

হরিজন সেবা আশে, ভক্তিবৃদ্ধি অভিলাষে, প্রবাহভাষ্যের অনুগত।
মহাজন শাস্ত্র দেখি, সেই অনুসারে লিখি, অনুভাষ্য কৃপানুগমত ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ও তৎসঙ্গে বিলাসতত্ত্বের বিচার। কৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তি; তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠাদ্যে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্রজগোপীগণ। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের কায়বূহ ঈশতত্ত্ব, এবং ভক্ত সমুদয় আবরণতত্ত্ব; অতএব তাঁহার শক্তিবিশেষ। শক্তি শক্তিমানের অভেদ বুদ্ধিতে নিত্য অভেদ, এবং শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ বুদ্ধিতে নিত্য ভেদ। এইরূপ এক অখণ্ডতত্ত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। এই সিদ্ধান্তের নাম বেদান্তসম্মত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য।

গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণের উদ্দেশে আদিতে চৌদ্দটী শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহাতেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুর নির্দ্দেশ, শ্রোতৃগণকে আশীর্ব্বাদ ও

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥ ১৪॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ১৫॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ১৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরমকৃপালু রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন্॥ ১৫॥

জ্যোতির্ম্ময়শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন; আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি॥ ১৬॥

অনুভাষ্য।

নমস্কার করিয়াছেন। প্রথম সপ্ত পরিচ্ছেদে ক্রমশঃ ইহাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ ১-১৪॥

পঙ্গোঃ স্বপদ্ভ্যাং নিজবলেন স্থানান্তরগমনেঽসমর্থস্য মম মন্দমতে-র্বিষয়াবিষ্টস্যাল্পধিয়ঃ অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনোদ্যমরহিতস্যৈকান্তিনঃ গতী গম্যতে ইতি গতিঃ ফলং তথাভূতৌ মম সর্ব্বস্বরূপে পদাম্ভোজে

শ্রীমন্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৮ ॥
এইতিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এতিনের চরণ বন্দো তিনে মোর নাথ ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ এই তিন ঠাকুর বৃন্দা-

অনুভাষ্য।

যয়োস্তৌ সুরতৌ দয়ালূ মিথোত্যন্তানুরক্তৌ বা রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্ ॥ ১৫ ॥

দিব্যতি পরমোৎকৃষ্টে মনোহরে বৃন্দাবিপিনে কল্পবৃক্ষস্য অধোমূলে পরমশোভাময়রত্নালয়াভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনাবস্থিতৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেবাপরাভিঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিপরিবৃতশ্রীললিতাদিপ্রিয়নর্ম্মসখীভিঃ সেব্যমানৌ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমান্ পরমশোভাময়বিগ্রহঃ রাসরসপ্রবর্ত্তকঃ বেণুস্বনৈর্বংশীধ্বনিভিঃ গোপীঃ ব্রজগোপবধূঃ কৃষ্ণেতরবাসনাশিথিলীকুর্ব্বন্ কর্ষন্ গৃহাৎ বংশীনিনাদরূপপ্রেমরজ্জুবলেন আনয়ন্ বংশীবটতরোর্মূলে অবস্থিতঃ সন্ স্বচ্ছন্দং বিহরতি সঃ নঃ অস্মাকং শ্রিয়ে প্রেমসম্পত্ত্যৈ অস্তু ভবতু ॥ ১৭ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বনের অধিদেব; গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবায় অধিকার দান করিয়া আপনার নিজ জন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ। গোবিন্দসেবাই অভিধেয় এবং গোপীজন বল্লভ-কর্ত্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব।

গৌড়ীয় শব্দে গৌড় দেশীয়। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। তথায় পঞ্চ গৌড়দেশ; যথা সারস্বত, কান্যকুব্জ, (লক্ষ্মণাবতী) মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল প্রদেশ। বঙ্গ-দেশকে অনেকে গৌড়দেশ বলেন; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রাজধানীর গৌড় আখ্যা ছিল। উৎকল দেশীয় ভক্তগণকে যে স্থলে উড়িয়া ভক্ত বলা হয় সেকালে বঙ্গদেশীয়গণ গৌড়ীয় ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। আবার দাক্ষিণাত্য, পঞ্চ দ্রবিড় সংজ্ঞায় পরিচিত। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ চারিজনেই দ্রবিড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের আশ্রিত দ্রাবিড় বৈষ্ণবগণের সহিত পার্থক্যবাসনায় গৌড়ীয় শব্দ প্রচলিত হইবার অসম্ভাবনা নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্য আন্ধ্র প্রদেশে মহা-ভূতপুরীতে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গোলোর জিলার পরশুরামক্ষেত্রে উড়ুপী

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ২১ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুনির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার ॥ ২২ ॥
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার।
সামান্য বিশেষ রূপে দুইত প্রকার ॥ ২৩ ॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে হয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ২৪ ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ ॥ ২৫ ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার কারণ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে করি মূল প্রয়োজন ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য।

গ্রামে, শ্রীনিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী আন্ধ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদিও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন তথাপি মাধ্বমতস্থ তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্রাবিড়ীয়। তজ্জন্য শ্রীগৌরপদাশ্রিত সম্প্রদায়ে গৌড়ীয় আখ্যা। বিশেষতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। মাধ্ব বা গৌড়ীয় শব্দে সেজন্য শ্রীগৌরভক্তগণ সংজ্ঞিত হইতেও পারেন ॥ ১৯ ॥

এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ২৭ ॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ২৮ ॥
এই চৌদ্দশ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥ ২৯ ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ৩০ ॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন।
চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্র যে মত নিরূপণ ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ৩২ ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ৩৩ ॥

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্র যে মত নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য।

গ্রন্থকারঃ কৃষ্ণদাসোঽহং গুরূন্ বর্ত্মপ্রদর্শক-মন্ত্রদাতৃ-শিক্ষাদাতৃন্ গুরু-

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দীক্ষা-শিক্ষাভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশ সকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

গণান্ শ্রীনিত্যানন্দরঘুনাথরূপাদীন্ ঈশভক্তান গৌরকৃষ্ণসেবকান্ শ্রীবাসাদীন্ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ঈশং ভগবন্তং ঈশাবতারকান শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যাদীন্ তৎপ্রকাশান তস্য চৈতন্যকৃষ্ণস্য প্রকাশান্ শ্রীনিত্যানন্দাদীন তচ্ছক্তীঃ তস্য গৌরকৃষ্ণস্য শক্তীঃ শ্রীগদাধরদামোদরজগদানন্দাদীন্ তত্ত্বষট্‌কান্ বন্দে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপ্রভুঃ। যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎ কারণত্বেন মদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধাতত্তৎপরম্পরাকথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসাম্মুখ্যস্য তত্তদনুষঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাব-বিশেষে তদ্ভজনমার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। প্রীতিলক্ষণভক্তীচ্ছূনাংতু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্ নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। তদেতদুভয়স্মিন্নপি তত্তদ্ভজনবিধিশিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি। তত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ। শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। মন্ত্রগুরুস্ত্বেক

শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"তাঁহার চরণ" উভয়বিধ গুরু একতত্ত্ব বিচারে একবচন ব্যবহার। পাঠান্তরে 'তাঁসবার' ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

এব নিষেৎস্তমানত্বাদ্বহূনাম্। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্। অনুগ্রহঃ মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। যে গুরোশ্চরণং সমবহায় ভগবদস্তমর্থীকর্তুং প্রযতন্তে তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। অকৃতকর্ণধরা জলধৌ যথা তদ্বৎ। গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ। পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।

অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্তসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধালাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখী হন। তৎসঙ্গফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাববিশেষে এবং ভজনমার্গবিশেষে রুচি জন্মে। কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তিপ্রার্থীগণের রুচিপ্রধান পথই প্রশস্ত অজাত রুচিগণের বিচারপ্রধানপথ রাগানুগগণের নহে। এতদুভয়েরই প্রাক্তন শ্রবণ গুরুই সেই সেই ভজনবিধি শিক্ষাগুরু হন। এবিষয়ে শ্রবণগুরু সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভ ঘটে, শ্রবণ গুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব। মন্ত্রগুরু এক ; অনেক গ্রহণের নিষেধ আছে। শিক্ষাগুরু বহু। মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁসবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৩৭ ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্রপ্রণাম ॥ ৩৮ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ৩৯ ॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ৪০ ॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি।
তাঁসবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ৪১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ৪২ ॥
সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেহোঁ যৈছে করিয়ে বিচার ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আবরণ, চতুর্দ্দিকবর্ত্তী ভক্তগণ প্রভুর আবরণ। সেই আবরণের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। সেই ছয়তত্ত্ব, গুরু, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য এই ছয়তত্ত্ব যেরূপে তাঁহার স্বরূপ তাহা এক্ষণে বিচার করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৪৪ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৪৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ১৭ অ, ২২ শ্লোকঃ)

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরু ও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের পক্ষে গুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ। কিন্তু নিত্যানন্দ-বলদেব বস্তুত বিলাসস্বরূপ প্রকাশতত্ত্ব ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য।

শত শত বাসন আসিয়া গুরুভক্তি রহিত জীবকে ভক্ত সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিতনৌকার ন্যায় তাহার সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্মরণাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধবশত কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুর পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে ॥ ৩৫ ॥

বর্ণাশ্রমাচারী ও তদিতরগণের কৃষ্ণভক্তিলক্ষণরূপ স্বধর্ম্ম শুনিয়া উদ্ধব সেই ভক্তির অনুষ্ঠানবিষয়ে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বর্ণা-

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য বুদ্ধি করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময় ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

গণের স্বভাব বর্ণন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসপ্রসঙ্গে গুরুর প্রতি ব্যবহার বলিলেন।

আচার্য্যং গুরুং মাং মদীয়প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। কর্হিচিৎ ন অবমন্যেত কারণোদয়েঽপি ন গর্হয়েৎ। গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ তং মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা ঔপাধিকজড়দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্নধিয়া ন অসূয়েত নিজপ্রাকৃতজাড্যেন মৎসরো ভূত্বা আত্মসমং ন ভাবয়েৎ।

গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ বিশেষ জানিবেন। গুরু কৃষ্ণসহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্য-সেবকভাব রহিত হইয়া কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত ভিন্ন নন, এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদীগণের মতে অপ্রাকৃতানুভূতিতে স্বগতস্বজাতীয়বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণব আচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না পরন্তু অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভু গুরুদেব সম্বন্ধে মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর এরূপ বলেন। শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যা) লিখিয়াছেন শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে। তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবস্তোত্রে বলিয়াছেন সাক্ষা-

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ২৯ অ, ৬ শ্লোক।)

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সক্ষম হন না। যেহেতু তুমি অপার-কৃপা-বশত দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছ ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য।

হরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ অর্থাৎ সমস্তশাস্ত্রেই গুরু, শিষ্যের দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা সেবাধিকারী প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয় সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে তদীয় জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতিসমূহে শুদ্ধভজন গীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৪৬ ॥

সবিস্তার যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া উদ্ধব যোগপন্থাকে বহ্বায়াসযুক্ত

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০ অ, ১০ শ্লোক।)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিত্য-ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমযোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দধামকে লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

অনুভাষ্য।

জানিয়া সংক্ষেপে ভগবানের নিকট ভক্তিযোগ কথা শুনিবার উদ্দেশে তাঁহাকে বলিতেছেন।

হে ঈশ তব কৃতং ত্বৎকৃতমুপকারং স্মরন্তশ্চিন্তয়ন্তঃ ঋদ্ধমুদঃ বর্দ্ধিত-পরমানন্দাঃ কবয়ঃ বিবেকিনঃ ব্রহ্মায়ুষোঽপি ব্রহ্মতুল্যমায়ুঃ প্রাপ্য ভজন্তোঽপি অপচিতিং প্রত্যুপকারং আনৃণ্যং নৈব উপযন্তি প্রাপ্নুবন্তি। (যতঃ) যঃ ভবান্ বহিঃ আচার্য্যবপুষা মন্ত্রগুরুরূপেণ শিক্ষাগুরুরূপেণ বা অন্ত-শ্চৈত্ত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ অশুভং কৃষ্ণেতরবিষয়াভিনিবেশং বিধুন্বন্ নিরস্যন্ স্বগতিং আত্মস্বরূপং পার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং ব্যনক্তি প্রকাশয়তি ॥ ৪৮ ॥

নিশ্চল ভক্তিযোগে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ হইতে সকল উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয় জানিয়া যে সকল ভজনশীল পণ্ডিত কৃষ্ণচিত্ত ও কৃষ্ণপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথা কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণকে সন্তোষ ও রমণ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগাকাঙ্ক্ষিণাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি তেষাং হৃদবৃত্তিষু অহমেব উদ্ভাবয়ামি যেন

যথা ভগবান্ ব্রহ্মণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ॥ ৫০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক, ৯ অ, ৩০ শ্লোক।)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৫১ ॥
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা অনুভব করাইয়াছিলেন। বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরম গুণজ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

আমার স্বরূপ, আমার সত্ব ও আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ব-বিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য।

তে মাং উপযান্তি লভন্তে। সবুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুং অশক্যঃ কিন্তু মদেকদেয়স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

সৃষ্টি করিতে মানস করিয়া ব্রহ্মা অত্যধিক চিন্তা করিতেছিলেন। তপ এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিষ্কপট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রসন্নতাক্রমে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। সেখানে নির্ম্মদ হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে ভগবান্ ছয়টী শ্লোক বলিলেন।

মে মম ভগবতো জ্ঞানং পরমগুহ্যং নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানাদেরপি শ্রেষ্ঠতমং। ন কেবলং মদ্রূপস্য জ্ঞানং এব তুভ্যং দদাম্যপি তু কাঞ্চ কৃষ্ণবিজ্ঞানেনানুভবেন সমন্বিতং যুক্তং সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥৫৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই জগৎস্থষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথক্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এসমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশেষ থাকিব ॥ ৫৩ ॥

অনুভাষ্য।

তেনাপি সহিতং প্রেমভক্তিরূপং তদঙ্গঞ্চ তস্য রহস্যস্য অঙ্গং শ্রবণাদি-ভক্তিরূপং সাধনভক্তিযোগং সম্বন্ধজ্ঞানস্য সহায়ং ত্বয়া অপৃষ্টমপি এতত্রয়ং কৃপয়ৈব বক্ষ্যামি। ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ ইত্যন্যো ন জানাতি ॥ ৫১॥

যাবান্ যৎপ্রমাণাকারঃ যাদৃশস্থৌল্যকার্শ্যদৈর্ঘ্যতুঙ্গতাবৃত্ততাদ্যৌচিত্য-সংনিবেশবিশিষ্টাবয়বঃ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোঽহং যথাভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহং। যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ যানি রূপাণি শ্যামত্বচতুর্ভুজত্ব দ্বিভুজত্বগৌরত্বকৃষ্ণত্বরামত্বনৃসিংহত্বাদীনি। গুণা ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ। কর্ম্মাণি লক্ষ্মীপরিগ্রহগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি যস্য সঃ যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং তথৈব তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাৎ তে এব অস্তু। সাধনভক্তিপ্রেমভক্ত্যোর্বৃদ্ধিতারতম্যেনৈব মদ্রূপগুণ-লীলামাধুর্য্যানুভবতারতম্যে মৎস্বরূপাদধিকতমমাধুর্য্যং পরমতুর্ল্লভং কৃষ্ণ-স্বরূপং মাং ব্রজভূমৌ ত্বং সাক্ষাদনুভবিষ্যসি। এতেন চতুঃশ্লোক্য-র্থস্য নির্ব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাস্তম্ ॥ ৫২ ॥

অহং শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে। নতু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম তদ-বিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানত্বাৎ পর্য্যকত্বে তু তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিত্যেব

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বশ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম মায়া। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। স্বরূপতত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুটী প্রাদেশিক

অনুভাষ্য।

বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহর-শ্রীবিগ্রহোঽহং এব অগ্রে সৃষ্টেঃপূর্ব্বং মহাপ্রলয়কালেঽপ্যাসং বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বা-দহংপদেনৈব গ্রহণং রাজাঽসৌ প্রযাতীতিবৎ। সৎকার্য্যং অসৎকারণং তয়োঃ পরং যদ্‌ব্রহ্ম তন্ন মত্তোঽন্যৎ। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাকারেণ বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষভগবদ্রূপেণ। পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি বৈকুণ্ঠে তু ভগবদাদ্যাকারেণ প্রপঞ্চেষু অন্তর্যাম্যা-কারেণ। যদেতৎ বিশ্বং তদপ্যহমেবাস্মি। মদনন্যত্বান্মদাত্মকমেব। তথা প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্মি। কালাব্যবচ্ছিন্ননিত্যলীলা-বিগ্রহস্য কৃষ্ণস্য সর্ব্বকালে প্রকটতাস্তীতি ॥ ৫৩ ॥

অর্থং পরমার্থভূতং মাং ঋতে বিনা যৎ প্রতীয়েত মৎ প্রতীতৌ তৎ

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়। একরূপ আভাস; অন্যরূপ তম। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে আভাস বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয় তাহাকে তম অর্থাৎ অন্ধকার বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎস্বরূপের কিরণ স্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাস রূপ মায়াবৈভব ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব, এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ। প্রথম সম্বন্ধ এই যে আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশ হয় তাহা মায়া; এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া ॥ ৫৪ ॥

যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্রভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট

অনুভাষ্য।

প্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ। তৎ তথা লক্ষণং বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য। যথাভাসঃ আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কথঞ্চিতুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষঃ। স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে। ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সা। যথাতমঃ তমঃ শব্দেন তমঃ প্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্‌যথাতন্মূলজ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদিয়ং। জীবমায়া গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেই রূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সর্ব্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য, ক্ষিতি-জল-তেজ-বায়ু ও আকাশ রূপ মহাভূত সকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমত স্থূলজগতকে প্রকাশ করতঃ তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূত অবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্বিগ্রহে নিত্য বিরাজমান। আবার চিদ্বিগ্রহের কিরণপরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমলপ্রেম আস্বাদন করেন। ইহাই রহস্য ॥ ৫৫ ॥

যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য তাহারই অনুসন্ধান করিবেন।

অনুভাষ্য।

যথা মহান্তি ভূতানি আকাশাদীনি উচ্চাবচেষু ভূতেষু দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু অপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতানামপি অনুপ্রবিষ্টানি অন্তঃস্থিতানি ভান্তি তথা লোকাতীতবৈকুণ্ঠস্থিতত্বেন অপ্রবিষ্টোঽপ্যহং তেষু তত্তদ্গুণবিখ্যাতেষু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো হৃদি স্থিতোঽহং ভামি। অন্তঃকরণেষু দর্শনং দাতুং তথা অপ্রবিষ্টঃ বহিঃ স্থিতশ্চ তেষাং নয়নেষু সসৌন্দর্য্যমর্পয়িতুং নাসাসু স্বসৌরভ্যং প্রবেশয়িতুং তৈঃ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্ব্বন্ তেষাং কর্ণেষু স্বসৌস্বর্য্যামৃতং পূরয়িতুং স্পর্শনালিঙ্গনাদিদানৈস্তেষামঙ্গেষু স্বীয়

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথম শ্লোক ।)

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

তাৎপর্য্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয় তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্‌গুরুচরণ হইতে অন্বয়ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধিনিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্বজ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত সম্পূর্ণরূপে আছে। ভাগবত-গ্রন্থ ১৮০০০ শ্লোক। সেই আঠারহাজার শ্লোকে যাহা কিছু আছে,

অনুভাষ্য ।

সৌকুমার্য্যমাধুর্য্যাদিকং চানুভাবয়িতুমিতি তেষু গুণাতীতভক্তেষু অন্তর্বহির্ময়া ত্যক্তুমশক্যেষু আসঙ্গসহিতৈব মম ক্রীড়া। তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তির্নামরহস্যমিতি সূচিতম্ ॥ ৫৫ ॥

আত্মনঃ মম ভগবতস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা স্বস্য শ্রেয়ঃসাধনে যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা যদেকমেব বস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র স্যাৎ কিং তৎ ইতি এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। স্বর্গাপবর্গপ্রেমসু মধ্যে আত্মনঃ শ্রেয়ঃ কিমিতি প্রশ্নে প্রেমাতু স্বস্যৈবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধ্যতি স্বর্গাপবর্গৌ তাভ্যাং তাবৎ ন সিদ্ধ্যতঃ। যথা জিজ্ঞাস্যেষু মধ্যে এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং কিং তৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যোগাযোগাভ্যাং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ দাস-সখি-গুরু-প্রেয়সীষু সর্ব্বদা নিত্যমেব মহাপ্রলয়সময়েঽপীতি দাস্যসখ্যবাৎসল্যশৃঙ্গাররসানাং আস্বাদনং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৫৬ ॥

যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলা স্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহার মূল এই চারিশ্লোকে। 'অহমেব' শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎ স্বরূপ, তাঁহার গুণ ও লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত। 'ঋতেহর্থং' শ্লোকে ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাত মায়াতত্ত্ব এবং সেই মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধজনিত মায়াশক্তির বশযোগ্য জীবতত্ত্ব এবং জীবের ভোগায়তন জড়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতব্য। 'যথা মহান্তি' শ্লোকে জীব ও জড় হইতে ভগবত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদসত্ত্বেও ভগবানের নিত্যস্বরূপের পৃথগবস্থান এবং জীবগণের তাঁহার চরণাশ্রয়ক্রমে মহাপ্রেমসম্পত্তিলাভরূপ পরমপ্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'এতাবদেব' শ্লোকে সেই পরম প্রয়োজনলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ সাধনভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধনভক্তির অন্তর্গত প্রাপ্তিসাধকবিধি সকলকে আনুকূল্যভাবে অন্বয় বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে। তৎপ্রাপ্তির বাধকরূপ প্রাতিকূল্যজনক ক্রিয়াসকলকে নিষেধমধ্যে পরিগণিত করিয়া ব্যতিরেক শব্দে উক্তি করা গিয়াছে। সাধনতত্ত্বের নাম অভিধেয়, অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিক্রমে উপদেশ লব্ধ হয়, তাহাই অভিধেয় ॥ ৫৩-৫৬ ॥

চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি নামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন। ময়ূরপুচ্ছধারী মৎশিক্ষাগুরু ভগবান্‌ও জয়যুক্ত হউন। তাঁহার

অনুভাষ্য।

লীলাশুকশ্রীবিল্বমঙ্গলঠাকুর অপ্রাকৃত বৃন্দাবনীয় লীলায় প্রবেশলালসায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতগীতের আদিতে ত্রিবিধ গুরুবর্গের জয় উল্লেখ করিয়াছেন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে ।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ৫৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ২৬ অ, ২৬ শ্লোক ।)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

পদকল্পতরুপল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বরজনিতসুখ লাভ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

অন্তর্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠ-রূপে শিক্ষাগুরু ॥ ৫৮ ॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন।

অনুভাষ্য ।

মে মম গুরুঃ বর্ত্ম প্রদর্শকশ্রবণগুরুশ্চিন্তামণির্জ্জয়তি। মন্ত্রগুরুঃ সোমগিরির্জয়তি চৈত্ত্যশিক্ষাগুরুঃ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ শিখিপিঞ্ছস্তান্যেব মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ ভগবান্ বৃন্দাবনেন্দ্রো জয়তি। যৎ যস্য ভগবতঃ পাদৌ এব কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু পদনখাগ্রেষু জয়শ্রীঃ জয়া চাসৌ শ্রিয়শ্চেতি মহালক্ষ্মী বৃন্দাবনেশ্বরীত্যর্থঃ লীলাস্বয়ম্বররসং লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং সুখং লভতে ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্ত্য শিক্ষাগুরু এবং মহান্ত স্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন ॥ ৫৮ ॥

উর্ব্বশী পুরুরবার সঙ্গত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তিনি শোকে অধীর

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩স্ক, ২৫ অ, ২২ শ্লোক)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৬০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন ॥ ৫৯ ॥

সাধুসঙ্গক্রমে আমার সূচক হৃৎকর্ণরসায়নকথা সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গ পথস্বরূপ আমাতে শীঘ্র প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয় ॥ ৬০ ॥

অনুভাষ্য।

হইয়া বর্ষকালব্যাপী অনুতাপ করেন পরে বিবেক লাভ করিয়া সঙ্গ-দোষের ফল উপলব্ধি করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই আখ্যায়িকা বলেন।

ততঃ দুঃসঙ্গং যোষিৎসঙ্গং যোষিৎসঙ্গিসঙ্গং চ দূরে উৎসৃজ্য বিহায় বুদ্ধিমান্ বিবেকী সৎসু বিরক্তেষু হরিজনেষু সজ্জেত হরিজনসঙ্গং সর্ব্বাত্মনা কুর্য্যাৎ। যতঃ সন্তঃ সাধবঃ অস্য বিষয়াভিনিবিষ্টস্য মনোব্যাসঙ্গং বিরুদ্ধা-মাসক্তিং উক্তিভিঃ সদুপদেশৈঃ ছিন্দন্তি নাশং কুর্ব্বন্তি ॥ ৫৯ ॥

দেবহূতি নিজপুত্র কপিলদেবের নিকট নিজশ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে কপিলের উক্তি।

সতাং হরিজনানাং প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ মম বীর্য্যস্য সম্যগ্‌বেদনং যাসু তাঃ হৃৎকর্ণয়োরসায়নাঃ সুখদা কথা ভবন্তি তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপ-বর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তিবর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিঃ ভাবঃ ভক্তিঃ প্রেমা শীঘ্রং অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি। প্রথমং শ্রদ্ধা ততঃ

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৬১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্ক, ৪ অ, ৫১ শ্লোক)

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দস্বরূপে যাঁহার ভক্তি, তিনিই অর্থাৎ তাহাঁর হৃদয় কৃষ্ণের অবস্থিতি স্থান ॥ ৬১ ॥

সাধু সকল আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর আমার বলিয়া কাহাকেও জানি না ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য।

সৎসঙ্গঃ। সঙ্গাৎ তৎকথোদয়ে তৎসেবনপ্রবৃত্তিঃ ভজনক্রিয়াতঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ অনর্থনিবর্ত্তিকাঃ কথা ততস্তা এব কথা নিষ্ঠামুৎপাদয়ন্ত্যো মন্মাহাত্ম্য-বেদনং যতস্তথাভূতা ভবন্তি ততো রুচিমুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি। তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যাস্বাদনাৎ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তির্ভাবঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তুই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরবস্তু সর্ব্বশক্তিমান্। ভক্ত তাঁহার শক্তিজাতীয় স্বরূপ; শক্তিমান্ জাতীয় বস্তু নহেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে সেবাবৃত্তি, ভজনশীল ভক্তে অবস্থিত সুতরাং কৃষ্ণের ভক্তরূপ আধারে স্থিতি ॥ ৬১ ॥

পরম ভাগবত অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্ব্বাসা ঋষি অপরাধ করায়

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ১৩ অ, ৮ শ্লোক)

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা বলে পাপীগণের পাপ-মলিনতীর্থসকলকে পবিত্র করেন ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

বিষ্ণুচক্র দুর্ব্বাসার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে তিনি সকল দেবগণের সাহায্য প্রার্থী হন। অবশেষে ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে অম্বরীষের পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া এই শ্লোকে ভাগবতসাধুগণের প্রকৃত পক্ষে পরম মহত্ত্ব জানাইয়াছেন।

সাধবো মহ্যং হৃদয়ং মমপ্রাণতুল্যাঃ সাধূনাং তু অহং হৃদয়ং। সাধবস্তে মত্তঃ অন্যৎ ন জানন্তি অহমপি তে সকাশাৎ মনাক্ ঈষৎ অন্যৎ ন জানামি। ভক্তানামহমেব সর্ব্বাত্মনা সদা চিন্তনীয়ঃ মমাপি মদনুশীলনৈকপরা সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদা ভক্তাঃ সদা ধ্যেয়াঃ ॥ ৬২ ॥

বিদুর মহাশয় নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজ এই শ্লোকদ্বারা অভিবন্দন করিলেন।

হে বিভো ভবাদৃশা তীর্থভূতাঃ সন্তঃ ভাগবতাঃ স্বান্তস্থেন স্বস্যান্তস্থিতেন গদাভৃতা ভগবতা তীর্থানি মলিনজনসম্পর্কেণ অতীর্থানি সন্তি পুনস্তার্থী কুর্ব্বন্তি মহাতীর্থী কুর্ব্বন্তি। ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যেন ॥৬৩॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর ॥ ৬৪ ॥
ঈশ্বরের অবতার এতিন প্রকার।
অংশ অবতার আর গুণ অবতার ॥ ৬৫ ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৬৭ ॥
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একেত প্রকাশ হয় আরেত বিলাস ॥ ৬৮ ॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারেত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ ও সাধক। ভগবৎপার্ষদগণ সিদ্ধ-সেবকমণ্ডলী। তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যপর হইয়া পরব্যোমে অবস্থিত, কেহ কেহ মাধুর্য্যপর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যাঁহারা সেবাসিদ্ধিলাভের জন্য বৈধ বা রাগানুগা সাধনভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধক ॥ ৬৪ ॥

অংশাবতারগণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার,—মায়াধীশ। সত্ব, রজ, তম, এই তিনটী গুণে প্রতিভাত ভগবদবতার গুণাবতার। যে সকল মহজ্জীবে কৃষ্ণশক্তি বিশেষ আবেশ হয় তাঁহারা শক্ত্যাবেশ অবতার ॥ ৬৬ ॥

মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ৭০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩।৪।৫ শ্লোক)

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৭১ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠেস্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভবস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং ॥ ৭২ ॥
দিবৌকসাং স্বদারাণামত্যোৎসুক্যভৃতাত্মনাং।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দুইরূপে ভগবানের প্রকাশ, অর্থাৎ প্রকাশ ও বিলাস। যে স্থলে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহ ও শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলায় কৃষ্ণ যুগপৎ বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আকারভেদ ছিল না। একই বিগ্রহ বহুরূপ হইয়াছিলেন। তাহাই কৃষ্ণের মুখ্যপ্রকাশ। যেখানে স্বরূপের অন্যাকার হইয়া পড়ে ও আত্মসাদৃশ্য প্রকাশ পায় সেই প্রকাশ স্থলে বিলাস নাম হয়। বৃন্দাবনে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণ ইত্যাদি ভগবৎ স্বরূপের বিলাসমূর্ত্তি ॥ ৬৮-৭০ ॥৭৬॥ ৭৮॥

অনুভাষ্য।

তাসাং মণ্ডলরূপেণ অবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একৈকরূপেণ প্রবিষ্টেন যং শ্রীকৃষ্ণং স্বনিকটস্থং মামেব আশ্লিষ্টবান্ ইতি মন্যেরন্ তেন যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন কণ্ঠেগৃহীতানাং আলিঙ্গিতানাং গোপীমণ্ডলৈঃ শোভমানঃ রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ। তৎক্ষণমেব অত্যোৎসুক্যভৃতাত্মনাং

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৬৯ অ,৩ শ্লোক)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৭৪ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশকথনে ৯ম শ্লোক)

অনেকত্রপ্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈ কদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সপ্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটী গোপীকার মধ্যে এক একটী মূর্ত্তি প্রকাশ করত গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে, গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময় সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্যসহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পরিদৃশ্য হইলেন। তৎপরে দুন্দুভি-নাদ ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল॥ ৭১-৭৩॥

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একই কৃষ্ণ এক একটী স্বরূপে গৃহে গৃহে যুগপৎ ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন॥ ৭৪ ॥

একরূপে অনেক অবিকল যুগপৎ প্রকাশকে প্রকাশ বলে ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

দর্শনৌৎসুক্যেন অতিব্যাকুলমনসাং সদারাণাং সস্ত্রীকাণাং দিবৌকসাং দেবানাং বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং সঙ্কীর্ণং বভূব। ততো দুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ॥ ৭১-৭৩ ॥

বত অহো চিত্রম্। একঃ কৃষ্ণঃ একেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং ষোড়শসহস্রং স্ত্রিয়ং মহিষ্য উদাবহৎ॥ ৭৪ ॥

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥ ৭৬ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে তদেকাত্মরূপকথনে ৫ম শ্লোক)

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৭৭ ॥

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৭৮ ॥
ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৯ ॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অচিন্ত্যশক্তি বিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশপ্রায় অন্য-রূপে প্রকাশ পান, তখন তাহাকে বিলাস বলা যায় ॥ ৭৭ ॥

লক্ষ্মীগণ বৈকুণ্ঠে, মহিষীগণ পুরে অর্থাৎ দ্বারকাপুরে। ব্রজে গোপী-

অনুভাষ্য ॥

একদা একস্মিন্‌কালে একস্য রূপস্য যা অনেকত্র প্রকটতা সর্ব্বথা আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৭৫ ॥

তস্য মূলরূপস্য স্বরূপং অন্যাকারং বিলক্ষণাঙ্গসন্নিবেশং বিলাসতঃ লীলা-বিশেষাৎ প্রায়েণ কৈশ্চিদ্‌গুণৈরূনাধিকং আত্মসমং নিজমূলরূপতুল্যম্ শক্ত্যা ভাতি স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৭৭ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তার সম।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ ৮১ ॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এসবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ ॥ ৮২ ॥
প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেত করি বিশেষ বন্দন ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গণ তৃতীয় প্রকার শক্তি। সবাতে, সকলের মধ্যে। যাতে যেহেতু ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ব্রজসঙ্গিনীগণ স্বয়ং স্বরূপশক্তি॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥

স্বয়ং রূপ 'তদেকাত্ম' ইত্যাদি ভাগবতামৃত শ্লোক বিচারে দ্বিভুজ কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। তাঁহার কায়ব্যূহ তাঁহার সমান। কায়ব্যূহ, অর্থাৎ স্বীয় কায়বিস্তার। সেই স্বরূপের পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণ লইয়া তাঁহার আবরণ। আবরণ ও বেষ্টিততত্ত্ব একত্র বিচারে পূর্ব্বোক্ত ছয়তত্ত্বের একত্ব নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় কেবল অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ববিচারে সিদ্ধ হইল ॥ ৮১ ॥

'যদ্যপি আমার গুরু' (৪৪-৬৪) হইতে 'পারিষদগণ এক সাধক-গণ আর' পর্য্যন্ত গুরু ও ভক্ত দুইতত্ত্বের বিচার। "ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার" (৬৫-৬৭) হৈতে 'শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু ব্যাস মুনি' পর্য্যন্ত ঈশ ও তদবতারবিচার। "দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ" (৬৮-৭৮) হইতে "চৈছে বাসুদেবপ্রদ্যুম্নাদি সংকর্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥৮৪॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটিসূর্য্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥ ৮৫ ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভুনিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রকাশ বিচার। তৎপরে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান' (৭৯।৮০) পর্য্যন্ত তাহাঁর শক্তিবিচার ॥ ৪৪-৮০ ॥

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর নিশাকর স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮৪ ॥

নিজধাম, জ্যোতিঃ ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্বশৈলে, গৌড়রূপউদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্বতটে ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

গৌড়োদয়ে গৌড়দেশ এব উদয়াচলস্তস্মিন্ সহোদিতৌ এককালে উদয়ং প্রাপ্তৌ পুষ্পবন্তৌ যুগপৎ দিবাকরনিশাকরৌ চিত্রৌ আশ্চর্য্যৌ শন্দৌ কল্যাণপ্রদৌ তমোনুদৌ অন্ধকারবিনাশকৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ বন্দে ॥ ৮৪ ॥

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৮৮ ॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি করে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান ॥ ৮৯ ॥
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব ॥ ৯০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ১ অ, ২ শ্লোকঃ)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥৯১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতব শূন্য, পরম ধর্ম্ম বাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? ॥ ৯১ ॥

অনুভাষ্য।

মহামুনিকৃতে শ্রীনারায়ণমহামুনিরচিতে অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতি শোভাময়ি ভাগবতে প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ধর্ম্মা-

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৯২ ॥

(উক্ত শ্লোকে শ্রীধরস্বামীচরণের ব্যাখ্যায়)

প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবমিতি চ ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম ॥ ৯৪ ॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তার মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। স্বামীপাদ তজ্জন্যই প্রশব্দে মোক্ষের অভিসন্ধিরূপ কৈতবরাহিত্য উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ দুই ভাই সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। এই পদ্য গুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎস্বরূপ তত্ত্ব। জীবে স্বধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম।

অনুভাষ্য।

ধর্মকামমোক্ষাত্মকং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ কেবলভগবৎসেবালক্ষণধর্ম্মঃ সতাং হরিজনানাং কামক্রোধলোভমোহমদমৎসরশূন্যানাং পরমঃ শ্রেষ্ঠধর্ম্মঃ কর্ম্মশাস্ত্রনিরাসকপরো বর্ণিতঃ। অত্র তাপত্রয়োন্মূলনং আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপবিবর্জ্জিতং শিবদং মঙ্গলপ্রদং বাস্তবং পারমার্থিকং বস্তু বেদ্যম্ জ্ঞানশাস্ত্রনিরাসকপরং। অত্র শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিঃ কৃতিভিঃ পারঙ্গতৈঃ হৃদি তৎক্ষণাৎ সদ্যঃ কালব্যবধানরহিতঃ ঈশ্বরঃ অবরুধ্যতে ॥ ৯১ ॥

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বআনন্দস্বরূপ ॥ ৯৬ ॥
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে ॥ ৯৭ ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৯৮ ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥ ৯৯ ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শুভকর্ম্ম (পুণ্য) ও অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি সকলই জীবের স্বধর্ম্মরূপে প্রবেশ করতঃ তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অনুগত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্মকে দূরীকৃত করতঃ বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৯৪-৯৮ ॥

দুই ভাগবত, অর্থাৎ ভাগবত শাস্ত্র ও ভক্তিরসের পাত্র ভক্ত ভাগবত। এই দুয়ের সাক্ষাৎকার করাইয়া ভক্তিরস প্রদান পূর্ব্বক জীবের প্রেমে বশ হইয়াছেন ॥ ৯৯ ॥

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তম করে নাশ ॥ ১০১ ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥ ১০২ ॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥ ১০৩ ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥ ১০৪ ॥
বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥ ১০৫ ॥
(অনাদি ব্যবহারসিদ্ধপ্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্তঞ্চ)
মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগতের ভাগ্যে, সেই দুই ভাইপ্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ক্রমশঃ এই জগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে ইহাই জগতের ভাগ্য।

গৌড়ে,—মল্লদহজেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সাম্রাজ্য-সিংহাসন সেনবংশীয়ভূপতিগণ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আনিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে গৌড়ভূমি বলা যায়। সেই গৌড়ে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া মিলিত হইয়া উদয় হন ॥ ১০২ ॥

পরিমিত সারবাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে ॥ ১০৬ ॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ ॥ ১০৭ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরসতত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার ॥ ১০৯ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদিবন্দন-
মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে" এই স্থলে পাঠান্তরে "সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হইবে" পাওয়া যায় ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য।

মিতঞ্চ প্রজল্পরহিতং প্রয়োজনমাত্রং সারঞ্চ উদ্দেশকং বচঃ হি বাগ্মিতা বাক্পটুতা।

মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোকে দ্বাদশ প্রকার দোষের উল্লেখ এবং বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ প্রকার দোষ লিখিত আছে।

স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা ১। অজ্ঞান, জড়দেহে আমি বুদ্ধি ২। বিপর্য্যাস, জড়ভোক্তাভিমান ৩। ভেদ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ ৪। ভয় ও বিরূপ গ্রহণ ৫। শোক এই পাঁচটী অজ্ঞান ॥ ১০৭ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোহপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতত্ত্ব প্রকাশ করতঃ ব্রহ্মকে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাকে তাঁহার অংশ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার পুরুষাবতার ও জীবসমূহের পরম আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রমাণ করিয়া তাহার মূল নারায়ণত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপের প্রাভব বৈভবভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ, অংশ শক্ত্যাবেশ-ভেদে দ্বিবিধাবতার এবং বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মভেদে দুই প্রকার আত্মলীলা দেখাইয়া কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণের স্বয়ং অবতারীত্ব স্থাপন করিয়াছেন। চিচ্ছক্তি বৈভব বৈকুণ্ঠাদি, মায়াশক্তিবৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবশক্তি বৈভব অনন্ত জীব, ইহাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণচৈতন্যই সকলকারণের কারণ, সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ইহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান, শক্তিত্রয়

অনুভাষ্য।

যৎ যস্য অনুগ্রহাৎ কৃপয়া বালোহপি অনভিজ্ঞোহর্ভকোপি নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং ঔলুক্যজিনবুদ্ধজৈমিনীপতঞ্জলীগোতমকণাদকপিলশঙ্করদত্তাত্রেয়

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদং।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জ্ঞান, বিলাসজ্ঞানরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান, সকল ভক্তের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নানামতবাদরূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

হে দয়াসমুদ্র চৈতন্যদেব, কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি অম্বুজ শোভিত এবং হংস চক্রবাক্ ভ্রমররূপ সাধুভক্ত সকলের বিহার স্থান, তথা সকলের কর্ণানন্দজনক স্রোতের অস্ফুট মধুরধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃত ভাগীরথী আমার মরুপ্রাঙ্গণস্বরূপ জিহ্বাক্ষেত্রে নিরন্তর বহিতে থাকুক ॥ ২ ॥

অনুভাষ্য।

কথিতমিথোবিবদমান-নক্রমকর-প্রতিম-জড়-স্বার্থ-সঙ্কুলমতবাদপূর্ণং সিদ্ধান্ত-সাগরং তরেৎ তেষাং বিষয়িণাং সঙ্কীর্ণমতবাদানি তৃণীকৃত্য অমলং কৃষ্ণচরণং জানাতি তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে ॥ ১ ॥

হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা কৃষ্ণস্য নামরূপগুণলীলাদীনাং উৎকীর্ত্তনং উচ্চৈর্ভাষণং গানং নর্ত্তনঞ্চ তেষাং কলাবিলাসঃ সৈব পাথোজনীনি পদ্মানি তৈর্ভ্রাজিতা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ৪ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও

অনুভাষ্য।

শোভিতা সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিলাসাস্পদং হংসচক্রবাক্ভ্রমরশ্রেণীভেদপ্রতিমানাং ভাবভেদাবস্থিতানাং সদ্ভক্তবৃন্দানাং বিলাসাস্পদং। যস্যাং লীলায়াং ভক্তবৃন্দানাং পরমামোদো ভবতি। কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ হরিলীলাপ্রবাহানামস্ফুটমধুরনিনাদঃ ভক্তানাং কর্ণরসায়নো ভবতি। এবম্ভূতা তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী গৌরলীলারূপামৃতময়ী মন্দাকিনী স্বর্গঙ্গা মে মম জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে গৌরলীলারসাস্বাদবঞ্চিতে রসবর্জ্জিতে জিহ্বারূপে নীবৃতি বহতু ॥ ২ ॥

উপনিষদি ব্রহ্মবিদ্যাভিধানসর্ব্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে (উপনি পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য ষদ্ ল্ধাতোঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্তস্যেদং

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান অনুবাদ তিন ।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ।। ৬ ।।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

অংশী স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান বলেন আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান । অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই ।। ৫ ।।

অনুভাষ্য ।

তত্র উপ-উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ । উপস্থিতত্বাদ্ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসার-বীজস্য সদ্ বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি ।) যদ্ অদ্বৈতং দ্বিতীয়রহিতং ব্রহ্ম অভিধীয়তে তদপি অস্য গৌর-কৃষ্ণস্য তনুভা অপ্রাকৃতদেহস্য কান্তিঃ । যঃ আত্মা পরমাত্মা সর্ব্বজীবাদি-নিয়ন্তা অন্তর্যামী পুরুষঃ সোঽস্য অংশবিভবঃ ঐশ্বর্য্যস্যান্যতমঃ প্রভুত্ববিশেষঃ। যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ ষড়্ভিঃ সমগ্রৈশ্বর্য্যবীর্য্যযশশ্রীজ্ঞানবৈরাগ্যৈঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ প্রভুত্বৈঃ পূর্ণঃ অপেক্ষাশূন্যঃ পরিপূর্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ অয়ং সঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যঃ । ইহ জগতি কৃষ্ণচৈতন্যাৎ পরং অন্যৎ পরতত্ত্বং শ্রেষ্ঠাশ্রয়ং ন নাস্তীত্যর্থঃ । জ্ঞানশাস্ত্রপ্রয়োজনং ব্রহ্মবস্তু তথা যোগশাস্ত্রলক্ষ্যঃ পরমাত্মা ভগবতা সহ তত্ত্বসাম্যেঽপি অধিকারোচিতদৃষ্টিভেদেন ভগবদ্বিগ্রহস্য চিৎপ্রভাংশরূপপুটদ্বয়মাত্রম্ ; নতু সম্পূর্ণসবিশেষশক্তিমৎ স্বয়ং বস্তু যথা ভগবান্ ।

সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সম্বিৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তু অনুধাবন ফলে ব্রহ্ম এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সচ্চিৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তু অনুধাবন ফলে পরমাত্ম দর্শন

অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্রবিবরণ ॥ ৭ ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥ ৮ ॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অলঙ্কার শাস্ত্রমতে প্রথমেই অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় চিহ্নিত করিবে। বেদাদি শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনটী বিষয়ের উক্তি থাকায় তাহা পরিজ্ঞাত তত্ত্ব ; সুতরাং তাহাকেই অনুবাদরূপে স্থির করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গপ্রভা যে ব্রহ্ম ও অংশ যে পরমাত্মা ও স্বরূপ যে ভগবান একথা এখনও অপরিজ্ঞাত। অতএব এই তিনটী অনুবাদ সর্ব্বাগ্রে বলিয়া শাস্ত্রার্থপূর্ব্বক বিধেয় স্থাপন করিবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে বিষ্ণুতত্ত্বের পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া যাঁহার গান শুনা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। অতএব আমি কৃষ্ণ ও চৈতন্য একান্ত অভেদপূর্ব্বক বিচার স্থলে উক্তি করিব। সুতরাং সেই পরতত্ত্ব বস্তুর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যে প্রকাশত্রয় কথিত আছে সে সকলই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিশেষ বলিয়া বলিতে পারি ॥ ৬-৯ ॥

অনুভাষ্য।

ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দলীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়ারহিত ব্রহ্ম ও ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্ত্বাই পরমাত্মা ॥ ৫ ॥

প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য।

প্রভুঃ শ্রীজীবগোস্বামী। ভগবৎ সন্দর্ভে। তথাচৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্। ব্রহ্ম তু অপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাবঃ। সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে। বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ। সংভর্ত্তা স্বভক্তানাং পোষকঃ। ভর্ত্তা ধারকঃ স্থাপকঃ। নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেম্নঃ প্রাপকঃ। গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বভক্তেষু তত্তদ্গুণস্যোদ্গময়িতা। স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়ত্বেন তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্ত্তকাবস্থপরমাত্মাপরপর্য্যায়স্বাংশলক্ষণপুরুষদ্বারা যদস্য সর্গস্থিত্যাদিহেতুর্ভবতি তদ্ভগবদ্রূপং বিদ্ধি। যেন হেতুকর্ত্রা আত্মাংশভূতজীবপ্রবেশনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদিসর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিতয়ৈব চরন্তি স্বস্বকার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎপরমাত্মরূপং বিদ্ধি। জীবস্য আত্মত্বং তদপেক্ষয়া তস্য পরমত্বং ইত্যতঃ পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে। যদেব তত্তত্ত্বং স্বপ্নাদৌ অন্বয়েন স্থিতং যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং চকারাৎ ততঃ পরত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বয়ং অবিশিষ্টং তদ্ব্রহ্মরূপং বিদ্ধি।

সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম, ভগবানের

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক ২ অ ১১ শ্লোকঃ)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তত্ত্ববিদ্গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্॥ ১১॥

অনুভাষ্য।

খণ্ড অসম্যক্ আবির্ভাবমাত্র। হে মুনে ভগবৎ শব্দের আদ্যক্ষর ভকারের সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুই অর্থ, গকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। প্রাণীগণ অখিলাত্মা ভূভাত্মায় বাস করেন আর সেই অব্যয়পুরুষ ও অশেষ প্রাণীতে বাস করেন ইহাই বকারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ হেয়গুণসমূহ বর্জ্জিত হইয়া ভগবচ্ছব্দ বাচ্য। সংভর্ত্তা শব্দে স্বভক্তগণের পোষক। ভর্ত্তা অর্থে ধারক ও স্থাপক। নেতা অর্থে নিজভক্তিফলের অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক। নিজলোক-প্রাপক গময়িতা। স্রষ্টা শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্তদ্গুণের উদ্গমকারী। যিনি স্বয়ং অহেতু, স্বরূপশক্তিদ্বারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্ত্তক-অবস্থা-বিশিষ্ট স্বাংশলক্ষণান্বিত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু সেই-তত্ত্বকেই ভগবত্তত্ত্ব জানিবে। যে হেতুকর্ত্তা, জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সংজীবিত করেন, দেহাদি উপলক্ষণ-প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা, জীবাপেক্ষা যাহার পরমত্ব ; একারণে পরমাত্ম শব্দে

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য।

তিনি জীবের নিত্য সহযোগীরূপে ব্যক্ত হইতেছেন। যেতত্ত্ব স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিতে অন্বয়ভাবে স্থিত যাহা সমাধিতে শুদ্ধাজীবশক্তি হইয়া অবস্থিত হইলেও পরে পরত্র ও ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং অবশিষ্ট তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ১০ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ শুকদেবের শিষ্য সুতকে ছয়টী প্রশ্ন করেন। শাস্ত্রের সারতত্ত্ব কি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক।

তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ তদেব তত্ত্বং অদ্বয়ং জ্ঞানং চিদেকরূপং রদন্তি। যদ্ অদ্বয়জ্ঞানং ক্বচিৎ ব্রহ্ম ইতি, ক্বচিৎ পরমাত্মা ইতি, ক্বচিৎ ভগবান্ ইতি চ শব্দ্যতে অভিধীয়তে। কেবলজ্ঞানবৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞানরূপং ব্রহ্ম, সচ্চিদ্বৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞানরূপঃ পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দবৃত্ত্যা তদদ্বয়জ্ঞানরূপো ভগবান্।

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ জানেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য বুদ্ধি করিলে বিষ্ণু-কলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি হয় উহাই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। কৃষ্ণেতর অবিষ্ণু-বস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব বশতঃ কৃষ্ণেতর বস্তু কৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞান হইতে মায়া বা অজ্ঞানদ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া মায়িক বশযোগ্যতা লাভ করায় মায়াবশ বা দ্বৈতজ্ঞানের অধীন। কৃষ্ণবস্তুর যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তিসকলে দ্বিতীয়জ্ঞান নাই সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব মায়াধীশ। যোগীগণ অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ পরমাত্মার সহিত শুদ্ধাত্মার অবিমিশ্র কেবল

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥ ১৩ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫অ ৪০ শ্লোকঃ)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নির্ব্বিশেষ, যে লক্ষণ দ্বারা কোন বস্তু পরিচিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে, তদ্রহিত নির্ব্বিশেষ ॥ ১৩ ॥

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

যোগকেই দ্বিতীয়জ্ঞান রহিত অবস্থা জানেন। জ্ঞানীগণ স্বগতসজাতীয়-বিজাতীয় ভেদহীন নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম জানেন ॥ ১১ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ দ্বিতীয়মুণ্ডক দ্বিতীয়খণ্ড ৯।১০।১১ মন্ত্র। হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্-যদাত্মবিদো বিদুঃ। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্মপশ্চাদ্ ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১২ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেইব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১৫ ॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহোঁ মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় স্থষ্টিশক্তি ॥ ১৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ৬ অ, ৩২ শ্লোক।)

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊৰ্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিগ্‌বসন, শ্রমশীল, উৰ্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসী সকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীব্রহ্মা কৃত শ্রীগোবিন্দের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য স্তবাকারে ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত আছে।

জগদণ্ডকোটি-কোটিষু অংসখ্যব্রহ্মাণ্ডেষু অশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং অনন্তব্রহ্মাণ্ডাদিভিরাকারাভির্বিভূতিভির্ভিন্নং লব্ধপার্থক্যং যৎ নিষ্কলং নিরংশং পরিপূর্ণং অনন্তং খণ্ডজ্ঞানাতীতং অশেষভূতং সীমারহিতং তদ্ব্রহ্ম প্রভবতঃ প্রভাববিশিষ্টস্য যস্য গোবিন্দস্য প্রভা অঙ্গকান্তি তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের সত্বর অন্তর্দ্ধান হইবে জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনাকালে ভক্তগণের কৃষ্ণচরণ লাভ সুলভ ও ক্লেশপর সন্ন্যাসীগণের পরিশ্রমলব্ধ সাধনফলে কেবলমাত্র ব্রহ্মলোকাপ্তি জানাইলেন।

বাতবসনাঃ দিগম্বরাঃ বসনহীনাঃ শ্রমণাঃ শরীরকর্ষণেন শ্রান্তাঃ ঊৰ্দ্ধ-

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥ ১৮ ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অনন্ত স্ফটিক খণ্ডে এক সূর্য্য প্রতিভাত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত সংখ্যক জীবে গোবিন্দের অংশ যে পরমাত্মা তিনি প্রকাশ পান ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য।

মন্থিনঃ উর্দ্ধরেতসঃ শান্তাঃ নিষ্ঠৈকধিয়ঃ অমলাঃ বিষয়মলবর্জ্জিতা সন্ন্যাসিনঃ তে ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ চিদ্বিলাসময় বিগ্রহ তিনি তুরীয় বিগ্রহ বলিয়া দেবীধামের কোন ব্যাপারেই স্বয়ং আসক্ত না হইয়া পুরুষাবতার দ্বারা প্রধান ও জীবের নিয়ন্তা। ত্রিবিধ পুরুষাবতার বোধ হইলেই জীব চতুর্ব্বিংশ মায়িক তত্ত্বোপলব্ধি হইতে মুক্ত হন। প্রতি জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জীবের অন্তর্যামীরূপে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী অন্তর্যামী মহাবিষ্ণু পুরুষাবতারত্রয় দেবীধামের সৃষ্টির কর্ত্তাস্বরূপ আংশিক কার্য্যের নিয়ন্তা। চতুর্ব্বিংশ মায়িকতত্ত্ব অতিক্রম উদ্দেশে পরমাত্মার সহ যোগবিধান যোগশাস্ত্রে কথিত আছে। সুতরাং অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা, গোবিন্দের অংশ-বিভূতিমাত্র ॥ ১৮ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০ অ, ৪২ শ্লোক)

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

একমাত্র সূর্য্য যে প্রকার নিজস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্ত স্ফটিক খণ্ডে অনন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন সেই প্রকার একমাত্র শ্রীগোবিন্দ গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য প্রকট থাকিয়া অনন্ত জীবহৃদয়ে জীবের সেব্য-পুরুষ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। দ্বা সপর্ণা সযুজা প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে একবৃক্ষে সেব্যসেবকভাবে অবস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ পক্ষীদ্বয়ের উল্লেখ আছে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে কর্ম্মফল ভোগ করান কিন্তু তাদৃশ ফলভোক্তা হন না। যেকালে তিনি কর্ম্মফল ভোক্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া সেব্য পরমাত্মার মহিমা জানিতে পারেন তখন নিরঞ্জন হইয়া পরম সমতা লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে নানাপ্রকারে নিজ সম্বন্ধতত্ত্ব বুঝাইয়া তাহার সংক্ষেপার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

অথবা হে অর্জ্জুন বহুনা পৃথক্ পৃথগ্ বাহুল্যেন উপদিশ্যমানেন জ্ঞাতেন কিং তব প্রয়োজনং ইদং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং সমগ্রং জগৎ একাংশেন প্রকৃত্যাদ্যন্তর্যামিনা পুরুষাখ্যেন অংশেন বিষ্টভ্য অধিষ্ঠানত্বং বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায় নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য অহং স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ৯ অ, ৩৯ শ্লোক)

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভীষ্ম কহিলেন হে কৃষ্ণ, একই সূর্য্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতি দেহীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্ তত্ত্বরূপে অনুমিত হন। কিন্তু যখন তাহারা তোমার আত্মকল্পিত হয় অর্থাৎ তোমার দাস রূপে আপনাদিগকে জানে তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগত ভেদমোহ হইয়া আমিও তোমার অজ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলাম ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বাসনায় যাত্রাকরিলে অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনুগমন করেন। অন্যান্য দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ ভীষ্মের দর্শন তথায় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠিরের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিবার পর ভীষ্মের নির্য্যাণ কাল উপস্থিত হইলে তিনি সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে অনেকগুলি শ্লোকে স্তব করেন। তন্মধ্যে ইহা একটী।

নানাদেশাবস্থিতানাং প্রাণিনাং দৃশং অবলোকনং প্রতি যথা এক এব অর্কঃ অধিষ্ঠানভেদাৎ অনেকধা দৃশ্যতে তথা আত্মকল্পিতানাং আত্মনা স্বয়মেব কল্পিতানাং শরীরভাজাং প্রাণিনাং হৃদি হৃদি প্রতিহৃদয়ং ধিষ্ঠিতং

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এস্থলে সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং গোবিন্দ অর্থাৎ গোবিন্দের প্রকাশ বা বিলাস নন ॥ ২২ ॥

অনুভাষ্য।

অধিষ্ঠিতং তং ইমং অজং শ্রীকৃষ্ণং বিধূতভেদমোহঃ বিধূতো দূরীকৃতো ভেদরূপো মোহঃ ভগবতঃ নামরূপগুণলীলাভেদরূপঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য প্রকাশবিলাসমূর্ত্তিভেদে ব্যাপকত্বসম্ভাবনাজনিতনানাত্বপ্রতীতিলক্ষণঃ মোহঃ যস্য তথাভূতঃ অহং সমধিগতঃ সম্যগ্ অধিগতঃ প্রাপ্তোঽস্মি ॥ ২১॥

চৈতন্যোপনিষদি। গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। শ্বেতাশ্বতরে। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্। মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহন্ প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিতমন্বধাবদিতি। ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তশ্ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্ত্বমিতিপ্রহ্লাদবচনম্। চরিতা-

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান ॥ ২৩ ॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥ ২৪ ॥

অনুভাষ্য।

মৃতে উদ্ধৃত প্রমাণাবলী এখানে উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণযামলে। পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ। ব্রহ্মযামলে। অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্। মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে। বায়ুপুরাণে। কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ। অনন্ত সংহিতা। য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ। সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি। ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততমিত্যাদি ঋক্‌সংহিতায়াং। নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ। স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎস্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ। দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্রেতি ভাগবতএকাদশস্কন্ধতৃতীয়াধ্যায়ে। নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যো নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিদিতি নারায়ণাথর্ব্বশিরউপনিষদি। যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতীতি নারায়ণোপনিষদি। পরমাত্মা হরির্দেবেতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে। ২৪ ॥

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ২৫ ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ২৬ ॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥ ২৭ ॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥ ২৮ ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিহোঁ ধরে চারি হাত।
ইহোঁ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভগবানের যে নিত্যবিগ্রহ তাহা জড়েন্দ্রিয় বা জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিযোগে অর্থাৎ ভক্তি বৃত্তি দ্বারা ভক্তগণই কেবল তাহা দর্শন করিতে যোগ্য হন। উদাহরণ স্থল এই যে সূর্য্য বিগ্রহবিশিষ্ট বস্তু। সামান্য চর্ম্মচক্ষে বা আসুরিক চক্ষে সে বিগ্রহের দর্শন হয় না। দেবগণের দিব্যচক্ষু সূর্য্যের রশ্মিজাল ভেদ করতঃ তাহা দর্শন করে। যে মানবগণ জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে তাঁহার অনুসন্ধান করেন তাঁহারা নিত্যবিগ্রহের রশ্মিজালরূপ ব্রহ্ম এবং অংশরূপ পরমাত্মাকেই অনুসরণ করিতে পারেন। চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ দেখিতে যোগ্য হন না ॥ ২৫।২৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৪ অ, ১৪ শ্লোক।)

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহীমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নর জাত জল শব্দে নার তাহাতে যাঁহার অয়ন তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁহারা মায়াধীশ, মায়াতীত পরমসত্য ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন তন্মধ্যে ইহা একটি শ্লোক।

হে অধীশ পুরুষাবতারত্রয়াদধিকৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ত্বং নারায়ণঃ নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ সঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মা সর্ব্বপ্রাণিনাং আত্মা অপি ত্বং নারায়ণঃ নারং জীবসমূহঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদকস্থঃ ত্বং অসি ভবসি ন হি কিং। অখিললোকসাক্ষী ত্বং নারায়ণঃ নারং অয়সে জানাসি দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ গর্ভোদকস্থঃ। নরভূজলায়নাৎ নরাৎ পরমাত্মনঃ উদ্ভূতাঃ যে অর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাৎ জাতং যৎ জলং তদয়নাৎ যঃ প্রসিদ্ধঃ আদিপুরুষাবতারঃ

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ ৩১ ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয় ॥ ৩২ ॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মা বলেন তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ॥ ৩৫ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ ॥ ৩৬ ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥
নার শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

কারণোদকস্থঃ সোঽপি তবাঙ্গং তবাংশঃ তচ্চ অপি সত্যং এব ন তু মায়া ন মায়িকবদনিত্যং অবতারেঽপি ত্বয়ি তব চিন্ময়কলেবরস্ত স্পর্শনে মায়া অসমর্থা। হে কৃষ্ণ ত্বং মূলনারায়ণঃ পুরুষাদ্যবতারাস্তে অংশাঃ। ত্বমেব অংশীতি। তেঽবতারা অঙ্গাঃ ত্বমেবাঙ্গীতি মে মতিঃ॥ ৩০ ॥

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩৯ ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তাহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৪০ ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা ॥ ৪১ ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪২ ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রাকৃত সৃষ্টি মায়া প্রকৃতির অন্তর্গত। "ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়ং" ইতি এই গীতা বাক্যে মন বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ জগৎ ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূতরূপ সকলই মায়িক অথবা প্রাকৃত। শুদ্ধজীব ও চিজ্জগৎ অপ্রাকৃত। সেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎদ্বয়ে বদ্ধ ও শুদ্ধ উভয় প্রকার জীবের তুমি আত্মা, অতএব মূলস্বরূপ। ঘট সমূহের পৃথিবী যেমত কারণ ও আশ্রয়, তদ্রূপ জীবের তুমি একমাত্র নিদান অর্থাৎ কারণ এবং আশ্রয় ॥ ৩৬।৩৭ ॥

পুরুষাদি অবতার, কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী এই তিন পুরুষাদি অবতার ॥ ৪০ ॥

ইথে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডনিচয় এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিধামে। বদ্ধ ও শুদ্ধ

ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতিগতি ॥ ৪৫ ॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব হৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের সকল কর্ম্মের তুমি একসাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

যাতে অর্থাৎ যেহেতু জীবের দ্রষ্টা অতএব নারের অয়নরূপ নারায়ণ। ব্রহ্মা তিনটী যুক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে মূলনারায়ণ স্থির করিতেছেন। ১ম, সর্ব্বজীবের নিদান ও আশ্রয়প্রযুক্ত কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ২য়, সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ, সমষ্টি জীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ী পুরুষ। ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী আত্মা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। এই তিন পুরুষের ও তদবতারদিগের মূল শক্তিদাতারূপ নারের অয়ন হইয়া কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ৩য়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠাদিতে বদ্ধ ও শুদ্ধ জীব সমূহের ত্রিকালিক কর্ম্ম সাক্ষীরূপ নারের অয়ন বলিয়া কৃষ্ণই মূল নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥

জীব হৃদি জলে, জীব হৃদি—ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের অন্তরে। জলে,—কারণাব্ধিতে গর্ভোদকে ও ক্ষীরোদকে ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥ ৪৮ ॥
কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥ ৪৯ ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥ ৫০ ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টি জীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৫১ ॥
এ সবার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৫২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক ১৫ অ ১৬ শ্লোকে শ্রীধরটীকায় ধৃত)

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপ্রচক্ষতে ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাতে সব মায়ী,—মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন বলিয়া সেই তিন পুরুষ মায়ী অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধে অধীশ্বর ॥ ৪৯ ॥

যে পুরুষ নামী,—যাঁহাদের নাম পুরুষ ॥ ৫০ ॥

হিরণ্যগর্ভ,—সমষ্টি জীব। তদন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামী পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী। এই তিনপুরুষের অতীত পুরুষ তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণ নিতান্ত মায়াগন্ধশূন্য ॥ ৫১ ॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার ॥ ৫৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ১১ অ, ৩৩ শ্লোক)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই সকল মায়া সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধি শূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ) ॥ ৫৩ ॥

হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীব মায়াবশ। উক্ত তিন পুরুষের মায়া লইয়া ব্যবহার থাকিলেও মায়া পার। তাঁহারা মায়াধীশ তত্ত্ব। মায়াতে ঈক্ষণ করেন, মায়া সংস্পর্শ করেন না ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঐশিতা। মায়া বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয় তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীধরস্বামী টীকায় তুরীয় ব্যাখ্যাকরিতে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

বিরাট্ স্থূলং হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মং কারণং অবিদ্যা ইতি এতে ঈশস্য মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষাবতারস্য উপাধয়ঃ প্রকাশবিশেষাঃ। যৎ এতৈস্ত্রিভিরুপাধিভিঃ হীনং তৎসম্বন্ধবর্জ্জিতং তৎপদং তুরীয়ং চতুর্থং প্রচক্ষ্যতে॥৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকানগরীতে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহিষীগণের সহিত কালযাপন প্রসঙ্গে তাঁহার মায়াগন্ধ শূন্য ব্যবহারের শ্রীসূতকর্ত্তৃক এতাদৃশ উল্লেখ।

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূলনারায়ণ ইথে কি সংশয়॥ ৫৬॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ তুমি মূল নারায়ণ॥ ৫৭॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের প্রকাশ এই তত্ত্ব বিবরণ॥ ৫৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অংশী, যাঁহার অংশ তিনি অংশী। পরব্যোম-নারায়ণ, পুরুষাবতার-দিগের অংশী। তিনি তোমার বিলাসরূপ গৌণপ্রকাশ॥ ৫৭॥

অনুভাষ্য।

তদাশ্রয়া শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধিঃ যথা প্রকৃতস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে তথা। যদ্বা ব্যতিরেকে তদাশ্রয়া প্রকৃত্যা-শ্রয়া বুদ্ধির্জীবজ্ঞানং যথা যুজ্যতে তথা ন। প্রকৃতিস্থোপি ত্রিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি সদা আত্মস্থৈঃ গুণৈঃ ন যুজ্যতে প্রাকৃতগুণেষ্বাসক্তো ন ভবতি এতৎ ঈশস্য সমর্থস্য ভগবতঃ ঈশনম্ ঐশ্বর্য্যম্॥ ৫৫॥

সেই তিনজনের অর্থাৎ ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও কারণার্ণব-শায়ী মহাবিষ্ণুর তুমি পরমাশ্রয়। তোমার বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মূল। কারণজলে সঙ্কর্ষণ হইতে মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী আদিপুরুষাবতার, প্রদ্যুম্ন হইতে দ্বিতীয়পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী ও অনিরুদ্ধ হইতে তৃতীয়পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী প্রকাশ হইয়া নারায়ণেরই আশ্রিত॥ ৫৬॥

এই শ্লোকতত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার।
পরিভাষা রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৬০ ॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ ইহঁ মনুষ্য আকার ॥ ৬১ ॥
এইমতে নানা রূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ ॥ ৬২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ২ অ, ১১ শ্লোক।)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৬৩ ॥

শুন ভাই এ শ্লোকার্থ করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব তিন তাহার প্রচার ॥ ৬৪ ॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরিভাষা, সূত্র। সর্ব্বত্রাধিকার, ভাগবতের সর্ব্বত্র এই লক্ষণ পাইবে ॥ ৫৯ ॥

বিহার,—প্রকাশরূপ বিহার। মূর্খগণ এরূপ অর্থ না বুঝিয়া অন্যান্য অর্থ করেন যথা অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সকল পূর্ব্বপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইলে ভাগবত পদ্য তাহাকে নির্জ্জিত করিতে বিশেষ দক্ষ হন ॥ ৬০-৬২ ॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ ॥ ৬৫ ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৬৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ৩ অ, ২৮ শ্লোক)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৬৭ ॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৬৮ ॥
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৬৯ ॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই পদ্যে অদ্বয়জ্ঞান শব্দ কৃষ্ণস্বরূপস্থলীয় মূলতত্ত্ববস্তু ॥ ৬৫ ॥

রাম-নৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; দৈত্যনিপীড়িতলোককে যুগে যুগে ইহাঁরা রক্ষা করেন ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

অবতার সমূহ গণনা করিয়া অবশেষে এই শ্লোকের অবতারণা। এতে পূর্ব্বকথিতাঃ অবতারাদয়ঃ পুংসঃ পুরুষাবতারস্য অংশঃ কলাশ্চ অংশস্য অংশঃ। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং অসুরোপদ্রুতং লোকং যুগে যুগে প্রতিযুগং যথাকালে মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি ॥৬৭॥

পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখ্যান।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং ভগবান ॥ ৭১ ॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ॥ ৭২ ॥
তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৭৩ ॥

(আলঙ্কারিক ন্যায়ঃ একাদশীতত্ত্বে ১৩ অঙ্ক)

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাদ্বিধেয় ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আলঙ্কারিক বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে বিধেয় ও পরিজ্ঞাতবস্তুকে অনুবাদ বলে। এই বিপ্র পণ্ডিত, এই উক্তিতে এই ব্যক্তি বিপ্র ইহা সকলেই জানেন, অতএব ইহা অনুবাদ। বিপ্র যে পণ্ডিত ইহা সকলে জানে না; অতএব তাহা বিধেয়। অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন তাঁহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

অনুবাদং উদ্দেশ্যং জ্ঞাতং বস্তু অনুক্ত্বা ন কথয়িত্বা বিধেয়ং অজ্ঞাতং বস্তু ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ ন হি অলব্ধাস্পদং ন লব্ধং প্রাপ্তং আস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ অপি প্রতিষ্ঠাং লভতে ॥ ৭৪ ॥

বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৭৬ ॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ ৭৭ ॥
বিপ্র করি জানি তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥ ৭৮ ॥
তৈছে ইহঁ অবতার সব তার জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৮০ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৮১ ॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইহঁ, ইনি। "তাঁহার অবতার সকল" পরিজ্ঞাত বিষয়। ঐ অবতার সকল যাঁহার অবতার সেই বস্তু এখন অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥

এতে চাংশকলাদিতে এতে শব্দে অবতারগণ তাহার অনুবাদ হইয়াছে।

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৮৪ ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করি তা ব্যাখ্যান ॥ ৮৫ ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাঁহারা যে পুরুষাবতারের অংশ তাহাই পূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত বিধেয় সংবাদ পরে বলা হইল। ঐ পদ্যে কৃষ্ণ, অবতারের মধ্যে জানা গেল। কিন্তু কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকায় বিধেয় সংবাদ উপস্থিত হইল। এই জন্যই কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ করিয়া, কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান ইহাই তাঁহার বিধেয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান ইহাই এ স্থলের সাধ্য সংবাদ অর্থাৎ বিচারদ্বারা ইহা সাধিত হইবে। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই কথায় কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই অর্থ বাধ্য হইল, অর্থাৎ এই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ হইতে পারে না। যদি নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ অংশ হইতেন, তাহা হইলে সূতবাক্য বিপরীত হইত। অর্থাৎ "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" এইরূপ বিপরীত হইত। কিন্তু আর্য অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞবাক্যে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এই চারিটী দোষ না

অনুভাষ্য।

ভ্রম—যে বস্তু যাহা নহে তৎসম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম। প্রমাদ—অনবধানতা; এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধিকরা বা শ্রবণকরা বা বলা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা। করণা-

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ॥ ৮৭ ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৮৮ ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

থাকায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' লিখিয়াছেন। ভ্রম, মিথ্যাজ্ঞান। প্রমাদ, অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা, চিত্তের অন্যত্রবিক্ষেপ। করণাপাটব, ইন্দ্রিয়-গণের অপটুতা ॥ ৮০-৮৬ ॥

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশদোষ, অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় অগ্রে বলিলে ঐ দোষ হয়। অবিমৃষ্ট, অবিচারিত ॥ ৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

পাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা যথা চক্ষুর দূরদর্শনরাহিত্য, ক্ষুদ্রবস্তু দর্শন-রাহিত্য, কামলাদিরোগে বর্ণজ্ঞানের বিপর্যয়, সুদূরস্থিত শব্দশ্রবণে অক্ষমতা ॥ ৮৬ ॥

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ—বিধেয়াংশ অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তু যে স্থলে প্রাধান্য-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তথায় অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হয়। ইহার সংজ্ঞান্তর বিধেয়াবিমর্শ ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্ম সংহিতা ৫ম অধ্যায় ৪৬ শ্লোক। দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বত্রই দীপসদৃশ

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥ ৯০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক, ১০ অ, ১ শ্লোক ।)

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

এই ভাগবত শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তরকথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি, আশ্রয় এই দশটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশম তত্ত্ব যে আশ্রয়, তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মাগণ কোন স্থলে স্তুতি ও আখ্যানছলে এবং কোন স্থলে সাক্ষাৎ বিচারদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৯১ ॥

অনুভাষ্য ।

আলোকময়। মূল নারায়ণের সহিত সমানধর্ম্ম বিশিষ্ট। তাহাহইলেও মূল দীপ হইতে প্রকাশমান। বিষ্ণুতত্ত্ব যেরূপ গোবিন্দের সহ জ্যোতিঃরূপত্বাংশে সাম্য, বিরিঞ্চ বা শম্ভুতত্ত্ব গুণাবতার হইলেও তাদৃশ নহে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন শম্ভোস্তু তমোধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্ম-দীপশিখা-স্থানীয়স্য ন তথা সাম্যং ॥ ৮৯ ॥

বৈরাজ পুরুষ হইতে কি প্রকার রাজসসৃষ্টিসমূহ উদয় হইয়াছে পরীক্ষিতের এই প্রশ্নোত্তরে শুকদেব চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যার আদিতে এই শ্লোক বলেন।

১। সর্গ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয়, মন, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার এসকলের বিরাটরূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি।

২। বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি।

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয় বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি। তাৎপর্য্য

অনুভাষ্য।

৩। স্থিতি—ভগবানের বিজয়, সৃষ্টিকর্ত্তাব্রহ্মা ও সংহারকারী শিব হইতে উৎকর্ষ।

৪। পোষণ—নিজভক্তগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

৫। ঊতি—কর্ম্মবাসনা।

৬। মন্বন্তর—সাত্বিকজীবগণের আচরণীয় ধর্ম্ম।

৭। ঈশকথা—হরির অবতারকথা ও ভাগবতদিগের কথা।

৮। নিরোধ—হরির যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধিশক্তিসহ শয়ন।

৯। মুক্তি—স্থূলসূক্ষ্মরূপ ত্যাগকরিয়া শুদ্ধজীব বা পার্ষদরূপে অবস্থান।

১০। আশ্রয়—যাঁহাহইতে সৃষ্টি ও লয় হয় যাহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয় সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা।

অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গঃ ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম বিসর্গঃ ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যং স্থানং ভগবতঃ বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেন উৎকর্ষঃ স্থিতিঃ পোষণং স্বভক্তেষু তস্য অনুগ্রহঃ ঊতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ মন্বন্তরেশানুকথাঃ মন্বন্তরাণি সাত্বিকধর্ম্মাণি ঈশানুকথাঃ হরেরবতারকথাঃ নিরোধঃ অস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ মুক্তিঃ শুদ্ধাবস্থিতিঃ আশ্রয়ঃ জন্মস্থিতিলয়কারণং পরব্রহ্ম পরমাত্মা ইতি দশ অর্থাঃ ॥ ৯১ ॥

মহাত্মানঃ বিদুরাদয়ঃ ইহ শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণে দশমস্য আশ্রয়স্য

আশ্রয় জানিতে কহি এনব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৯৩ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৯৪ ॥

(ভাবার্থদীপিকায়াং স্বামিনোক্তং)

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই যে, জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিততত্ত্ব। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত আশ্রিত তত্ত্ব সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যানচ্ছলে কিঞ্চিদ্‌গৌণরূপে এবং সাক্ষাৎ উপদেশ স্থলে সাক্ষাৎ আশ্রয় তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং শ্রুতেন তদ্বাচকশব্দেন অঞ্জসা সাক্ষাৎ অর্থেন তাৎপর্য্যেন বর্ণয়ন্তি ॥ ৯২ ॥

দশমে শ্রীমদ্ভাগবতদশমস্কন্ধে দশমং আশ্রয়তত্ত্বং লক্ষ্যং। আশ্রিতা-

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শক্তিত্রয়—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রয়বিগ্রহং আশ্রিতানাং প্রপন্নানাং আশ্রয়বিগ্রহং তৎপরং ধাম শ্রেষ্ঠাশ্রয়ং জগদ্ধাম সর্ব্বাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং নমামি ॥ ৯৫ ॥

শ্রীজীবঃ প্রভুঃ ভগবৎসন্দর্ভে। একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থ-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎ-প্রতিচ্ছবিরূপেণ। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং বিষ্ণুপুরাণে গণিতম্। অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ত্ততে। যয়ৈব অচিন্ত্যমায়য়া চিদ্রূপতা নির্ব্বিকারতাদিগুণরহিতস্য প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ং। অত্রান্তরঙ্গত্ব-তটস্থত্ব-বহিরঙ্গত্বাদিনাং তেষামেকাত্মকানাং তত্তৎসাম্যং নতু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তস্থানীয়ত্বমেবোক্তং ন তু তত্তদ্রূপত্বং

কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

ততস্তত্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্তে।

সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব, স্বাভাবিক, মানবজ্ঞানাতীতশক্তি বলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান রূপচতুষ্টয়দ্বারা চারি প্রকারে অবস্থিত। সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল বহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি, এই চারিরূপ। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্তনীয়। শক্তিও ত্রিবিধ। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গাস্বরূপ শক্তি প্রভাবে পূর্ণস্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতি স্বরূপবৈভব, তটস্থা শক্তি প্রভাবে কিরণ স্থানীয় চিন্ময়শুদ্ধজীববিগ্রহ এবং বহিরঙ্গামায়া শক্তিপ্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধানরূপ এই চারি প্রকার। অতএব তদাত্মক বলিয়া জীবের তটস্থশক্তিত্ব এবং প্রধানের মায়ার অন্তর্ভুক্তত্ব জ্ঞান করিয়া বিষ্ণুপুরাণে তিনটী শক্তির গণনা দেখা যায়। যাহার অবিদ্যা কর্ম্ম করিতে হয় তাহার সংজ্ঞাই মায়া। যদিও এই শক্তি বহিরঙ্গা তাহা হইলেও তটস্থা শক্তিময়জীবের আবরণ করিবার ক্ষমতা এই শক্তিতেই ন্যস্ত আছে। মায়াকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া জীব, লঘু ও গুরু তারতম্যে স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে। গুণরহিত প্রধানের চিদ্রূপত্ব ও বিকার রাহিত্য ধর্ম্ম, জড়ত্ব ও বিকার বিশিষ্ট হয় তাহা অচিন্ত্যমায়া দ্বারাই ঘটে, জানিতে হইবে। একাত্মক অন্তরঙ্গ, তটস্থ ও বহিরঙ্গ, শক্তিত্বে সাম্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সদৃশ নহে তত্তৎস্থানীয়ত্ব উদ্দেশে কথিত তত্তদ্রূপত্বে নহে সুতরাং তটস্থত্বে বহিরঙ্গত্বে যে দোষসমূহ অবস্থিত তাহা

অংশশক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রাভব ও বৈভব। যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময়মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিদুন। শক্তির তারতম্যে প্রভুতার প্রাবল্যে প্রাভব ও বিভুতার প্রাবল্যে বৈভব সংজ্ঞা হয়। প্রাভব দুই প্রকার, এক প্রকার প্রাভব চিরকালস্থায়ী নয়। তাহার উদাহরণ, মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অবতার। ইহারা যুগানুগত। দ্বিতীয়প্রভাবের কীর্ত্তি অতিশয় বিস্তার হয় না,—তাহার উদাহরণ ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল ইত্যাদি। কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু, এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাদি বৈভবাবতার ॥ ৯৭ ॥

অংশাবেশ ও শক্ত্যাবেশ অবতার অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাঁরাও প্রাভববৈভবের মধ্যে গণিত থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণাবতারদিগেরও সেই অবস্থা ॥ ৯৮ ॥

নিত্যকিশোরস্বরূপ কৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সে দ্বিবিধ লীলা। অতএব কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী ॥ ৯৯ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপের ছয়প্রকার বিলাস। প্রাভব ও বৈভবরূপে দুইপ্রকার

অনুভাষ্য।

অন্তরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই। আবার বহিরঙ্গত্বের দোষ তটস্থত্বে, তটস্থের দোষ বহিরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই ॥ ৯৬ ॥

কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্বভরি ॥ ৯৯ ॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ ॥ ১০০ ॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১০১ ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ১০২ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রকাশ। অংশ ও শক্ত্যাবেশরূপে দুইপ্রকার অবতার। বাল্য ও পৌগণ্ড-রূপে দুইপ্রকার ধর্ম্ম। এই ছয়প্রকার। কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ এই ছয়প্রকার স্বরূপ বিলাসে বিশ্বভরিয়া লীলা করিয়াছেন। ইহাতে এই ছয় রূপের অনন্তবিভেদে অনন্ত হইয়াও কৃষ্ণ এক অখণ্ডতত্ত্ব ॥ ৯৭-১০০ ॥

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে বৈকুণ্ঠাদিধামে বৈভবানন্ত প্রকাশ। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধমুক্ত অনন্তজীব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব ॥ ১০১-১০৩ ॥

অনুভাষ্য।

শ্বেতাশ্বতরে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৮ শ্লোক। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ১০৩ ॥

এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ ১০৪ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ১০৫ ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ ১০৬ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, ১ শ্লোক)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১০৭ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ ॥ ১০৭ ॥

চালাইতে, বৃথা উদ্বেগ দিবার জন্য ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ পরমঃ ঈশ্বরঃ বলদেব-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধকারণগর্ভক্ষীরার্ণবত্রয়শায়িপরমাত্মপুরুষাবতারমৎস্যকূর্ম্ম-বরাহ-রাম-নৃসিংহাদিনৈমিত্তিকাবতার-ব্রহ্মশিবাদি-গুণাবতার-নির্ব্বিশেষ-পরব্রহ্ম-মহেন্দ্রাদিবিভূত্যাবতারাণাং সর্ব্বেষাং পতিঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ সন্ধিনী-সম্বিৎহ্লাদিনীশক্তিত্রয়সমন্বিতঃ অনাদিঃ আদিরহিতঃ অহমেবাসমেবাগ্র

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ১০৯ ॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ১১০ ॥
সেইত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে যাঁতে অবতারী ॥ ১১১ ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে যেমন যার মতি ॥ ১১২ ॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন কোন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু সেই সকল ভক্তের বাক্য মিথ্যা নয়। যেহেতু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং অবতারী সুতরাং সকল অবতারই তাঁহাতে বর্ত্তমান ॥ ১১০-১১২ ॥

অনুভাষ্য।

ইতি পদবাচ্যঃ আদিঃ সর্ব্বেষাং মূলরূপঃ সর্ব্বকারণকারণম্ সর্ব্বকারণানাং কারণম্ মূলম্ গোবিন্দঃ ॥ ১০৭ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত। শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদসাগরে। নিদ্রা-ভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে ॥ ১১১ ॥

কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ ১১৪ ॥
কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী ॥ ১১৫ ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন ॥ ১১৬ ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবেশ হইতে আলস্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়। কেন না কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞান জানিতে পারিলে, তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সৎসিদ্ধান্ত শুদ্ধাভক্তির মূল ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য।

লঘুভাগবতামৃতে। অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতান্। মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্। সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিৎ বৈকুণ্ঠনাথতাং। ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্ত্যনুগামিনঃ ॥ ১১৪ ॥

অনেকে, জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শদর্শনে মনে করেন যে সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাদৃশ প্রবেশ করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী জড়ভাব সমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন।

চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে ॥ ১১৮ ॥

অনুভাষ্য।

বিচারপ্রধান মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী তথাপি জাতরুচিভ্রমে স্বল্পরুচিবিশিষ্টজনের শ্রবণ, বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়কসিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচি বৃদ্ধি হয় না। নবধাভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের শ্রবণেরই ব্যবস্থা। শ্রবণ কীর্ত্তন জলেই ভক্তিলতা সিঞ্চিত হইলে সম্বর্দ্ধিতা হন। ব্রহ্মা যে কালে ত্যক্তজ্ঞানপ্রয়াস ভক্তগণের অবস্থা বলিয়া কৃষ্ণের স্তব করিলেন তথায় ও সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং বলিয়াছেন। পারমহংস্য অমলজ্ঞানপ্রদ ভাগবত বিচারপর হইয়া পঠন শ্রবণাদি করিলেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমহাপ্রভুর সনাতন শিক্ষামধ্যেই আমরা শুনি "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয় সংসার॥" শ্রীরূপগোস্বামী পাদ ও বলিয়াছেন আলস্য ত্যাগ করিয়া উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি। সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানীগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোকচক্ষে বৈষ্ণবপদবীকে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত যদশ্মসারং শ্লোক লিখিয়াছেন। তাহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি। কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেপি অশ্মসারহৃদয়তয়া নিন্দ্যেষা। সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায় তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন

চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১১৯ ॥
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে
চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

"নিসর্গপিচ্ছলস্বান্তে তদভ্যাসপরেপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রু-পুলকাদয়ঃ। সখীভেকীদল সিদ্ধান্তাভাবপ্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে তাহাও ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যনিম্বার্কবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থ পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদীগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীবপাদ ইহাদের সুসিদ্ধান্তগুলিই ষট্সন্দর্ভে বৈষ্ণব-গণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদীগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান করেন তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাখ্য জীব, ভক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল শ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন ॥ ১১৭ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু বিচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-লীলার অন্তে সেই লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররূপ চারিরসের যে প্রাকট্য তাহা জগতে আস্বাদনের বিষয় কিরূপে হয়, এই চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমভক্তিবিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন প্রক্রিয়া জগতকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। নাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম তাহা যুগাবতারই প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিরসের প্রেমভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কোন অংশাদি অবতারের দান করিবার ক্ষমতা নাই। এই জন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভাগবত বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন।

অনুভাষ্য।

অজ্ঞঃ যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ যস্য শ্রীচৈতন্যস্য পাদাশ্রয়প্রভাবাৎ আকরব্রাতাৎ ধাতূৎপত্তিস্থানসমূহাৎ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ মীমাংসারূপসদ্রত্নান্ সংগৃহ্লাতি সম্যগ্ গ্রহণে সমর্থো ভবতি তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপুরুষের লক্ষণ দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণচৈতন্য অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ অদ্বৈতনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সহিত অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তি প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যাবতার জগতে সর্ব্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়। অতএব গূঢ়। তিনি একমাত্র ভক্তিব্যঙ্গ অর্থাৎ ভক্ত তাহাকে ভক্তি-দর্শনে দেখিবার যোগ্য হন। তাঁহার সেই উপাদেয় তত্ত্ব গোপনে রাখিবার জন্য তিনি অনেক যত্ন করেন। কিন্তু পরম ভক্তদিগের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন। বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে গোপন রাখিবার জন্য কেবল ইঙ্গিত বাক্য দ্বারা তাঁহার ভাবী উদয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে তাঁহার ছন্নাবতারের গূঢ়তা ও বিশেষ উপা-দেয়তাই স্পষ্ট হয়। অদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত প্রকট হইয়া দেখিলেন, যে জগত অতিশয় কৃষ্ণভক্তি হীন হইয়াছে। এ অবস্থায় কোন অংশাবতার অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগতের কল্যাণ হইবে। এই বিচারে জলতুলসী কৃষ্ণ পাদপদ্মে দিয়া তিনি নিরুপাধিক কৃষ্ণতত্ত্বকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ শুদ্ধ সরল ভক্তের প্রার্থনায় তাঁহার ধ্যেয় পরম স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের প্রেমহুঙ্কারে জগতকে প্রেমদান করিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যাঁহার পাদাশ্রয়-শক্তি-বলে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর সমূহ হইতে

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

(বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকঃ)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণিসংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্তমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন্। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে দান করেন নাই সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রারম্ভে এই শ্লোকদ্বারা জগতে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তদনুগ গ্রন্থকারও নিজাভীষ্ট গুরুপাদানুসরণ করিলেন।

চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য অনর্পিতচরীং অদত্তপূর্ব্বাং উন্নতোজ্জ্বলরসাং উন্নতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গাররসো যস্যাং তাং স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজপ্রেম-শোভাং সমর্পয়িতুং সম্যক্ দাতুং কলৌ করুণয়াবতীর্ণঃ কৃপয়া প্রপঞ্চাগতঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সুবর্ণোত্থসৌন্দর্য্যকান্তিপুঞ্জেন সম্যক্ প্রকা-

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥ ৬ ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥ ৭ ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণকে গত পরিচ্ছেদে পূর্ণ ভগবান বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, তিনি গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণ সহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকট বিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকট বিহার করেন ॥ ৫।৬ ॥

অনুভাষ্য।

শিতঃ যঃ সঃ শচীনন্দনঃ হরিঃ বঃ যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে চিত্তগুহায়াং সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে অহর্নিশং স্ফুরতু প্রকাশয়তু ॥ ৪ ॥

৪৩২০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণবর্ষ সংখ্যা দ্বাপর। তিনগুণ ত্রেতা এবং চতুর্গুণ সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। এই মহাযুগকে দিব্যযুগ সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ

বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥ ৯ ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া প্রকাশ হন ॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য।

মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টী সত্যযুগকাল-পরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প।

× × চতুর্যুগমুদাহৃতং। সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ। যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে। সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ। কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ। ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ। কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী। সূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারঃ ॥ ৭ । ৮ ॥

বৈবস্বতনামক সপ্তম মনুর মন্বন্তরে মহাপ্রভুর উদয়কাল। স্বায়ম্ভুবাখ্যো মনুরাদ্য আসীৎ স্বারোচিষশ্চোত্তম-তামসাখ্যৌ। জাতৌ ততো রৈবতচাক্ষুষৌ চ বৈবস্বতঃ সম্প্রতি সপ্তমোঽয়ম্। সাবর্ণি দক্ষসাবর্ণি ব্রহ্মসাবর্ণিকস্ততঃ। ধর্ম্মসাবর্ণিকো রুদ্রপুত্রো রৌচ্যশ্চ ভৌত্যকঃ ॥ ১। স্বায়ম্ভুব ২। স্বারোচিষ ৩। উত্তম ৪। তামস ৫। রৈবত ৬। চাক্ষুষ ৭। বৈবস্বত ৮। সাবর্ণি ৯। দক্ষসাবর্ণি ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি ১১। ধর্ম্মসাবর্ণি ১২। রুদ্রপুত্র ১৩। রৌচ্য ১৪। ভৌত্যক এই চতুর্দ্দশ মনু। প্রত্যেকের ভোগ্যকাল ৭১ মহাযুগ ॥ ৯ ॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ১১ ॥
দাস সখা পিতা মাতা প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১২ ॥
যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান ॥ ১৩ ॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রসই কৃষ্ণলীলার প্রকরণ। রস পঞ্চ প্রকার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই চারি প্রকার রসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ একান্ত বশ ॥ ১১ ॥

এযাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগৎকে দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, জগতে লোকে বিধি ভক্তিতে আমাকে ভজনা করে। কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব তাহা বিধি ভক্তিতে পায় না। বিধিভক্তি ক্রমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয়, অর্থাৎ

অনুভাষ্য।

বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ যুগের মধ্যে ২৭ যুগ গত হইলে পর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে সত্য ত্রেতা অতীত হইয়া দ্বাপরের শেষ ভাগে কৃষ্ণের প্রকট-কাল। দ্বাপরাবসান পর্য্যন্ত ব্রহ্মদিন প্রারম্ভ হইতে সসন্ধি ছয়মনু বৈবস্বত মনুর ২৭ যুগ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগকাল একত্র সমষ্টি করিয়া সৃষ্টিকাল হীন করিলে সৌরবর্ষ সংখ্যায় ১৯৭৫৩২০০০০ অতীত হয় ॥ ১০॥

সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৫ ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৬ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ ১৭ ॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১৮ ॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥ ১৯ ॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ ২০ ॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রেমেতে গাঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না ॥ ১৪-১৬ ॥

সার্ষ্টি, বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি। সারূপ্য, বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি অঙ্গবর্ণপ্রাপ্তি। সামীপ্য, বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি। সালোক্য, বিষ্ণুলোকে বাস ॥ ১৮ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪ অ, ৭।৮ শ্লোক)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন তাঁহারা সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্যরূপ মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্যমুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারি প্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেই প্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করা আমার অভীষ্ট। আমি কলি-যুগের ধর্ম্ম যে নামসঙ্কীর্ত্তন তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের সহিত জগতকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব। আপনিও ভক্তভাব গ্রহণ করতঃ স্বীয় আচার দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিব ॥ ১৭-২০ ॥

হে অর্জ্জুন যখন যখন ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন আমি আপনাকে প্রকট করি ॥ ২২ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বকালের কথা উল্লেখ করিয়া তৎ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সূর্য্যকে কথিত যোগপন্থা কালে নষ্ট হওয়ায় অর্জ্জুনকে পুনরায় বলা হইল, এরূপ বলিলেন। অর্জ্জুনের প্রত্যয়ের জন্য ভগবানের আবির্ভাব কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন।

হে ভারত যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্হানির্ভবতি অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং বৃদ্ধিঃ দ্বে সোঢুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুং তদা অহং আত্মানং সৃজামি ॥ ২২ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২৩ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৩ অ, ২৪ শ্লোক)

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশ হই ॥ ২৩ ॥

যদি আমি কর্ম্মাচরণ দ্বারা কর্ম্ম ব্যবস্থা না রক্ষা করি তবে এই লোক উৎসন্ন হয় এবং সাঙ্কর্য্যের কারণ হইয়া আমিই প্রজা বিনাশক হইয়া পড়ি ॥ ২৪ ॥

অনুভাষ্য।

সাধূনাং মদনুশীলনপরাণাং পরিত্রাণায় সেবনবিঘ্ননিবৃত্ত্যৈ দুষ্কতাং ভক্তদ্রোহিণাং মদৈক্যেরবধ্যানাং রাবণকংসকেশ্যাদীনাং বিনাশায় ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় চ পরিচর্য্যাসংকীর্ত্তনলক্ষণং ভগবৎসেবনপরনির্ম্মৎসরধর্ম্মস্য সম্যক্ আচরণার্থায় প্রচারার্থায় চ যুগে যুগে তত্তৎকালে সম্ভবামি ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুনের কর্ম্মবিষয়ক সন্দেহাত্মক প্রশ্নে জড়ভোগবাসনারহিত ভগবানের কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্য বলিয়াছেন।

চেৎ যদি অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ মাং দৃষ্টান্তী-কৃত্য ভ্রংশ্যেয়ুঃ সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ মলিনাঃ কুর্য্যাম্ ॥ ২৪ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৩ অ, ২১ শ্লোক)

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ২৬ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতঃ ৯৪ শ্লোক বিল্বমঙ্গলকৃত)

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন তাহাই অপর ব্যক্তি অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ যাহাকে প্রমাণ বলেন, সকলেই তাহাতে অনুবর্ত্তমান হন ॥ ২৫ ॥

নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম এই দুইটী প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার কার্য্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে। তথাপি ব্রজপ্রেমপ্রচার, পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না ॥ ২৬ ॥

ভগবান পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময়অবতার হউন না কেন, কৃষ্ণ-ব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছে ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ যথা আচরতি তৎ তৎ কর্ম্ম ইব ইতরঃ অশ্রেষ্ঠঃ জনঃ আচরতি। সঃ শ্রেষ্ঠঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে অনুসরতি ॥ ২৫ ॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২৮ ॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২৯ ॥
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥ ৩০ ॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ ৩১ ॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কল্মষ, পাপ। দ্বিরদ, হস্তি ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য।

পঙ্কজনাভস্য পদ্মনাভস্য ভগবতঃ সর্ব্বতঃ ভদ্রাঃ মঙ্গলপ্রদাঃ অবতারাঃ সন্তু। কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কো বা লতাসু তদাশ্রিতাসু অপি প্রেমদো ভবতি ॥ ২৭ ॥

প্রথম সন্ধ্যায়—যুগারম্ভকালে আদিতে এবং যুগান্তকালে শেষে যুগের ষষ্ঠভাগপরিমিত-কাল সন্ধ্যা। প্রথম সন্ধ্যা যুগের দ্বাদশভাগ ও শেষ সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ। সুতরাং কলিকালের প্রথম সন্ধ্যা ৩৬০০০ সৌরবর্ষ। শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালের ৪৫৮৬ বর্ষ গত হইলে প্রকট হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ, শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারে ১৭ শ্লোকঃ ॥ ২৯ ॥

ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ৩৩ ॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভূতগ্রাম, জীবসমূহে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বম্ভর শব্দ ডুভৃঞ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

গর্গ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

শেষলীলায় অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পর চতুর্ব্বিংশ বর্ষকাল। শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের দশনামী দণ্ডীসন্ন্যাসীগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিক আর্য্য সমাজ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী এবং শাঙ্করসম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসকী।

দশনামী সন্ন্যাসী যথা। তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ। তীর্থ বা আশ্রম, সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান দ্বারকা, ব্রহ্মচারীনাম স্বরূপ। বন বা অরণ্য সন্ন্যাসোপাধি, স্থান পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারী নাম প্রকাশ। গিরি, পর্ব্বত বা সাগর সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান বদরিকাশ্রম, ব্রহ্মচারীনাম আনন্দ। সরস্বতী, ভারতী বা পুরী সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান শৃঙ্গেরী, ব্রহ্মচারী নাম চৈতন্য।

তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রদেশে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিটী শিষ্যকে মঠাধিপ করেন। এই চারিটী মূলমঠের অধীন অসংখ্য শাখামঠ ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। দেশভেদে মঠের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই চারিমঠ আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার, ভূমিবারভেদে চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়। কালে এই সম্প্রদায়ের ধারণা ও বিপর্য্যয় দেখা যায়। চারিটী মহাবাক্যের ও মঠ ভেদে বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসীগুরুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে হয়। তিনি যে প্রকার সন্ন্যাসী তদনুসারে ব্রহ্মচারী নাম দিয়া থাকেন। এ প্রথা আজও এই সম্প্রদায়ে বিশিষ্টভাবে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান্ নিজ ব্রহ্মচারীনামই প্রচার করেন। ভারতী সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলালেখকগণ কেহই বলেন না। সন্ন্যাস নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায় বোধ করি তাদৃশ ব্যবহার শ্রীমন্মহাপ্রভু আদর করেন নাই। ব্রহ্মচারী নামে গুরুদাস্যাভিমান অনুস্যূত, ভক্তির প্রতিকূল নহে। মহাপ্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন উল্লেখ রহিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮ অ, ৯ শ্লোক)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ৩৭ ॥
ইদানী দ্বাপরে তিহোঁ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম ॥ ৩৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ৫ অ, ২৫ শ্লোক)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তোমার এই বালক শুক্ল রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

দ্বাপরযুগে ভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত এইরূপে উপলক্ষিত হন ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

গর্গমহাশয় নন্দমহারাজকে কৃষ্ণের নামকরণ উদ্দেশে বলিতেছেন।

অনুযুগং যুগোচিতং তনূর্গৃহ্ণতঃ অস্য তব পুত্রস্য শুক্লঃ রক্তঃ তথা ইতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশবাক্যেন বৈবস্বতমন্বন্তরস্যাষ্টাবিংশমহাযুগীয়কলিযুগস্য আদি-সন্ধ্যায়াং পীতঃ পীতবর্ণঃ ভবিষ্যতি ত্রয়ো বর্ণা আসন্। ইদানীং হি কৃষ্ণতাং গতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩৬ ॥

ভগবদবতার ভিন্ন মঙ্গল নাই শ্রবণ পূর্ব্বক কোন কালে কি ভাবে

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ ৪০ ॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৪১ ॥
দৈর্ঘ্য বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবানের অবতার হয় সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন সত্য ও ত্রেতার অবতার বর্ণন করিয়া দ্বাপরসম্বন্ধে বলিতেছেন।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসাঃ পীতং বাসো যস্য সঃ নিজায়ুধঃ নিজানি আয়ুধানি গদাচক্রাদীনি যস্য সঃ শ্রীবৎসাদিভিঃ অঙ্কৈঃ আঙ্গিকৈশ্চিহ্নৈঃ লক্ষণৈঃ বাহ্যৈঃ কৌস্তভাদিভিশ্চ উপলক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণসংহিতা হইতে প্রমাণ লিখিয়াছেন। দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ। কলিসন্তরণোপনিষদেও লিখিয়াছেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ৪০ ॥

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল—যিনি নিজ বাহু পরিমাণে চারিহাত দীর্ঘে ও চারিহস্ত বিস্তার অর্থাৎ পরিধি বিশিষ্ট গোলাকার মহাপুরুষ। যিনি সকল প্রাণীকে ন্যক্কার করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা রোধ করিয়াছেন, এরূপ পূর্ণ চতুর্ব্যূহ বিশিষ্ট বিষ্ণু ॥ ৪২ ॥

ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৪৩ ॥

আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুলজিনি নাসা সুধাংশু বদন ॥ ৪৪ ॥

শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা পরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম ॥ ৪৫ ॥

চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥ ৪৬ ॥

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥ ৪৭ ॥

দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলার চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার নিজ হস্তের দৈর্ঘ্য বিস্তারের পরিমাণে নিজে চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হন, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ও তাঁহার নাম ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

সহস্রনাম—বিষ্ণুর সহস্রনাম অর্থাৎ মহাভারত দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়। এই গ্রন্থের শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাষ্য লিখিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

(মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অ, সহস্র নাম)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আর বার।
কলিযুগে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সার ॥ ৫০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ৫ অ, ২৯ শ্লোক)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, চন্দন মাল শোভিত; এই চারিটী গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরি রহস্যালোচনরূপ শমগুণ বিশিষ্ট, হরি কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়তারূপ নিষ্ঠ কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্ত নিবৃত্তিকারিণীশান্তিলব্ধমহাভাবপরায়ণ ॥ ৪৯

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর সেই

অনুভাষ্য।

সুবর্ণবর্ণঃ স্বর্ণবর্ণবৎ পীতবর্ণঃ যস্য সঃ হেমাঙ্গঃ হেমবৎ অঙ্গং যস্য সঃ বরাঙ্গঃ মহাপুরুষবোধকং অঙ্গং যস্য সঃ চন্দনাঙ্গদী চন্দনাঙ্কিতে অঙ্গদে বিদ্যেতে যস্য সঃ আদিলীলায়াং ভগবতো গৌরচন্দ্রস্য এতানি চত্বারি নামানি। সন্যাসকৃৎ যতিধর্ম্মপরঃ শমঃ নির্ব্বিষয়ঃ শান্তঃ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্ত নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্রং শান্তি চ নিষ্ঠাশান্তী পরং অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ শেষলীলায়াং ভগবতো গৌরহরের্নামানি চতুঃস ঙ্খ্যকানি সহস্রনাম্নি উদাহৃতানি ॥ ৪৯

শুন ভাই এই সব চৈতন্য মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীজীবঃ। ক্রমসন্দর্ভে। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধং। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতং। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্‌যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্ত্বংপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্য লব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর-ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ। তদ্বেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ-

অনুভাষ্য।

নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজনের কলিকালের অবতার কথা বর্ণন।

সুমেধসঃ ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং বিদ্যুদ্গৌরং শুক্লরক্তবর্ণদ্বয়াবশেষং তৃতীয়ং পীতবর্ণং কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ সঃ যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদিভক্তাঃ অস্ত্রাণি হরিনামাদীনি পার্ষদাঃ গদাধরদামোদরস্বরূপাদয়ঃ তৈঃ সহিতং সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ বহুভির্মিলিত্বা হরিকথানামগানৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তি ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতিবর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহূতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাস স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তং। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং। তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈরাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তং। তদেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব

কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৫৪ ॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥ ৫৫ ॥
দেহকান্ত্যা হয় তিহোঁ অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ ॥ ৫৬ ॥

(স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়স্তবে ১ম শ্লোক)

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টং। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতার-সূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতশ্চৈতৎ-পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ। সর্ব্বসংবাদিন্যাং॥ ৫১ ॥

মূল শ্লোকে কেহ যদি কৃষ্ণবর্ণ এই শব্দ হইতে কলির উপাস্য পুরুষকে কৃষ্ণ বলিয়া বলেন, "ত্বিষাঽকৃষ্ণং" এই অপর বিশেষণ দ্বারা সে অর্থ হইতে পারে না ॥ ৫৫ ॥

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞানতমস্ততি ॥ ৫৮ ॥
জীবের কল্মষ তমোনাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৫৯ ॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীরাধিকার ভাবরূপ দ্যুতির আতিশয্যক্রমে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপ প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তনময় যজ্ঞ দ্বারা পণ্ডিত সকল কলিকালে স্পষ্টরূপে অভিযজন করেন। তিনি সন্ন্যাসান্তর্গত পারমহংস্যরূপ চতুর্থাশ্রমসেবীগণের একমাত্র উপাস্যতত্ত্ব। চৈতন্যাকৃতি পরমপুরুষ শীঘ্র আমাদের প্রতি কৃপা করুন্ ॥ ৫৭ ॥

তমস্ততি, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিস্তৃতি ॥ ৫৮ ॥

ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক যেস্থলে কোন কর্ম্ম ভক্তির বিরোধী হয় সেস্থলে তাহার নাম কল্মষ। তাহাই মহান্ধকার ॥ ৬০ ॥

অনুভাষ্য।

বিদ্বাংসঃ পণ্ডিতাঃ স্ফুটং স্পষ্টং দ্যুতিভরাৎ কান্ত্যাধিক্যাৎ অকৃষ্ণাঙ্গং গৌরং পীতবর্ণং কৃষ্ণং উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ উচ্চৈঃ কীর্ত্তনাখ্যভক্ত্যবলম্বনৈঃ মখবিধিভিঃ নামযজ্ঞবিধানৈঃ কলৌ অভিযজন্তে যং চ অখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং সকলভিক্ষূণাম্ উপাস্যং পূজ্যং প্রাহুঃ সঃ চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ নঃ অস্মান্ অতিতরাং অতিশয়েন কৃপয়তু ॥ ৫৭ ॥

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৬১ ॥

(স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়স্তবে ৮ম শ্লোক)

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬২ ॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥ ৬৩ ॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে ॥ ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার হাসিমাখা দৃষ্টি জগতের শোক সম্পূর্ণরূপ দূর করে, যাঁহার বাক্যারম্ভকুশলসমূহের বল্লীরূপ ভক্তিলতাকে পল্লবিত করে ও যাঁহার চরণাশ্রয় সমস্ত প্রেম রহস্য প্রণয়ন করে সেই চৈতন্যাকৃতি আমাদের প্রতি কৃপা করুন ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য।

যস্য চৈতন্যদেবস্য স্মিতালোকঃ মন্দহাসকটাক্ষঃ জগতাং সর্ব্বপ্রাণিনাং পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন শোকং অভাবং হরতি বিনাশয়তি গিরান্তু প্রারম্ভঃ বাক্যোপক্রমঃ কুশলপটলীং কল্যাণমালাং পল্লবয়তি বিস্তারয়তি পদালম্ভঃ চরণাশ্রয়ঃ কং বা প্রেমনিবহং প্রেমসকলং নহি প্রণয়তি প্রাপয়তি সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ অস্মান্ অতিতরাং কৃপয়তু ॥ ৬২ ॥

(শ্রীচৈতন্যদেবস্থ প্রথম স্তবে প্রথম শ্লোক)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৬৫ ॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন।
অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৬৬ ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মানব শরীরধারী শিব ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রণয় গৃহীতা শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবের সর্ব্বদা উপাস্য। স্বীয় ভক্তদিগকে বিশুদ্ধ স্বভজনমুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

প্রণয়িতাং বহদ্ভিঃ স্বানুরাগপোষণপরৈঃ ধৃতমনুজকায়ৈঃ গৃহীতনর-শরীরৈঃ গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ শিবচতুর্ম্মুখাদিভিঃ গীর্ব্বাণৈঃ দেবৈঃ সদা নিত্যং উপাস্যঃ পূজ্যঃ স্বভক্তেভ্যঃ স্বরূপরামানন্দাদিনিজজনেভ্যঃ শুদ্ধাং নির্ম্মলাং অন্যাভিলাষিতাহীনাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং নিজভজনমুদ্রাং স্বভজনপরিপাটিং উপদিশন্ স চৈতন্যঃ কিং পুনঃ অপি মে মম দৃশোঃ পদং যাস্যতি ॥ ৬৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৪ অ, ১৪ শ্লোক)

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৬৮ ॥

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৬৯ ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে সব চিদানন্দময় ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অঙ্গশব্দের পূর্ব্বকৃত অর্থ ব্যতীত আর একটী অর্থ আছে, যথা অঙ্গ-শব্দে অংশ। পরমাণ, প্রমাণ। অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ॥ ৬৭ ॥

অঙ্গ শব্দে অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয় তাঁহারা চিদানন্দ-ময় সত্য ঈশ্বর। মায়া নির্ম্মিত তত্ত্ব নন। অতএব অদ্বৈত নিত্যানন্দ ইহাঁরা প্রভুর দুই অঙ্গ ॥ ৭০ ॥

অনুভাষ্য।

আদি ২য় ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৮ ॥

যেরূপ মায়ারাজ্যে মায়াকর্ত্তৃক বস্তু খণ্ডিত হইয়া অংশ হয় তদ্রূপ বিষ্ণু-তত্ত্বে মায়াবশযোগ্যতা না থাকায় অংশ হইলেও বিষ্ণুত্বে বা বস্তুত্বে খণ্ড হয় না। দীপের উদাহরণে দেখা যায় যে মূলদীপ হইতে অন্য দীপ উদিত হইলেও বস্তুত্বে পার্থক্য নাই পরন্তু মায়াবশযোগ্যতা ক্রমে বিভি-ন্নাংশে ব্রহ্মা ও শিব ইহারা বিকারযোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। সব

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ ৭১ ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণঅস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৭২ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৭৩ ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৭৪ ॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার ॥ ৭৩ ॥

বানা, চিহ্ন। তুরীভেরীর ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র, যদ্দ্বারা পাষণ্ডদলন চিহ্ন প্রকাশ পায় ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

চিদানন্দময় বিষ্ণু মায়াধীশ তাঁহার উপর মায়ার কার্য্যকারিতা নাই। তদিতরতত্ত্বে মায়ার ক্রিয়া আছে। দুগ্ধের পরিণতি যেরূপ দধি, শম্ভু-তত্ত্বাদি তদ্রূপ ॥ ৭০ ॥

পাষণ্ড—যাহারা মায়াধীশবিষ্ণুতত্ত্বের সহ মায়াবশ শিবাদিতত্ত্বের সাম্য কল্পনা করে। ভগবল্লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি না করিয়া নিত্যভক্তিতত্ত্বও কাল দ্বারা খণ্ডিত অনিত্য কর্ম্মমাত্র মনে করে। এতাদৃশ পাষণ্ডগণের দুর্বুদ্ধি অপনোদন করিতে বিষ্ণু ও তদীয়গণের প্রয়াস ॥ ৭২ ॥

সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥ ৭৬ ॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ নামযজ্ঞসার ॥ ৭৭ ॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম ॥ ৭৮ ॥
ভাগবতসন্দর্ভগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥৭৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণচৈতন্যকে ভজনা করেন তিনিই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান আর এই সংসারে যাহারা তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করে না, তাহারা নিতান্ত মন্দ বুদ্ধি। কৃষ্ণনামযজ্ঞ সর্ব্ব যজ্ঞের সার। কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত এক কৃষ্ণনামের তুলনা হইতে পারে না। যিনি সমান মনে করেন তিনি পাষণ্ডী এবং যম তাঁহাকে দণ্ড দেন ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য।

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। এই অষ্টম নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তেন সমং শতাংশৈঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীজীবগোস্বামী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং" শ্লোকটী ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন। ইহার অনুরূপ তাঁহার নিজ শ্লোক

(তত্ত্বসন্দর্ভে ২ শ্লোক)

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮০ ॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।
কৃপাকরি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥ ৮১ ॥

(উপপুরাণে)

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অঙ্গ উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বাহে গৌর স্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি ॥ ৮০ ॥

হে ব্রহ্মন্ কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক, পাপহত মানব সকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য।

অর্থাৎ অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং এই শ্লোক মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোক ভাগবতস্থ করভাজনের শ্লোকের ব্যাখ্যান মাত্র। ষট্সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থের আদিতে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

অন্তঃ কৃষ্ণং অন্তর্মধ্যে চিত্তাভ্যন্তরে কৃষ্ণো যস্য তং রাধাহৃদয়ভাবেন আবৃতকৃষ্ণহৃদ্গতনাগরভাবং বহির্গৌরং দেহকান্তিকিরণৈঃ পীতবর্ণবিগ্রহং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং দর্শিতং প্রকটিতং অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদবৈভবং যেন তং কৃষ্ণচৈতন্যং কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ নামকীর্ত্তনযজ্ঞাদ্যৈঃ বয়ং আশ্রিতাঃস্ম ॥৮০॥

ভাগবত ভারতশাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ ॥ ৮৩ ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥ ৮৪ ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভাগবতে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং", "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়" "চ্ছন্নকলৌ" ইত্যাদি বাক্যে, ভারতে "সম্ভবামি যুগে যুগে" "সন্ন্যাসকৃৎ শম শান্তঃ" ইত্যাদি বচনে, "মহান্ প্রভুর্বৈপুরুষঃ" "যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি বেদ বাক্যে "মায়াপুরে ভবিষ্যামি শচীসুত" ইত্যাদি আগমানুগত বহুতর তন্ত্রবাক্যে এবং অহমেব ইত্যাদি উপপুরাণবাক্যে চৈতন্যকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

উলুক—দিবান্ধপেচকবিশেষ। সূর্য্যের কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

হে ব্রহ্মন্ অহং ভগবান্ এব ক্বচিৎ কলৌ বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়কলিযুগে প্রথমসন্ধ্যায়াং সন্ন্যাসাশ্রমং তুর্য্যাশ্রমং আশ্রিতঃ সন্ অবলম্ব্য পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি ॥ ৮২ ॥

আদি ২য় ২২ সংখ্যা অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৮৩ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর লীলাসামর্থ্য, তাঁহার লোকাতীত আচরণ ও লোকাতীত মহিমাপ্রভাব বৈচিত্র্য স্বয়ং নিজেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলেও শাস্ত্রের লক্ষ্য গৌরের কৃষ্ণত্ব বুঝিতে পারা যায় ॥ ৮৪

(যামুনাচার্য্যকৃতালুমন্দারু স্তোত্রে ১৫ শ্লোক)

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥ ৮৬ ॥

আপনা লুকাইতে নানা যত্ন করে।
তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৮৭ ॥

(আলবন্দারু স্তোত্ররত্নে অষ্টাদশ শ্লোক)

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবলসাত্ত্বিকশাস্ত্র দ্বারা তোমাকে তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারে কিন্তু রাজস ও তামস গুণ বিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতিজীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরু এবং পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্য যাঁহার অপর নাম আলবন্দারু, স্তোত্ররত্নের পঞ্চদশ শ্লোকে লিখিয়াছেন।

হে ভগবন্ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টতমৈঃ শীলরূপচরিতৈঃ শীলং রূপাণি চ চরিতানি চ তৈঃ সত্ত্বেন অলৌকিকপ্রভাবেণ সাত্ত্বিকতয়া সত্ত্বপ্রধানতয়া প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং প্রসিদ্ধং দৈবং পরমার্থঞ্চ বিদন্তি

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮৮ ॥

অসুরস্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে ॥ ৮৯ ॥

(তথাহি পাদ্মে)

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভগবন্ দেশ-কাল-চিন্তা এই তিনটী সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গূঢ় স্বভাব, সম ও অতিশয় শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর। কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য।

যে তেষাং মতৈশ্চ আসুরপ্রকৃতয়ঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ ভক্তদ্রোহিণঃ তাং বোদ্ধুং জ্ঞাতুং ন সমর্থাঃ ভবন্তি ॥ ৮৬ ॥

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-সম্ভাবনং উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধানাং দেশকালদ্রব্যানাং সীমা সমা অতিশায়িনী চ সম্ভাবনা চ যেন তং ভবতা মায়াবলেন স্বযোগমায়াসামর্থেন নিগুহ্যমানং অপি তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং পরিব্রঢ়িম্নঃ প্রভুত্বস্য স্বভাবং স্বরূপং কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ একান্তভক্তাঃ অনিশং নিরন্তরং পশ্যন্তি ॥ ৮৮ ॥

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৯২ ॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥ ৯৩ ॥
মাধব ঈশ্বর পুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥ ৯৪ ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই লোকে দৈব ও আসুর ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয় তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর স্বভাব ॥ ৯০ ॥

সাক্ষাৎ ভগবান অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গুরুবর্গের সঞ্চার অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করান। অন্যান্য গুরুবর্গের সঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন সকল সংসারই পাপপুণ্যে

অনুভাষ্য।

অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ প্রাণিসৃষ্টী। বিষ্ণুভক্তঃ হরির্জনঃ দৈবঃ স্মৃতঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ মায়াভোগনিরতঃ প্রকৃতিজনঃ আসুরঃ এব ॥ ৯০ ॥

কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৯৬ ॥
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ॥ ৯৭ ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৯৮ ॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥ ৯৯ ॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ ১০০ ॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার ॥ ১০১ ॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥ ১০২ ॥

(হরিভক্তিবিলাসে ১১ বি ১১০ শ্লোকে গৌতমীয় তন্ত্রে নারদ বাক্য

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জড়িত কৃষ্ণভক্তিহীন। জীব সকল বিষয় ভোগ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে ভবরোগ দূর হয় এমত কৃষ্ণভক্তিকে তাহার সহ মিশ্রিত করে না ॥ ৯৪-৯৬ ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥ ১০৪ ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥ ১০৫ ॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥ ১০৬ ॥
গঙ্গাজলে তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন॥ ১০৩॥

কোন কোন পাঠে এই দুইটী শ্লোক দৃষ্ট হয়।

সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেব চ।
মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ।
তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাং॥

কৃষ্ণকে যিনি জল তুলসী দেন তাঁহার ঋণ শোধন করিতে না পারিয়া আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধন করেন। অতএব

অনুভাষ্য।

ভক্তবৎসলঃ নিজজনরতো ভগবান্ তুলসীদলমাত্রেণ চন্দনগন্ধাদিকং বিনৈব কেবলতুলসীপত্রেণ জলস্য চুলুকেন গণ্ডুষেণ বা ভক্তেভ্যঃ আত্মানং বিক্রীণীতে তদায়ত্তং করোতি॥ ১০৩॥

কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ১০৮ ॥
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু ॥ ১০৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্ক, ৯অ, ১১ শ্লোক)

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন ॥ ১০৬। ১০৭ ॥

ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় চৈতন্যের অবতার ॥ ১০৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃদ্‌পদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবনা

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মা তপস্যাদ্বারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়া সৃষ্টিমানসে যে স্তব করেন তন্মধ্যে ইহা একটী।

ননু নাথ প্রভো শ্রুতেক্ষিতপথঃ শ্রুতং শাস্ত্রসিদ্ধান্তশ্রবণং তেন

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥ ১১১ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ১১২ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদমঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতারসামান্যকারণং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য।

ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থা যস্য সঃ ত্বং পুংসাং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা পরিভাবিতং যোগ্যতাং আপাদিতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্ আসসে তিষ্ঠসি। ধিয়া যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি চিন্তয়ন্তি হে উরুগায় উরুধা এব গীয়স ইতি সদনুগ্রহায় সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায় তৎ তৎ বপুঃ শরীরং প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সি ॥ ১১০ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন যে তিনটী গূঢ় প্রয়োজনসাধনের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তাৎপর্য্য এই, আমার প্রেমের আশ্রয়ই রাধিকা। আমি সেই প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখকে অনুভব করিতে পারি না। সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিব। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই, আমার নিজ মাধুরী শ্রীমতীরাধিকা আস্বাদন করেন। তাহা জগদাকর্ষক হইলেও আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না। সুতরাং রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার না করিলে আমার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তৃতীয় প্রয়োজন এই, শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ আমি যাহা লাভ করি, তদপেক্ষা রাধিকা আমার সঙ্গে অধিক

অনুভাষ্য।

বালঃ অর্ভকোঽপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন গৌরকৃপয়া শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য তদ্রূপস্য রাধাকৃষ্ণাভিন্নগৌররূপস্য বিনির্ণয়ং তত্ত্বনির্দ্দেশং কুরুতে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৩ ॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৪ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সুখলাভ করেন। তবেই আমাতে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে যাহা ভোগ করিয়া রাধিকার সুখ অধিক হইয়াছে। সে সুখ অনুভব করা আমার পক্ষে বিজাতীয়ভাবে তাহা সম্ভব হয় না। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া রাধিকার স্বজাতীয়ভাবে আস্বাদন করিতে পারিব; এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা পূরণ করিবার ইচ্ছায় চৈতন্যের অবতার। যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনাদি এবং অদ্বৈতাদিভক্তগণের আরাধন, অবতারের বাহ্যকারণ-মাত্র। শ্রীস্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান; তাঁহার কড়চা শ্লোকেই এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্লোকদ্বারা সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কাম ও প্রেমের তাত্ত্বিকভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামনাকে কামতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়াছেন।

অজ্ঞব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন ॥ ১ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪র্থশ্লোকের সারার্থ এইরূপ নিরূপিত করা হইয়াছে,

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৫ ॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥ ৬ ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৭ ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন ॥ ৮ ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৯ ॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে ॥ ১০ ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের অবতার; সেই সিদ্ধান্তে যে হেতু উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাও বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্য, গূঢ় নয়। একটী অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গূঢ় হেতু আছে তাহা বলিতেছি ॥ ৪।৬ ॥

যে সময় স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন জগতের ভারহরণের কালও উপস্থিত হইয়াছিল। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা; ভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নয়।

সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ ॥ ১২ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ॥ ১৩ ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ ১৪ ॥
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৫ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৬ ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার সময় ভারহরণের কাল উপস্থিত হইলে পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণে সুতরাং নারায়ণ চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, মৎস্যাদি অংশ অবতার সকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার সকলই কৃষ্ণ অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণ ভগবানে তাঁহার অঙ্গ ও অংশাদি খণ্ডরূপ ভগবদবতার সকল অবশ্যই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপে ছিলেন। বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুর সকল সংহার করেন। অসুর-মারণ কেবল কৃষ্ণাবতারের আনু-ষঙ্গ কর্ম্মমাত্র। কিন্তু কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এই যে, প্রেমরসের

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৮ ॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ ১৯ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪ অ, ১১ শ্লোক)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নির্যাস আস্বাদন করার জন্য, রাগ এবং ভক্তিকে জগতে প্রচার করিবার জন্য পরমরসিক ও পরম কারুণিক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মনের ভাব এই যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জগৎ পরিপূরিত। সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে, শিথিল প্রেম উদয় হয়, তাহাতে আমার প্রীতি নাই। যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত, আমি কথনই সে প্রেমের অধীন হই না। আমাকে যে ভক্ত যে ভাবে ভজন করে আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজন করি, ইহাই আমার স্বভাব ॥ ৭-১৯ ॥

হে পার্থ, যিনি আমাকে যে ভাবে উপাসনা করেন, আমি তাহার নিকট সেইভাবে প্রাপ্য হই। সকল মানবই আমার বর্ত্ম অর্থাৎ মৎ-প্রদর্শিত পথের অনুগামী ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

পূর্ব্বে সূর্য্যকে ভগবান্ যে যোগবিষয় উপদেশ দেন তাহা পারম্পর্য্য-ক্রমে আগত হইয়া বিপর্য্যয়তা লাভ করিলে পুনরায় অর্জ্জুনকে তাহাই

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি ।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥ ২১ ॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন ।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ২২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮২ অ, ৩১ শ্লোক)

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কৃষ্ণ আমার পুত্র এইরূপ বাৎসল্য, কৃষ্ণ আমার সখা এইরূপ সখ্য, কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি এইরূপ মধুরভাবে শুদ্ধ ভক্তি করে। রসভেদে আমাকে হীন জানিয়া আপনাকে বড় মনে করে, সেইভাবে আমি তাঁর অধীন হই। শুদ্ধভক্তি জ্ঞানকর্ম্ম-আবরণ হীন, অন্যাভিলাষিতাশূন্য, আনুকূল্যসঙ্কল্পযুক্ত কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি ॥ ২১।২২ ॥

আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু ॥ ২৩ ॥

অনুভাষ্য ।

উপদেশ করেন। প্রকটলীলাকারণ প্রসঙ্গে কথিত এই শ্লোকটি ।

হে পার্থ অর্জ্জুন যে ভক্তাঃ যথা যেন ভাবেন মাং কৃষ্ণং প্রপদ্যন্তে অহং তথৈব তান্ ভজামি অনুগৃহ্লামি। মনুষ্যাঃ সর্ব্বপ্রকারেণ এব মমবর্ত্ম সিদ্ধমার্গং অনুবর্ত্তন্তে অনুসরন্তি ॥ ২০ ॥

স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণ উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে অনেকেই উপস্থিত

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন ॥ ২৪ ॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥ ২৫ ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৬ ॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৭ ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৮ ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপনপ্রভাবে ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈকুণ্ঠাদ্যে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগোলোকাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব। সেই লীলাতে

অনুভাষ্য।

হইয়াছিলেন। গোকুলবাসিনী ব্রজগোপী সকলের সহ শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন হইলে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ময়ি ভূতানাং প্রাণিনাং ভক্তিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাখ্যা অমৃতত্বায় নিত্যপার্ষদত্বায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। ভবতীনাং গোপীনাং মদাপনঃ মৎসাক্ষাৎকারঃ মৎস্নেহঃ যৎ আসীৎ দিষ্ট্যা তত্তু মদ্ভাগ্যেনৈব ॥ ২৩ ॥

আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন ॥ ৩০ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ ৩১ ॥
এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ৩২ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপ শক্তি অবিচিন্ত্য প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় আমার নিত্যপ্রিয়া গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতি-ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না, অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তিস্বরূপ হইয়াও গোপীগণও তাহা জানিতে পারিবেন না। আমার ও আমার গোপীগণের অদ্ভুতরূপগুণে পরস্পরের মন-হরণ করিলে সামান্য ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে পরস্পরের মিলন সুখ উদয় হইবে। কখন মিলন, কখন বিচ্ছেদ, দৈব ঘটনার ন্যায় উদয় হইবে। এই সমস্ত রসের নির্যাস আমি আস্বাদন করিব এবং ভক্তদিগকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্বভক্তকে সেই রস দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবে ॥ ২৮-৩৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩৬ শ্লোক)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥৩৪॥

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্-সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩৫ ॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য কারণ।
অসুরসংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করতঃ তদধিকারী ভক্তজন, সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন ॥ ৩৪ ॥

উক্ত শ্লোকে "ভবেৎ" শব্দরূপ ক্রিয়াবিধিলিঙ্ ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত। অন্যথা অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ আছে ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণাবতারে যেরূপ উক্ত বাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছিলেন, অসুর

অনুভাষ্য।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট কৃষ্ণের পারকীয় বিহারের যাথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শুকদেবের উক্তি।

ভক্তানাং রসভেদাবস্থিতানাং হরিজনানাং অনুগ্রহায় কৃপাবিতরণায় মানুষং দেহং নরোচিতং পরং অপ্রাকৃতশরীরং আশ্রিতঃ তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে করোতি যাঃ ক্রীড়াঃ শ্রুত্বা অন্যোহপি জনঃ ভগবতি শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা তৎপরঃ কৃষ্ণসেবাপরায়ণো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৭ ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৮ ॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৩৯ ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তনসঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৪০ ॥
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৪১ ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চতুর্বিধ ভক্তই আধার ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সংহার মূল প্রয়োজন ছিল না, কেবল আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ গৌরাবতারে কৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণতম ভগবান। নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন তাঁহার নিজ কার্য্য ছিলনা, পরন্তু কোন গূঢ় কারণের জন্য যখন পূর্ণ ভগবান অবতীর্ণ হইতে মনন করিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময় যুগধর্ম্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং গৌরাঙ্গের গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্ম প্রচার রূপ যুগধর্ম্ম প্রয়োজন এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রেম ও নাম সঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন ॥ ৩৬-৩৯ ॥

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে ॥ ৪৩ ॥
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪৪ ।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং ২২ শ্লোক)

যথোত্তরমসৌ স্বাদুবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই চারি প্রকার রস প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণসুখাস্বাদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের মাধুরী আর তিন রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির হইবে ॥ ৪২-৪৪ ॥

উল্লাসময়ী রতি উত্তরোত্তর আস্বাদনবিশেষে প্রতীত হয়। সেই রতি স্থলবিশেষে বাসনাক্রমে পরমাস্বাদন বিশেষ হইয়া মধুর রসরূপে প্রকাশ পায় ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

অসৌ রতিঃ যথোত্তরম্ উক্তক্রমেণ স্বাদুবিশেষোল্লাসময়ী মধুরবিশেষস্য আধিক্যবতী অপি বাসনয়া বাসনাভেদেন কা অপি কস্যচিৎ ভক্তস্য স্বাদ্বী ভাসতে ॥ ৪৫ ॥

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪৭ ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ ৪৮ ॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস আস্বাদ কারণ ॥ ৪৯ ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আর তিন রস অপেক্ষা শৃঙ্গাররসের মাধুরী অধিক হওয়ায় তাহাকে মধুর রস কহা যায়। সেই মধুর রসের দ্বিবিধ স্থিতি, স্বকীয় ও পারকীয়। কৃষ্ণকে বিবাহিত পতিজ্ঞানে মধুররস উদয় হইলে, তাহাকে

অনুভাষ্য।

উজ্জ্বলনীলমণৌ। স্বকীয়া কৃষ্ণবল্লভা। করগ্রাহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ। যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে যাঁহাদের পাণিগ্রহণ হইয়াছে, পতির আদেশ পালনে যাঁহারা তৎপর এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে যাঁহারা অবিচলা তাঁহারা স্বকীয়া নারী। পরকীয়া কৃষ্ণবল্লভা। রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥ পরপুরুষের অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন, এতাদৃশ যৌনসম্বন্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিধির স্বীকৃত নয় জানিয়া ইহলোক ও পরলোকের কোন প্রকার অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না; তাঁহারা পরকীয়া রমণী ॥ ৪৬ ॥

(স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে ২ শ্লোক)

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বকীয়-মধুররস বলি। কৃষ্ণকে উপপতি-জ্ঞানে মধুররস উপস্থিত হইলে তাহাকে পারকীয় মধুররস বলি। মধুররস-বিচারকেরা ইহা একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পারকীয় ভাবে মধুররসে উল্লাস অধিক। ব্রজ বিনা এই রসের অন্যত্র স্থিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগোলোকবিহারী স্বল্পকালের জন্য ব্রজে উদয় হইয়া এই পারকীয় ভাবে লীলা করিয়াছিলেন। ইহা গোস্বামীপাদদিগের মত নয়। শ্রীগোস্বামীপাদদিগের মতে ব্রজবিহারও নিত্য। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই ব্রজ। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে। নিত্যধাম ব্রজে সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয়রসের নিত্যাবস্থান। কবিরাজ গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন "অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।" ব্রজের সহিতে এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্রজ বলিয়া একটী চিন্ময়ধামে অচিন্ত্য পীঠ আছে। সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ চিচ্ছক্তি বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই। কেন না তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকটব্রজে অপ্রকটব্রজের বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে এই মাত্র। এই ব্রজবধূর ভাবের অবধি অর্থাৎ অত্যন্ত সীমা শ্রীরাধায় আছে। পরিপক্ক বিমলভাবরূপ শ্রীরাধার ব্রজগত

বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৫১ ॥

(দ্বিতীয়স্তবে তৃতীয় শ্লোক)

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রেমই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের যতদূর আস্বাদন সম্ভব তৎ-প্রাপ্তিই ইহার কারণ। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি নিজ বাঞ্ছা সাধন করিয়াছেন ॥ ৪৬-৫০ ॥

দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণতপটলীভক্তগণের মধুরিমা, ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্যাস বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ॥ ৫১ ॥

কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়ীজনের রস সমূহ আস্বাদন করতঃ অপার কোন প্রকার মধুর রস বিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করতঃ

অনুভাষ্য।

সুরেশানাং মহেন্দ্রাদীনাং দুর্গং দুরধিগম্যং আশ্রয়ঃ উপনিষদাং বেদ-শিরোভাগানাং অতিশয়েন গতিঃ লক্ষ্যং মুনীনাং সর্ব্বস্বং জড়নির্ব্বিণ্ণানাং একমাত্রধনং প্রণতপটলীনাং ভক্তসমূহানাং মধুরিমা সৌন্দর্য্যাশ্রয়ঃ নিখিল-পশুপালাম্বুজদৃশাং সমস্তব্রজবনিতানাং প্রেম্নঃ বিনির্যাসঃ সারঃ স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি ॥ ৫১ ॥

ভাব গ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন।
তার মুখ্য হেতু কহি শুন সর্ব্বজন ॥ ৫৩ ॥
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকার পূর্ব্বক যিনি চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন ॥ ৫২ ॥

শ্রীরাধার ভাবগ্রহণের আশয়ে ধর্ম্মস্থাপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যের যে মুখ্য প্রয়োজন তাহা বলিতেছি। মূল হেতু বলিবার জন্য শ্লোকের আভাস এ পর্য্যন্ত বলিলাম ॥ ৫৩। ৫৪ ॥

অনুভাষ্য।

কুতুকী ভাবাস্বাদনানন্দঃ যঃ কস্য অপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য নিজপ্রীতি-বিগ্রহস্য কমপি অনির্ব্বচনীয়ং অপারং মধুরং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং স্বয়ং তদ্ভাব-গ্রহণেন আস্বাদয়িতুং তদীয়াং তৎপ্রণয়িজনসম্বন্ধিনীং দ্যুতিং শোভাং প্রকটয়ন্ প্রকাশয়ন্ স্বাং স্বকীয়াং ঘনশ্যামরূপাং দ্যুতিং আবব্রে আবৃতবান্ সঃ চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ গোপীজনবল্লভঃ নঃ অস্মান্ অতিতরাং কৃপয়তু ॥ ৫২ ॥

এই চারি লাইনের পরিবর্ত্তে কোন কোন পাঠে ছয় লাইন দেখা যায় যথা ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন। মূল হেতু আগে শ্লোকের করিব বিবরণ। ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার। তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ পরকাশ ॥ ৫৩। ৫৪ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং)

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥ ৫৫ ॥

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মা হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপ-দ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি এক স্বরূপে চৈতন্য তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি ॥ ৫৫ ॥

অন্যোন্যে পরস্পরে। এই পদ্যগুলির বাক্যার্থ স্পষ্ট, কিন্তু ভাবার্থ

অনুভাষ্য।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ কৃষ্ণস্য প্রণয়বিকৃতিঃ প্রেমবিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তিঃ। একাত্মানৌ অভিন্নাত্মানৌ পুরা অনাদিকালতঃ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ ভুবি দেহভেদং বিষয়াশ্রয়গতবিগ্রহদ্বয়ভেদং গতৌ প্রাপ্তৌ। অধুনা ইদানীং তদ্দ্বয়ং তয়োর্দ্বয়ং ঐক্যম্ আপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ ভাবদ্যুতী রাধায়াঃ ভাবদ্যুতী তাভ্যাং সুবলিতং যুক্তং অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং কৃষ্ণস্বরূপং চৈতন্যাখ্যং প্রকটং প্রকটিতবিগ্রহং নৌমি ॥ ৫৫ ॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥ ৫৭ ॥
ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥ ৫৮ ॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥ ৫৯ ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ৬০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীজীবঃ প্রীতিসন্দর্ভে। অথ শ্রুতৌ চ ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি শ্রূয়তে। তদিদমেবং বিবিচ্যতে। যা চৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি সা কিং লক্ষণা স্যাদ্ ইতি। ন তাবৎ সাংখ্যানামিব প্রাকৃতসত্ত্বময়মায়িকানন্দরূপা ভগবতো মায়ানভিভাব্যত্বশ্রুতেঃ স্বতস্তৃপ্তত্বাচ্চ। ন চ নির্ব্বিশেষবাদিনামিব ভগবৎস্বরূপানন্দরূপা অতিশয়ানুপপত্তেঃ। অতো নিতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা অত্যন্তক্ষুদ্রত্বাৎ তস্য। ততো হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্যতদীয়স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপৈবেত্যবশিষ্যতে। যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষী ভবতি। যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি। অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ম্। শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য।

বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেষ নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।

বেদেও কথিত হইয়াছে যে ভক্তিই ভগবানের নিকট ভক্তকে লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তিবশ; ভক্তিরই বাহুল্য কথিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ বিবেচিত হইতেছে। যে বস্তুশক্তি ভগবান্‌কে নিজ আনন্দ দ্বারা উন্মত্ত করান তাহার লক্ষণ কি? মায়া ভগবানকে অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া ভগবান স্বতন্ত্র বলিয়া সাংখ্যমতবাদীগণের সিদ্ধান্তানুসারে সেই বস্তুশক্তি প্রাকৃত সত্ত্ব-বিশিষ্ট মায়িক আনন্দরূপা বলা যায় না। সেই বস্তুশক্তি নির্ব্বিশেষ-বাদীগণের ন্যায় ভগবৎস্বরূপানন্দরূপা বলা যায় না যেহেতু এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর বিচারে বিশেষরূপে অসিদ্ধ। অতএব জীবের স্বরূপানন্দরূপা তাদৃশ শক্তি নিত্য হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তজ্জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই কেবল একমাত্র হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তিত্রয় অবস্থিত। হে ভগবন্ গুণবর্জ্জিত তোমাতে আহ্লাদ, ক্লেশ ও মিশ্রভাব নাই এই বিষ্ণুপুরাণ বাক্যে তদীয় হ্লাদিনী নাম্নী স্বরূপশক্তি আনন্দরূপাশক্তি ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। যে শক্তি দ্বারা ভগবৎস্বরূপে আনন্দবিশেষ লক্ষিত হয় তাহাই হ্লাদিনী শক্তি। ভগবান্ যে শক্তি দ্বারা তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন তাহাই হ্লাদিনীশক্তি। ভগবানে হ্লাদিনীশক্তি নিত্য বর্ত্তমান থাকায় নির্ব্বিশেষবাদীর উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিত্যাজ্য ইহাই জানিতে হইবে। শ্রুত্যর্থ সমূহ বিষ্ণুপুরাণীয়

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গূঢ়। রাধা শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্ তত্ত্ব। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্তসূত্রের অর্থ এই যে, কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু অবিচিন্ত্য শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাসরসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্ অথচ যুগপৎ এক। রাধা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী। কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। আবার কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিতা। পূর্ণ-

অনুভাষ্য।

উক্ত প্রমাণ বেদার্থসহ ঐক্যরূপে সিদ্ধ বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদীগণের ঐরূপ উক্তি বেদার্থের বিপর্য্যয়জনক এবং বেদার্থ তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে। সেই হ্লাদিনীর সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী প্রীত্যবৃত্তি ভক্তবৃন্দে প্রদত্ত হইলে ভগবৎ প্রীতি আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্ও সেই প্রীতি ভক্তে অনু-ভব করিয়া ভক্তের প্রীতি গ্রহণ করেন।

শ্রীভগবানে তিন প্রকার শক্তি বিষ্ণুপুরাণে কথিত থাকায় ভগবানকে যে শক্তি আনন্দ বিধান করেন তাহা সাংখ্যের জড়ানন্দ বা নির্ব্বিশেষ বাদীর শক্তি শক্তিমত্তত্ত্বের পার্থক্যের অনভিজ্ঞতা জন্য কেবল চিদেকানন্দ এইরূপ নহে। হ্লাদিনীশক্তিই ভগবান্কে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভগবান্ হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন আবার ভক্তের ভগবৎপ্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতিপুষ্ট করেন ॥ ৬০ ॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ অং, ১২ অ, ৪৮ শ্লোক)

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

তত্ত্ব শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী। চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব। আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপ-তত্ত্বের আহ্লাদদায়িনী ॥ ৫৬-৬২ ॥

হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ত্রিবিধব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়া-বিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহাতে শক্তি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণ স্বরূপে একাকারা ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য ।

শ্রীজীবঃ ভগবৎ সন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যায়) যয়া সত্তাং দধতি ধারয়তি চ সা সর্বদেশকালদ্রব্যাদিপ্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৬২ ॥

হে ভগবন্ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সন্ততা সম্বিৎ বিদ্যাশক্তিঃ সর্ব্ব-সংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয়ি এব নতু জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী বিষয়বিয়োগাদিষু তাপ-

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৬৪ ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সত্তা বিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্ব দুই প্রকার, মিশ্রসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুর সত্তারই সত্ত্ব। সন্ধিনী ক্রিয়াব্যতীত কোন সত্ত্বই হইত না। ভগবানের সত্তাও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধ-চিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া তাহারই নাম শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। এই স্থলে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিবার জন্য আরও জানা উচিত যে, স্বরূপ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতা, মাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন। জীব-শক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৬৪।৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

কর্ত্রী তামসী তত্ত্বভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী গুণবর্জ্জিতে সত্ত্বাদিগুণৈর্বর্জ্জিতে ত্বয়ি ভগবতি ন পরন্তু জীবেষু এব ॥ ৬৩ ॥

তত্র চেদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশপ্রধানং চেদাধারশক্তিঃ। সম্বিদংশ-প্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশ প্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে ॥ ৬৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্ক, ৩ অ, ২১ শ্লোক)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্বরূপ নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম বসুদেব। সেই শুদ্ধ-সত্বে চৈতন্য স্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই নাম বাসুদেব। তিনি জড়ীয় ও মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমার প্রণাম আমি তাঁহাতে বিধান করি। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণ স্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীর নিত্যকার্য্য ॥৬৬॥

অনুভাষ্য।

পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি।

বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ জাড্যাংশেন রহিতং সত্ত্বং চিচ্ছক্তিবৃত্তিময়ং অপ্রাকৃতং বসুদেবশব্দিতং বসত্যস্মিন্নিতি বসুঃ তথা দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ স চাসৌ স চেতি বাসুদেবঃ বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা। যৎ যস্মাৎ তত্র সত্ত্বে পুমান্ পুরুষঃ অপাবৃতঃ আবরণশূন্যঃ সন্ ঈয়তে প্রকাশতে। তস্মিন্ সত্ত্বে অধঃ অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ ভগবান্ বাসুদেবঃ মে ময়া মনসা বিধীয়তে বিশেষেণ চিন্ত্যতে ॥ ৬৬ ॥

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সম্বিৎক্রিয়ার নাম জ্ঞান। দ্রষ্টা দুই জন, কৃষ্ণ ও জীব। কৃষ্ণের দর্শন পূর্ণজ্ঞান-মূলক বলিয়া তাঁহার সম্বেদন কার্য্যে অন্তর নাই। অতএব তাঁহার জ্ঞানকে ঈক্ষণ মাত্র বলা যায়। জীবের দর্শনে অনেক অন্তর আছে, অতএব তাহার দর্শনকে সম্বেদন স্বরূপ জ্ঞান বলি। সেই জ্ঞান ত্রিবিধ। সাক্ষাজ্‌জ্ঞান, ব্যতিরেক জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞান। জড় বিষয়ে জীবের জড়েন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান তাহা কখনই নির্ম্মল নয়, সুতরাং বিকৃত। তাহা মায়া-শক্তিগত সম্বিতের বিকৃতিময়-ক্রিয়া। জড়-ব্যতিরেক-নির্ব্বিশেষজ্ঞান জড়জ্ঞানের সম্বন্ধাশ্রিত হওয়ায় তাহা ক্ষুদ্র। তাহা কেবল জীবগত-সম্বিৎশক্তির কার্য্য, অতএব অসম্পূর্ণ। এই সকল জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, নির্ব্বিশেষজ্ঞান, অভেদজ্ঞান ইত্যাদি। চিদ্গত-সম্বিৎশক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান জন্মে। অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান তাহার পরিবার অর্থাৎ অবস্থাভেদে আবরণ মাত্র ॥ ৬৭ ॥

হ্লাদিনীর, ক্রিয়ার নাম প্রেম। সেই প্রেম দুই প্রকার, অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেম ও মিশ্রপ্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধ সম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের কৃষ্ণপ্রেম হয়। হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তি-দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়-প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সুখ দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীব-

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব গুণ খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬৯ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণৌ দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং)

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী। তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত-হ্লাদিনীর সার যে প্রেম এবং প্রেমের সার যে ভাব, আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে মহাভাব, তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি ॥ ৬৮।৬৯ ॥

ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা শ্রেষ্ঠা। আবার সেই দুয়ের মধ্যে শ্রীমতীরাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপিকার নাই ॥ ৭০ ॥

শ্রীমতীরাধিকা চিন্ময়ী। জড়গত-জীবের ন্যায় তাঁহার জড়েন্দ্রিয়,

অনুভাষ্য।

তয়োঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোঃ উভয়োঃ অপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বপ্রকারেণ অধিকা শ্রেষ্ঠা। ইয়ং শ্রীরাধিকা মহাভাবস্বরূপা মাদনাখ্যমহাভাববিশিষ্টা অষ্টভাবসমন্বিতবিগ্রহাঃ গুণৈঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ অতি বরীয়সী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৭০ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫ অ ৩৩ শ্লোক)

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জড়দেহ ও লিঙ্গদেহরূপ চিত্ত নাই। তাঁহার চিন্ময় স্বরূপে শুদ্ধ-চিন্ময়-চিত্ত চিন্ময়-ইন্দ্রিয় ও চিন্ময়-শরীর আছে। কৃষ্ণ-প্রেম কর্ত্তৃক পরিভাবিত তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায়। তিনি কৃষ্ণের নিজ-শক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমানতত্ত্ব কৃষ্ণ শক্তি হইতে পৃথক্ করিলে কোন ক্রীড়া করিতে পারেন না। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণে চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। সেই কলেবরে যখন কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন তখন শ্রীমতীর সহায়তা ব্যতীত আর কি করিবেন? অতএব রাধিকাই কৃষ্ণের ক্রীড়ার একমাত্র সহায়॥ ৭১ ॥

আনন্দচিন্ময়রস দ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপী সকল তাঁহাদের সহিত স্বস্বরূপে অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দ গোলোকে নিত্য নিবাস করেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য।

অখিলাত্মভূতঃ গোকুলবাসিনাং প্রিয়বর্গাণাং আত্মভূতঃ সঃ এব আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ আনন্দচিন্ময়াত্মকেন রসেন প্রতিক্ষণং ভাবিতাভিঃ নিজরূপতয়া স্বস্বরূপতয়া প্রসিদ্ধাভিঃ কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ তাভিঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ গোলোকে এব নিবসতি তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ ৭৩ ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৪ ॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৭৫ ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৭৬ ॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি।
বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ-মহিষীর ততি ॥ ৭৭ ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৭৮ ॥
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আর অর্থাৎ অন্যপ্রকার, তৃতীয়প্রকার অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণ; ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার কান্তাগণের সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

"বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি"র পরিবর্ত্তে "লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশবিভূতি।" পাঠ দেখা যায় ॥ ৭৭ ॥

স্বরূপ শব্দের পরিবর্ত্তে পাঠান্তরে "স্বভাব" শব্দ আছে ॥ ৭৯ ॥

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ৮০ ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিকলীলাস্বাদে ॥ ৮১ ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৮২ ॥

(বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে)

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবতারী-স্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদিক-অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ শ্রীমতীরাধিকা সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্তার হইয়াছেন। সেই সকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গবিভূতিরূপে বৈভবগণ মধ্যে পরিগণিত। বিম্ব-প্রতিবিম্ব রূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি। ইহার মধ্যে বিচার এই যে লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ স্বরূপ। ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার স্বরূপ প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না, এই জন্য লীলার সহায় স্বরূপ এইরূপ অনেক প্রকাশ দেখা যায়। তন্মধ্যে ব্রজরস সর্ব্বাধিক, নানাভাব-রসভেদে কৃষ্ণকে তথায় রাসাদিক-লীলার আস্বাদন করান ॥ ৭৬-৮১ ॥

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ ৮৪ ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৮৫ ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥ ৮৬ ॥
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরদেবতা রাধিকাদেবী, সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, কৃষ্ণসম্মোহিনী ও পরাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

দ্যুতিবিশিষ্ট পরমাসুন্দরী বলিয়া, কিম্বা কৃষ্ণপূজারূপ যে ক্রীড়া তাহার বসতি স্থান বলিয়া তিনি দেবী। কৃষ্ণময়ী শব্দে দুই অর্থ এক অর্থ এই, যাঁহার ভিতরে বাহিরে কৃষ্ণ, যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে সেইখানে কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি হয় এই এক অর্থ। অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময় তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব ও ইহাঁই কৃষ্ণময়ী

অনুভাষ্য।

ইহাই শ্রীরাধার পঞ্চনাম ॥ ৮২ ॥

রাধিকা আরাধয়তি যা সা দেবী দ্যোততে ইতি কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাভিন্না কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিমতী পরদেবতা পরমপূজ্যা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী লক্ষ্মীগণানাং মূলাধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বকান্তিঃ সর্ব্বাঃ কান্তয়ঃ শোভাঃ যস্যাং সা সম্মোহিনী শ্রীকৃষ্ণ সম্মোহয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা পরা প্রোক্তা কথিতা ॥ ৮৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩০ অ, ২৪ শ্লোক)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ৮৮॥

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥ ৮৯॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিহোঁ হন অধিষ্ঠান॥ ৯০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অর্থের দ্বিতীয় অর্থ। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণ রূপ আরাধন কার্য্য হইতে তাঁহার রাধিকা নাম উক্ত হইয়াছে॥ ৮৪-৮৭॥

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাহার নাম রাধিকা হইয়াছে॥ ৮৮॥

সর্ব্বলক্ষ্মীগণের রাধিকা আশ্রয়স্বরূপা। অথবা সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দে কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য; তিনিই কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি॥ ৯০॥

অনুভাষ্য।

রাসলীলাস্থলী হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ উভয়ে চলিয়া গেলে পর গোপীগণের উক্তি।

অনয়া রাধয়া নূনং নিশ্চিতং ঈশ্বরঃ ভক্তাভীষ্টপ্রদাতা হরিঃ ভগবান্ আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ নতু অস্মাভিঃ ব্রজবধূভিঃ যৎ যস্মাৎ গোবিন্দঃ প্রীতঃ প্রীতিযুক্তঃ সন্ নঃ অস্মান্ বিহায় বিশেষেণ ত্যক্ত্বা যাং রাধাং রহঃ নির্জ্জনে প্রদেশে অনয়ৎ॥ ৮৮॥

কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥ ৯১ ॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাহাঁতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহাঁ হৈতে ॥ ৯২ ॥
কিম্বা কান্তিশব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৯৩ ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ ৯৪ ॥
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৯৫ ॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ ৯৬ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী" এই পর্য্যন্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের প্রত্যেকপদের অর্থ বিচার হইল ॥ ৯৫ ॥

মৃগমদ ও তাহার-গন্ধ পৃথক্ দুইবস্তু হইয়াও তাহারা যেরূপ অবিচ্ছেদ, অগ্নি ও অগ্নিজ্বালা পৃথক্‌বস্তু হইয়াও যেরূপ অবিচ্ছেদ, রাধাকৃষ্ণরসই রূপলীলা-রসাস্বাদনে নিত্য পৃথক্ হইয়াও একই স্বরূপ ॥ ৯৭ ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ ৯৮ ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ ৯৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
এইত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার ॥ ১০০ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ১০১ ॥
অবতরি প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥ ১০২ ॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ ১০৩ ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ১০৪ ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥ ১০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাধিকার ভাব ও কান্তি বর্ণ-সৌন্দর্য্য নিজে গ্রহণ করিয়া ॥ ৯৮ ॥

কৃষ্ণাবতারের মুখ্য-কারণ অতিশয় গূঢ়, সেই কারণ তিন প্রকার। পরে মূলে কথিত হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ১০৬ ॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥ ১০৭ ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই স্বয়ং সন্ন্যাসগ্রহণের অভিলাষে বারাণসীতে গিয়া দশনামী দণ্ডী-দলের মধ্যে ব্রহ্মচারী হন। তাহাতে তাঁহার নাম শ্রীদামোদর স্বরূপ হয়। পরে সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পদকমলে আজীবন নীলাচলে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বকাল থাকিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ভজনাদি গান করিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ পরমপ্রীতি প্রদান করিতেন। শ্রীপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহ তাঁহার প্রসাদেই ভক্তগণের উপলব্ধি হইয়াছে। ব্রজলীলায় এই মহাত্মা ললিতা-দেবী সুতরাং রাধিকার দ্বিতীয় স্বরূপিণী। কবিকর্ণপুরকৃত গৌরগণো-দ্দেশদীপিকার মতে ইনি বিশাখাদেবী। কলাম্ শিক্ষয়দ্ রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্ ॥ শ্রীগৌরলীলায় রাধাভাবমূর্ত্তি গৌরহরির দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ও পিতামাতার উৎকণ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিবার মানসে নিজ সুহৃৎ উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুহৃৎ উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীমতীরাধিকা নিজের সুতীব্র অন্তিম উৎকণ্ঠা-

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি ॥ ২০৯ ॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ১১০ ॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ১১১ ॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে স্বীয় কুশল-সম্বাদ দিবার জন্য গোপী-দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা উদ্ধবকে দেখিয়া কোন বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১০৮ ॥

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার। দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। একাদশ

অনুভাষ্য।

ব্যঞ্জক প্রচুর ভাবময় বিবিধভাষায় গূঢ়রোষ প্রকাশ করেন সেই মাথুর-ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাতন্ময়তা লাভ করিয়া অহর্নিশ মত্ত ছিলেন ॥ ইহাই চিত্রজল্পভাব। উজ্জ্বলনীলমণৌ। প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভি-জৃম্ভিতঃ। ভূরি ভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ। শ্রীগৌর-পদাশ্রিত জনে এই সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভই কৃষ্ণভজন। বিপ্রলম্ভাতিশয্যই সম্ভোগের কারণ ইহা না বুঝিয়া অনেকে সম্ভোগস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সাধক ও সিদ্ধ উভয় জীবনে বিপ্রলম্ভরসোদ্দীপ্তির একমাত্র আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না ॥ ১০৮ ॥

বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥ ১১৩॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্যাস॥ ১১৪॥
কৈশোর বয়সে কাম জগৎ সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥ ১১৫॥

(বিষ্ণুপুরাণে ৫অং, ১৩অ, ৫৫ শ্লোক)

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥ ১১৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত কৈশোর। তৎপরে যৌবন। কৌমারে বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কৈশোরে শৃঙ্গার রস॥ ১১২।১১৩॥

কাম অর্থাৎ সাক্ষাৎমন্মথ স্বরূপ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ কৈশোরবয়সে রাসাদি-লীলা করিয়া সকল জগতকে এবং বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এই তিন বয়সকে সফল করিয়াছিলেন॥ ১১৫॥

অনুভাষ্য।

ক্ষপিতাহিতঃ ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতং অকল্যাণং যেন সঃ সোঽপি মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অপি কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্ সফলীকুর্ব্বন্ স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ স্ত্রীরত্নানাং গোপীনাং কূটেষু সমূহেষু স্থিতঃ সন্ ক্ষপাসু শারদীয়নিশাসু রেমে॥ ১১৬॥

ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ধীরললিত নায়কত্ব দেখাইতেছেন।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ১ল ১২৫ শ্লোকঃ)

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারংগতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১১৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অমঙ্গল-শূন্য শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রজনীযোগে স্ত্রীগণ মধ্যস্থিত হইয়া বিহার করতঃ কৈশোর বয়সকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন। মহাভাবময়ী রাধা ও ভাবময়ী গোপীগণের মধ্যস্থিত পরম চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ তত্ত্ব॥ ১১৬॥

এই কৃষ্ণ প্রগল্ভতা সহকারে পূর্ব্বরজনীর রতিকলা সম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জার দ্বারা আবৃতপ্রায় করিয়া, তাঁহার স্তনযুগলে চিত্তকেলিভ্রমরাদি চিত্রিত করতঃ সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবম্ভূত রসক্রীড়া দ্বারা কুঞ্জে বিহার করতঃ হরি কৈশোর বয়স সফল করিয়া থাকেন॥ ১১৭॥

অনুভাষ্য।

সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া সূচিতং প্রকাশীকৃতং শর্ব্বর্য্যাঃ যামিন্যাঃ রতেঃ কলায়াঃ কৌশলস্য প্রাগল্ভ্যং ঔদ্ধত্যং যয়া সা তয়া বাচা সখীনাং অগ্রে রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং ব্রীড়য়া লজ্জয়া কুঞ্চিতে লোচনে যস্যাঃ সা তথাবিধাং বিরচয়ন্ তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলীমকরীপাণ্ডিত্য-পারং তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ বক্ষরুহয়োঃ কুচয়োঃ চিত্রকেলিমকরীনির্ম্মাণে যৎ পাণ্ডিত্যং তস্য পারং গতঃ ইতি সোপহাসোক্তিঃ তন্নির্ম্মাণকালে কর-

(বিদগ্ধমাধবে সপ্তমাঙ্কে পঞ্চম শ্লোকঃ)

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষিরাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১১৮ ॥

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন ।
যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্ব্বণ ॥ ১১৯ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১২০ ॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান ।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হে সখি, যদি মথুরায় হরি ও মধুরনয়নী রাধিকা প্রকট না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি বিশেষতঃ কন্দর্পসর্গ বিফল হইত ॥ ১১৮ ॥

অনুভাষ্য ।

কম্পনেন চিত্রস্য বক্রত্বাৎ । অত্র পুনঃ পুনঃ বক্রাঙ্কনং সুষ্ঠুং কর্ত্তুং ঋজুরেখানির্ম্মাণব্যাজেন পুনঃ পুনঃ বক্ষস্পর্শাৎ রহসি দ্বিবিধসম্ভোগভেদস্যান্যতমঃ সম্প্রয়োগাবসরঃ । অসৌ হরিঃ ব্রজবিলাসী কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ কুর্ব্বন্ কৈশোরং বয়ঃ সফলীকরোতি ॥ ১১৭ ॥

শ্রীবৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন ।

হে মধুরাক্ষি মথুরায়াং এষঃ হরিঃ রাধিকা চ চেৎ যদি ন অবাতরিষ্যৎ তদা অত্র বিসৃষ্টিঃ জগৎসৃষ্টির্বৃথা অভবিষ্যৎ বিশেষতঃ মকরাঙ্কস্য কন্দর্পসর্গস্য তু বিসৃষ্টিঃ বৃথা অভবিষ্যৎ ॥ ১১৮ ॥

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥ ১২২॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ ১২৩॥
রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১২৪॥

(গোবিন্দলীলামৃতে ৮স, ৭৭ শ্লোকঃ)

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥ ১২৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রসের নিদান,—রসের মূল কারণ। পাঠান্তর রসের নিধান—রসের ভাণ্ডার॥ ১২১॥

'হে প্রিয়সখি বৃন্দে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ।' 'রাধে, 'কৃষ্ণপাদমূল হইতে আসিতেছি।' 'কৃষ্ণ কোথায়?' 'কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ড-কাননে)।' 'তিনি কি করিতেছেন?' 'নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।' 'নৃত্য শিক্ষার গুরু কে?' 'তোমার মূর্ত্তি দিগ্বিদিগে তরুলতা সকলকে স্ফূর্ত্তি করিয়া শৈলূষী অর্থাৎ বাজিকরের ন্যায় আপনার পাছে পাছে নৃত্য করিতেছে। তাহারই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।' এইটী প্রশ্নোত্তরময় শ্লোক॥ ১২৫॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥ ১২৬॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময় ॥ ১২৭ ॥
রাধা প্রেমা বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১২৮ ॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥ ১২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি কৃষ্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম সকলের আশ্রয়, যথা, নির্ব্বিকার ও স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বব্যাপী ও সুন্দরমূর্ত্তিমান্, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম ও ভক্তপ্রেমাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি। রাধাপ্রেম সেইরূপ বিরুদ্ধ

অনুভাষ্য।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিক লীলার অভ্যন্তরে শ্রীরাধাবৃন্দার উক্তি ও প্রত্যুক্তি।

হে প্রিয়সখি বৃন্দে ত্বং কস্মাৎ আগতা ইতি শ্রীরাধিকায়াঃ প্রশ্নস্যোত্তরে বৃন্দা বদতি। হরেঃ ভগবতো যশোদানন্দনস্য পাদমূলাৎ। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতঃ কুত্র ইতি শ্রীরাধায়াঃ পুনঃ প্রশ্নে বৃন্দায়াঃ উত্তরং কুণ্ডারণ্যে রাধাকুণ্ডসমীপস্থকাননে। শ্রীরাধা পুনঃ পৃচ্ছতি, ইহ কিং কুরুতে চ; বৃন্দাহ, নৃত্যশিক্ষাং; রাধাহ, গুরুঃ কঃ; বৃন্দোবাচ, প্রতিতরুলতাং তরুলতাঃ প্রতি দিগ্‌বিদিক্ষু দশদিশি শৈলূষী উৎকৃষ্টনটী ইব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ পরিতো নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি ॥ ১২৫ ॥

যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥ ১৩০ ॥

(দানকেলিকৌমুদ্যাং ২য় শ্লোকঃ)

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৩১ ॥

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ধর্ম্মে পরিপূর্ণ! যথা, চরমমহাভাব অথচ সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, প্রেমগৌরবে পূর্ণ অথচ গৌরব-বিহীন, নির্ম্মল অথচ বাম্যাদি পূর্ণ ॥ ১২৭-১৩০ ॥

রাধিকার অনুরাগ বিভু অর্থাৎ শেষ সীমাবিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরবাচরণ-বিহীন, শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্ম্মুহু বক্রগতিবিশিষ্ট, এইরূপ কৃষ্ণে যে রাধিকার অনুরাগ তাহা জয়যুক্ত হউক ॥ ১৩১ ॥

অনুভাষ্য।

বিভুঃ ব্যাপকঃ অপি সদা অভিবৃদ্ধিং অভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্ ধারয়ন্ গুরুঃ অপি শ্রেষ্ঠোপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনং দাক্ষিণ্যসেবয়া হীনঃ মদীয়তাময় মধুস্নেহোত্থত্বাৎ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ উপচিতবক্রিমা উপচিতঃ বর্দ্ধিতঃ বক্রিমা কৌটিল্যঃ পর্য্যায়ঃ বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ তথাভূতঃ অপি শুদ্ধঃ

বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ ১৩৩॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ ১৩৪ ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি প্রেম করেন তিনি প্রেমের আশ্রয়। যাঁহাকে প্রেম করা যায়, তিনি প্রেমের বিষয়। রসতত্ত্বে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি এই চারি প্রকার সামগ্রী আছে। বিভাবরূপ সামগ্রী দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই প্রকার, বিষয় ও আশ্রয়। রাধার প্রেমের আশ্রয় রাধিকা ও প্রেমের একমাত্র বিষয় কৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণ, আমাতে যে সুখ আস্বাদিত হয়, তাহা বিষয়জাতীয় সুখ। কিন্তু আশ্রয়ে যে আহ্লাদ বা সুখ আছে, তাহা আমার বিষয়জাতীয় সুখ হইতে কোটিগুণ। আশ্রয়জাতীয় সুখ রাধিকাই ভোগ করেন ; আমি কৃষ্ণরূপে তাহা ভোগ করিতে পারি না। যদি কখন সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, তবেই আশ্রয়জাতীয় সুখ রূপ পরমানন্দ অনুভব করিব। এই আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই আমার বাঞ্ছা ॥ ১৩২-১৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

নিরুপাধিকঃ রাধিকানুরাগঃ শ্রীরাধিকায়াঃ অনুরাগঃ মুরদ্বিষি শ্রীকৃষ্ণে জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ১৩১ ॥

এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধকধকি ॥ ১৩৬ ॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১৩৭ ॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১৩৮ ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১৩৯ ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১৪০ ॥
আমার মাধুর্য্যে নাহি বাড়িতে অবকাশে ॥
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১৪১ ॥
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥ ১৪২ ॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই। কৃষ্ণের মাধুর্য্য অদ্ভুত, অনন্ত ও অসীম। এই মাধুর্য্য একা রাধিকা স্বীয় আশ্রয়গত প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন। রাধিকার শুদ্ধপ্রেমদর্পণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও তাহার স্বচ্ছতা ক্ষণে

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥ ১৪৪॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ ১৪৫ ॥

(ললিতমাধবে ৮অ, ২৮ শ্লোকঃ)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

ক্ষণে বৃদ্ধি হয়। আমার মাধুর্য্য অসীম বলিয়া বৃদ্ধির অযোগ্য হইলেও বৰ্দ্ধনশীল স্বচ্ছতাপূর্ণ রাধিকার প্রেমদর্পণের অগ্রে তাহা নব নব রূপে ভাসমান। সুতরাং মদীয় মাধুর্য্য দুইই পরস্পর সমস্পর্দ্ধি হইয়া পরস্পরকে বাড়িয়া যাইতে চায়, কেহ হারিতে চায় না। সেই স্বীয় মাধুরী রাধিকার প্রেমদর্পণাদিতে দেখিয়া আস্বাদন করিতে লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে রাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিবার জন্য আমার চিত্ত ধাবিত হয় ॥ ১৩৭-১৪৫ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, আহা! এই প্রগাঢ় মাধুর্য্য চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইহাঁকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধ চিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১৪৬ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥ ১৪৭॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥ ১৪৮॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥ ১৪৯॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥ ১৫০॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥ ১৫১॥

অনুভাষ্য।

দ্বারকায় নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতিকৃতিতে স্বসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বলিতেছেন।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ অননুভূতপূর্ব্বঃ চমৎকারকারী বিস্ময়োৎপাদকঃ এবং গরীয়ান্ মম কঃ অনির্ব্বচনীয়ঃ মাধুর্য্যপূরঃ সৌন্দর্য্যপুঞ্জঃ স্ফুরতি প্রকাশতে অয়ং অহং কৃষ্ণঃ অপি যং প্রতিবিম্বরূপং প্রেক্ষ্য দৃষ্ট্বা রাধিকা ইব লুব্ধচেতাঃ সন্ সরভসং সৌৎসুক্যং উপভোক্তুং কাময়ে অভিলষামি॥ ১৪৬॥

কৃষ্ণ, গোপী, বলদেব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, অন্যান্য সকল দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণী সকলকেই, কৃষ্ণমাধুর্য্য চঞ্চল করিতে স্বাভাবিক সমর্থবিশিষ্ট॥ ১৪৭॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮২ অ, ২৭ শ্লোক)

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎ প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং ॥ ১৫২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩১ অ, ১৫ শ্লোক)

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তল শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥১৫৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোপীগণ বহুদিনের বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দর্শনসময়ে, চক্ষের নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা হৃদয়ে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট আলিঙ্গন করতঃ পরম-ভাব লাভ করিয়াছিলেন ; সেই ভাব ব্রহ্মধ্যাতা যোগীদিগের অপ্রাপ্য ॥ ১৫২ ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমার কুটীল-কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ না দেখিয়া আমাদের এক এক

অনুভাষ্য।

যৎ প্রেক্ষণে যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনে দৃশিষু নেত্রেষু পক্ষ্মকৃতং ব্যবধান-কারক-নেত্রলোমকৃতং বিধাতারং শপন্তি ভর্ৎসয়ন্তি। সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ তমভীষ্টং কৃষ্ণং চিরাৎ কুরুক্ষেত্রে উপলভ্য দৃগ্‌ভিঃ নেত্রদ্বারৈঃ হৃদীকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য আলিঙ্গ্য নিত্যযুজাং আরূঢ়যোগিনাং অপি দুরাপং তদ্ভাবং পরমানন্দঘনত্বং আপুঃ ॥ ১৫২ ॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেইজন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান ॥ ১৫৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ২১ অ, ৭ শ্লোক)

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ত্রুটি কাল ও যুগস্বরূপ হইয়া পড়ে। তোমার মুখদর্শক যে আমাদের চক্ষু, তাহাতে যে বিধাতা পলক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করি ॥ ১৫৩ ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে সখিগণ, গাভিগণসহ বয়স্যগণ বেষ্টিত হইয়া নন্দনন্দনদ্বয় যখন বন প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের বেণুগীতযুক্ত এবং

অনুভাষ্য।

শ্রীগোপীগণের বাক্য।

যৎ যদা অহ্নি দিবাভাগে ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং অটতি গচ্ছতি তদা ত্বাং অপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধমপি কালঃ যুগায়তে যুগমিতকাল-প্রতীতির্ভবতি। তে তব কুটিলকুন্তলং কুটিলাঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ কেশাঃ যস্মিন্ শ্রীমুখং উদীক্ষতাং উচ্চৈঃ ঈক্ষমাণানাং চ দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ বিধাতা জড়ঃ এব মূর্খঃ ॥ ১৫৩ ॥

হে সখ্যঃ বয়স্যৈঃ সখিভিঃ পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ বনাৎ বনান্তরং প্রবেশ-য়তোঃ ব্রজেশসুতয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ অনুবেণু বেণুং বাদয়ৎ অনুরক্ত-

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৪৪ অ, ১৩ শ্লোকঃ)

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্তসিদ্ধং ।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৫৬ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল ।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

অনুরক্ত জনের প্রতি কটাক্ষকারী বদন যাঁহারা চক্ষের দ্বারা সেবন করেন তাঁহারাই ধন্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর দেখা যায় না ॥ ১৫৫ ॥

মথুরাবাসিনীগণ কহিলেন, আহা ! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছেন ! শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশ সমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, সমানাধিক-রহিত, লাবণ্য-সার-রূপ এই শ্রীকৃষ্ণ বদনামৃত তাঁহারা নয়ন দ্বারা নিরন্তর পান করেন ॥ ১৫৬ ॥

অনুভাষ্য ।

কটাক্ষমোক্ষং স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গং বক্ত্রং যৈঃ নিপীতং তৈর্গং জুষ্টং সেবিতং তৎ ইদং বৈ অক্ষণ্বতাং চক্ষুষ্মতাং ফলং পরম্ অন্যৎ ন বিদামঃ বিদ্মঃ ॥১৫৫॥

গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্ যৎ যস্মাৎ অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য লাবণ্যসারং লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠং অসমোর্দ্ধং ন বিদ্যতে সমং উর্দ্ধং অধিকঞ্চ যস্য তৎ অনন্যসিদ্ধং ন অন্যেন অলঙ্কারাদিনা সিদ্ধং কিন্তু স্বতঃ এব অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণমভিনবং দুরাপং যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য একান্তধামরূপং দৃগ্ভিঃ পিবন্তি ॥ ১৫৬ ॥

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৫৮ ॥
এইত দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৫৯ ॥
অত্যন্তনিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৬০ ॥
যেবা কেহ অন্যজানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥১৬১॥
গোপীগণের প্রেমের রূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আশ্রয়জাতীয় প্রেমদ্বারা কৃষ্ণমাধুরী সম্যক্আস্বাদন করিবার লোভ হইলেও কৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুভিত হইলেন। রাধিকার ভাবগ্রহণ করিবার দ্বিতীয় গূঢ়হেতু এই ॥ ১৫৯ ॥

প্রেমের রূঢ়ভাব নাম, প্রেমের নাম রূঢ়ভাব। বস্তুতঃ নির্ম্মলপ্রেম কাম শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না ॥ ১৬২ ॥

অনুভাষ্য।

গোপীগণের মহাভাবে সাত্ত্বিকভাবসকল উদ্দীপ্ত তজ্জন্য তাঁহাদের প্রেম রূঢ়ভাব সংজ্ঞায় কথিত হয়। উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে। কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় বলিয়া তাঁহাদের প্রেম নির্ম্মল। কৃষ্ণেতর ভোগময় ঘৃণিত কামপদবাচ্য নয় ॥ ১৬২ ॥

(গৌতমীয়তন্ত্রং)

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৬৩ ॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৬৪ ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ১৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোপরামাদিগের শুদ্ধপ্রেমকেই কাম বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদি ঐ প্রেমের পিপাসু ॥ ১৬৩ ॥

লৌহ ও স্বর্ণের যেরূপ স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ, কাম ও প্রেম এক জাতীয় প্রায় হইলেও তাহাদিগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬৪ ॥

নিজ সুখসম্ভোগ তাৎপর্য্যযুক্ত বাঞ্ছার নাম কাম। বেদে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে কামনাকে উক্তি করিয়াছেন,

অনুভাষ্য।

গোপরামাণাং ব্রজললনানাং প্রেমা এব ইতি প্রথাং খ্যাতিং অগমৎ। ইতি হেতোঃ উদ্ধবাদয়ঃ অপি ভগবৎপ্রিয়াঃ অপররসরসিকভক্তাঃ এতং প্রেমাণং বাঞ্ছন্তি ॥ ১৬৩ ॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ধ্বংসের কারণ উদয় হইলেও দম্পতিদ্বয়ের যে সুদৃঢ় ভাববন্ধন কোন প্রকারেই ধ্বংস হয় না তাহাই প্রেম বলিয়া কথিত হয়। একান্তভাবে সর্ব্বাত্মাদ্বারা আশ্রয়জাতীয় গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ে

কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল ॥ ১৬৬ ॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥ ১৬৭ ॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥ ১৬৮ ॥
সর্ববত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ ১৬৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহাই লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজ পরিজনপ্রীতি, স্বজনতাড়ন, ভর্ৎসন ভয় এসমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির বাঞ্ছা এ সমস্ত কার্য্যে স্বীয় ইন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাই প্রবর্ত্তক। আমি কৃষ্ণদাস এই বুদ্ধির অনুগত যে সমস্ত বাঞ্ছা তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা হইতে পারে। আমি ফল ভোক্তা এইবুদ্ধি হইতে যে সমস্ত বাঞ্ছার উদয় সে সমস্ত কাম-বাঞ্ছা ॥ ১৬৫-১৬৮ ॥

এই সর্ববত্যাগের দ্বারা দেহকার্য্য মনঃকার্য্যাদি পরিত্যাগের পরামর্শ

অনুভাষ্য।

ভাববন্ধনে সুদৃঢ় আবদ্ধ। তাঁহারা কামরূপ আত্মসুখত্যাগের আদর্শ হইয়া কৃষ্ণানন্দ বিধান সেবাকার্য্যেই তৎপরা সুতরাং কৃষ্ণোদ্দেশে আত্ম-সুখধ্বংসে তাঁহাদের প্রচুর আনন্দ ও ভাববন্ধনের সুদৃঢ়তাই লক্ষিত হয় ॥ ১৬৫ ॥

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ১৭০ ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৭১ ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৭২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩১ অ, ১৯ শ্লোক)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হয় নাই। দেহকার্য্য মনঃকার্য্য সকলেও যদি আমি কৃষ্ণদাস এই বুদ্ধি-জনিত প্রবর্ত্তকপ্রবৃত্তি থাকে তাহাও কাম নয় ॥ ১৬৯ ॥

গোপীগণ কহিলেন হে প্রিয়! তোমার সুকোমল চরণ কমল আমাদের কর্কশস্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণ দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ তাহা সূক্ষ্মপাষাণাদি দ্বারা অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবন স্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে ॥ ১৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

হে প্রিয় তে তব যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং সুজাতং সুকুমারং পদকমলং কর্কশেষু কঠিনেষু স্তনেষু ভীতাঃ স্পর্শনদুঃখাশঙ্কিতাঃ সত্যঃ বয়ং শনৈঃ

আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥ ১৭৪ ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩২ অ, ২০ শ্লোক)

এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ও বান্ধব সকল পরিত্যাগ করিয়াছ। তথাপি আমাতে তোমাদের অধিকতর অনুবৃত্তি হইবে বলিয়া আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ, তোমাদের প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত যে আমি, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না ॥ ১৭৬॥

অনুভাষ্য।

সাবধানৈঃ দধীমহি ধারয়ামঃ তেন চরণেন অটবীং বনস্থলীং অটসি বিচরসি তদা তৎ চরণকমলং কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণখণ্ডৈঃ কিং স্বিৎ ন ব্যথতে ইতি ভবদায়ুষাং ভবান্ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং নঃ অস্মাকং ধীঃ ভ্রমতি চঞ্চলতাং গচ্ছতি ॥ ১৭৩ ॥

রাসস্থলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপীগণের বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণের উক্তি।

হে প্রিয়াঃ অবলাঃ এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থং মৎ-প্রাপ্তিনিমিত্তং উজ্‌ঝিতাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ সংসারধর্ম্মাদয়ঃ বেদাঃ পার-

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে ।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৭৭ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪ অ, ১১ শ্লোক)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১৭৮ ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে ।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে ॥ ১৭৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩২ অ, ২১ শ্লোক)

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ সংকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব

অনুভাষ্য ।

লৌকিকধর্ম্মাঃ স্বাঃ চ নিজসম্বন্ধিপরিজনাশ্চ যাভিঃ কৃষ্ণৈকপ্রাণাভিঃ তাসাং বঃ যুষ্মাকং ময়ি অনুবৃত্তয়ে উক্তলক্ষণানামন্যেষাং ভক্তানামিবানুবৃত্তি-বৃদ্ধ্যৈ পরোক্ষং অদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা উপকুর্ব্বতা ময়া তিরো-হিতঃ অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং হি তত্তস্মাৎ প্রিয়ং মা মাং অসূয়িতুং দোষদৃষ্ট্যা দ্রষ্টুং ন অর্হথ ॥ ১৭৬ ॥

আদি ৪র্থ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৭৮ ॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৮১ ॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ ॥ ১৮২ ॥
এদেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ ॥ ১৮৩ ॥

(লঘুভাগবতামৃতধৃত আদিপুরাণবচন)

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনং ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

না। যে হেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্য দ্বারাই পরিতুষ্ট হও ॥ ১৮০ ॥

যে গোপী সকল তাঁহাদের নিজ শরীর কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে

অনুভাষ্য।

নিরবদ্যসংযুজাং নিরবদ্যা নিষ্কপটা সংযুক্ সম্যক্‌মিলনং যাসাং তাসাং বঃ যুষ্মাকং স্বসাধুকৃত্যং স্বীয়ং অসাধারণং যৎ সাধুকৃত্যং সাধুকর্ম্ম তৎ অহং বিবুধায়ুষাপি বিবুধানাং আয়ুস্তৎকালমিতেনাপি ন পারয়ে শক্নোমি। যাঃ ভবত্যঃ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ দুর্জ্জয়াঃ অনভিভব্যাঃ যাঃ গেহরূপাঃ শৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মা মাং অভজন্ তাসাং বঃ যুষ্মাকং এব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তৎ যুষ্মৎ সাধুকৃত্যং প্রতিকৃতং ভবতু ॥ ১৮০ ॥

হে পার্থ যা গোপ্যঃ নিজাঙ্গং অপি মম ইতি কাংার্পিতমিদং শরীরং

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৮৫ ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৮৬ ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৮৭ ॥
তাঁসবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥ ১৮৮ ॥
এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণ-সুখ-পর্য্যবসান ॥ ১৮৯ ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যত্ন প্রকাশ করেন হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই ॥ ১৮৪ ॥

গোপীদিগের সুখ-বাঞ্ছা নাই, তথাপি গোপী দর্শনে কৃষ্ণের যে সুখ হয়, কৃষ্ণদর্শনে গোপীর তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ আস্বাদন উপস্থিত হয় ॥ ১৮৬।১৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবতঃ ইতি সমুপাসতে ভূষণাদিভিরলঙ্করোতি তাভ্যঃ গোপীভ্যঃ পরং অন্যৎ মে মম নিগূঢ়প্রেমভাজনং পরমপ্রেমপাত্রং নাস্তি ॥ ১৮৪ ॥

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥ ১৯১ ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥ ১৯২॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৯৩ ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥ ১৯৪ ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥ ১৯৫ ॥

(স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে অষ্টম শ্লোক)

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদিও কৃষ্ণ-দর্শনে গোপীর যে সুখ হয় তাহাকে কেহ কেহ কাম বলিয়া দোষ দিতে পারেন, তথাপি যখন গোপীদিগের মনের ভাব এই যে, কৃষ্ণ-দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছি, এই ভাব গ্রহণ করিলে কৃষ্ণের সুখ অধিকতর পুষ্ট হইবে। তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই গোপীর সুখ-প্রাপ্তির চরম হেতু। অতএব তাহাতে আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছারূপ কাম দোষ নাই ॥ ১৯৪।১৯৫ ॥

স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১৯৬ ॥

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ হীন ॥ ১৯৭ ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ ১৯৮ ॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বন হইতে ব্রজে আসিতেছেন যে কেশব, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। তিনি মৃদুহাস্যযুক্তনটনশীল-ভঙ্গীশতদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ কর্তৃক পথিমধ্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই গোপীগণের স্তনস্তবকের ভ্রমর-তুল্য তাহার নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করিতেছে ॥ ১৯৬ ॥

প্রীতির বিষয় যে কৃষ্ণ তাঁহার যে আনন্দ তাহাই প্রীতির আশ্রয় যে গোপী

অনুভাষ্য।

আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ ব্রজবিলাসিনীশ্রেণীভিঃ উপেত্য অট্টালিকামারুহ্য পথি মার্গে স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ মন্দহাস্যাঙ্কুরং তেন করম্বিতাঃ যুক্তাস্তৈঃ নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ নটৎ অপাঙ্গং নয়নকটাক্ষং যস্য তস্য ভঙ্গীশতানি তৈঃ অভ্যর্চ্চিতং সর্ব্বতোভাবেন পূজিতং স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং স্তনস্তবকাঃ গুচ্ছাঃ ইব তেষু সঞ্চরন্ নয়নয়োঃ চঞ্চরীকয়োঃ ভৃঙ্গয়োঃ ইব অঞ্চলং প্রান্তভাগং যস্য সঃ তং বিপিনদেশতঃ অপরাহ্ণে গোচারণাৎ ব্রজে নন্দীশ্বরে বিজয়িনং কেশবং কৃষ্ণং ভজে ॥ ১৯৬ ॥

নিরুপাধি প্রেম যাহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ২০০ ॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দবাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ ২০১ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে ২য় লহরী ২৩ শ্লোক)

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ২০২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাঁহার আনন্দ। এরূপ আনন্দসমৃদ্ধিতে গোপীর নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ নাই। যেখানে নিরুপাধিক প্রেম সেই স্থলে এই রীতি দেখিবে অর্থাৎ প্রীতির বিষয়ের সুখে প্রীতির আশ্রয় সুখ। তবে এক কথা বলিতে পার যে যেখানে নিজের প্রেমানন্দ হয়, সেখানে কৃষ্ণসেবার আনন্দের বাধা অবশ্য হইবে। এই জন্যই যে স্থলে সেবানন্দের বাধক-রূপ আনন্দের উদয় হয় সে স্থলে ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হয় ॥ ১৯৯-২০১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে চামরব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তাকে সেবার বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না ॥ ২০২ ॥

অনুভাষ্য।

যেন প্রেমানন্দেন কংসারাতেঃ কৃষ্ণস্য বীজনে চামরসেবনে সাক্ষাৎ অক্ষোদীয়ান্ অন্তরায়ঃ বাধকঃ ব্যধায়ি দারুকঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সারথিঃ অঙ্গ-স্তম্ভারম্ভং অঙ্গানাং স্তম্ভারম্ভং জড়ীভাবং উত্তুঙ্গয়ন্তং প্রাপয়ন্তং তং প্রেমা-নন্দং নিজানুভবার্হানন্দং নাভ্যনন্দৎ আনুকূল্যকরত্বেনৈব অভিলষিতবান্। ॥ ২০২ ॥

(তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ৩য় লহরী ৩২ শ্লোক)

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ২০৩ ॥

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ২০৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্ক, ২৯ অ, ১০-১২ শ্লোক)

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ ॥ ২০৫ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পদ্মলোচনী কৃষ্ণভামিনী কৃষ্ণদর্শনের বাধাকর নেত্রজলবর্ষণশীল আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিলেন ॥ ২০৩ ॥

আরও দেখ কৃষ্ণপ্রেমসেবা ব্যতীত স্বসুখযুক্ত সালোক্যাদি মুক্তি শুদ্ধভক্ত কদাচ গ্রহণ করেন না ॥ ২০৪ ॥

আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থা উদয় হয়, তাহাই নিগুণ-

অনুভাষ্য।

অরবিন্দবিলোচনা কমলনেত্রা রাধিকা গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণং গোবিন্দস্য প্রেক্ষণং তস্য আক্ষেপী বাধকো যো বাষ্পপূরাশ্রুস্যন্দং তং অভিবর্ষিতুং স্বভাবো যস্য তং আনন্দং উচ্চৈঃ অতিশয়েন অনিন্দৎ নিনিন্দ ॥ ২০৩ ॥

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেইভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী, হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা। অব্যবহিতা ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধানরহিতা ॥ ২০৫-২০৬ ॥

সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতিপ্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না); যেহেতু তাঁহাদের আমার অপ্রাকৃত-সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা নাই ॥ ২০৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন।

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ মমগুণশ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বগুহাশয়ে সর্ব্বান্তঃকরণবর্ত্তিত্বে ময়ি অম্বুধৌ সমুদ্রে গঙ্গাম্ভসঃ যথা অবিচ্ছিন্না অপ্রতিরুদ্ধা বিষয়ান্তরেণ চ্ছেত্তুমশক্যা যা মনোগতিঃ সা নির্গুণস্য ত্রিগুণাতীতস্য ভগবতঃ ভক্তি-যোগস্য লক্ষণং উদাহৃতং হি। অহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা অব্যবহিতা দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডত্বাদিব্যবধানবিবর্জ্জিতা যা পুরুষোত্তমে ভক্তিঃ ॥ ২০৫। ২০৬ ॥

জনাঃ হরিজনাঃ মৎসেবনং বিনা ভজনং ত্যক্ত্বা দীয়মানং উত সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং সার্ষ্টি সমানৈশ্বর্য্যং সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং সারূপ্যং সমানরূপতাং একত্বং সাযুজ্যমপি ন গৃহ্ণন্তি নাভি-নন্দন্তি ॥ ২০৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্ক, ৪ অ, ৪৯ শ্লোক)

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং ॥২০৮॥

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ ২০৯ ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥ ২১০ ॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্টসমীহিত ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণমনা হইয়া সে সমুদয় গ্রহণ করেন না। তখন মায়িকভোগ ও সাযুজ্যমুক্তি যাহা কালের দ্বারা অতি সত্বরে নাশ হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন। সাযুজ্যমুক্তি দ্বারা জীবের সত্তাকাল অপরাধ করলে পতিত হয়, অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্য মুক্তি ইহাদের স্থায়িত্ব নাই ॥ ২০৮ ॥

ইষ্ট সমীহিত, অভিলষিত চেষ্টা ॥ ২১১ ॥

অনুভাষ্য।

দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবানের বাক্য।

সেবয়া পূর্ণাস্তে ভক্তাঃ মৎসেবয়া প্রতীতং প্রাপ্তমপি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ইচ্ছন্তি নাভিলষন্তি অন্যৎ স্বর্গাদিকং কালবিপ্লুতং কালে নষ্টযোগ্যং কুতঃ ॥ ২০৮ ॥

(লঘুভাগবতধৃত আদিপুরাণ)

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥২১২॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥২১৩॥
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোপীসকল আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিতস্বরূপে ব্যবহার করেন ॥২১২॥

আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐসমস্ত আর কেহই জানেন না ॥ ২১৩ ॥

অনুভাষ্য।

হে পার্থ তে তুভ্যং অহং সত্যং সশপথং নিশ্চিতং বদামি মে মম সহায়াঃ রাসক্রীড়াদৌ সহায়াঃ গুরবঃ প্রেমশিক্ষাদৌ উপদেষ্ট্র্যঃ শিষ্যাঃ মদাজ্ঞাপালনপরাঃ ভুজিষ্যাঃ দাসীবৎ মৎসেবাং কুর্ব্বন্তি বান্ধবাঃ বন্ধুবৎ প্রীত্যা আচরন্তি স্ত্রিয়ঃ স্বপত্নীবৎ ভোগ্যাঃ। গোপ্যো মে কিং ন ভবন্তি ॥ ২১২ ॥

হে পার্থ গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং মম মহিমানং মৎসপর্য্যাং মম সেবাং মৎশ্রদ্ধাং মম স্পৃহণীয়ং মন্মনোগতং মম মনোভিপ্রায়ং তত্ত্বতঃ স্বরূপতঃ জানন্তি অন্যে ভক্তাঃ ন জানন্তি ॥ ২১৩ ॥

(পদ্মপুরাণে)

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২১৫ ॥

(আদিপুরাণে)

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ২১৬ ॥

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ২১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা ॥ ২১৫ ॥

বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। গোপিকা সকল ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয়া রাধা নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা ॥ ২১৬ ॥

অনুভাষ্য।

বিষ্ণোঃ কৃষ্ণস্য রাধা যথা প্রিয়া তস্যাঃ রাধায়াঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়ং। সর্ব্বগোপীষু সা শ্রীরাধিকা একা এব বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা পরাবরা প্রিয়তমা ॥ ২১৫ ॥

হে পার্থ ত্রৈলোক্যে ভূর্ভুবস্বর্লোকত্রয়মধ্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র পৃথিব্যাং বৃন্দাবনং নাম পুরী অস্তি। তত্র বৃন্দাবনে অপি গোপিকাঃ ধন্যাঃ যত্র মম রাধাভিধা গোপী বর্ত্ততে ॥ ২১৬ ॥

শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব। অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥ ২১৮ ॥

(শ্রীগীতগোবিন্দ ৩ স, ১ শ্লোক)

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

রাধিকা বিনা অন্যসকল গোপী কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না ॥ ২১৮ ॥

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপ রাসলীলা বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন ॥ ২১৯ ॥

অনুভাষ্য।

ক্রীড়ারসের বৃদ্ধির উদ্দেশে রসোপকরণ মাত্র। সমন্তান্মাধরাকর্ষিবিভ্রমাঃ সন্তি সুভ্রুবঃ। তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ। সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন। প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥ × × আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া। কচিজ্জাতু কচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষ্যতে ॥ × × × প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী ॥ কামোৎসুক্যকৃত চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ সমর্থা, সুভ্রু গোপীগণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা-রই পঞ্চপ্রকার সখী। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম-প্রেষ্ঠসখী। পরমপ্রেষ্ঠ অষ্টসখীগণের মধ্যে প্রেমের পরাকাষ্ঠাবশতঃ কখনও মানকালে শ্রীকৃষ্ণের কখনও বা খণ্ডিতাবস্থায় শ্রীরাধার পক্ষ-অবলম্বন করিয়া একের প্রতি অনুরাগ ও অপরের প্রতি বিপক্ষভাব প্রদর্শন করিয়া রসবৃদ্ধি করেন ॥ ২১৭ ॥

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥ ২২০ ॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥ ২২১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ২২২ ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ২২৩ ॥

(শ্রীগীতগোবিন্দ ১ স, ১১ শ্লোক)

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।

অনুভাষ্য।

শ্রীরাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ রাসের মূলাশ্রয় রাধার উদ্দেশে গমন করা উপলক্ষে শ্রীজয়দেবের বাক্য।

কংসারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং সম্যক্ সারভূতায়াঃ রাসলীলা-বাসনারাঃ বন্ধায় বন্ধনং দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং রাস-ক্রীড়া-পরমাশ্রয়াং রাধাং হৃদয়ে আধায় আ সম্যক্ প্রকারেণ ধৃত্বা ব্রজ-সুন্দরীঃ সর্ব্বাঃ গোপবধূঃ তত্যাজ ॥ ২১৯ ॥

সেই রাধার ভাব অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব, প্রীতির আশ্রয়স্বরূপ শ্রীমতীগান্ধর্ব্বিকা। তাঁহার ঐকান্তিকী কৃষ্ণৈকসেবাপরাচিত্তবৃত্তি ॥ ২২০ ॥

হে সখি অনুরঞ্জনেন প্রীণনেন বিশ্বেষাং সর্ব্বাসাং গোপরামাণাং

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥২২৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ২২৫ ॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ২২৬ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ ২২৭ ॥
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ২২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখি, অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা জগতে আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর কোমল করচরণাদি দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করতঃ ব্রজসুন্দরীগণকে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গনমূর্ত্তিবিশিষ্ট শৃঙ্গারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২২৪ ॥

অনুভাষ্য।

আনন্দং জনয়ন্ ইন্দীবরশ্রেণীশ্যামলকোমলৈঃ হরিদ্বর্ণবিবিধসুকুমারনীলপত্রপ্রতিমৈঃ অঙ্গৈঃ অনঙ্গোৎসবং উপনয়ন্ প্রাপয়ন্ স্বচ্ছন্দং অসঙ্কোচং যথা স্যাৎ তথা ব্রজসুন্দরীভিঃ অভিতঃ প্রত্যঙ্গং আলিঙ্গিতঃ মুগ্ধঃ হরিঃ মধৌ বসন্তসময়ে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারঃ ইব ক্রীড়তি ॥ ২২৪ ॥

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ২২৯ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামি কড়চোক্তশ্লোক)

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ২৩০ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ২৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুতমধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধার বা কি সুখ উদয় হয়, এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপচন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২৩০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরাধায়াঃ বার্ষভানব্যাঃ প্রণয়মহিমা প্রণয়মাহাত্ম্যং বা কীদৃশঃ অনয়া রাধয়া মদীয়ঃ অদ্ভুতমধুরিমা অপূর্ব্বমাধুর্য্যাতিশয়ঃ যেন প্রণয়েন কীদৃশঃ আস্বাদ্যঃ মদনুভবতঃ মদনুভবাৎ অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সৌখ্যং কীদৃশং বা ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ তস্যাঃ ভাবেন আঢ্যঃ সমন্বিতঃ সন্ শচীগর্ভ-সিন্ধৌ শচ্যাঃ মাতুঃ গর্ভসমুদ্রে হরীন্দুঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ সমজনি প্রাদুরাসীৎ ॥ ২৩০ ॥

অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥ ২৩২ ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ ২৩৩ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ২৩৪ ॥
অভক্তউষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ২৩৫ ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ২৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তথাপি আমার চিত্তে এই আনন্দ হইতেছে যে অভক্তদিগের ভয় করা যায়, তাহাদের এই গ্রন্থে প্রবেশ সম্ভব নাই। সুতরাং তাহারা পড়িবে না, ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে ॥ ২৩৫।২৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগৌরাবতারের এই গূঢ় সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়গতবাসনা প্রকাশ করিতে যদিও যোগ্যতা হয় না বা জগতে শ্রোতৃবর্গের অধিকারোচিত নয় তথাপি এই কথা প্রকাশিত না হইলে জীব নিজ চেষ্টা দ্বারা ইহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না ॥ ২৩১ ॥

এ সকল কথা গৌরনিত্যানন্দের ভক্তেরই আনন্দবিধায়ক। গৌর-ভক্তগণ কোকিল সদৃশ। সিদ্ধান্ত আম্রপল্লবোপম, কোকিল যেরূপ

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে তার হউক চমৎকার ॥ ২৩৭ ॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ রস স্বরূপ সবে কহে মোরে ॥ ২৩৮ ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন ॥ ২৩৯ ॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ২৪০ ॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ২৪১ ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য সাম্য নাহি যার ॥ ২৪২ ॥

অনুভাষ্য।

আম্রপল্লবের সমাদর করে তদ্রূপ ভক্তগণ ইহাতে পরমপ্রীতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে উষ্ট্র যেরূপ কণ্টকাদি দ্বারা জিহ্বাকে ক্ষতবিক্ষত না করাইয়া আম্রপল্লবাদি বাসনা করে না তদ্রূপ অভক্ত জ্ঞানী কর্ম্মী অন্যাভিলাষী মিছাভক্তরূপ উষ্ট্র এ সকল সিদ্ধান্তে কুতর্ক নির্ম্মাণ করে ॥ ২৩৪। ২৩৫ ॥

কামের আদর্শ দেব মদন। কৃষ্ণ মদনমোহন। কোটি কামদেবের অসামান্য সৌন্দর্য্যকে কৃষ্ণ মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ। কৃষ্ণরূপের সমান এবং তদধিক মাধুর্য্য কোন বস্তুতে নাই। কৃষ্ণরূপের সহিত অন্য কোন রূপবানের তুলনা নাই ॥ ২৪২ ॥

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর যুড়ায় নয়ন ॥ ২৪৩ ॥
মোর বংশী গীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২৪৪ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥ ২৪৫ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥ ২৪৬ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২৪৭ ॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ ২৪৮ ॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ ২৪৯ ॥
রাধার দর্শনে মোর যুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবাতু—জীবন ॥ ২৪৮ ॥

আমি মনেকরি আমার রাধিকার প্রতি প্রীতি অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত জ্ঞান হয়, অর্থাৎ রাধিকার প্রীতি আমা-অপেক্ষা অধিক প্রীতি বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৪৯ ॥

পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২৫১ ॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ ২৫২ ॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয় অন্ধ ॥ ২৫৩ ॥
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥ ২৫৪ ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত ॥ ২৫৫ ॥
লীলা অন্তে সুখে ইহার অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি ॥ ২৫৬ ॥
দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ ২৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার বেণুধ্বনিতে রাধিকার চেতন হরণ করে এবং রাধিকার কোমল গীত আমার চেতন হরণ করে। রাধিকার যখন চেতন হরণ হয়, তিনি তমালকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ লাভ করেন ॥ ২৫১ ॥

ভরতমুনির মতে স্ত্রীপুরুষের রস সমান। কিন্তু তিনি মুনি হইয়াও

অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখে শত অধিকাই ॥ ২৫৮ ॥

(ললিতমাধবে ৯ অ, ৫ শ্লোক)

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামা[redacted]মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥ ২৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার ব্রজরসের তত্ত্ব জানেন না। কেননা রাধিকার রস স্বরূপতঃ অধিক ॥ ২৫৭ ॥

হে কল্যাণি, অমৃতমাধুরীপরিমলবিজয়ী তোমার বিম্বাধর, পদ্ম-গন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি তিরস্কারী তোমার বাক্যসকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ তোমারশরীর। এতাদৃশ রূপগুণলীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ মহামোদ লাভ করিতেছে ॥ ২৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

হে কল্যাণি আনন্দবিগ্রহে তে তব বিম্বাধরঃ রক্তবর্ণাধরঃ নির্ধূতামৃত-মাধুরীপরিমলঃ নির্ধূতৌ পরাজিতৌ অমৃতস্য মাধুরীপরিমলৌ যেন তাদৃশঃ বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং পঙ্কজস্য কমলস্য সৌরভং ইব সৌরভং যস্য তৎ গিরঃ বাচঃ কুহুরিতশ্লাঘাভিদঃ কুহুরিতানাং কোকিলধ্বনীনাং শ্লাঘাভিদঃ তিরস্কারিণ্যঃ অঙ্গং অবয়বঃ চন্দনশীতলং চন্দনবৎ শীতলং ইয়ং তনুঃ মূর্ত্তিঃ সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্ সৌন্দর্য্যানাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা সা হে রাধে

(শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং)

রূপে কংসহরস্য-লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং ॥ ২৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কংসারি-শ্রীকৃষ্ণরূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়নযুগল, স্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্যশ্রবণে উৎকণ্ঠিতশ্রুতি, অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্য-নাশক উৎকট রোমাঞ্চাদিবিকারসমূহে ব্যস্ত অঙ্গসমূহ লক্ষিত হইল॥২৬০॥

অনুভাষ্য।

ত্বাং আসাদ্য মম ইদং ইন্দ্রিয়কুলং ইন্দ্রিয়গণঃ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ মোদতে হ্লাদযুক্তো ভবতি ॥ ২৫৯ ॥

কংসহরস্য কংসান্তকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে রূপদর্শনে লুব্ধনয়নাং লুব্ধে ক্ষোভযুক্তে নয়নে যস্যাঃ তাং কৃষ্ণরূপাকৃষ্টনেত্রাং স্পর্শে অঙ্গসঙ্গে অতি-হৃষ্যত্ত্বচং অতিহৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যাঃ তাং কৃষ্ণস্পর্শাত্যানন্দিত-গাত্রাং বাণ্যাং বাচি উৎকলিতশ্রুতিং উৎকলিতে উৎসুকে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাঃ তাং কৃষ্ণশব্দশ্রবণোৎকর্ণাং পরিমলে অঙ্গসৌরভে সংহৃষ্টনাসাপুটাং সংহৃষ্টে নাসাপুটে যস্যাঃ তাং কৃষ্ণসুগন্ধঘ্রাণাদ্ভুতমোদাং অধরপুটে অধরা-মৃতপানে আরজ্যদ্রসনাং আরজ্যন্তী অনুরাগভরা রসনা জিহ্বা যস্যাঃ তাং কৃষ্ণাধরানুরক্তরসনাং ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং ন্যঞ্চৎ পূজিতং মুখং এব অম্ভোরুহং যস্যাঃ তাং অবনতবদনাং বহিঃ বাহ্যে অপি কিল দম্ভোদ্গীর্ণ-

তাতে জানি মোতে আছে কোন একরস।
আমার মোহিনী রাধা তারে কর বশ ॥ ২৬১ ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২৬২ ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ২৬৩ ॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৪ ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে ॥ ২৬৫ ॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২৬৬ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিজাতীয় বিষয় জাতীয় ॥ ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

মহাধৃতিং দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা প্রকাশিতা মহতী ধৃতিঃ ধৈর্য্যং যস্যাঃ তাং বহির্বাম্যচেষ্টাবতীং প্রোদ্যৎবিকারাকুলাং প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভূতেন বিকারেণ আকুলাং অন্তঃক্রীড়োৎসুক্যপরাং রাধামহং স্মরামি ॥ ২৬০ ॥

রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ ২৬৮॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥ ২৬৯॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥ ২৭০॥
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতরি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥ ২৭১॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥ ২৭২॥
এইত ষষ্ঠশ্লোকের করিল ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান॥ ২৭৩॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপগোসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ॥ ২৭৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বাঞ্ছাপূরণ, ভক্তগণকে রাগমার্গীয় ভক্তি আচরণের দ্বারা শিক্ষাপ্রদান করিব, এই সকল ভাবে যে সময় কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার জন্য নিশ্চয় করিলেন সেই সময় যুগাবতারকাল উপস্থিত হইল এবং সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণকে আরাধন করিলেন। এতৎপ্রযুক্ত রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শচীগর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গস্বরূপে উদয় হইলেন। স্বরূপগোস্বামীর দুইশ্লোকে যে তত্ত্ব

(স্তবমালায়াং শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং)

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২৭৫ ॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতং ॥ ২৭৬ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার
মূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্যাখ্যান করিলাম তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিতেছি ॥ ২৬৯-২৭৪ ॥

মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বলক্ষণ এবং চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন এই তিনটী বিষয় ছয়টী শ্লোক দ্বারা নিরূপিত হইল ॥ ২৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

আদি ৪র্থ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭৫ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং গৌরতত্ত্বনিরূপণাত্মকং মঙ্গলাচরণং অবতারে গৌরাবতারবিষয়ে প্রয়োজনং শ্লোকষট্কৈঃ বন্দেগুরূনিত্যারভ্য গর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুরিত্যন্তৈঃ শ্লোকৈঃ ষট্সংখ্যকৈঃ নিরূপিতম্ ॥ ২৭৬ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ কথাসার।

পঞ্চমপরিচ্ছেদে পঞ্চশ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। প্রকৃতির অতীত পরব্যোম নামে একটি চিন্ময়ধাম আছে, সেই চিন্ময়ধামের সর্ব্বোপরিভাগে কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। তথায় আদিচতুর্ব্যূহ কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেব ও অনিরুদ্ধ। সেই কৃষ্ণলোকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া বৃন্দাবনস্থধাম। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ। তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি মূল সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে

অনুভাষ্য।

যস্য নিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া অনুকম্পয়া অজ্ঞেন শাস্ত্রজ্ঞানানভিজ্ঞেন অপি ময়া তৎস্বরূপং নিত্যানন্দতত্ত্বং নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে তং অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং অনন্তং অদ্ভুতং ঐশ্বর্য্যং যস্য তং দেশকালপাত্রাতীতৈশ্বর্য্যসম্পন্নং ঈশ্বরং দেবদেবং শ্রীনিত্যানন্দং অহং বন্দে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ। জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীব সকল তথায় বর্ত্তমান। মায়াশক্তির তথায় অবস্থিতি নাই। নারায়ণধামে দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধামরূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময় জল বিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণ সমুদ্রের অপর পারে অসংস্পৃষ্টরূপে মায়ার অবস্থিতি। কারণ সমুদ্রে মূলসংকর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। তিনিই দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। এক অঙ্গাভাসে, অর্থাৎ তাহা অঙ্গের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু অঙ্গ নয়, মায়ার উপাদান-কারণে মিলিত হন। মায়া উপাদান-কারণরূপে প্রধান ও নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতি। মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূলনিমিত্ত-কারণ। প্রকৃতি সুতরাং গৌণনিমিত্ত-কারণ মাত্র। সেই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু সমষ্টিজগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদশায়ী। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদশায়ী। সেই ক্ষীরোদশায়ীপুরুষ প্রতিব্রহ্মাণ্ডে একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু-পরমাত্মা-ঈশ্বরাদি রূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশয্যায় শয়ন করেন। তিনিই ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই একঅংশকে বিরাটরূপে কল্পনা করা যায়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে এক একটী শ্বেতদ্বীপ প্রকট হইয়াছে। তাহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন। সুতরাং শ্বেতদ্বীপ দুইটী প্রকট, একটী কৃষ্ণলোকে আর একটী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদসমুদ্রে। কৃষ্ণলোকের শ্বেতদ্বীপ তত্রস্থ বৃন্দাবন হইতে

এই ষট্‌শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য মহিমা।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব সীমা ॥ ৩ ॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অভিন্নরূপে কৃষ্ণের কোন পরিশিষ্ট লীলার ভূমি। ব্রহ্মাণ্ডগতশেষমূর্ত্তি বিষ্ণুকে ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ইত্যাদিরূপে সেবা করেন। কৃষ্ণলোকস্থ বলদেবই প্রভুনিত্যানন্দ। অতএব তিনি মূলসঙ্কর্ষণ। পরব্যোমের মহাসংকর্ষণ এবং তাহার পুরুষাবতারগণ সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভুর অংশকলা। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজের বৃন্দাবনযাত্রা ও তথায় তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। তাহাতে পাওয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কাটোয়া প্রদেশে নৈহাটীর নিকট ঝামটপুর গ্রামে। তাঁহারা দুইভাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদ শ্রীমীনকেতনরামদাস তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া পূজারি গুণার্ণবমিশ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। রামদাস নিজের বংশী ভাঙ্গিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যান, তাহাতে কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বনাশ হয়। সেইরাত্রে কবিরাজগোস্বামী স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রসন্নতা ও আদেশ লাভ করিয়া পর দিবসেই বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

অনন্ত, অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খ লোকেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় ॥ ১ ॥

তাঁহার দ্বিতীয় দেহ;—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দেহ ॥ ৪ ॥

একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ৫ ॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং শ্লোকঃ)

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীবলদেবই কৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ অর্থাৎ কায়বিস্তৃতি। তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এবং আদ্যকায়ব্যূহগত সেই শ্রীবলরাম তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৫।৬ ॥

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য।

সঙ্কর্ষণঃ পরব্যোমস্থো মহাসঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী আদিপুরুষাবতারঃ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ সমষ্টিবিষ্ণুঃ পয়োব্ধিশায়ী তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ব্যষ্টিবিষ্ণুঃ শেষঃ অনন্তদেবঃ যস্যাংশকলাঃ সঃ নিত্যানন্দাখ্যরামঃ বলদেবঃ মম শরণং অস্তু ॥ ৭ ॥

শ্রীবলরামের পঞ্চরূপ ১। মূলসঙ্কর্ষণ ২। কারণোদশায়ী ৩। গর্ভোদশায়ী ৪। ক্ষীরোদশায়ী ৫। শেষশায়ী ॥ ৮ ॥

আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥ ৯ ॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ১০ ॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম গৌর সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ১১ ॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোক।
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্বলোক ॥ ১২ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ)

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আগুকায়ব্যূহগত শ্রীবলরামকে মূলসঙ্কর্ষণ বলা যাইতে পারে। যেহেতু তিনি তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপ স্বক অংশরূপে মহাসঙ্কর্ষণ এবং কলাস্বরূপে কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। শেষসংজ্ঞক অনন্তরূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে সেই বলরাম কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন॥৮-১১॥

সপ্তমশ্লোকের অর্থ। ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্লোকে ৭ম শ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহার অর্থ করিতেছি ॥ ১২ ॥

রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৩ ॥

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্যাদি গুণবান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই ॥ ১৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব প্রকৃতির উপর পরব্যোম নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে। সেই ধাম শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের ন্যায় সমস্ত বিভুত্যাদি গুণ যুক্ত। সেই ধামে সর্ব্বগত অনন্ত ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠাদি ধাম বিরাজমান। সেই

অনুভাষ্য।

মায়াতীতে গুণময়দেশবহির্ভাগে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে মায়ারহিতাসঙ্কুচিতাখণ্ডাধারে পূর্ণৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণশক্তিসমন্বিতে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধবিষ্ণুচতুষ্টয়ানাং মধ্যে যস্য নিত্যানন্দরামস্য সঙ্কর্ষণাখ্যং রূপং উদ্ভাতি বিরাজতে তং নিত্যানন্দরামং অহং প্রপদ্যে ॥১৩॥

শ্রীজীবঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে। অথ কতমত্তৎপদং যত্রাসৌ বিহরতি তত্রোচ্যতে। যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতা ইতি স্কান্দবচনানুসারেণ বৈকুণ্ঠে যদ্‌যৎস্থানং বর্ত্ততে তত্তদেবেতি মন্তব্যম্। তচ্চাখিলবৈকুণ্ঠোপরিভাগ এব। × ×। স্বায়ম্ভুবাগমে চ স্বতন্ত্রতয়ৈব সর্ব্বোপরি তৎস্থানমুক্তং। যথা ঈশ্বরদেবীসংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষরধ্যানপ্রসঙ্গে পঞ্চাশীতিতমে পটলে।

সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সমস্ত ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের যত প্রকার অবতার বিশ্রাম করেন। সেই ধামের উপরি তৃতীয় ভাগে যে সর্ব্বোত্তম চিন্ময়লোক তাহার নাম

অনুভাষ্য।

নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ। অধঃ সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বকারণম্॥ × ×। তস্মাদ্ যা যথা ভুবি বর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ। স্বয়ং ভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্ব্বোপরীতি সিদ্ধং। অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ব্বোপরি বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মসংহিতায়াং সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং। × ×। চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতং। × ×। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম নন্দযশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃপুরং। তস্য স্বরূপমাহ। অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশাৎ সম্ভবো নিত্যাবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণ তদপি বোধ্যতে। অনন্তোহংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি। অথ গোকুলাবরণান্যাহ। তদ্বহিশ্চতুরস্রং তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্ব্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং ইতি তদংশে গোকুলমিতি নামবিশেষাভাবাৎ। কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তরমণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং গোলোক ইতি যৎ পর্য্যায়ঃ। ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। নারদ পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে। তৎ সর্ব্বোপরি গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ং। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়ক ইতি তদেবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ-

তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণলোক সেই কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল ভেদে তিনরূপে বিচিত্র ॥ ১৪-১৬ ॥

অনুভাষ্য।

লোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্তল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ দ্বারকামথুরাগোকুলাখ্যস্থানত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতীতত্বনিত্যত্বালৌকিকরূপত্বভগবন্নিত্যাস্পদত্বকথনাৎ।

কিপ্রকার ধামে এই ভগবান্ বিচরণ করেন তদ্বিষয়ে উক্ত হইতেছে। এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেরূপ প্রিয় পুরীসমূহের অবস্থিতি আছে সেই প্রকার পুরীত্রয় তাঁহার লীলার উদ্দেশে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত এই স্কন্দপুরাণের বাক্যানুসারে বৈকুণ্ঠে যে সকল স্থান বর্ত্তমান সেই সেই স্থানই প্রপঞ্চে এরূপ জানিতে হইবে। প্রাকৃতসৃষ্টির উপরিভাগে অখিল বৈকুণ্ঠের স্থান। স্বায়ম্ভুবতন্ত্রে স্বতন্ত্রভাবেই সকলের উপরে বৈকুণ্ঠের স্থান কথিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে চতুর্দ্দশাক্ষরধ্যানপ্রসঙ্গে ৮৫ পটলে দেবী মহেশ্বর সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে নানা কল্পলতাকীর্ণ ব্যাপক অখণ্ড বৈকুণ্ঠ স্মরণ করিবে। তাহার অধোভাগে গুণসাম্যাবস্থা সর্ব্বজড়কারণের কারণ প্রকৃতি অবস্থিতা। সেজন্য যেরূপ প্রকার পৃথিবীতে হরিধামসমূহ বর্ত্তমান সেই প্রকারও তথায় এরূপ ন্যায় হইতে দ্বারকা এবং গোকুলাত্মক কৃষ্ণলোকের স্বতন্ত্রতাই উপলব্ধি হয়। স্বয়ং ভগবানের বিহারক্ষেত্র বলিয়া ঐ ধামসমূহ সর্ব্বোপরি ইহাই সিদ্ধ তত্ত্ব।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুলব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই পরব্যোমধামের সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ ব্রজলোকধাম, শ্রীগোলোক অর্থাৎ স্বকীয়ভাবযুক্তকৃষ্ণধাম, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য।

অতএব বৃন্দাবন গোকুলই সর্ব্বোপরি বিরাজমান গোলোক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতায় সহস্রপত্রবিশিষ্ট পদ্মাত্মক মহৎপদ গোকুল বলিয়া খ্যাত। তাহার চতুরস্র অর্থাৎ চারিঋজুরেখাদ্বারা বেষ্টিত অদ্ভুত ক্ষেত্র শ্বেতদ্বীপ বলিয়া সংজ্ঞিত। সেই কৃষ্ণের ধামে নন্দ-যশোদাদির সহিত বাসযোগ্য কৃষ্ণের মহা অন্তঃপুর আছে। তাহার স্বরূপ এরূপ কথিত হইয়াছে। বলদেবপ্রভুর অনন্তাংশ হইতে সেই ধাম নিত্য উদ্ভূত। সেই প্রকার তন্ত্রশাস্ত্রেও তাহাই বুঝা যায়। বলদেবের অংশ অনন্তদেবের যথায় সম্ভব ও নিবাস তাহাই ভগবদ্ধাম। গোকুলের আবরণ সমূহ এরূপ কথিত হয়। সেই গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিকৃস্থ চতুরস্র স্থল চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র শ্বেতদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্বেতদ্বীপাংশে গোকুল এই নাম নাই কিন্তু চতুষ্কোণের অভ্যন্তর মণ্ডল বৃন্দাবননামে খ্যাত কেবল বাহিরের বৃত্ত শ্বেতদ্বীপ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার অপর নাম গোলোক। ব্রহ্মলোক শব্দে বৈকুণ্ঠকে বুঝায়। নারদ পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যান প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে সেই ধাম সকলের উপরিভাগে গোলোকে সর্ব্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দ দেব পরমানন্দে বিহার করেন। তাহাহইলেই সর্ব্বলোকোপরি কৃষ্ণ লোকের স্থিতিই সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণলোক সেই সেই লীলা ও পরি-

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায় ॥ ১৯ ॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ ২০ ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই চিন্ময় ব্রজধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইয়াও একই স্বরূপে বিরাজমান হয়। কেহ কেহ মনে করেন, যে পরব্যোমস্থ গোলোকাদিধাম প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজধাম হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহা নয় অর্থাৎ একই স্বরূপ, একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশ থাকে এই মাত্র। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজেও ভূমি চিন্তামণি, বন কল্প-বৃক্ষময়, তাহার স্বরূপ প্রকাশ প্রেম-নেত্রে দৃষ্ট হয়, চর্ম্মচক্ষে তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয় ॥ ১৯-২১ ॥

অনুভাষ্য।

কল্পভেদে ও অংশভেদে বিভিন্নপ্রকোষ্ঠ দ্বারকা মথুরা ও গোকুল নামক স্থানত্রয় ইহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে সেই সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহ তদ্রূপই শুনা যায়। যেহেতু তাহাদিগেরও অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য অলৌকিকরূপবিশিষ্ট ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হওয়ায় অভিন্ন জানিতে হইবে ॥ ১৪-১৮ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অ, ২৫ শ্লোক)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া ।
নানা রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চিন্তামণিসমূহ-নির্ম্মিত স্থানে, গোসমূহ পালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সম্ভ্রম দ্বারা সেবিত সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ২২ ॥

সেই কৃষ্ণধামের মথুরা দ্বারকাখণ্ডে কৃষ্ণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই আদিচতুর্ব্যূহ প্রকাশ করতঃ নানারূপে বিলাস করেন । দ্বারকাগত চতুর্ব্যূহ অন্য সমস্ত চতুর্ব্যূহের অংশী ও বিশুদ্ধ চিন্ময় ॥ ২৩ ॥

অনুভাষ্য ।

কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু কল্পবৃক্ষাণাং প্রার্থনোচিতাভীষ্টফলপ্রদবৃক্ষাণাং লক্ষৈঃ অসংখ্যৈঃ আবৃতেষু মণ্ডিতেষু চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু চিন্তামণীনাং অভীষ্ট-ফলদানসমর্থরত্নানাং প্রকরেণ সমূহেন রচিতা সদ্মানি হর্ম্ম্যাণি তেষু সুরভীঃ কামধেনূঃ অভিপালয়ন্তং অভি সর্ব্বতোভাবেন গোপোচিতগোপরি-চর্য্যাপ্রকারেণ পালয়ন্তং লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং লক্ষ্ম্যঃ গোপরামাঃ তাসাং সহস্রাণাং শতৈঃ সম্ভ্রমেণ সেব্যমানং তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি ॥ ২২ ॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২৪ ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২৫ ॥
পরব্যোমমধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥ ২৬ ॥
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৭ ॥
শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ সর্ব্বদা দ্বিভূজ। পরব্যোমে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ, শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তিসেবিত। শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে এই ত্রিবিধ শক্তির বিশেষ বর্ণন আছে ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুভাষ্য।

তিন লোকে, গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় ॥ ২৫ ॥

শ্রীভূনীলা ঃ—নীলাকে বঙ্গীয়পাঠে কেহ কেহ লীলাশক্তি বলেন।

শ্রী, ভূমি ও নীলা এই তিন শক্তি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট বিরাজমানা। যেকালে ভূতযোগী, সরযোগী ও ভ্রাংযোগী গেহলীগ্রামে ব্রাহ্মণালয়ে নিশীথে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহাদের গৃহমধ্যে নারায়ণ প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজরূপ-দর্শন করাইয়াছিলেন। প্রপন্নামৃত ৭৭ অধ্যায় ৬১।৬২ শ্লোক।

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য।

তার্ক্ষ্যাধিরূঢ়ং তড়িদম্বুদাভং লক্ষ্মীধরং বক্ষসি পঙ্কজাক্ষং।
হস্তদ্বয়ে শোভিতশঙ্খচক্রং বিষ্ণুং দদর্শুর্ভগবন্তমাত্মম্ ॥
আজানুবাহুং কমনীয়গাত্রং পার্শ্বদ্বয়ে শোভিতভূমিনীলং।
পীতাম্বরং ভূষণভূষিতাঙ্গং চতুর্ভুজং চন্দনরুষিতাঙ্গম্ ॥

সীতোপনিষদি। মহালক্ষ্মীর্দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা চেতনাঽচেতনাত্মিকা। সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি শক্ত্যাত্মনা। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি সাক্ষাচ্ছক্তিরিতি। ইচ্ছাশক্তিস্ত্রিবিধা ভবতি শ্রীভূমিনীলাত্মিকা।

শ্রীমধ্বাচার্য্য গীতা টীকায় ৪র্থ অধ্যায় ৬ শ্লোকে শাস্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন। মহদাদেস্তু মাতা যা শ্রীভূনীলেতি কল্পিতা। বিমোহিকা চ দুর্গাখ্যা তাভির্বিষ্ণুরজোপি হি ॥ জাতবৎ প্রথতে হ্যাত্মচিদ্বলান্মূঢ়চেতসাম্।

শ্রীভূদুর্গেতি যা ভিন্না মহামায়া তু বৈষ্ণবী। তচ্ছক্ত্যানন্তাংশহীনাথাপি তস্যাশ্রয়াৎ প্রভোঃ ॥ অনন্তব্রহ্মরুদ্রাদের্নাস্যাঃ শক্তিকলাপি হি। তেষাং দুরত্যয়াপ্যেষা বিনা বিষ্ণুপ্রসাদতঃ। ব্যাসযোগে। ৭ম অধ্যায় ১৪ মধ্বভাষ্য গীতা।

মধ্বভাষ্য গীতা ১৪ অধ্যায় ৩ শ্লোক।

মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ। সা চ শ্রীভূদুর্গেতি ভিন্না। উমা সরস্বত্যাদ্যাস্তু তদংশযুতা অন্যজীবাঃ। তথা চ কার্ষায়ণশ্রুতিঃ। শ্রীর্ভূর্দুর্গা মহতী তু মায়া, সা লোকসৃতির্জগতো বন্ধিকা চ। উমা বাগাদ্যা অন্যজীবাস্তদংশাস্তদাত্মনা সর্ব্ববেদেষু গীতা ইতি।

সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তাসবার স্থিতি ॥ ৩১ ॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈকুণ্ঠ শব্দে কৃষ্ণধাম ও পরব্যোম বুঝিতে হয়। সেই পরব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল করি-

অনুভাষ্য।

শ্রীজীবঃ ভগবৎ সন্দর্ভে ৮০ সংখ্যায় লিখিয়াছেন পাদ্মে।

নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরং ধাম্নি স্থিতং শুভম্।
নিত্যং সম্ভোগ্যমীশর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্॥

নামস্বরূপয়োর্নিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং তৎত্রিশক্তি শ্রীর্ভূর্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা ভগবৎ সন্দর্ভে ২২ সংখ্যায়।

অস্যার্থঃ শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ, ভূস্তৎসৃষ্টিশক্তিঃ, দুর্গা তৎ প্রলয়-শক্তিঃ। তত্তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা সা জীববিষয়া তচ্ছক্তির্জীবমায়েত্যু-চ্যতে॥

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাসংবাদে।

অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ। ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরং ততঃ সর্ব্বেপি তে দেবাঃ শ্রুত্বা তদ্বাক্যচোদিতাঃ। গৌরীং লক্ষ্মীং ধরা-ঞ্চৈব প্রণেমুর্ভক্তিতৎপরাঃ ইতি ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাহাঁ নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥ ৩৩ ॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ ৩৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্ক, ১ অ, ২৯ শ্লোক)

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আছে। তাহাকে সিদ্ধলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বলে। ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তির তাহা একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত-বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতারহিত, জ্যোতির্ম্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ, অর্থাৎ অনেক বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। সূর্য্যমণ্ডলে বাহিরাংশ ব্রহ্মধামের সদৃশ ॥ ৩২-৩৪ ॥

অনেকেই ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে তাঁহাতে মনকে আবিষ্ট করিয়া তাঁহার গতি লাভ করেন ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

শিশুপাল সাযুজ্য মুক্তিযোগ্য, নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।

যথা বিহিতয়া ভক্ত্যা সেবনেন ঈশ্বরে মনঃ আবেশ্য তদ্গতিং গচ্ছন্তি তথা তদঘং কামাদিনিমিত্তং পাপং হিত্বা বহবঃ কামাদ্ যথা গোপ্যঃ দ্বেষাৎ যথা দন্তবক্রশিশুপালাদয়ঃ ভয়াৎ যথা কংসাদ্যাঃ স্নেহাৎ যথা পাণ্ডবাঃ তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০৮ শ্লোক)

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৩৬ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ-জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥
নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥ ৩৮ ॥

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং)

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎ শত্রু ও প্রিয়ব্যক্তিদিগের একতত্ত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সে সকল কিরণস্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ববিচার স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎশত্রুগণ বিলাসশূন্য সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬ ॥

তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে

অনুভাষ্য।

যৎ যস্মিন্‌শাস্ত্রে অরীণাং ভগবদ্বিদ্বেষিণাং প্রিয়াণাঞ্চ ভগবদ্ভক্তানাং একং প্রাপ্যং উদিতং কথিতং তৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ অনয়োঃ প্রভাস্থানীয়নির্ব্বিশেষব্রহ্মার্কস্থানীয়কৃষ্ণয়োর্বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৬ ॥

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৪০ ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৪১ ॥
তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিহোঁ কারণের কারণ ॥ ৪২ ॥
চিচ্ছক্তিবিলাস এক শুদ্ধ সত্ত্বনাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদীগণ ও ভগবৎ কর্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন। পাতঞ্জলযোগীগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৯ ॥

পাঠান্তরে এই অধিক শ্লোকটী দৃষ্ট হয় ;—

কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥

দ্বারকায় যে কৃষ্ণ বলদেবাদি চতুর্ব্যূহ তাহারই দ্বিতীয় প্রকাশ পর-ব্যোমে। এই চতুর্ব্যূহের নাম দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। ইহাও চিন্ময় বিশুদ্ধ। তথায় বলরামের স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ। সেই পরব্যোমে শুদ্ধসত্ত্ব নামে

অনুভাষ্য।

তমসঃ পারে ত্রিগুণাতীতে প্রদেশে তু সিদ্ধলোকঃ বর্ত্ততে যত্র সিদ্ধাঃ হরিণা কৃষ্ণেন হতাঃ দৈত্যাঃ চ ব্রহ্মসুখে নির্বিশেষব্রহ্মানন্দে মগ্নাঃ সন্তঃ বসন্তি হি ॥ ৩৯ ॥

ষড়বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৪ ॥
জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৪৫ ॥
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাহাঁর ॥৪৭ ॥
তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিহোঁ যাঁর অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৪৮ ॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপ বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চিচ্ছক্তির সন্ধিনী বিলাস, যদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের বিভূতি। মহাসঙ্কর্ষণই সকল জীবের আশ্রয়, সুতরাং তটস্থাখ্য জীব-শক্তির আশ্রয়। চিৎকণ জীবসত্তা জীবশক্তিসম্ভূত হইয়াও মায়াশক্তির অভিভাব্যরূপে নির্ম্মিত হওয়ায়, মায়া ও চিৎ এই উভয়তটস্থ ধর্ম্মজনিত তটস্থ নাম হইয়াছে ॥ ৪০-৪৫ ॥

মহাসঙ্কর্ষণ চিন্ময়বিশুদ্ধসত্ত্ব। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ রামের অঙ্গ অর্থাৎ প্রকাশ ॥ ৪৮ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং শ্লোকঃ)

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥ ৫১ ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥ ৫২ ॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৫৩ ॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ড সমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দরামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য।

সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা মায়ায়াঃ ভর্ত্তা অধীশ্বরঃ অজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ অজাণ্ডানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সঙ্ঘঃ সমূহঃ তস্য আশ্রয়ঃ অঙ্গং যস্য সঃ কারণাম্ভোধিমধ্যে কারণসমুদ্রজলোপরি শেতে অসৌ শ্রীপুমান্ আদিদেবঃ আদিপুরুষাবতারঃ যস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য একাংশঃ তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥

যার এক কণা গঙ্গা পতিত পাবন ॥ ৫৪ ॥
সেইত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥ ৫৫ ॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিহোঁ জগৎ কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার দরশন ॥ ৫৬ ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্রে মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৭ ॥
সেইত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীজীবঃ পরমাত্মসন্দর্ভে (৪৮ সংখ্যায়) তস্যাঃ মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ং। তত্র গুণরূপস্য মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্য, দ্রব্যরূপস্য প্রধানাখ্যস্যোপাদানাংশস্য চ পরস্পরং ভেদমাহ। চতুর্ভিঃ (ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ২৪ অ।) অন্যত্র ১০ স্ক ৬৩ অধ্যায়ে তয়োরুপাদাননিমিত্তয়োরংশেন বৃত্তিভেদেন ভেদানপ্যাহ। কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণমাত্মা বিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে। অত্র কালদৈবকর্ম্মস্বভাবা নিমিত্তাংশাঃ অন্যে উপাদানাংশাঃ তদ্বান্ জীবস্তূভয়াত্মকস্তথোপাদানবর্গে নিমিত্তশক্ত্যংশোপানুবর্ত্ততে। নিমিত্তাংশরূপয়া মায়াখ্যয়ৈব প্রসিদ্ধা শক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ারূপত্বেন। অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণম্। যত্র ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥ যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিশ্চ প্রাহুঃ।

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতুরবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্তবিশেষং অতএবাব্যাকৃতসংজ্ঞশ্চেতি গমিতম্। প্রধানসংজ্ঞত্বে হেতুঃ বিশেষবৎ স্বকার্য্যরূপাণাং মহদাদিবিশেষাণামাশ্রয়রূপতয়া তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। × ×। নিমিত্তাংশো মায়া উপদানাংশঃ প্রধানমিতি।

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দুইটী অংশ। সেই নিমিত্তাংশ গুণরূপমায়া ও উপদানাংশ দ্রব্যরূপ প্রধান সংজ্ঞাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে চারিটী শ্লোকে বর্ণিত আছে। অন্যত্র দশমস্কন্ধে ৬৩ অধ্যায়ে উপাদান ও নিমিত্ত উভয় অংশের বৃত্তিভেদে বিভাগ কথিত হইয়াছে। ক্ষোভক কাল, নিমিত্ত কর্ম্ম, ফলাভিমুখ-প্রকাশ দৈব, তৎসংস্কার স্বভাব এই চারিটী নিমিত্তাংশ বিশিষ্ট জীব সূক্ষ্মভূতসমূহ দ্রব্য, প্রকৃতি ক্ষেত্র, সূত্র প্রাণ, অহঙ্কার আত্মা, একাদশেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতি জল তেজ মরুৎ ও ব্যোম এই ষোল বিকার, ইহাদের একত্রসমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজ রূপ কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে অঙ্কুররূপ দেহ এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ। ইহাই মায়া। তুমি নিষেধাবধিভূত তত্ত্ব; তোমাকে ভজনা করি। জীব নিমিত্তশক্ত্যংশ হইলেও, উভয়া-ত্মক অংশবিশিষ্টজীব উপাদানবর্গেরও অনুসরণ করেন। নিমিত্তাংশ-রূপা মায়া শব্দে প্রসিদ্ধ শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া রূপ। উপাদানাংশ প্রধানের লক্ষণ। যাহাতে সত্ত্বরজস্তম-গুণত্রয়ের সমাহার তাহাই অব্যক্ত প্রধান এবং প্রকৃতি বলিয়া কথিত। অব্যক্ত সংজ্ঞায় হেতু বিশেষরহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ সাম্য হওয়ায় বিশেষ

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরব্যোমধামের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম। তাহার বাহিরে কারণ-সমুদ্র। চিন্ময় জগতটী কারণ শূন্য; মায়া কারণময়ী। এই দুএর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে চিন্ময়জলনিধিভাবে কারণ-সমুদ্র বলা হইয়াছে, কেন না সেই স্থলস্থায়ী ভগবদীক্ষণই, তাহার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া করে। সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াশূন্য কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথ স্বরূপে কোন মায়া-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহাসঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে সেই অর্ণবে শায়িতভাবে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, ইনি আদ্যবতার। কারণাব্ধির বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদীক্ষণ মায়া মধ্যে

অনুভাষ্য।

ধর্ম্ম অপ্রকাশিত অতএব প্রধানের অব্যাকৃতসংজ্ঞা প্রধান সংজ্ঞায় হেতু বিশেষ যুক্ত। মায়ার স্বকার্য্যরূপ মহত্তত্ত্বাদি বিশেষ সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তজ্জন্য তাহার নাম প্রধান। নিমিত্তাংশ মায়া এবং উপাদানাংশ প্রধান ॥ ৫৮ ॥

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে প্রধান ও প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধা। জগতের নিমিত্তাংশে মায়া নামে খ্যাতা। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ, প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। উদাহরণ স্বরূপ তপ্তলৌহের উপমা। যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রবিষ্ট হইয়া মায়াকে ক্রিয়াবতী করে। মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি; জগতের উপাদানরূপ প্রধান এবং জগতের নিমিত্তরূপ মায়া। প্রকৃতি

অনুভাষ্য।

তাপ দিতে সমর্থ হয় তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদানপ্রতিমা দাহিকা বা তাপ প্রদায়িনী শক্তি বিশিষ্টা হন। উপাদান পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান কারণ মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকপিলদেব ও বলিয়াছেন (ভাগবত ৩ স্ক ২৯ অ) যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ। যদিও ধূম, জ্বলন্তকাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত একবস্তু বলিয়া উক্ত হয় তাহা হইলেও উল্মুক হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু। ধূমস্থানীয় ভূতসমূহ, বিস্ফুলিঙ্গ স্থানীয় জীব ও উল্মুক স্থানীয় প্রধান, অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদানভগবান হইতে শক্তি সমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয় তাহাহইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে প্রধানকে স্থির করা হয় তাহা প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান হইতে তাদৃশ পরিচয়। প্রধান ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানের পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ অজার গলদেশস্থিত দুগ্ধ প্রদানে অসমর্থ স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ডের ন্যায় নিষ্ফল মাত্র ॥৫৯-৬১ ॥

মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥ ৬২ ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥ ৬৩ ॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায় ॥ ৬৪ ॥
দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ৬৫ ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বস্তুত জড়রূপা। ভগবদীক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলে প্রকৃতি সেই শক্তি-বলে জগৎ সৃষ্টির গৌণ কারণ হয়। অগ্নি প্রবেশ করিয়া লৌহকে যেরূপ জারণ শক্তি দেয়, তদ্রূপ। সুতরাং কৃষ্ণই মূল জগৎ কারণ; অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ কারণত্ব। মায়া অংশে অর্থাৎ গুণরূপ অংশে যে নিমিত্তকারণ বলা যায় তাহাতেও নারায়ণই নিমিত্ত-কারণ। ঘট নির্ম্মাণে চক্রদণ্ডাদি ও কুম্ভকার ইহারা নিমিত্ত-কারণ। নারায়ণ কুম্ভকারস্থলীয় নিমিত্ত-কারণ এবং মায়া চক্রদণ্ডাদি-স্থলীয় নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং যেমন কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হয় না, নারায়ণ ব্যতীত জগত হয় না। চক্রদণ্ডস্থলীয় গুণরূপ নিমিত্ত-কারণ মূল-নিমিত্ত কারণ নারায়ণের সহায় রূপে কার্য্য করে ॥ ৫১-৬৪ ॥

অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ ।
ততো রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥ ৬৭ ॥
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥ ৬৮ ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে ॥ ৬৯ ॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্র্যসরেণু চলে ।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৭০ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অ, ৫৪ শ্লোক ।)

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি যে দৃষ্টি করেন সেই দৃষ্টি চিৎকণ স্বরূপ হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য করে অর্থাৎ তৎকিরণকণারূপে অনন্তজীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট করে, এবং স্বয়ং অঙ্গ ভাসে মায়াতে মিলিত হইয়া অগণ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৬৫।৬৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডনাথ সকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৪ অ, ১১ শ্লোক)

ক্বাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

নিশ্বাস কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭১ ॥

প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার, পঞ্চভূত নির্ম্মিত সপ্ত-বিতস্তি পরিমিত এই কায়ান্তর্গত আমি বা কোথায়, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে তোমার লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে, যে তুমি তোমার মহিমাই বা কোথায়, অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ তোমার মহিমার সহিত তুলনায় কিছুই নয় ॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য।

অথ যস্য লোমবিলজাঃ লোমকূপাৎ জাতাঃ জগদণ্ডনাথাঃ ব্রহ্মাণ্ড-পতয়ঃ সমষ্টিবিষ্ণ্বাদয়ঃ একনিশ্বসিতকালং নিশ্বাসৈকপরিমিতকালং অব-লম্ব্য আশ্রিত্য ইহ জীবন্তি আবির্ভূতাঃ ভবন্তি সঃ মহান্ বিষ্ণুঃ যস্য গোবিন্দস্য কলাবিশেষঃ তমাদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মা গো-বৎস হরণ করিয়া পরে নিজাপরাধপ্রশমনের জন্য যে স্তব করেন তন্মধ্যে ইহা একটী।

তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ তমঃ অব্যক্তঃ মহত্তত্ত্বং অহংকারঃ খমাকাশং চরঃ বায়ুঃ অগ্নিস্তেজঃ জলমাপ-পৃথিবী এতৈঃ প্রধানাদিক্ষিত্যন্তৈঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ দেহঃ

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৭৩ ॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥ ৭৪ ॥
যাহাকেত কলা কহি তিহোঁ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী সেহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৭৫ ॥
গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥ ৭৬ ॥

(লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড নবমাঙ্কধৃত ৩৬ অ সাত্বততন্ত্রে)

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলরাম মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি অংশের অংশ বলিয়া কলা বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয় মহাবিষ্ণুর অংশ ॥ ৭৩-৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

স এব তস্মিন্ নিজমানেন সপ্তবিতস্তিকায়ঃ যস্য সঃ অহং ক ঈদৃগ্‌বিধা-বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য ঈদৃগ্‌বিধানি যানি অগণিতাণি অণ্ডানি তানি এব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনঃ গবাক্ষাঃ ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তে তব মহিত্বং চ ক ॥৭২॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিহোঁ অবতারী ॥ ৭৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্ক, ৩অ, ২৮ শ্লোক)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭৯ ॥

সেই পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥ ৮০ ॥

সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেইত অংশেরে কহি অবতার নাম ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ। প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু। দ্বিতীয়, গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ। তৃতীয়, ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা, এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৭৭ ॥

সেই পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

বিষ্ণোস্তু পুরুষাখ্যাণি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ। অথ তেষু একম্ আদ্যং তু মহতঃ মহত্তত্ত্বস্য স্রষ্টৃপ্রকৃত্যান্তর্যামী দ্বিতীয়ন্তু অণ্ডসংস্থিতং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং জীবান্তর্যামী তানি রূপাণি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে মায়াবন্ধনাৎ বিজ্ঞো মুক্তো ভবতি ॥ ৭৭ ॥

আদি ২য় ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৭৯ ॥

আদ্যবতার মহাপুরুষ ভগবান।
সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয় ধাম ॥ ৮২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২স্ক, ৬অ, ৪০ শ্লোক)

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যবতার। কাল, স্বভাব কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট, স্বরাট, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ ॥৮৩॥

অনুভাষ্য।

দেশকালপাত্রভেদে খণ্ডিত মায়ারাজ্যে খণ্ডক্রিয়ার নিমিত্ত বা উপাদানাংশে ভগবৎস্বরূপের যে কারকতা দেখা যায় তৎকার্য্যের কারণ-রূপ মহাবিষ্ণুরূপ ভগবত্তাই কৃষ্ণাংশ। এই অংশকেই অবতার বলা হয়। সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টিতে পঙ্গ্বন্ধন্যায়াবলম্বনে জড়া প্রকৃতিকে উপা-দানাংশ ও ভোক্তা ত্রিগুণময় পুরুষকে নিমিত্ত বলা হয় কিন্তু জগতের উপাদান বা নিমিত্ত প্রকৃতি নহে ইহাই সূক্ষ্মভাবে ভাগবতগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। যাঁহার ঈক্ষণশক্তি প্রভাবে প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়া পরিচিত, মায়া জগতের নিমিত্ত কর্ত্রী বলিয়া খ্যাত এই উভয় শক্তিই ভগবৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ভগবানের যে প্রকাশস্বরূপ সমূহ, মায়াতে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশে বা বিশ্বের হিতের জন্য মায়াকে শক্তি প্রদান

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্ক, ৩অ, ১ শ্লোক)

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালাঃ নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ ॥
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণেশা যে যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৄণাং দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ ॥
অন্যেজ যে প্রেতপিশাচভূতকুষ্মাণ্ডযাদো মৃগপক্ষ্যধীশাঃ ॥
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপং ॥

লোকসৃষ্টি মানসে মহদাদি দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ভগবান ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

লীলা প্রদর্শন করেন ঐ প্রকাশ মূর্ত্তিসমূহই অংশ অথবা অবতার বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। বস্তুতত্ত্বে দীপের উপমেয় অবতারগণ বিষ্ণু হইলেও মায়ার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহাদিগকে মায়িক ভাষার আশ্রয়ে অংশ বা অবতার বলা হয় মাত্র ॥ ৮১ ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদের নিকট ভগবদ্বিভূতি বর্ণন করিতেছেন।

পরন্তু ভূম্নঃ ভগবতঃ আদ্যঃ অবতারঃ পুরুষঃ কারণার্ণবশায়ী কালঃ ক্ষোভকঃ স্বভাবঃ তৎসংস্কারঃ সদসৎকার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতিঃ মনঃ মহত্তত্ত্বং দ্রব্যঃ ভূতসূক্ষ্মাণি বিকারঃ একাদশেন্দ্রিয়ঃ পঞ্চমহাভূতানি গুণঃ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ সমষ্টিশরীরং স্বরাট্ স্থাস্নু স্থাবরং চ চরিষ্ণু জঙ্গমং সর্ব্বং তদ্বিভূতিরূপম্ ॥ ৮৩ ॥

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিহোঁ তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তিহোঁ জগৎ আধার ॥ ৮৫ ॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

শৌনকাদি ঋষিগণের পঞ্চমপ্রশ্নের উত্তরে ভগবানের অবতার কথা সূত বর্ণন করিতেছেন।

আদৌ সর্গারম্ভে ভগবান্ লোকসিসৃক্ষয়া লোকানাং ভুবনানাং স্রষ্টুমিচ্ছয়া মহদাদিভিঃ মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রৈঃ সম্ভূতং মিলিতং ষোড়শকলং তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিমৎ পৌরুষং রূপং জগৃহে॥ ষোড়শকলং (ভগবৎ সন্দর্ভ ১১৭ সংখ্যা) শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতং ॥ সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিনীভক্ত্যাধারশক্তিমূর্ত্তিবিমলাজয়াযোগাপ্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতীসম্পৎ। উত্তরস্যা ভেদঃ। শ্রীর্জাগতীসম্পৎ। তত্র ইলা ভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলা অপি। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা, জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ং। প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা শক্তিহেতুঃ। ১। শ্রী ২। ভূ ৩। লীলা ৪। কান্তি ৫। কীর্ত্তি ৬। তুষ্টি ৭। গীঃ ৮। পুষ্টি ৯। সত্যা ১০। জ্ঞানাজ্ঞানা ১১। জয়া উৎকর্ষিণী ১২। বিমলা ১৩। যোগমায়া ১৪। প্রহ্বী ১৫। ঈশানা ১৬। অনুগ্রহা ॥ ৮৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্ক, ১১অ, ৩৪ শ্লোক)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৮৭ ॥

এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৮৮ ॥

আমিত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে ॥ ৮৯ ॥

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদিও তিনি সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া, তাহাতে সংসার অবস্থিত, তথাপি তিনি অন্তরাত্মারূপে জগত আধার। প্রকৃতির সহিত এই দুই প্রকার সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি প্রকৃতিস্পর্শদোষ স্বীকার করেন না ॥ ৮৫। ৮৬ ॥

আদি ২য় ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৭ ॥

আমি জগতে অবস্থিত এবং জগতও আমাতে অবস্থিত। আবার আমি জগতে নাই এবং জগতও আমাতে নয়। ইহাকে অচিন্ত্য অর্থ বলে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য।

উপাদান ও নিমিত্ত উভয় প্রকার কারণের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি মায়াদ্বারা কোনপ্রকারে অভিভাব্য হন না। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির পরিণামে বিকার বিশিষ্ট জগৎ। তাঁহার কোন প্রকার জড় বিকার সম্ভাবনা নাই ॥ ৮৬ ॥

সেইত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৯১ ॥
এইত নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চোক্তশ্লোক)

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯৩ ॥

সেইত পুরুষানন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোক-সমূহের বিশ্রামস্থান সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯৩ ॥

অনুভাষ্য।

যন্নাভ্যব্জং যস্য নাভিকমলং লোকসঙ্ঘাতনালং লোকসমূহঃ চতুর্দ্দশ লোকং নালং আধারো যস্য তৎ লোকস্রষ্টুঃ ব্রহ্মণঃ সূতিকাধাম জন্ম-গৃহস্বরূপং শ্রীলগর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশাংশঃ কলা তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯৩ ॥

ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥ ৯৫ ॥
নিজাঙ্গ স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৯৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন।
আয়াম বিস্তার দুই হয় এক সম ॥ ৯৭ ॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ ॥ ৯৮ ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম।
শেষ শয়ন জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৯৯ ॥
অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ১০০ ॥
সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন।
সর্ব্ব অবতার বীজ জগৎ কারণ ॥ ১০১ ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম ॥ ১০২ ॥

অনুভাষ্য।

চৌদ্দভুবন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য এই সাতটী উর্দ্ধ-লোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল এই সাতটী পাতাল ॥ ৯৮ ॥

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন ।
তেহোঁ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ১০৩ ॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে ।
গুণাতীত বিষ্ণুস্পর্শ নাহি মায়া গুণে ॥ ১০৪ ॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাহার ॥ ১০৫ ॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী জগৎ কারণ ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পন ॥ ১০৬ ॥
হেন নারায়ণ যার অংশের অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥ ১০৭ ॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ১০৮ ॥

(শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ)

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী ও জগত-কারণ । তাঁহারই অংশকে বিরাট কল্পনা করা গিয়াছে ॥ ১০৬ ॥

দশমশ্লোকের অর্থ,—দশমশ্লোকে এবং তাহার নিম্নলিখিত পদ্যসমূহে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর বিবরণ ॥ ১০৮ ॥

যাঁহার অংশের অংশ তাহার অংশ, ক্ষীরোদশায়ী অখিল পরমাত্মা

ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০৯ ॥

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ১১০ ॥
তাহাঁ ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ১১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী অনন্ত, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য।

অখিলানাং জীবানাং পরাত্মা পরমাত্মা পোষ্টা পোষণকর্ত্তা দুগ্ধাব্ধিশায়ী তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুঃ ভাতি সোঽপি যস্যাংশাংশাংশঃ যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশস্য অংশঃ কলা তদংশঃ বিকলা ক্ষৌণীভর্ত্তা জগৎ-পালকঃ অনন্তঃ যৎ যস্য কলা তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০৯ ॥

সিদ্ধান্তশিরোমণৌ। ভূমেরর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধোরুদক্স্থং জম্বূদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ ॥ লবণজলধিরাদৌ দুগ্ধসিন্ধুশ্চ তস্মাদমৃতমমৃতরশ্মিঃ শ্রীশ্চ যস্মাদ্বভূব। মহিতচরণপদ্মঃ পদ্মজন্মাদিদেবৈর্বসতি সকলবাসো বাসুদেবশ্চ যত্র ॥ দধ্নো ঘৃতস্যেক্ষুরসস্য তস্মান্মদ্যস্য চ স্বাদুজলস্য চান্ত্যঃ। স্বাদূদকান্তর্বড়বানলোঽসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি ॥ ১। লবণ সমুদ্র ২। ক্ষীরসমুদ্র ৩। দধি সমুদ্র ৪। ঘৃত সমুদ্র ৫। ইক্ষুরস সমুদ্র ৬। মদ্য সমুদ্র ৭। স্বাদুজল সমুদ্র। লবণ সমুদ্রের দক্ষিণে ক্ষীরোদক। তথায় সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেব ব্রহ্মাদিদেবদ্বারা চরণার্চ্চিত হইয়া বাস করেন ॥১১০।১১১॥

সকল জীবের তিহোঁ হয়ে অন্তর্যামী।
জগত পালক তিহোঁ জগতের স্বামী ॥ ১১২ ॥
যুগমন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম স্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার ॥ ১১৩ ॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন ॥ ১১৪ ॥
তবে অবতরি করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ ১১৫ ॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥ ১১৬ ॥
সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি ॥ ১১৭ ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥ ১১৮ ॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবীবিস্তার।
যার একফণে রহে সর্ষপ আকার ॥ ১১৯ ॥
সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীজীবঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৮৬ সংখ্যায় বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ

সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান ॥ ১২১ ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১২২ ॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১২৩ ॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষনাম ধরে ॥ ১২৪ ॥
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা ॥ ১২৫ ॥

অনুভাষ্য।

স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোহংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএব অনন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। য এব শেষাখ্যঃ সহস্র-বদনোপি ভবতি। একাংশেন শেষাখ্যেন। স্কান্দীয় অযোধ্যামাহাত্ম্যে। ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ। বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনং। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোহপি বিলসৎফণ ইত্যাদি। ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ। শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভারধরণক্ষমং। অতঃ শেষাখ্যং ধাম মামকমিত্যত্রাপি শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যংশ এবো-চ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা ॥ ১২০ ॥

এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দতত্ত্বসীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ১২৬ ॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সকল সম্ভবে তাঁতে যাঁতে অবতারী ॥ ১২৭ ॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানে ॥ ১২৮ ॥
কেহো বলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১২৯ ॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ ১৩০ ॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১৩১ ॥
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবতার ও অবতারীর ভেদ যে জানে না, সে যেরূপ পূর্ব্বে কৃষ্ণকে বামন ইত্যাদির তুল্য করিয়া মানিয়াছে, সেইরূপ নিত্যানন্দকেও, অভেদকারী, অনন্ত ইত্যাদি বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ ভক্তেরা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা নয়। সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বে সকলই সম্ভব ॥ ১২৮-১৩২ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্ব অবতার লীলা করি সবারে দেখাই ॥ ১৩৩ ॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ।
সেইভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস ॥ ১৩৪ ॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১৩৫ ॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তার পাদ সম্বাহন ॥ ১৩৬ ॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥ ১৩৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১১অ, ২১ শ্লোক)

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অতএব সর্ব্বোচ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বরাহ-নৃসিংহাদি অবতার লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন ॥ ১৩৩ ॥

প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় বৃষরূপ হইয়া শব্দ করিতে করিতে দুই ভাই যুদ্ধ করেন। কখন হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করতঃ তাহাদের শব্দ করেন ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া বর্ণনে এই শ্লোকদ্বয়।

(তত্রৈব ১৫অ, ১৩ শ্লোক)

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৩৯ ॥

(তত্রৈব ১৩অ, ৩৪ শ্লোক)

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কখন বা ক্রীড়াপরিশ্রমে রাখালদিগের ক্রোড়ে মাথা দিয়া, কৃষ্ণ স্বয়ং শয়ন করেন এবং বলদেবকে শয়ন করাইয়া তাঁহার পদ সম্বাহন করেন ॥ ১৩৯ ॥

এই মায়া কি দৈবী, মানুষী কি আসুরী? আমাকে বিমোহিত করিতে আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া ব্যতীত আর কোন প্রকার মায়া সমর্থ হয় না ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য।

বৃষায়মাণৌ বৃষবদাচরন্তৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ কৃষ্ণবলদেবৌ পরস্পরং যুযুধাতে। রুতৈঃ আনুকরণিকশব্দৈঃ জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ বালকৌ যথা তথা চেরতুঃ ॥ ১৩৮ ॥

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ গোপোৎসঙ্গং উপবর্হণং উপাধানং যস্য তং আর্য্যং অগ্রজং বলদেবং পাদসম্বাহনাদিভিঃ পাদসেবনাদিভিঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি ॥ ১৩৯ ॥

ব্রহ্মা গোবৎস অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অন্য এক প্রস্থ সকল

(তত্রৈব ৬৮অ, ২৬ শ্লোক)

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লোকপালসকল সমস্ততীর্থগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী, আমরা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজ চিরকাল ধারণ করি, তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য রাজসিংহাসনে কি মাহাত্ম্য? ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য।

গোবৎসাদি সৃষ্টি করিয়া যথারীতি লীলা করিতেছিলেন। বলদেব একদিন গাভিগণের চেষ্টা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন।

ইয়ং মায়া কা। কুতঃ বা আয়াতা। কিং দৈবী দেবসম্বন্ধিনী নারী নরসম্বন্ধিনী বা উত আসুরী অসুরসম্বন্ধিনী প্রায়ঃ মায়া মে মম ভর্তুঃ স্বামিনঃ ভগবতঃ এব অস্তু অন্যা মায়া ন যতঃ মে মম অপি বিমোহিনী ॥১৪০॥

কৌরবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলদেবকে তাহাদের পক্ষভুক্ত করিবার প্রয়াস দেখিলে বলদেব রুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বলিলেন।

যস্য কৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ পাদপদ্মরেণুঃ অখিললোকপালৈঃ নিখিলাধীশ্বরৈঃ মৌল্যুত্তমৈঃ শিরোভূষণযুক্তৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ ধৃতং ধারয়িত্বা মনসি কৃতং উপাসিততীর্থতীর্থং উপাসিতানি তীর্থানি যৈঃ যোগিভিঃ তেষাং অপি

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১৪২ ॥
এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১৪৩ ॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু সম আর্য্য ॥ ১৪৪ ॥
সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌর রায় ॥ ১৪৫ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১৪৬ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে তিহোঁত কিঙ্কর ॥ ১৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

তীর্থং যস্য কলায়াঃ কলা বিকলা ব্রহ্মা ভবঃ শিবঃ অহং বলদেবঃ শ্রীঃ লক্ষ্মী চ অপি চিরং চিরকালং ব্যাপ্য উদ্বহেম শিরসি উদ্বোঢ়ুং প্রার্থয়ামঃ অস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য নৃপাসনং ক কুত্র ॥ ১৪১ ॥

শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যকে গুরুবর্গের অন্যতম ভাবিয়া সম্মান করিলেও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আপনাকে শ্রীচৈতন্যের দাস মনে করিতেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর পিতার সম সাময়িকও বন্ধু। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈতপ্রভু। শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরু গ্রহণ করায় গুরুর সতীর্থ ও গৌরবের পাত্র ॥ ১৪৭ ॥

আচার্য্য গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারিয়া যেহোঁ তারিল ভুবন ॥ ১৪৮ ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১৪৯ ॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১৫০ ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৫১ ॥
কৃষ্ণাবতারের জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৫২ ॥
রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ।
অবতার কালে দোহেঁ দোহাঁতে প্রবেশ ॥ ১৫৩ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৫৪ ॥

অনুভাষ্য।

দশনামী দণ্ডীদলে ব্রহ্মচারীর উপাধি স্বরূপ, আনন্দ, প্রকাশ ও চৈতন্য এই চারি প্রকার। নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর নিকট ছিলেন তাঁহার তীর্থ বা আশ্রম উপাধি থাকায় ব্রহ্মচারী নাম নিত্যানন্দ স্বরূপ হইয়াছিল ॥ ১৪৯ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অ, ৪৫ শ্লোক)

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৫৬ ॥
নিত্যানন্দ মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৫৭ ॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥ ১৫৮ ॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কলাবিভাগে রামাদিমূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ কলানিয়মেন অংশাংশভাবাদিনা রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্নৈমিত্তিকাবতারমূর্ত্তিঃ প্রকটয়ন্ নানাবতারমকরোৎ কিন্তু স্বয়ং সমভবৎ তং গোবিন্দং আদিপুরুষং অহং ভজামি ॥ ১৫৫ ॥

উল্লাস উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৬০ ॥
অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম ॥ ১৬১ ॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেহোঁ পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৬২ ॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥ ১৬৩ ॥
নমস্কার করিতে কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহাকে চাপড়ে ॥ ১৬৪ ॥
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৬৫ ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উল্লাস উপরি,—অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া আমি তোমার প্রসন্নতার আখ্যান লিখিতেছি ॥ ১৬০ ॥

অবধূত গোসাঞি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। প্রেমধাম—প্রেমের আধার ॥১৬১॥

যাঁহার নয়ন দেখিলে মন হইতে নিজনয়নে অশ্রু আইসে, সেই মীনকেতনরামদাসের নেত্রে অবিশ্রান্ত অশ্রুধার বহিতে থাকে ॥ ১৬৫ ॥

নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার ।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ১৬৭ ॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য ।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিহোঁ করে সেবা কার্য্য ॥ ১৬৮ ॥
অঙ্গনে বসিয়া তিহোঁ না কৈল সম্ভাষ ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥১৬৯ ॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ ।
বলদেবে দেখি যেনা কৈল প্রত্যুদ্গম ॥ ১৭০ ॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥১৭১ ॥
উৎসবান্তে গেলা তিহোঁ করিয়া প্রসাদ ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥১৭২ ॥
চৈতন্য প্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস আভাস ॥১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কদম্ব—সমূহ । জাড্য—স্তম্ভ ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীমূর্ত্তিসেবক গুণার্ণবমিশ্র অঙ্গনে বসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের দাসকে সম্ভাষণ না করায় মীনকেতনরামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে এই মিশ্র দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূত। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে বলদেবকে দেখিয়া রোমহর্ষণ সূত ব্যাস-গাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভাষণ করেন নাই, গুণার্ণবমিশ্রও সেইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন ॥ ১৭০ ॥

ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥১৭৪ ॥
দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥১৭৫ ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটিন্যায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৭৬ ॥
কিম্বা দোঁহা না মানিঞা হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড ॥১৭৭ ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ১৭৮ ॥
এইত কহিল তাঁর সেবক প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উক্তব্যবহার দেখিয়া আমার ভ্রাতা মীনকেতনের সহিত কিছু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার শ্রীচৈতন্য প্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিলনা ॥ ১৭২।১৭৩ ॥

অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়—অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়। অর্থাৎ কুক্কুটের অর্দ্ধাংশ বৃদ্ধ অর্দ্ধাংশ যুবা একথা প্রমাণে নিতান্ত অগ্রাহ্য। সেইরূপ অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক এক অখণ্ড-ঈশ্বর চৈতন্য নিত্যানন্দের মধ্যে একটাকে মানিতেছ ও একটাকে মানিতেছ না, ইহাই তোমার ভণ্ডতা ॥ ১৭৬ ॥

ভাইকে ভৎর্সিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥১৮০॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিল নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৮১ ॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৮২ ॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥ ১৮৩ ॥
শ্যাম চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর ॥ ১৮৪ ॥
সুবলিত হস্ত পদ কমল লোচন।
পট্ট বস্ত্র শিরে পট্ট বস্ত্র পরিধান ॥ ১৮৫ ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৮৬ ॥
চন্দন লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

কাটোয়ার দুইক্রোশ উত্তরে নৈহাটীগ্রামের নিকটে ঝামটপুর গ্রামে কবিরাজগোস্বামীর বাস ছিল। সেই স্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুবিগ্রহ আছেন॥ ১৮১ ॥

কোটিচন্দ্রজিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব বীজ সম দন্ত তাম্বূল চর্ব্বণ ॥ ১৮৮ ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥ ১৮৯ ॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৯০ ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপ বেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৯১॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল চামর ঢুলায় ॥ ১৯২ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥ ১৯৩ ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥ ১৯৪ ॥
আরে আর কৃষ্ণদাস না করত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥ ১৯৫ ॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হাতসান,—হস্তস্পর্শ ॥ ১৯৬ ॥

মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে ॥ ১৯৭ ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৯৮ ॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৯৯ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম ॥ ২০০ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয় ॥ ২০১ ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয় ॥ ২০২ ॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ ২০৩ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তিরসপ্রান্ত, ভক্তিরসের নৈকট্য মাত্র ॥ ২০৩ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলা

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ২০৫ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥ ২০৬ ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥ ২০৭ ॥

অনুভাষ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিলেন "ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্র আচার নির্ণয়। তোমাদ্বারা (মহাপ্রভু) করাইবেন বুঝিল আশয়॥" ঐ পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে। ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥ সিদ্ধান্ত-সার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পণী। কৃষ্ণলীলা রসপ্রেম যাহা হৈতে জানি॥ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার॥" শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী পাদ সনাতনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়দ্ মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥" শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (অন্ত্য ৪র্থ) লিখিয়াছেন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব—এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস। ইহাঁ সবার চরণ বন্দো যার মুঞি দাস। শ্রীরঘুনাথদাস ও শ্রীসনাতন প্রভুকে সিদ্ধান্তাচার্য্য জানিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসাচার্য্য। (অন্ত্য ৪র্থ) রূপগোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধু সার। কৃষ্ণভক্তিরসের যাহা পাইয়ে বিস্তার। উজ্জ্বলনীল-মণি নাম গ্রন্থ আর। রাধাকৃষ্ণ লীলারস তাহা পাইয়ে পার॥ ২০৩॥

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ২০৮ ॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার ॥ ২০৯ ॥
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥ ২১০ ॥
শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥ ২১১ ॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২১২ ॥
শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাস বিলাস।
মন্মথ মন্মথ রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ২১৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩২অ, ২ শ্লোক)

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২১৪ ॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ২১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীরাসলীলায় গোপীদিগের বিচ্ছেদ বিলাপের পর সহসা পীতাম্বর বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদনমোহন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ২১৪ ॥

নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধামদনমোহনে প্রভু করি দিল॥ ২১৬ ॥
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন ॥ ২১৭ ॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ ২১৮ ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎমোহন ॥ ২১৯ ॥
বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিকলীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ২২০ ॥
যাঁর ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ২২১ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী গোপীগণ অধীরা হইয়া রোদন করিতে থাকিলে গোপবধূগণের সমক্ষে শ্রীগোবিন্দদেব আবির্ভূত হইলেন।

তাসাং দুঃখপরিখিন্নানাং গোপীনাং মধ্যে স্ময়মানমুখাম্বুজঃ স্ময়মানং মুখাম্বুজং যস্য সঃ পীতাম্বরধরঃ পীতবসনধারী স্রগ্বী মাল্যবান্ সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ কামদেব-মোহনমূর্ত্তিঃ শৌরিঃ কৃষ্ণঃ আবিরভূৎ ॥ ২১৪ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা নিজলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের অধিবাসীগণ সহ যে অভিধেয়বিগ্রহ গোবিন্দমূর্ত্তির ধ্যান করেন, চতুর্দ্দশভুবনবাসীর ধ্যেয় অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা সেই গোবিন্দ অর্চ্চিত হন ॥ ২২১ ॥

চৌদ্দ ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥ ২২২ ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপ গোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥ ২২৩ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ৮৭ শ্লোক)

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিসলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখে, যদি বান্ধব-সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে তবে কেশী-ঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষ-বিশিষ্ট অধরপঙ্কজে বিরাজিত বংশী কিশলয় ও ময়ূরপুচ্ছদ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে ॥ ২২৪ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখে, যদি তব বন্ধুসঙ্গে পুত্রকলত্রাদিবিষয়িনাং সঙ্গে রঙ্গঃ কৌতূহলং অস্তি বিদ্যতে তদা ইতঃ অস্মিন্ কেশীতীর্থোপকণ্ঠে যামুনতটস্থ-কেশীতীর্থে স্মেরাং স্মিতান্বিতাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং গ্রীবাকটিজানুষু ভঙ্গি-ত্রয়েণ যুক্তাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং তির্য্যক্প্রশস্তাবলোকনাং বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়াং বংশ্যাং বেণৌ ন্যস্তং দত্তং অধর এব কিশলয়ঃ নবপল্লবঃ যয়া

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥ ২২৫ ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥ ২২৬ ॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।

অনুভাষ্য।

তাং চন্দ্রকেণ ময়ূরপিচ্ছেন উজ্জ্বলাং পরমশোভাময়ীং গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং নন্দসূনুমূর্ত্তিং মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ ন অবলোকয়। ইতি নিষেধব্যাজেন পরমসৌন্দর্য্যাধারবিগ্রহং অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যমভিপ্রেতং। তন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে তস্মাদেনামেব পশ্যেতাভিপ্রায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

ভক্তিসন্দর্ভ (২৮৬ সংখ্যা) পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফুর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দর্শন করেন। ভগবানের সহিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ভেদ জ্ঞান হইলে ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। ভক্তি বিচ্যুত হইলে জীব অভক্ত হইয়া অপরাধ বিশিষ্ট হন। অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ × × যস্য বা নারকী সঃ এই পদ্মপুরাণোক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়মতে জীবের নারকী সংজ্ঞালাভ হয়। নির্ব্বিশেষ বাদীগণ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রেমচক্ষে দর্শনে বঞ্চিত হইয়া প্রাকৃত দৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব বিচারে তাঁহারা অপরাধী মায়াবাদী বলিয়া কথিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে যস্যাত্মবুদ্ধিশ্লোকে ভৌমইজ্যধী প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট ব্যক্তির অনভিজ্ঞতা বশত সেবাধিকার ঘটে না ॥ ২২৫।২২৬ ॥

তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২৭ ॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম পরায়ণ পরম মঙ্গল ॥ ২২৮ ॥
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২২৯ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবই পরমমঙ্গলময়, কৃষ্ণনামপরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্ত্যাশ্রিত। তাঁহাদের প্রাণধন শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণ নিত্য-সেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না। অধুনা প্রাচীন ভক্তগণের ভজন প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নবীন পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারী রাধাকৃষ্ণ হউন্ বা না হউন্ তাঁহার গৌরনামই আমাদের ভাল লাগে। রাধাকৃষ্ণ নাম তাদৃশ রুচিপ্রদ নহে। কাল্পনিক নদীয়া নাগরী ভাবে মধুর রসে শ্রীগৌরউপাসনাই শ্রীগৌরভক্তি। নাগরীভাবে গৌর উপাসনা না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অবতারের সার্থকতা কি? এরূপ কুমত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত না হইলেও কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এরূপ উৎকট ভাবাবলী প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তমণ্ডলী দুঃখিত হন। দুষ্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা আর একটু বড়ও বুদ্ধি করেন। ভবিষ্যৎকালে কল্পনাবলে হরিবিমুখ দাম্ভিকগণ আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয় পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীগৌরবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া রাধাকৃষ্ণ ভক্তি ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের কুবাসনা গর্ভজাত নিজ-

সে বৈষ্ণবের পদরেণু তাঁর পদছায়া।
অধমেরে দিল প্রভু নিত্যানন্দ-দয়া ॥ ২৩০ ॥
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২৩১ ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥ ২৩২ ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২৩৩ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার।
সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণং নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আয়,—আসিয়া ॥ ২৩২ ॥

অনুভাষ্য।

কল্পিত গৌরকে দুর্ভাগাজীবের বঞ্চনের জন্য বহুমানন করিবে একথা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অনুধাবন করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিতজনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের শ্রীচরণযুগল ॥ ২২৮। ২২৯ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——ঃ*ঃ——

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতং।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ কথাসার।

শ্রীমদদ্বৈতআচার্য্য প্রভুর স্বরূপ ও মহিমা দুইশ্লোক বিচার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। মায়ার দুইটীবৃত্তি, নিমিত্ত ও উপাদান। প্রকৃতিতে লক্ষিত মিমিত্তকারণরূপ পুরুষাবতারের নাম মহাবিষ্ণু। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়স্বরূপই অদ্বৈত। সেই অদ্বৈত জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কার্য্যে কর্ত্তাবিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার করতঃ জগতে ভক্তিশিক্ষা দিয়াছেন। তিনি চৈতন্যের দাস একথা বলিতে তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয়। যে হেতু অন্তর্ভূত দাস্যভাব ব্যতীত কোনরসেই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না।

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন সেই অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যস্য অদ্বৈতপ্রভোঃ প্রসাদাৎ অনুকম্পয়া অজ্ঞঃ অপি তৎস্বরূপং বস্তুতত্ত্বং নিরূপয়েৎ নিরূপয়িতুং শক্নুয়াৎ তং অদ্ভুতচেষ্টিতং অদ্ভুতানি চেষ্টিতানি যস্য তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥ ৩ ॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

অদ্বৈতআচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগতকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা। ঈশ্বরঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত। ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে আচার্য্য বলে। সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৪।৫ ॥

অনুভাষ্য।

জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুঃ যঃ নিমিত্তকারণাশ্রয়ঃ মায়য়া অদঃ বিশ্বং সৃজতি তস্য অবতারঃ এব অয়ং ঈশ্বরঃ উপাদানকারণাশ্রয়ঃ অদ্বৈতাচার্য্যঃ ॥ ২

হরিণা বিষ্ণুতত্ত্বেন অদ্বৈতাৎ ভেদরহিতাৎ হেতোঃ অদ্বৈতং ভক্তিশংসনাৎ ভজনোপদেষ্টৃত্বাৎ হেতোঃ আচার্য্যং ভক্তাবতারং ঈশং তং অদ্বৈতাচার্য্যং আশ্রয়ে প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৭ ॥
যে পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৮ ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৯ ॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ১০ ॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥ ১১ ॥
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম ॥ ১২ ॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাবিষ্ণু মায়ার দুইবৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মায়া উপাদান-অংশে প্রধান ও নিমিত্তাংশে মায়া। মহাবিষ্ণু এক স্বরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া জগতের নিমিত্তকারক, তাহাই বিষ্ণুরূপ। দ্বিতীয়স্বরূপে প্রধানস্থ হইয়া রুদ্ররূপে অদ্বৈত। অতএব পুরুষ হইতে অদ্বৈতের কিছু ভেদ নাই। কেবল শরীরভেদ ॥ ১০ ॥

মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥ ১৪ ॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞা ॥ ১৫ ॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।
অদ্বৈত রূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥ ১৬ ॥
নিমিত্তাংশে করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥ ১৭ ॥
যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন ॥ ১৮ ॥
নিজসৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়েত নির্ম্মাণে ॥ ১৯ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥ ২০ ॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যেরূপ প্রকৃতিতে নিমিত্ত উপাদান দুইভাগ তদ্রূপ পুরুষ মহাবিষ্ণুরূপে নিমিত্ত এবং অদ্বৈতরূপে উপাদান এই দুইমূর্ত্তি হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন ॥ ১৫ ॥

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥২২॥

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয় ॥ ২৩ ॥
অংশ না কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২৪ ॥
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ তেঞি অদ্বৈত পূর্ণনাম ॥ ২৫ ॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তিপ্রবর্ত্তন ॥ ২৬ ॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৭ ॥
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ২৮ ॥
বৈষ্ণবের গুরু তিহোঁ জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ২৯ ॥
কমলনয়নের তিহোঁ যাতে অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংস ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আদি ২য় ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ৩১ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্বনাম গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥ ৩২ ॥
যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ ৩৩ ॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ ৩৪ ॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩৫ ॥
আচার্য্যগোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৬ ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্তমুখনেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম ॥ ৩৭ ॥
এসব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৮ ॥
মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য এইজ্ঞানে।
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অদ্বৈতপ্রভু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং তাঁহার গুরুভাই ঈশ্বরপুরী,

লৌকিক লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভুর গুরু। এই সম্বন্ধে আচার্য্যগোসাঞিকে মহাপ্রভু গুরুজ্ঞান করেন। বস্তুত শ্রীচৈতন্যগোসাঁই সর্ব্বেশ্বর এবং অদ্বৈতআচার্য্যপ্রভু তাঁহার দাস। এসম্বন্ধে অদ্বৈতপ্রভু আপনাকে দাস অভিমান করিতেন ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈতপ্রভু। শ্রীমাধ্ব পরম্পরায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখা শ্রীগৌরগণোদ্দেশগ্রন্থে, প্রমেয়রত্নাবলীতে ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও তদুল্লেখ দেখা যায়। শ্রী-গৌরগণোদ্দেশে শ্রীমাধ্ব শাখা এরূপ বর্ণিত আছে। পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাং। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধঃ কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য-মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনি-স্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণু-সংহিতাং। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী

চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য।

যতিঃ। কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ। অদ্বৈতং কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে। ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥

শ্রীমাধ্বতত্ত্ববাদসম্প্রদায়াচার্য্যগণ উড়ুপীগ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠকে উত্তরাঢ়ী মঠ বলেন। তথাকার গুরুপরম্পরা যথা। ১। হংস পরমাত্মা ২। চতুর্ম্মুখব্রহ্মা ৩। সনকাদি ৪। দুর্ব্বাসা ৫। জ্ঞাননিধি ৬। গরুড়বাহন ৭। কৈবল্যতীর্থ ৮। জ্ঞানেশতীর্থ ৯। পরতীর্থ ১০। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ ১১। প্রাজ্ঞতীর্থ ১২। অচ্যুতপ্রেক্ষ্যাচার্য্য তীর্থ ১৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য ১০৪০ শক। ১৪। পদ্মনাভতীর্থ ১১২০ শক, নরহরিতীর্থ ১১২৭ শক, মাধবতীর্থ ১১৩৬ শক ও অক্ষোভ্যতীর্থ ১১৫৯ শক। ১৫। জয়তীর্থ ১১৬৭ শক। ১৬। বিদ্যাধিরাজতীর্থ ১১৯০ শক। ১৭। কবীন্দ্রতীর্থ ১২৫৫ শক। ১৮। বাগীশতীর্থ ১২৬১ শক। ১৯। রামচন্দ্রতীর্থ ১২৬৯ শক। ২০। বিদ্যানিধিতীর্থ ১২৯৮ শক। ২১। শ্রীরঘুনাথতীর্থ ১৩৬৬ শক। ২২। রঘুবর্য্যতীর্থ ১৪২৪ শক। ২৩। রঘূত্তম তীর্থ ১৪৭১ শক। ২৪। বেদব্যাসতীর্থ ১৫১৭ শক। ২৫। বিদ্যাধীশতীর্থ ১৫৪১ শক। ২৬। বেদনিধি তীর্থ ১৫৫৩ শক। ২৭। সত্যব্রততীর্থ ১৫৫৭ শক। ২৮। সত্যনিধি তীর্থ ১৫৬০ শক। ২৯। সত্যনাথ তীর্থ ১৫৮২ শক। ৩০। সত্যাভিনবতীর্থ ১৫৯৫ শক। ৩১। সত্যপূর্ণ ১৬২৮ শক। ৩২। সত্যবিজয় ১৬৪৮ শক। ৩৩। সত্যপ্রিয় ১৬৫৯ শক। ৩৪। সত্যবোধ ১৬৬৬ শক। ৩৫। সত্যসন্ধ ১৭০৫ শক।

সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥ ৪৩ ॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪৪ ॥
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

৩৬। সত্যবর ১৭১৬ শক। ৩৭। সত্যধর্ম্ম ১৭১৯ শক। ৩৮। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২ শক। ৩৯। সত্যসন্তুষ্ট ১৭৬৩ শক। ৪০। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩ শক। ৪১। সত্যকাম ১৭৮৫ শক। ৪২। সত্যেষ্টতীর্থ ১৭৯৩ শক। ৪৩। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪ শক। ৪৪। সত্যবীর ১৮০১ শক। ৪৫। সত্যধীর তীর্থ ১৮০৮ শক।

১৬। বিদ্যাধিরাজের অপরশিষ্য ১৭। রাজেন্দ্রতীর্থ ১২৫৪ শক। তৎশিষ্য ১৮। বিজয়ধ্বজ তীর্থ। ১৯। পুরুষোত্তম তীর্থ ২০। সুব্রহ্মণ্য তীর্থ ২১। ব্যাসরায় ১৪৭০-১৫২০ শক। এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত আরও ১৯ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

১৯। রামচন্দ্র তীর্থের অপর শিষ্য বিবুধেন্দ্র ১২১৮ শক তৎশিষ্য ২০। জিতামিত্র ১৩৪৮ শক ২১। রঘুনন্দন ২২। সুরেন্দ্র ২৩। বিজয়েন্দ্র ২৪। সুধীন্দ্র ২৫। রাঘবেন্দ্রতীর্থ ১৫৪৫ শক। এই পরমঠে অদ্যাবধি আরোও ১৪ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়াছেন। মঞ্জুষোদ্ধৃত।) ॥ ৩৯ ॥

দাস্য ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদাদি শুক সনাতন ॥৪৬ ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইল পাগল ॥ ৪৭ ॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ ৪৮ ॥
এসব পণ্ডিতলোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৯ ॥
এই মত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস ॥ ৫০ ॥
চৈতন্য গোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান ॥ ৫১ ॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রহ্মসুখ, আমি ব্রহ্ম এই অভেদ বুদ্ধিতে যে সুখ ॥ ৪৬ ॥

আগল, অগ্রগণ্য ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণের গুরুজন, কৃষ্ণের সম এবং কৃষ্ণের স্নেহের পাত্র ত্রিবিধ ব্যক্তিই তৎ প্রেমবিশিষ্ট হইলে কৃষ্ণদাস্যই করিয়া থাকেন। ইহাই প্রেমের অদ্ভুত বিক্রম ॥ ৫২ ॥

ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥ ৫৪ ॥
শুদ্ধবাৎসল্য ঈশ্বরজ্ঞান নাহি তাঁর।
তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার ॥ ৫৫ ॥
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৬ ॥
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তিহোঁ ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৭ ॥
তথাপি তাহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥ ৫৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৪৭অ, ৬০ শ্লোক)

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে উদ্ধব! যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে লয়, তথাপি সেই কৃষ্ণে আমার মনোবৃত্তি স্থিত হউক ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ অনুরাগভরে বলিতেছেন।

নঃ অস্মাকং মনসঃ বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ। বাচঃ তু নাম্নাং

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬০ ॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন কেবল সখ্যময় ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নন্দ কহিলেন, হে উদ্ধব, আমাদের সমস্তমানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজকে আশ্রয় করুক্। আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক্ এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বর ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি-শুভানুষ্ঠান কর্ত্তৃক পরমপুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক ॥ ৫৯-৬০ ॥

সখ্য দুইপ্রকার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল অথবা অমিশ্র সখ্য। শ্রীদামাদি ব্রজসখাদিগের কেবলসখ্য তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানেন না ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য।

তন্নাম্নাং অভিধায়িনী কীর্ত্তনপরা ভবন্তু কায়ঃ দেহঃ তৎপ্রহ্বণাদিষু তস্য কৃষ্ণস্য নমস্কারাদিষু অস্তু ॥ ৫৯ ॥

কর্ম্মভিঃ পাপপুণ্যাদিভিঃ ফলান্বিতৈঃ ঈশ্বরেচ্ছয়া যত্র ক্বাপি ভ্রাম্যমাণানাং চতুরশীতিযোনিষু জায়মানানাং নঃ অস্মাকং মঙ্গলাচরিতৈঃ দানৈঃ তজ্জা তঃ শুভকর্ম্মভিঃ ঈশ্বরে ভগবতি কৃষ্ণে রতিঃ অনুরাগঃ অস্তু ॥৬০॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১৫অ, ১৫ শ্লোক)

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলী করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৬৪ ॥
যা সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান ॥ ৬৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩১অ, ৬ শ্লোক)

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃস্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিশুদ্ধ সখ্যভাবে পল্লবরচিত ব্যজন দ্বারা বায়ুবীজন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

হে ব্রজদুঃখনাশক, হে যোষিদ্গণের মধ্যে পরমনায়ক, হে নিজজন-সন্দেহ দূরকারী মন্দহাস্যময়, হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

হতপাপ্মানঃ বিগতকল্মষাঃ কেচিৎ গোপবালকাঃ মহাত্মানঃ কৃষ্ণস্য তস্য পাদসম্বাহনং চক্রুঃ অপরে গোপাঃ ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ সম্যক্ অবীজয়ন্ ॥ ৬৩ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ কৃষ্ণানুরাগিজনবিরহক্লেশবিনাশন বীর উদারবিগ্রহ

(তত্রৈব ৪৭অ, ২০ শ্লোক)

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরা নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুগন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন? ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত নিজজনানাং রসবিগ্রহাণাং স্ময়ঃ গর্ব্বং তং ধ্বংসয়তি ইতি তথাভূতং স্মিতহাস্যং যস্য তথাভূত সখে স্ম নিশ্চিতং ভবৎ কিঙ্করীঃ নঃ অস্মান্ ভজ অনুবর্ত্তস্ব চারু মনোহরং জলরুহাননং মুখপদ্মং যোষিতাং গোপীনামস্মাকং দর্শয় ॥ ৬৬ ॥

উদ্ধবাগমনে ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতীর চিত্রজল্পোক্তি।

হে সৌম্য অপি বত আর্য্যপুত্রঃ আর্য্যস্য ব্রজেন্দ্রস্য নন্দস্য পুত্রঃ নন্দনঃ অধুনা কিং মধুপুর্য্যাং মথুরায়াং আস্তে সুখং নিবসতি। সঃ পিতৃগেহান্ পিতৃভ্যাং নন্দযশোদাভ্যাং গেহৈশ্চ সহিতান্ বন্ধূন্ পর্জ্জন্যবরীয়স্যুপ-নন্দাভিনন্দ-সন্নন্দ-নন্দন-রোহিণীসানন্দানন্দিনী-কণ্ডবদণ্ডবাদীন্ গোপান্ সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ববসন্ত-শ্রীদাম-সুদামোজ্জ্বল-কোকিল-সনন্দন-বিদগ্ধাদীন্ চ

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা ॥ ৬৮ ॥
তিহোঁ যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৩০অ, ৩১ শ্লোক)

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হে মহাবাহো! আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর? ॥ ৭০ ॥

অনুভাষ্য।

কিং স্মরতি। ক্বচিৎ কদাচিৎ অপি কিঙ্করীণাং ললিতাবিশাখা-চিত্রা-চম্পকলতা-তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখারঙ্গদেবী-সুদেবী-কলাবতী-শুভাঙ্গদা-হিরণ্যাঙ্গী-রত্নলেখা--শিখাবতী-কন্দর্পমঞ্জরী-ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী-পুণ্ডরীকা--সিতাখণ্ডী চারুচণ্ডী--সদণ্ডিকা--কুণ্ঠিতা-কলকণ্ঠী-বামচি--মেচকা--হরিদ্রাভা-হরিচ্চেলা-বিতণ্ডিকা-লীলাবতী-সাধিকা-চন্দ্রিকা-মাধবী-বিজয়া-নন্দা-গৌরী--সুধামুখী বৃন্দা-কৌমুদী-রত্নভবা-রত্নপ্রভাদিদাসীনাং নঃ অস্মাকং শ্রীমতীবৃষভানু-কুমারীণাং গান্ধর্ব্বিকানাং কথাং সঃ গৃণীতে কিং স্বমুখেনোচ্চারয়তি কদা নু অগুরুসুগন্ধং অগুরুঃ সকাশাদপি সুষ্ঠুগন্ধং যস্য তাদৃশঃ ভুজং স্বভুজং মূর্দ্ধ্নি অধাস্যৎ নিধাস্যতি ॥ ৬৭ ॥

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম ক্বাসি ত্বং ক্বাসি হে সখে কৃপণায়াঃ

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৭১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৮৩অ, ১১ শ্লোক)

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥৭২॥

(তত্রৈব ৮৩অ, ৩৪ শ্লোক)

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপা পূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইহাঁর গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী ॥ ৭২ ॥

আমরা কত কত তপস্যা দ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

তববিরহকাতরায়াঃ দীনায়াঃ তে তব দাস্যাঃ মে মম সন্নিধিং নিজসন্নিধানং দর্শয় অবলোকয় ॥ ৭০ ॥

দ্রৌপদীর প্রতি কালিন্দীর বাক্য।

স্বপাদস্পর্শনাশয়া স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদস্পর্শনস্য আশয়ঃ যস্যাঃ সা তপশ্চরন্তীং সা মাং আজ্ঞায় জ্ঞাত্বা সঃ কৃষ্ণঃ সখ্যা অর্জ্জুনেন সহ উপেত্য সমীপমাগত্য পাণিং অগ্রহীৎ সা অহং তৎ তস্য গৃহমার্জ্জনী দাসী ॥ ৭২ ॥

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময় ॥ ৭৪ ॥
তিহোঁ আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥ ৭৫ ॥
সহস্র বদনে যেহোঁ শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৭৬ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্ব দেব অবতংশ ॥ ৭৭ ॥
তিহোঁ করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥ ৭৮ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দশদেহ,—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন, এই দশদেহ ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

দ্রৌপদীর প্রতি লক্ষ্মণা বাক্য।

ইমাঃ বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা সর্ব্বেষু সুখবিত্তপুত্রাদিষু সমোক্ষচতুর্ব্বর্গাদিষু বা সঙ্গঃ তস্য নিবৃত্ত্যা উপেক্ষয়া তপসা দাসীবৃত্ত্যা আত্মারামস্য তস্য কৃষ্ণস্য অদ্ধা সাক্ষাৎ গৃহদাসিকাঃ বভূবিম ॥ ৭৩ ॥

পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কেনে লয়।
কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে দাস্য ভাব সে করয় ॥ ৮০ ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥ ৮১ ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৮২ ॥
কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৮৩ ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥ ৮৪ ॥
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলাচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥ ৮৫ ॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৮৬ ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৮৭ ॥
তাঁর অবতার আন শ্রীযুত লক্ষ্মণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে কোন, ভাব লউন না কেন, সকলভাবের অন্তর্গত দাস্যভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৮০ ॥

শ্রীরামের দাস্য তিহোঁ কৈল অনুক্ষণ ॥ ৮৮ ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৮৯ ॥
তাঁহার প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥ ৯০ ॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৯১ ॥
জল তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৯২ ॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৯৩ ॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৯৪ ॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার।
ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার ॥ ৯৫ ॥
অতএব অংশী কৃষ্ণ অংশ সব আর।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার ॥ ৯৬ ॥
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভু জ্ঞান।
কনিষ্ঠ ভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান ॥ ৯৭ ॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত পদ।

আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥ ৯৮ ॥

আত্মা হৈতে কৃষ্ণভক্ত বড় করি মানে।

ইহাতে বহুত শাস্ত্র বচন প্রমাণে ॥ ৯৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ১৪ অ,১৪ শ্লোকঃ)

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।

ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥ ১০১ ॥

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।

মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে উদ্ধব, ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয় ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণতে সমতাবুদ্ধি করিলে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না ॥ ১০১ ॥

অনুভাষ্য।

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য।

মে মমভক্তঃ ভবান্ উদ্ধবঃ যথা প্রিয়তমঃ আত্মযোনির্ব্রহ্মা তথা ন শঙ্করঃ তথা ন প্রিয়তমঃ সঙ্কর্ষণঃ ন চ তথা প্রিয়তমঃ শ্রীর্লক্ষ্মী তথা ন আত্মা শ্রীমূর্ত্তিরপি তথা ন এব প্রিয়তমা ॥ ১০০ ॥

সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তিতে অথবা বিষ্ণুতত্ত্বে কৃষ্ণসমতা হেতু কৃষ্ণদাস্য-মাধুর্য্য তাদৃশ আস্বাদন হয় না। ভক্তভাবে কৃষ্ণসহ সমত্ব না থাকায় চর্ব্বিতবস্তুর রসাস্বাদনের ন্যায় কৃষ্ণমধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥ ১০৩ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন ॥ ১০৪ ॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥ ১০৫ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥ ১০৬ ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ১০৭ ॥
নানা ভক্ত ভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥ ১০৮ ॥
অবতার গণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য।

সাধারণ লোকে মূঢ়তা বশতঃ প্রভুত্বলোভে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম। বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও শাস্ত্রে প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিই এই সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে পারেন ॥ ১০১।১০২ ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চ ভিন্ন রসাস্বাদন উদ্দেশে তত্তদ্ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভাবে পূর্ণ। ভিন্ন ভাবাশ্রিত ভক্তভাবগ্রহণ করিয়া সর্ব্বভাবপূর্ণ গৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য্য পান করেন ॥১০৭।১০৮॥

মূলভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতার তহিঁ অদ্বৈত গণন ॥ ১১০ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাহাঁর হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ১১১ ॥
সংকীর্ত্তনপ্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১১২ ॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১১৩ ॥
আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১১৪ ॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি এবড় অপরাধ ॥ ১১৫ ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১১৬ ॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত তত্ত্বনিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ১১৭ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব-
নিরূপণং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—‡*‡—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম প্রেম দান করায় প্রেমের মহাবন্যা উদয় হইল। মায়াবাদী, নিন্দুক প্রভৃতি কএক প্রকার কুতার্কিক সেই বন্যা হইতে পলাইয়া ছিলেন। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শুদ্ধভক্তি প্রচারপূর্ব্বক সেই সকল লোককে শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণকে উদ্ধার করিবার বাঞ্ছায় বারাণসীধামে ভক্তদিগের অনুনয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে একত্রে পাইয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। পরে তাঁহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদসিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন। ভগবদ্দর্শনরূপ সুকৃতিবলে তাহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়নপূর্ব্বক কৃপা দান করিলেন।

অকিঞ্চনের-গতিপরার্থহীনব্যক্তিরও মহদর্থসাধক শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণন করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ৪ ॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রথমপরিচ্ছেদে দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুভেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছি। "বন্দে গুরূনীশভক্তান্" শ্লোকোক্ত। এখন এই শ্লোকে গুরু তত্ত্ব বাদে আর পাঁচ তত্ত্বের বিচার করিতেছি ॥ ৩ ॥

অনুভাষ্য।

অগত্যেকগতিং অগতীনাং গত্যযোগ্যানাং একা অনন্যা গতিঃ শরণং তথাভূতং হীনার্থাধিকসাধকং হীনানাং উচ্চজন্মপুণ্যকর্ম্মরহিতানাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদয়ো বা তেষাং অধিকং যথা স্যাৎ তথা সাধকং শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য ভগবতঃ প্রেমভক্তিবদান্যতা লিখ্যতে ॥১॥

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্ব বস্তুতে কিছু ভেদ নাই পরন্তু রসাস্বাদোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্ব ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তশক্তি ও শুদ্ধভক্ত এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ ভেদ বিশিষ্ট। এই পঞ্চতত্ত্বের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ ও ভক্তাবতার স্বয়ং, প্রকাশ ও অংশরূপে বিষ্ণুপ্রভুতত্ত্ব। ভক্তশক্তি ও শুদ্ধভক্ত বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত

(শ্রীস্বরূপগোস্বামীকড়চায়াঃ শ্লোকঃ)

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥ ৬ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর ॥ ৭ ॥
রাসাদি বিলাসী ব্রজললনানাগর ।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কৃষ্ণভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতারস্বরূপ, ভক্তপ্রকাশস্বরূপ, ভক্তশক্তিস্বরূপ, এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য ।

অভিন্ন তদাশ্রিত শক্তিতত্ত্ব সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন । রসোপকরণসমূহ রসময়বিগ্রহে সমাশ্লিষ্ট তজ্জন্য পরস্পর বস্তুত্বে ভেদযোগ্য নহে । আরাধক বা আরাধ্য উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে, রসাস্বাদন লীলার অনস্তিত্ব ॥ ৫ ॥

ভক্তরূপস্বরূপকং ভক্তভাবময়ঃ শুদ্ধকলেবরঃ নিজাস্বাদকপরঃ শ্রীগৌরঃ ভ্রাতৃস্বরূপধৃক্ নিত্যানন্দশ্চ রূপং স্বরূপং যস্য সঃ তং ভক্তাবতারং অদ্বৈতং ভক্তাখ্যং শান্তদাস্যাদিরসাশ্রিতান্ শ্রীবাসাদীন্ ভক্তশক্তিকং শ্রীগদাধরদামোদররামানন্দাদীন্ পঞ্চতত্ত্বাত্মকং পঞ্চানাং তত্ত্বানাং আত্মা স্বরূপং যস্য তং কৃষ্ণং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং নমামি ॥ ৬ ॥

একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনাস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ১১ ॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১২ ॥
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই ॥ ১৩ ॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক করি জানি ॥ ১৫ ॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্বমধ্যে তাঁসবার গণন ॥ ১৬ ॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য।

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব শক্তি। তিনটী শক্তিমান্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ইহাঁরাই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলনী বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না

যাঁ সবা লইয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁহা সবা লইয়া প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥ ১৮ ॥
যাঁহা সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁহা সবা লৈয়া দান করে প্রেমধন ॥ ১৯ ॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহা মত্ত।
নাচে কান্দে হাঁসে গায় যৈছে মদমত্ত ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই প্রেমভাণ্ডার, তাহা জগতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ভাণ্ডারের দ্বারবদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত ছিল। শ্রীচৈতন্যাবতারে পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভগ্নকরতঃ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লুটপাটের সহিত প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন ॥ ২০।২১ ॥

অনুভাষ্য।

তাঁহারা শুদ্ধভক্ত। কেবল মধুর রসাশ্রিত ঐকান্তিকভক্তগণই অন্তরঙ্গ ভক্ত। মধুর রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। শুদ্ধভক্তবিশেষই অন্তরঙ্গ ভক্ত ॥ ১৬।১৭ ॥

শ্রীমহাপ্রভু, তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার পুরুষাবতারের অবতার এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শুদ্ধভক্ত সকলকে লইয়াই স্বয়ং প্রেম আস্বাদনরূপ নিত্য বিহার এবং কীর্ত্তন প্রচাররূপ জগতকে প্রেমদান করেন ॥ ১৮।১৯ ॥

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহাঁ পায় তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রীবৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায় ॥ ২৫ ॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥
জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসের বন্যা প্রবলবেগে সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া ফেলিল, তাহাতে বদ্ধজীবদিগের কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধন বীজ নাশ হইয়া গেল ॥২৬।২৭ ॥

অনুভাষ্য।

পঞ্চতত্ত্ব প্রচুর প্রেমবর্ষণে প্রেমজল বাড়াইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ভুবনত্রয়ের জড়ভোগ কামনাময় সমগ্রপ্রদেশকে আবরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-সংসার করিয়া প্রেম ব্যাপ্ত করিলেন ॥ ২৮ ॥

মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুইঁতে নারিল ॥ ৩০ ॥
তাহাঁ দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ৩১ ॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মায়াবাদী,—সমস্ত সদ্বিষয়ে যাঁহারা মায়া লইয়া বাদ উঠায়। ব্রহ্মকে মায়ার অতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার সকলের দেহকে মায়িক বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়ানির্ম্মিত, এরূপ বলে। সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না এরূপ সিদ্ধান্ত করে। মুক্তি হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়, এরূপ শিক্ষা দেয়।

কর্ম্মনিষ্ঠ,—কর্ম্মজড়, স্মার্ত্তগণ অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উক্তি করে।

কুতার্কিকগণ,—নিরীশ্বর তার্কিকগণ।

নিন্দক,—যাহারা ভক্তদিগকে ও ভক্তিতত্ত্বের নিন্দা করে।

পাষণ্ডী,—ভগবানের সহিত অন্যান্য দেবতার ব্যাখ্যানকারীগণ।

অধমপড়ুয়া,—যে সকল পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া নির্ণয় করে, এবং বিদ্যা যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় তাহা জানে না ॥ ২৯ ॥

তাসবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩৩ ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবত্তায়, ভগবদ্ধাম ভক্তিতে ও ভক্তে মায়া আছে এরূপ বিশ্বাসে ভ্রান্ত বক্তা মায়াবাদী, ঐ তত্ত্বত্রয়ে কর্ম্ম ও তৎফল আছে এরূপ বিশ্বাসে ভ্রান্ত কর্ম্মনিষ্ঠ, ঐ তত্ত্বত্রয়ে নিজ অজ্ঞান জন্য তর্কের স্থান আছে এরূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধি বিশিষ্ট কুতার্কিকগণ, ঐ তত্ত্বত্রয়ে নিন্দার যোগ্যতা আছে এরূপ ভ্রান্ত নিন্দক, ঐ তত্ত্বত্রয়ের সহিত অপর মায়িক বস্তুর সাম্য আছে এরূপ ভ্রান্ত পাষণ্ডী এবং ঐ তত্ত্বত্রয়ের সহিত অপর জড়-ভোগ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট-অনুশীলনীয় বিষয়ের তুল্যতা আছে এরূপ ভ্রান্ত অধম পাঠকগণ, প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমবন্যার জল তাহাদের কোনমতে স্পর্শ করিতে না পারে এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পলাইয়া গেল দেখিয়া, শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রেমবিমুখ চতুর্ব্বর্গাভিলাষী জড়প্রকৃতি মানবগণের পরম শ্রদ্ধেয় চতুর্থাশ্রমের ভূষণ স্বীকার করিতে অভিলাষ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মায়ামুগ্ধ বিষয়ীগণের বিশ্বাসে চতুর্থাশ্রমই উপাদেয় আদর্শ ইহাই বিচার করিলেন ॥ ৩৩ ॥

আশ্রমী চারি প্রকার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। প্রত্যেক আশ্রমের চারিটী করিয়া ভেদ আছে শ্রীভাগবত ৩স্ক ১২ অধ্যায় ২৬।২৭ শ্লোক। সাবিত্র্যং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহত্তথা। বার্ত্তাসঞ্চয়শালীন

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

শিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে। বৈখানসা বালিখিল্যৌড়ুম্বরাঃ ফেণপা বনে। ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য চারিপ্রকার। ১। সাবিত্র্য (উপনয়নাবধি গায়ত্রী অধ্যয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য) ২। প্রাজাপত্য (উপনয়নাবধি বর্ষব্যাপি ব্রতপালনপর ব্রহ্মচর্য্য) ৩। ব্রাহ্ম্য (উপনয়নাবধি বেদত্রয়গ্রহণকালব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য) ৪। বৃহৎ (উপনয়নাবধি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য)। প্রথম তিনটী উপকুর্ব্বাণ এবং শেষটী নৈষ্ঠিক নামে পরিচিত। গৃহস্থ চারিপ্রকার ১। বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি বৃত্তি) ২। সঞ্চয় (যাজনাদিবৃত্তি) ৩। শালীন (অযাচিতবৃত্তি) ৪। শিলোঞ্ছন (পতিত কণিকাশনবৃত্তি)। বানপ্রস্থ চারিপ্রকার ১। বৈখানস (অকৃষ্টপচ্যবৃত্তি) ২। বালিখিল্য (নবান্নপ্রাপ্তে পূর্ব্বান্ন ত্যাগবৃত্তি) ৩। ঔডুম্বর (শয্যোদয়ে যে দিক্ দেখিবেন তদ্দিগানীত দ্রব্যগ্রহণকুশল) ৪। ফেণপ (স্বতঃ পতিত ফলে জীবনধারণ)। সন্ন্যাসী চারিপ্রার। ১। কুটীচক (স্বাশ্রমধর্ম্মপ্রধান) ২। বহূদক (কর্ম্মত্যক্ত জ্ঞানাভ্যাসপ্রধান) ৩। হংস (জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ) ৪। নিষ্ক্রিয় (পরমহংস ; প্রাপ্ততত্ত্ব)। সন্ন্যাস দ্বিবিধ ধীর ও নরোত্তম। গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ। অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ। যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা

অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে॥ ৩৭ ॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥ ৩৮ ॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী॥ ৩৯ ॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদীগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে॥ ৪০ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত শ্রবণ করে সংকীর্ত্তন॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু সন্ন্যাস করিবামাত্রই কুতার্কিক, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক, পাষণ্ডী ও অধম পড়ুয়াগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদাশ্রয় করিলেন এবং অনেক ম্লেচ্ছগণও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। কেবল বারাণসীধামের মায়াবাদীগণ প্রেমবন্যা হইতে পলাইয়া রহিল॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ শ্রীমহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দার মাঘমাসের শুক্লপক্ষে শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ের কাটোয়াস্থিত শ্রীকেশবভারতী দণ্ডীস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহাঁরা দক্ষিণদেশীয় শৃঙ্গেরী মঠাধীন॥ ৩৪ ॥

সন্ন্যাসীগণ তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ গান, নর্ত্তন ও বাদন কার্য্য পরিত্যাগ

মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪৩ ॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥
কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈদ্য চন্দ্রশেখর শূদ্রবর্ণ। শূদ্রবর্ণের ঘরে সন্ন্যাসীদিগের রাত্রিযাপন উচিত নয়। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার বাটীতে রহিলেন, কারণ তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; তাঁহার কৃপার নিকট ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই সমান। তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন স্বীকার করেন। কোনস্থলেই অন্য সন্ন্যাসীদের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না ॥৪৫॥

অনুভাষ্য।

করিবেন এবং সর্ব্বদা বেদান্তানুশীলন করিবেন এই স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধির অনুকূলে, শ্রীমহাপ্রভুকে শাঙ্কর মায়াবাদ শ্রবণ না করিতে দেখিয়া পক্ষান্তরে কৃষ্ণগানাদিমত্ত হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া, সন্ন্যাসধর্ম্মে অনভিজ্ঞ মনে করিয়াছিলেন। শঙ্কর কথিত বেদান্ত বাক্যেষু সদারমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ লক্ষণ না দেখিয়া সন্ন্যাসীগণ ও মায়াবাদী গৃহব্রতগণ মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে শ্রীচন্দ্রশেখরকে শৌক্র বৈদ্য বলিয়া উল্লিখিত

তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥
সনাতন গোসাঞি আসি তাহাঁই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুমাস রহিলা ॥ ৪৭ ॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
শ্রীভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম ॥ ৪৮ ॥
ইথি মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন।
দুঃখী হঞা প্রভু পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্যাসীর গণ।

অনুভাষ্য।

আছে। তৎকালে শৌক্র বৈদ্যগণ ও শৌক্র ব্রাহ্মণেতর সকলবর্ণই শূদ্রসংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। পরে বর্ত্তমান শতাব্দীতে ব্রাত্যসংস্কার আশ্রয় করিয়া কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যগণ বৈশ্য সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবংশ সমূহে বৈষ্ণব বিশ্বাসানুগমনে ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশে, ঠাকুর কৃষ্ণদাস ও নবনীহোড়ের বংশে এবং শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেবের বংশে ব্রাহ্মণোর আদর্শ উপনয়ন সংস্কার আজ তিন চারিশত বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাঁরা বিপ্রাদি সকল বর্ণের দীক্ষাগুরুর কার্য্য ও শালগ্রামাদির অর্চ্চন করিয়া আসিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥ ৫১ ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥
না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠি ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥ ৫৫ ॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কার ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৭ ॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্রভবনে।
দেখিলেন বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥
সবা নমস্করি গেলা পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তথাপি প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণ করায়, তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত সেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥৫৭॥

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটীসূর্য্যভাস ॥ ৬০ ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥
প্রকাশানন্দনামে এক সন্ন্যাসী প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥
ইহাঁ আইস গোসাঞি শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ ॥ ৬৩ ॥
প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমার সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না যুয়ায় ॥ ৬৪ ॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।

অনুভাষ্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডীগণের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম ও সরস্বতী এই তিন সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীমহাপ্রভু, ভারতী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করায় প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উচ্চসম্প্রদায়স্থিত বিচার করিলেন। অথবা ব্রহ্মসন্ন্যাসীগণের সামাজিক মর্য্যাদা তাঁহারাই উচ্চমনে করেন বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর অমানিত্ব ও মানদত্ব ধর্ম্ম জানাইতে আপনাকে হীন সম্প্রদায় অভিমান করিলেন। শাঙ্করসাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীগণ এখনও অপর সন্ন্যাসীগণকে সন্ন্যাসী বলিতে চান না কেবল ব্রহ্মচারী সংজ্ঞা দিয়া আপনাদিগকে গুরু অভিমান করিয়া থাকেন ॥৬৪॥

বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৬ ॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥
বেদান্তপঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম ॥ ৬৯ ॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে ইথে কি কারণ ॥ ৭০ ॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥ ৭১ ॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্রসার ॥ ৭২ ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী,—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপদেশমতে যে ব্রাহ্মণ সকল দশনামীদলে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন তাঁহারাই জগন্মান্য বৈদিক সন্ন্যাসী বা যথার্থ শাস্ত্র সম্মত সন্ন্যাসী ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।

সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

মন্ত্রমাহাত্ম্য নারদপঞ্চরাত্রে। ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ স্বরাঃ। সর্ব্বমন্ত্রাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ং। সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ। কলিসন্তরণোপনিষদি। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনং। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥ সন্তো মুচ্যতে। মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমাধ্বধৃতবচনং। দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলং। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনাম সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে। ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা। উচ্যতে যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।

মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক। মন্ত্রে বিশেষত্ব এই যে মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ শব্দাদি ভূষিত অর্থাৎ নামানুগত্য ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে

এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৫ ॥

(বৃহন্নারদীয়বচনং।)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি ঋষিগণ কর্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্রে যে ভগবানের অন্যভাবাপেক্ষা রহিত নামসমূহ আছেন তাহাই পরমপুরুষার্থ ফল পর্য্যন্ত দানে সমর্থ। তাহাহইলে নাম হইতে যে মন্ত্র অধিক সামর্থ লাভ করিয়াছেন নামকীর্ত্তনকারীর সেই মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন যদিও নামকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই তাহাহইলেও প্রায়ই স্বভাবিক ভোগপর দেহাদি সম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের তৎতৎ কদর্য্য স্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথায় কোথায় মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

বদ্ধ জীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যক। নমঃ শব্দের মকারের অর্থ অহঙ্কার নকারের অর্থ তন্নিবৃত্তি অর্থাৎ মন্ত্র-সিদ্ধিফলে জীবের অপ্রাকৃতানুভূতি। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও নামাষ্টকে অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং বলিয়া হরিনামকে আবাহন করিয়াছেন॥৭২-৭৪॥

সত্যযুগে ধ্যানরূপা গতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব ত্রেতায়াং যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরযজনরূপা গতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরেনাম

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৭ ॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ॥ ৭৮ ॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।

অনুভাষ্য।

এব দ্বাপরে অর্চনরূপা গতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব গতিঃ। বিশেষতঃ কলৌ অন্যথা গতির্নাস্ত্যেব অন্যসাধনানাং নিরর্থকত্বাৎ ॥ ৭৬ ॥

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসমূহ মন্ত্রনামে খ্যাত। ভগবন্নাম মহামন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৮৩ ॥

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥ ৮৭ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

কলিতে হরিনাম বৈ আর গতি নাই। হরিনামই একমাত্র গতি ॥৭৬॥ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ। কৃষ্ণপ্রেম পঞ্চমপুরুষার্থ। মোক্ষের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মানন্দাদি তাহার একবিন্দুর সহিত তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কৃষ্ণনামের ফল নয়। সর্ব্বশাস্ত্রমতে কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের একমাত্র ফল ॥ ৮৪-৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীজীবঃ প্রীতিসন্দর্ভে। ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি। কিন্তু স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপীতি। তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবস্তস্য চ রোমহর্ষাদিকং। কথঞ্চিজ্জাতেহপি চিত্ত-দ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্য্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎ-পর্য্যঞ্চ। অতএবানিমিত্তা স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্।

স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৯ ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥ ৯১ ॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন ॥ ৯২ ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ২য় অ, ৩৮ শ্লোকঃ)

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৯৪॥

অনুভাষ্য।

ভগবৎপ্রেম কখনই মায়াময়ী নহে পরন্তু আনন্দরূপা স্বরূপশক্তি যেহেতু শ্রীভগবান ও আনন্দপরাধীন। তাহা হইলে এই প্রকার প্রীতির লক্ষণ চিত্তের দ্রবতা তৎফলে রোমহর্ষাদি। কিয়ৎপরিমাণ চিত্তদ্রব বা রোমহর্ষাদি সত্ত্বেও আশয় শুদ্ধি না হইলে ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই বুঝিতে হইবে। আশয়শুদ্ধি অর্থে অন্য তাৎপর্য্য পরিত্যাগ এবং প্রীতি-তাৎপর্য্য বিশিষ্ট। অতএব অহৈতুকী ও স্বাভাবিকী ইহার বিশেষণ ॥৮৮॥

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন করি ॥ ৯৫ ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাহি নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ অবশ চিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনে জাতানুরাগ বশত শ্লথহৃদয় হন। উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্যশূন্য হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন চিৎকার, কখন গাননৃত্যাদি করেন ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য।

কবি যোগেন্দ্র নিমিরাজকে বলিলেন।

এবংব্রতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপং সেবনব্রতং যস্য সঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা স্বস্য প্রিয়স্য ভগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিনা জাতানুরাগঃ জাতঃ অনুরাগঃ যস্য সঃ জাতরুতিঃ অতএব দ্রুতচিত্তঃ উৎকণ্ঠহৃদয়ঃ উন্মাদবৎ লোকবাহ্যঃ লোকানাং বাহ্যঃ হাস্যাদিষু অপেক্ষারহিতঃ সন্ উচ্চৈঃ হসতি অথো রোদিতি রৌতি ক্রোশতি গায়তি নৃত্যতি চ ॥ ৯৪ ॥

আমি হিতাহিত বিবেকহীন মূর্খ। বেদান্তের শুদ্ধঅর্থ অন্বেষণ করিতে গিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত মায়াবাদকুতর্ক আসিয়া পাছে আমার নৈসর্গিক ভজনবৃত্তি বিনষ্ট করে এই আশঙ্কায় আমার শাঙ্করব্যাখ্যাযুক্ত বেদান্তে অধিকার নাই। কৃষ্ণমন্ত্রজপদ্বারাই সংসারের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া মুক্ত-কুলের উপাস্য, কৃষ্ণনাম গ্রহণফলে কৃষ্ণপাদপদ্মলাভ হয়। বিবদমান কলিকালে নামগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই সকল আজ্ঞা

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥ ৯৭ ॥

(হরিভক্তি সুধোদয়ে ১৪অ ৩৬ শ্লোকঃ)

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

খাতোদক,—খালের অল্প জল ॥ ৯৭ ॥

হে জগদ্‌গুরো, আমি তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎলাভ করিয়া অহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি। আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে। ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ তাহাও

অনুভাষ্য।

শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া নামগ্রহণফলে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পরে পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষী-গণের ক্ষুদ্র আশা অপেক্ষা পরমোপাদেয় পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাধিকার লাভ হইলে জীবের যে কল্যাণ হয় তাহার তুলনা নাই। জাতপ্রেমব্যক্তি স্বভাবক্রমে লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য রোদন গান নর্ত্তন প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ইহাই ভাগবতজীবন জানিয়াছি। কৃত্রিমভাবে কাপট্যের আশ্রয়ে আমি কোন কার্য্য করি নাই। গুরুদেবের বাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। নামই আমাকে কৌপীনধারী বৈদান্তিকগণের গাম্ভীর্য্যের প্রতি-পক্ষে গায়ক ও নর্ত্তক করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে আমার কার্য্য-কারকতা অল্পই ॥ ৯৫। ৯৬ ॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তার কিবা দোষ ॥ ১০১ ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানিহ যদি করি নিবেদন ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

হে জগদ্গুরো ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য ত্বৎ তব সাক্ষাৎকরণেন দর্শনজনিতেন যদাহ্লাদঃ তদ্ এব বিশুদ্ধঃ মলরহিতঃ অব্ধিঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ স্থিতস্য মে মম ব্রাহ্মাণি ব্রহ্মানুভবজনিতানি সুখানি অপি গোষ্পদবিলস্থজলবৎ প্রতীয়ন্তে ॥ ৯৮ ॥

বেদান্ত বলিতে শাঙ্করমতাবলম্বীগণ তাঁহাদের আচার্য্যের কৃত কেবলাদ্বৈত মতমূলক ভাষ্যতাৎপর্য্যবিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করেন। সদানন্দযোগীন্দ্র কৃত বেদান্তসারে। বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্ তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ। বস্তুতঃ বেদান্ত বলিলে কেবলাদ্বৈতবাদ বুঝায় না। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় সকলেই বেদান্তাচার্য্য কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বী মায়াবাদী নহেন ॥ ১০১ ॥

ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ১০৩ ॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০৫ ॥
প্রভু কহে বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০৭ ॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্য বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপনিষদ্,—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর এই একাদশ বেদ-শিরোমণি উপনিষদ্। সূত্র,—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ১৬ পাদ। এই দুইটী শাস্ত্রমধ্যে প্রধান ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

আদি দ্বিতীয় ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৭ ॥

মুখ্যবৃত্তি শব্দে অভিধাবৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা কোষ ব্যাকরণাদি প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয় তাহা অভিধা। গৌণবৃত্তি শব্দে লক্ষণাবৃত্তি। যে

গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৯ ॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই প্রধানশাস্ত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি দ্বারা, যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাহাই পরমমহৎ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ শাস্ত্রের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌণবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া যে ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে পারমার্থিক সমস্ত কার্য্য নাশ হয়। যদি বল, সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করস্বামী এরূপ অবৈধ কার্য্য কেন করিলেন, তবে শুন। তিনি ঈশ্বর আজ্ঞায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার দোষ নাই। যথা পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব বাক্যে, "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈবাকল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা (পৃ ৩৮৫)॥ ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্ব জগতোপ্যস্ত মোহনার্থং কলৌ যুগে॥ বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে

অনুভাষ্য।

শক্তিদ্বারা প্রয়োজনবশতঃ বা বহুপ্রয়োগবশতঃ প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধীয় অন্যার্থের বোধ হয় তাহা লক্ষণা। ভাষ্য। সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥ শ্রীমহাপ্রভু অভিধাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তার্থকে আদর করিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে বেদান্তার্থ নিজভাষ্যে লিখিয়াছেন তাহাদ্বারা সর্ব্বনাশ হয় ॥ ১০৮। ১০৯ ॥

ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥ ১১১॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥ ১১২॥
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥ ১১৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মায়াবাদমবৈদিকং। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥ শিবপুরাণে ভগদ্বাক্য "দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ-কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু"॥ ১০৮-১১০॥

অনুভাষ্য।

সদানন্দযোগীন্দ্রঃ বেদান্তসারে। বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহঃ অবস্তু। অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টো-পাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানং এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকং সদসদ্ব্যক্তমন্তর্যামিজগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদি-শ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্। শাঙ্করবৈদান্তিক সদানন্দ, শাঙ্করমততাৎপর্য্য সংক্ষেপে বেদান্তসারগ্রন্থে লিখিয়াছেন। ইহা এক্ষণে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের অতিমান্য প্রামাণিক আধার। সচ্চিদানন্দ অদ্বয়বস্তু ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহ অবস্তু। অজ্ঞান বলিতে সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্ অনির্ব্বচনীয় ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানবিরোধিভাবরূপ যাহা কিছু

তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস ।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ ।। ১১৪ ।।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

বিষয়টী পাঠ-করিবামাত্র যে অর্থ মুখ্যরূপে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তাহাকে মুখ্যার্থ বলা যায় । "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" বৃহদারণ্যকে । "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" "সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেহয়ং ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে । "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি ঋগ্বেদে "স ঈক্ষাংচক্রে" ইতি প্রশ্নে । "স ঐক্ষত লোকানসৃজত" ইতি ঐতরেয়ে । "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" শ্বেতাশ্বতরে । "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ," "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" "তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব" ইতি তলবকারে এবম্প্রকার বহু বহু বেদ বাক্য পাঠ করিবামাত্র ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ, সমরহিত, এক পরতত্ত্ব ভগবানই প্রতীত হয় । তবে যে "অপাণি পাদ" ইত্যাদি আকার-নিষেধবাক্য পাওয়া যায়

অনুভাষ্য ।

সমস্তই বুঝায় । এই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে এক এবং অনেক রূপে ব্যবহৃত হয় । এই সমষ্টি উৎকৃষ্টউপাধিবিশিষ্ট হইলে বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান নাম লাভ করে । বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত হইলে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সদসৎব্যক্ত জীবসমূহের অন্তর্যামী জগতের কারণ ঈশ্বর সংজ্ঞা লাভ করে । ঈশ্বর সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ । ইহাঁদের মতে ঈশ্বরত্ব প্রাকৃতসত্ত্বের অজ্ঞানজ বিকার মাত্র । জীব মলিনসত্ত্বপ্রধান ব্যষ্টি উপাধিবিশিষ্ট ।। ১১৩ ।।

বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ॥ ১১৫ ॥
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তদ্দ্বারা সেই ভগবানের আকার চিদাকার, তাঁহার দেহ চিদ্দেহ ও তাঁহার বিভূতি চিদ্বিভূতি, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে নিরাকার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন তিনি, তাঁহার স্থান ও তাঁহার পরিবার সকলই প্রকৃতির অতীত চিদানন্দস্বরূপ তখন তাঁহাকে কিরূপে প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার বলিয়া উক্তি হইতে পারে। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত চিদ্বিভূতিময় তাঁহার আকার ও সত্য। এরূপ বর্ণন করায় আচার্য্যের দোষ কি ? যেহেতু তিনি আজ্ঞাকারী দাস। যথা নারদ পঞ্চরাত্রে "মাঞ্চ গোপয়সে ন স্যাং সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" কিন্তু অপর যে ব্যক্তি ওরূপ ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়। বিষ্ণু কলেবরকে প্রাকৃত করিয়া মানার ন্যায়, বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না ॥ ১১১-১১৫ ॥

ঈশ্বরের তত্ত্ব জ্বলিত-জ্বলনের সহিত তুলনা করিলে অনন্তজীবগণাকে তাহার স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ তুলনা করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর চিন্ময়, অসীম, জ্বলিতঅগ্নি বিশেষ। অনন্তজীব সকল তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ পৃথকৃতত্ত্ব হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে। এস্থলে জীবের স্বরূপগঠনে মায়ার কোন ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ তাহাতে কোন প্রাকৃত ব্যাপার নাই। যদি বল এরূপ চিৎকণ গঠনের প্রয়োজন কি ?

জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥ ১১৭॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ অ, ৫ শ্লোকঃ)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ১১৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তবে শুন,—ঈশ্বরের বিচিত্র স্বরূপশক্তির দুইপ্রকার প্রবৃত্তি। অসীমক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও অণুক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অসীমক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে ঈশ্বর স্বরূপ ও চিজ্জগতরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব। এই প্রবৃত্তিকেই চিচ্ছক্তি বলে। অণুক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্তজীব। এই প্রবৃত্তিকে জীবশক্তি বলে। স্বরূপশক্তির যদি এই উভয় বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইত। পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানের শক্তিগত অণুক্রিয়া-রূপ জীবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাব্য ও অপরিহার্য্য। অতএব জীবতত্ত্ব হইতেই কৃষ্ণতত্ত্বে শক্তিমত্তা। জীবতত্ত্ব না থাকিলে কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইত না॥ ১১৬। ১১৭॥

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল জগৎ। মন, বুদ্ধি অহঙ্কার রূপ লিঙ্গজগৎ। এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি অপরা বা জড়া। ইহার নাম মায়াপ্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী পরাপ্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান একমাত্র বস্তু। তাঁহার একটী স্বরূপ বা আত্মশক্তি আছে। সেই স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক্প্রায় অথচ তাহার ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম মায়া-শক্তি। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়ব্রহ্মাণ্ড সেই মায়াপ্রসূত। তাহার অতীত

(বিষ্ণুপুরাণস্থ ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্থ ষষ্টিতমপদ্যং)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবতত্ত্ব। জীবের শুদ্ধসত্তা, শুদ্ধ অহঙ্কার ও মনোবৃত্তি সমস্তই মায়ার অতীত কোন অপরাশক্তি গঠিত। অতএব জীব নির্ম্মাণ কার্য্যে মায়ার কোন অধিকার ছিল না। মায়া প্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড় ভাবান্বিত আত্মবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীত হইতেছে, তাহাই কেবল মায়ার কার্য্য। এই মায়া সম্বন্ধ হইতে পরিষ্কৃত হইয়া স্ব স্ব রূপে জীবের অবস্থানকে মুক্তি বলি। মুক্তি হইলে মায়ানির্ম্মিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু জীবের স্বতঃসিদ্ধ যে সকল চিন্ময়ীবৃত্তি আছে তাহা শুদ্ধরূপে কার্য্য করিতে পারিবে। অতএব জীব একটী ভগবানের শক্তি বিশেষ ॥ ১১৮ ॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যাসংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তি চিচ্ছক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপ অবিদ্যা হইতে অপরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে)। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞারূপা শক্তির নাম মায়া ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

ইয়ং অপরা অচিৎপ্রকৃতিঃ জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা। ইতঃ জড়প্রকৃতেঃ অন্যাং পরাং চিন্ময়ীং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে মম প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। হে মহাবাহো যয়া চেতনয়া ইদং জড়ং জগৎ ধার্য্যতে স্বভোগ্যায় গৃহ্যতে ॥ ১১৮ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ বিষ্ণোঃ স্বরূপশক্তিঃ পরা চিৎস্বরূপা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

জীবশক্তিঃ অপরা প্রোক্তা অন্যা অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা অবিদ্যা কর্ম্ম যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা তৃতীয়া মায়াশক্তিঃ ইষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিস্বরূপকে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান বোধে লিখিতে গিয়া শঙ্কর, ঈশ্বরের অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদন করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজঃ বেদান্তসারে। নন্বাত্মা বা ইদমগ্রআসীৎ ইতি প্রাক্‌সৃষ্টেঃ একত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্। উচ্যতে যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন 'জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি-সংবশিন্তীতি। পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে ন তু স্বরূপনিবৃত্তিঃ। অক্ষরস্তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একী ভবতি ইতি তমঃ শব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মন্যেকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ্‌গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ স এব লয়শব্দার্থঃ যথা বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গাঃ বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ।

জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র আত্মা ছিল (বৃহদারণ্যক ১।৪।১) তাহা-হইলে কি প্রকারে সূক্ষ্মচিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট নারায়ণের জগতের মূল কারণত্ব সম্ভব হয় ? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে "যাহা হইতে এই ভূত-সমূহ-জাত, পালিত ও প্রবিষ্ট হয়" এই তৈত্তিরীয় বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ভূত সকল তাহাদের স্থূলজড়াকার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকার গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিজনিজ বৃত্তি প্রতিপন্ন করে, তাহাদের স্বরূপ ধ্বংস করে না। যেহেতু অবিনাশী আত্মা প্রকৃতিতে লীন হইলে প্রকৃতি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়। তৎকালে প্রকৃতির

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তার উঠাইল বিবাদ ॥ ১২১ ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি ॥ ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবতত্ত্ব শক্তিবিশেষ। প্রকৃতিতত্ত্বও শক্তিবিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে অণুচৈতন্য রূপে সিদ্ধ না করিয়া ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর আজ্ঞাক্রমে ঈশ্বরত্ব আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায়ে জীবতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপনপূর্ব্বক, ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসসূত্রে বস্তুতঃ পরিণামবাদ স্বীকৃত। আচার্য্য, পরিণামবাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয়, এই বিতর্ক উঠাইয়া, পরিণামবাদ মানিলে ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এই যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে "তদনন্যত্বমারম্ভনশব্দাদিভ্যঃ" ইতি ১৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ

অনুভাষ্য।

সহ ব্রহ্মের পৃথক্ করা না হইলেও প্রকৃতির সত্তা ব্রহ্মেই অবস্থান করে। লয় শব্দে এইরূপই বুঝায় যেরূপ বৃক্ষে পক্ষীগণ বা বনে মৃগগণ বৃক্ষে বা বনে লীন বা অন্তর্নিবিষ্ট থাকে ॥ ১২০ ॥

শ্রীজীবঃ পরমাত্মসন্দর্ভে। তদ্ বাদে হি সর্ব্বমেব জীবাদিদ্বৈতং অজ্ঞানেনৈব স্বস্বরূপে ব্রহ্মণি কল্প্যতে ইতি মতম্। নিরহঙ্কারস্য কেনচিদ্ধর্ম্মান্তরেণাপি রহিতস্য সর্ব্ববিলক্ষণস্য চিন্মাত্রস্য ব্রহ্মণস্তু নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং ন চাজ্ঞানবিষয়ত্বং ন চ ভ্রমহেতুত্বং সম্ভবতীতি। পরমালৌকিকবস্তুত্বা-

বস্তুত পরিণাম বাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিয়া, পরিণাম বাদকে দোষযুক্ত বিকারবাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্য-বিকাররূপে এই বিশ্ব এইরূপ পরিণামবাদ শিক্ষিত হইয়াছে। পরি-ণামের লক্ষণ এই, "সতত্ত্বতোন্যথাবুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"। একটী সত্যতত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্যতত্ত্ব উদয় হইলে, তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই বিকার অর্থাৎ পরিণাম। ব্রহ্ম একটী সত্যবস্তু। তাঁহা হইতে জীবরূপ একটী সত্যবস্তু, মায়িকব্রহ্মাণ্ডরূপ একটী সত্যবস্তু পৃথক্‌রূপে হইয়াছে, এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম বলি। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, দুগ্ধ একটী সত্যপদার্থ তাহাই

অনুভাষ্য।

দচিন্ত্যশক্তিতস্তু সম্ভবেৎ। যৎখলু চিন্তামণ্যাদাবপি দৃশ্যতে। যয়া ত্রিদোষঘ্নৌষধিবৎ পরস্পরবিরোধিনামপি গুণানাং ধারিণ্যা তস্য নিরবয়-বত্বাদিকে সত্যপি সাবয়বাদিকং অঙ্গীকৃতং তত্র শব্দশ্চাস্তি প্রমাণম্। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশঃ স্যুরিত্যাদিকঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ। আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-সহস্র-শক্তিরিত্যাদিকঃ শ্রীভাগবতাদিষু। তথাচ ব্রহ্মসূত্রং আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হীতি। তত্র বৈতান্যথানুপপত্ত্যাপি ব্রহ্মণ্যজ্ঞানাদিকং কল্পয়িতুং ন শক্যতে

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ ১২৫ ॥
নানা রত্ন রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দধিরূপ অন্য সত্যপদার্থভাবে বিকৃত হয়। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং” এই-রূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ, ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটি অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাহা “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে” এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার দোষ হইতে পারে না। “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ঐতদাত্ম্য-মিদং সর্ব্বং ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব উপাদেয়,

অনুভাষ্য।

অসম্ভবাদেব। ব্রহ্মণ্যচিন্ত্যশক্তিসদ্ভাবস্য যুক্তিলব্ধত্বাৎ শ্রুতত্বাচ্চ দ্বৈতান্য-থানুপপত্তিশ্চ দূরে গতা। ততশ্চাচিন্ত্যশক্তিরেব দ্বৈতোপপত্তৌ কারণং পর্য্যবসীয়তে। তস্মান্নির্ব্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্য-শক্ত্যা বিশ্বাকারত্বাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসবলোহচালনাদিবৎ। তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ইতি। ততস্তস্য তাদৃশশক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়াশব্দস্য ইন্দ্র-জালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তে

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।

অনুভাষ্য।

অনয়া ইতি বিচিত্রার্থকল্পশক্তিবাচিত্বম্। তস্মাৎ পরমাত্ম পরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ। তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমানস্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ। অত এব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদনত্বং শ্রূয়তে। × ×। পূর্ব্বং বারিদর্শনাদ্ বার্য্যাকারা বৃত্তির্জাতাপি তদপ্রসঙ্গসময়ে সুপ্তা তিষ্ঠতি তত্তুল্যবস্তুদর্শনেন তু জাগর্ত্তি তদ্বিশেষানুসন্ধানং বিনা তদভেদেন স্বতন্ত্রারোপয়তি তস্মান্ন বারি মিথ্যা ন বা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তির্ন বা তত্তুল্যং মরীচিকাদি বস্তু কিন্তু তদভেদেনারোপ এব অযার্থত্বান্মিথ্যা। স্বপ্নে চ মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাদিতি ন্যায়েন জাগ্রদ্দৃষ্টবস্ত্বাকারায়াং মনোবৃত্তৌ পরমাত্মমায়া তদ্বস্তভেদমারোপয়তীতি পূর্ব্ববৎ। তস্মাদ্ বস্তুতস্তু ন ক্বচিদপি মিথ্যাত্বম্। শুদ্ধ আত্মনি পরমাত্মনি বা তাদৃশতদারোপ এব মিথ্যা ন তু বিশ্বং মিথ্যেতি। × × কিঞ্চ বিবর্ত্তস্য জ্ঞানাদিপ্রকরণপঠিতত্বেন গৌণত্বাৎ পরিণামস্য তু স্বপ্রকরণপঠিতত্বেন মুখ্যত্বাৎ জ্ঞানাত্মভয়করণপঠিতত্বেন সন্দংশন্যায়সিদ্ধপ্রাবল্যাচ্চ পরিণাম এব শ্রীভাগবত তাৎপর্য্যমিতি গম্যতে।

বিবর্ত্ত বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়ভাববিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্বরূপে অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মরহিত সর্ব্ববিলক্ষণ অহঙ্কারশূন্য চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়যোগ্যতা, অজ্ঞানবিষয়াশ্রিতত্ব, ভ্রম-হেতুত্ব কখনই সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মবস্তু পরম অলৌকিক বস্তু সুতরাং তাঁহাতে ক্ষুদ্র মানবগণের অচিন্তনীয়

ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ।। ১২৭ ।।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রহ্ম উপাদান। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে এই জগৎ ও জীবকে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে-যে জীব ও জীবায়তন জড়জগৎ সত্যবস্তু বটে। এস্থলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব হইবে এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা স্বরূপ জীব ও জগৎকে 'কল্পনা' করা প্রতারণা মাত্র। তবে যে মাণ্ডুক্যইত্যাদি বেদে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি

অনুভাষ্য।

শক্তির সম্ভাবনা আছে। যেহেতু প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতে যেরূপ দৃষ্ট হয় সেই প্রকার অলৌকিক শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত। বাত, কফ, পিত্ত ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করিলে যেরূপ পরস্পর বিরোধি ধাতু শোধনের জন্য ঔষধির ব্যবস্থা হয় সেই প্রকার পরস্পর বিরোধি গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি হইলেও অবয়বাদিযুক্ত স্বীকৃত হয় তদ্বিষয়ে বেদপ্রমাণ আছে। সনাতন-পুরুষ বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট। অপরের তাদৃশ শক্তি সমূহ নাই ইহা শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও আত্মা ঈশ্বর অতর্ক সহস্র শক্তিবিশিষ্ট উক্ত আছে। ব্রহ্মসূত্র। আত্মায় এই প্রকার বিচিত্রতা আছে। ব্রহ্মে দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় অনন্তবহেতু ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি কল্পনা করা যাইতে পারে না। ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত এই যুক্তি এবং শ্রুতিবাক্যে দ্বৈতানুপপত্তি দূরে গিয়াছে। তাহাহইলে

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধি এই সকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। জীব শুদ্ধচিৎকণ। মানবদেহবিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করে, ইহাই বিবর্ত্তের স্থল। বিবর্ত্ত এইরূপে ব্যাখ্যাত ;—"অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্ব্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। জীবের পক্ষে বিবর্ত্ত একটী মহাদোষ। বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধি দোষে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্তদোষকে মূলবিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচিন্ত্যশক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এইরূপ-ভ্রমের উদয় হয়। ভগবান যেরূপে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত আছে ; অনেকে বলেন, প্রাকৃত জগতে চিন্তামণি বলিয়া

অনুভাষ্য।

অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতোপপত্তির কারণ অবশিষ্ট থাকে। সেজন্য নির্ব্বিকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও, পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটন হয় যেরূপ চিংামণি স্বয়ং বিকারবিশিষ্ট না হইয়া সর্ব্বার্থপ্রসবে সমর্থ, অয়স্কান্তমণি নিজে বিকারবিশিষ্ট না হইয়া অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ চালনাদি করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হইয়া ব্রহ্মের বিকার-যোগ্য শক্তি বিকৃত হইয়া বিশ্বাকারে পরিণত হয়। তাহাহইলে ব্রহ্মের তাদৃশশক্তি থাকায় প্রাকৃতের ন্যায় মায়াশব্দের ইন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্ব যুক্ত নহে। কিন্তু এই মায়াদ্বারা বিচিত্রতা নির্ম্মিত হয় অর্থাৎ বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচিত্বই সিদ্ধ হয়। এজন্য পরমাত্মার পরিণামই এই বিশ্ব, ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। অপরিণামী সত্যবস্তুর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে পরিণতি।

ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একটি নিধি আছে, তাহা নানারত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃতবস্তুতে যদি এরূপ অচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের তদপেক্ষা অনন্তগুণ বিশিষ্ট, একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি ? ॥ ১২০-১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

সন্মাত্রত্ব প্রকাশমান স্বরূপের বিস্তাররূপ দ্রব্য নামক শক্তি সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয় পরন্তু স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। যেপ্রকার চিন্তামণি স্বীয় শক্তি পরিচালনা করিয়াও নিজে কোনপ্রকার বিকারান্তর্ভুক্ত হয় না, তদ্রূপ। অতএব কেহ কেহ এই বিশ্বের উপাদান ব্রহ্ম আবার কেহ বা বিশ্বোপাদান প্রধান বলিয়া থাকেন এরূপ শুনা যায়। × × পূর্ব্বে বারি দর্শন করিয়া বারির সম্বন্ধে ধারণা উদয় হইলেও তাহার অপ্রসঙ্গসময়ে সেই ভাব নিদ্রিত থাকে আবার তত্তুল্য বস্তু দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরণ করে। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ব বস্তুর সহ অভেদ বলিয়া স্বেচ্ছাপর হইয়া আরোপ করিলে বারি মিথ্যা হয় না, অথবা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তি মিথ্যা হয় না, অথবা বারি তুল্য মরীচিকাদি বস্তু মিথ্যা হয় না কিন্তু বারির সহিত অভেদ বলিয়া আরোপই অযথার্থ, মিথ্যা। স্বপ্নেও মায়ামাত্রই সমগ্র অপ্রকাশিতত্ব স্বরূপ বলিয়া এই ন্যায়াবলম্বনে জাগরণকালের প্রতীত বস্তুর আকার রঙ্গিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্মমায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে। তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নহে। শুদ্ধাত্মা পরমাত্মার তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা; বিশ্ব মিথ্যা নহে॥ × × আরোপ

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের এক দেশ ॥ ১২৯ ॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বেদের মূলবাক্য প্রণব, সুতরাং তাহাই একমাত্র মহাবাক্য। প্রণব ঈশ্বরের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ। সর্ব্ববিশ্বধাম, সর্ব্বাশ্রয়, ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। তবে যে "তত্ত্বমসি" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি বাক্যগণকে মহাবাক্য বলা একটী বিষমভ্রম। কেন না, তন্মধ্যে প্রধানবাক্যরূপ "তত্ত্ব-

অনুভাষ্য।

বিবর্ত্তোদাহরণ জ্ঞানাদি প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ বলিয়া পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য বলিয়া এবং জ্ঞানাদি উভয় প্রকরণে পঠিত বলিয়া সন্দংশন্যায়সিদ্ধ হেতু পরিণামই শ্রীভাগবত তাৎপর্য্য জানা যায় ॥ ১২১-১২৬ ॥

ওঁ প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণবনিহিত। প্রণব ঈশ্বর স্বরূপ। অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ।

তত্ত্বমসি শ্রুতি। ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠক অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ খণ্ডের শেষভাগে। স য এষোঽণিমৈতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ ॥ শঙ্কর প্রবর্ত্তিত চারিটী বৈদিক মহাবাক্যের মধ্যে তত্ত্বমসি একটী ॥ ১২৯ ॥

সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥ ১৩১ ॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি ॥ ১৩২ ॥
এই মত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া ॥ ১৩৩ ॥
এই মতে প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মসি বাক্য প্রাদেশিক মাত্র। যেহেতু তত্ত্বমসি শব্দে যাহা উপদিষ্ট হয়, তাহা কেবল বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ, যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী তাহাই মহাবাক্য, সুতরাং প্রণব বৈ আর কোনটীই মহাবাক্য হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য "তত্ত্বমসি"কে মহাবাক্য বলিয়াছেন। তদ্রূপ কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যাবৃত্তি অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা গৌণবৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যান করা হইয়াছে তাহাতে সর্ব্ববেদসূত্রের কৃষ্ণতত্ত্বব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন স্বতঃপ্রমাণ তাহার শব্দার্থসকলে লক্ষণা যোজনা করা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র ॥১২৮-১৩২॥

সম্প্রদায় অনুরোধে তত্ত্ব ইহা মানি ॥ ১৩৬ ॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাল প্রভু সূত্র সকল ॥ ১৩৭ ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য পূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ ॥ ১৩৯ ॥
তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৃহদারণ্যকে পূর্ণমদঃ ইত্যাদি বাক্যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বকে বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। পুরাণসকলে ভগবৎশব্দে সেই সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, অতএব বেদে যেখানে যেখানে ব্রহ্ম বলিয়া উক্তি আছে, সেই সেই স্থলে শ্রীভগবানশব্দ দিলেই শব্দ চরিতার্থ হয়। অতএব সম্পূর্ণ বেদে ভগবানই এক মাত্র সম্বন্ধ। ভগবান্ নির্ব্বিশেষগুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা চিৎশক্তি না মানা। চিৎশক্তিবিশিষ্ট সবিশেষ ব্রহ্ম, অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি হয় ॥ ১৩৮-১৪০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরামানুজঃ বেদার্থসংগ্রহে। জ্ঞানেন ধর্ম্মেণ স্বরূপমপি নিরূপিতং ন তু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি। কথমিদমবগম্যত ইতি চেৎ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ

ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায়॥ ১৪১॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥ ১৪২॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্রে তার নাহি রহে রাগ॥ ১৪৩॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই ভগবত্তত্ত্বের চরণাশ্রয় পাইবার জন্য সর্ব্ববেদে সাধন-ভক্তিকে অভিধেয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রবণাদি নববিধ সাধনভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হয়॥ ১৪১।১৪২॥

অনুভাষ্য।

সর্ব্ববিদ্ ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতেঃ পরাঽস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যাদিশ্রুতিশতসমধিগতমিদং জ্ঞানস্য ধর্ম্মমাত্রত্বাদ্ধর্ম্মমাত্রস্যৈকস্য বস্তুত্বপ্রতিপাদনানুপপত্তেশ্চ অতঃ সত্যজ্ঞানাদিপদানি স্বার্থভূতজ্ঞানাদিবিশিষ্টমেব ব্রহ্মপ্রতিপাদয়ন্তি তত্ত্বমিতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বার্থপ্রহাণেন নির্ব্বিশেষবস্তুস্বরূপোপস্থাপনপরত্বে মুখ্যার্থপরিত্যাগশ্চ। ঐক্যে তাৎপর্য্যনিশ্চয়ান্ন লক্ষণা দোষঃ সোঽয়ং দেবদত্ত ইতিবৎ। × × অপি চ অর্থভেদতৎসংসর্গবিশেষবোধনকৃতপদবাক্যস্বরূপতালব্ধপ্রমাণভাবস্য শব্দস্য নির্ব্বিশেষবস্তুবোধনাসমর্থ্যান্ন নির্ব্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণং। নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি শব্দাস্তু কেনচিদ্বিশেষেণ বিশিষ্টতয়াবগতস্য বস্তুনোবস্তুন্তরাবগতবিশেষনিষেধকতয়া বোধকাঃ॥ ১৪০॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম ।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৪৬ ॥
এই মত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া ।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥ ১৪৮ ॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

আমি কে ? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবদ্বস্তুই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ? এই চারিটীপ্রশ্নের সদর্থ পাইলে সম্বন্ধজ্ঞান হয় । সম্বন্ধজ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি ? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় বলিয়া জানিতে হইবে । কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে রকম ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম প্রয়োজন । ব্রহ্মসূত্রে এই তিন অর্থ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

অনুভাষ্য ।

কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের তাৎকালিক নেতা **শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী । অনেকে ইঁহার সহিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী পরে**

এই মতে তাসবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥
তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ ১৫২ ॥
চন্দ্রশেখর তপন মিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

কাম্যবনবাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সহিত ভ্রমবশে সাম্যপ্রয়াস করেন। বলাবাহুল্য প্রবোধানন্দ মহীশূর দেশাগত রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী জনৈক রামানুজীয় জীয়ার স্বামী ত্রিদণ্ডী। তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, রাধারসসুধানিধি, সঙ্গীতমাধব, বৃন্দাবনশতক, নবদ্বীপশতক প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। বেঙ্কটভট্ট, তিরুমলয় ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ ইহাঁরা তিন ভ্রাতা। মহাপ্রভু তাঁহাকে ১৪৩৩ শকাব্দায় চাতুর্ম্মাস্য কালে রামানুজীয় সম্প্রদায়স্থ দেখিয়াছিলেন। আবার ১৪৩৫ শকাব্দায় কাশীতে তাঁহাকে শাঙ্করসম্প্রদায়স্থ দেখা অত্যুক্তি ॥ ১৪৯ ॥

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫৭ ॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫৮ ॥
বাহু তুলি প্রভু বলে বোল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৫৯ ॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥
রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৬১ ॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥
এই পঞ্চ তত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ১৬৩ ॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তিপ্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে ॥ ১৬৫ ॥

আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য বিহার ॥ ১৭০ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-
নিরূপণং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র সকলকে নিস্তার করিবার উদ্দেশে পশ্চিমদেশে মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপসনাতনদ্বারা, গৌড় বঙ্গদেশে শ্রীনিত্যানন্দদ্বারা, স্বয়ং দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন ॥ ১৬৪-১৬৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োপ্যয়ং ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ কথাসার।

অষ্টমপরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করিলেও নামাপরাধ থাকিলে প্রেমধন লাভ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে নামাপরাধীর সাত্ত্বিকবিকারাদি কেবল ছলমাত্র। যিনি অকপটে চৈতন্যনিত্যানন্দের নাম লইয়া আনন্দপ্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁহার হৃদয়কে সাক্ষাৎ নিরপরাধ করিয়াছেন। তখন তাহার কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্গম হয়। শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে তদীয় সূত্রধৃত শেষলীলা বর্ণিত হইতে বাকি ছিল, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায়, শ্রীল মদনমোহনের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজগোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যে ভগবান্ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থ লিখনরূপ নৃত্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যদিচ্ছয়া যৎ যস্য চৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া অয়ং কৃষ্ণদাসঃ জড়োপি জড়-

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিতমহাশয় ॥ ৩ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥
মূক কবিত্ব করে যাসবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥
এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তাসবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৬ ॥
এই সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজাগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই সব—এই পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য।

নদংশোপি লেখরঙ্গে গ্রন্থরচনক্রীড়াস্থলে প্রসভং হঠাৎ চিত্রং আশ্চর্য্যং যথাস্যাং তথা নৃত্যতে তং কৃপার্ণবং ভগবন্তং চৈতন্যদেবং অহং বন্দে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ৯ ॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ১০ ॥
সন্ন্যাসীবুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥ ১১ ॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন ॥ ১২ ॥
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। যেসকল লোক অজ্ঞতাবশতঃ নিজ নিজ ভোগময় জড়াসক্তির সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসমূহকে তুল্য মনে করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিল তাহাদের অসুবিধা চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরহরি স্বয়ং লোকচক্ষে যতিধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বোধ জনগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন ॥ ১০ ॥

"জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর," শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এতাদৃশ দয়া উপলব্ধি করিতেও যাহারা অক্ষম তাহারা যতই কেন জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিষয়ীগণের আদরের বস্তু হউক না নিশ্চয়ই অসুর অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি রহিত অবৈষ্ণব। কৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া চৈতন্য ভজনে শ্রীচৈতন্যের দয়া নাই। সে ভজন কলিজাত কাল্পনিক ॥ ১২ ॥

যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥ ১৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৫ ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।

অনুভাষ্য।

তর্কশাস্ত্র পাঠ করিয়া মানবের ধারণা হয় এই যে তর্কের তুল্য স্বরূপ-নির্দ্ধারণ ও সত্যোদ্ঘাটনে সমর্থবিশিষ্ট অন্য কোন বৃত্তি নাই। সুতরাং তর্কের হস্তে পড়িয়া জীবের তর্কই একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও পালকের স্থান অধিকার করে। কিন্তু যে ভিত্তির উপর তর্ক প্রতিষ্ঠিত তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ জীব জানিতে পারেন যে তাঁহার লৌকিক জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ভগবদ্বিষয়ের অনুধাবন করিতে কত দুর্ব্বল, অক্ষম ও অভাববিশিষ্ট। অনেকসময়ে অসত্যকেই তর্কসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থির করে মাত্র। তজ্জন্য কুতর্কফলে শৃগালযোনি লাভ ঘটে ॥১৪॥

মানবগণ নিজ নিজ ভোগময়ী সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিবলে দয়ার এক একটী আদর্শ কল্পনা করেন। পরন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেই প্রকার নহে। যাহাদের দৃষ্টি আছে, বিচারশক্তি আছে, তাহারা দয়ার যাবতীয় চিত্র জগতে অনুভব করিয়াছেন বা দেখিবার সামর্থ আছে, সকলগুলির তালিকা করিয়া শ্রীগৌরহরির দয়ার সহিত তুলনা করিলে জানিতে পারিবেন যে তাদৃশ দয়া কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্ত্তাতে বা অবতারাবলীতে বা অবতারীতেও নাই। উদারবিগ্রহ গৌরহরির দয়া অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমৎকারিতা আনয়ন করিবে ॥ ১৫ ॥

তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৬ ॥

(তন্ত্রবচনং)

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দশবিধ নামাপরাধযুক্ত পুরুষ যদিও বহু জন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, তথাপি কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদিপুণ্যদ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই, সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া আছে, তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয় ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় না করিয়া যদি কেহ শ্রবণকীর্ত্তনাখ্য ভক্তি আশ্রয় করেন তাহাহইলে বহুজন্মেও তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষানুসারে যাঁহারা তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহগুণবিশিষ্ট স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে মান্য দিয়া কোন প্রকারে প্রাকৃত অভিমানে ব্যস্ত হন না তাঁহারা দশাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রেমলাভ করেন ॥১৬॥

জ্ঞানতঃ স্বরূপজ্ঞানেন কর্ম্মবন্ধাৎ মুক্তিঃ যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ যজ্ঞেশ্বরসেবাজনিতসৌভাগ্যেন ভুক্তিঃ সুলভা চ। সাধনসাহস্রৈঃ অন্যাভিলাষিতাশূন্যৈঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতৈঃ প্রচুরসাধনৈঃ সা ইয়ং হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥১৭॥

কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥ ১৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫স্ক, ৬অ, ১৮ শ্লোক)

রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ং কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেব মঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥ ১৯ ॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তগণ যদি ভুক্তিমুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া তাহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন। ছুটে অর্থাৎ ছাড়িয়া যান ॥ ১৮ ॥

নারদ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ভগবানকৃষ্ণচন্দ্র, তোমাদের ও যদুদের সম্বন্ধে কখন পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়বন্ধু, কুলপতি বা কখন কিঙ্কর হন। এস্থলে ইহাই জ্ঞাতব্য যে ভজনশীল লোকদিগকে মুকুন্দ সহজে মুক্তিদান করেন। কিন্তু ভজনে কোনপ্রকার নিষ্ঠাচাতুর্য্য আছে তাহা দেখিলে সেই ভক্তকে ভক্তিযোগ দেন ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য।

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের বাক্য।

হে রাজন্ ভগবান্ মুকুন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাং চ পতিঃ অধীশ্বরঃ পালকঃ গুরুঃ উপদেষ্টা দৈবং উপাস্যবিগ্রহঃ প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ দৌত্যাদিষু বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করঃ আজ্ঞাবহঃ হে অঙ্গ এবং অস্তু ভজতাং মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ভক্তিযোগং স্ম ন দদাতি ॥ ১৯ ॥

জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥ ২০ ॥
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ ২১ ॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥ ২২ ॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয় ॥ ২৩ ॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধির না হয় বিকার ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীচৈতন্য-অবতারের এই এক আশ্চর্য্য বিশেষ যে, যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইবে তাঁহাকে পাত্রাপাত্র-বিচার না করিয়াই নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার দিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আরও দেখ চৈতন্যচন্দ্র জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপরাধী হউক বা নিরপরাধীই হউক, হে গৌরাঙ্গ! হে চৈতন্য! বলিয়া যে তাঁহাকে আহ্বান করে, কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে॥ ২১।২২ ॥

নামাপরাধ যথা,—পাদ্মে ;—(১) সতাংনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুসকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং, (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা, (৪) শ্রুতিতদনুযায়ীশাস্ত্রনিন্দা, (৫) হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমাত্রমেতদিতি মননং, (৬) তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনং, (৭) নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ, (৮) অন্যশুভক্রিয়াভির্নাম্নাং সাম্যমননং, (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখে চ নামোপদেশঃ (১০) শ্রুতেপি নাম্নাং

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্ক, ৩ অ, ২৪ শ্লোক)

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥২৫॥

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতির্হি। এই দশটী অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণ কৃপা করেন না। অপরাধী ব্যক্তির কৃষ্ণনামে প্রকৃত সাত্বিক বিকারাদি হয় না ॥ ২৪ ॥

হরিনাম গ্রহণকরিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে লোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় কঠিন প্রস্তরময়। অপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না ॥ ২৫ ॥

প্রেমের উদয়কারী যে সাধনভক্তি তাহা প্রকাশ করেন ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য।

সূতের প্রতি শৌনকবাক্য।

তৎ হৃদয়ং এব অশ্মসারং অশ্মবৎ পাষাণখণ্ডতুল্যঃ সারো যস্য তৎ অশ্মসারঃ লোহময়মেব যৎ তৎ বা বত যৎ যস্মাৎ গৃহ্যমাণৈঃ কীর্ত্ত্যমানৈ-র্‌পি হরিনামধেয়ৈঃ ইদং হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত অথ যদা বিকারো ভবতি তদা নেত্রে জলং অশ্রুঃ গাত্ররুহেষু হর্ষঃ রোমাঞ্চঃ ভবতি। অতি-গম্ভীরাণাং মহাভাগবতানাং হরিনামভিঃ চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকা-দীনাং অদর্শনাৎ কৃত্রিমাভ্যাসপরাণাং পিচ্ছিলচিত্তানাং সত্ত্বাভাসাত্ত্ব-ভাবেঽপি দর্শনাচ্চ। অতএব বহুনামগ্রহণেঽপি কনিষ্ঠাধিকারিণাং চিত্তদ্রবাভাব এব নামাপরাধলিঙ্গং ন তাবৎ ॥ ২৫ ॥

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ ২৭ ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন ॥ ২৮ ॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥ ২৯ ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥ ৩০ ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥ ৩১ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদি কেহ চৈতন্যনিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণকালেই পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাশ্রিত জন "তৃণাদপি" শ্লোকানুসারে নিষ্কপট হইয়া নামগ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাত হইতে দেখা যায় ॥ ৩১ ॥

শ্রীচৈতন্য ভজন বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণেতর গৌরভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিতভজনে কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই।

ওরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ ৩৫ ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

চৈতন্যমঙ্গল,—বর্দ্ধমানজেলায়, মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রাম-নিবাসী শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত। ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। লোচনদাস ঠাকুর নিজকৃত চৈতন্যমঙ্গল গান আরম্ভ করিলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৩৩॥

অনুভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় নিজজন স্বরূপ রূপ রঘুনাথাদি আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টাসমূহ করিয়া গৌরভজন হইল মনে করে তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না। মায়াকল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি রাধাকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গকলেবরে নিযুক্ত হইলে আত্মম্ভরিতা বাড়িয়া যায়। তখন তাঁহারা রাধাকৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভক্তগণের দোষোদ্ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীরূপাদি আচার্য্যচরণে অপরাধ করেন এবং প্রকাশ করেন যে শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা অবতারী মুখে বলিয়া কেবল গুরু মনে করেন ॥ ৩২ ॥

যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩৬ ॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার ।
লিখিয়াছেন ইহঁা জানি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৭ ॥
চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন ।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৮ ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৯ ॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার ।
ঐছে গ্রন্থ করি তিহেঁা তারিলা সংসার ॥ ৪০ ॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন ।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥ ৪১ ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

নারায়ণী—শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা । তিনি শিশুকালে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনান্তে ভোজনউচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইতেন ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য ।

শ্রীনারায়ণীদেবী সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীলকিলিম্বিকা । কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা । শ্রীকৃষ্ণের স্তনদাত্রী অম্বিকা । তাঁহার ভগিনী কিলিম্বিকা । তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন । ইনিই শ্রীগৌরাবতারে নারায়ণী দেবী ॥ ৪১ ॥

যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪২ ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৪৩ ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪৪ ॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪৫ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪৬ ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৮ ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৯ ॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন।
মহা-যোগপীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন ॥ ৫০ ॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ দেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৫১ ॥
রাজ সেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।

দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ৫২ ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৫৩ ॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা মহাধীর ॥ ৫৫ ॥
সবার সম্মান কর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা শূন্য তাঁর চিত ॥ ৫৬ ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্ক, ১৮ অ, ১২ শ্লোক)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষা।

কৃষ্ণের সাধারণসদ্গুণ পঞ্চাশ। "অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গ" ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ঐ পঞ্চাশৎগুণ বর্ণিত আছে ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলাভক্তি সমস্তগুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণ-প্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য ॥ ৫৯ ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৬০ ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎবহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণসকল অসম্ভব ॥ ৫৮ ॥

পণ্ডিত গোসাঞি, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

অষ্টসখীর অন্যতমা সুদেবী সখী গৌরাবতারে শ্রীঅনন্তাচার্য্য। শ্রী-গৌরগণোদ্দেশ ১৬৫ শ্লোক। অনন্তাচার্য্য গোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে। শ্রীপুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধ গঙ্গামাতা মঠ ইহাঁরই শাখা বিশেষ। তাঁহাদের গুরু পরম্পরায় ইনি বিনোদ মঞ্জরী বলিয়া উক্ত আছেন। ইহাঁর শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী নামান্তর শ্রীরঘুগোপাল শ্রীরাস-মঞ্জরী। তাঁহার শিষ্য ৩। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া (গঙ্গামাতার মাতুলানি)। ৪। শ্রীগঙ্গামাতা পুঁটিয়া রাজকন্যা ইনি জয়পুরের কৃষ্ণমিশ্রের নিকট হইতে শ্রীরসিকরায় বিগ্রহ আনিয়া পুরুষোত্তমে সার্ব্বভৌমের গৃহে সেবা প্রকাশ করেন। ৫। শ্রীবনমালী ৬। শ্রীভগবান্‌দাস (বঙ্গবাসী) ৭। শ্রীমধুসূদন দাস (উৎকল) ৮। শ্রীনীলাম্বর দাস ৯। শ্রীনরোত্তমদাস ১০। শ্রীপীতাম্বর দাস ১১। শ্রীমাধবদাস বর্ত্তমানকালে গঙ্গামাতামঠের গোস্বামী মহান্ত ॥ ৫৯।৬০ ॥

বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ ॥ ৬২ ॥
নিরন্তর শুনে তিঁহো চৈতন্য মঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ ৬৩ ॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ ॥ ৬৪ ॥
তিঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬৫ ॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি ॥ ৬৬ ॥
যাদবার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য চরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬৭ ॥
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি ॥ ৬৮ ॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।

অনুভাষ্য।

শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত মাহেশের নিকট বল্লভপুর গ্রামে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ আছেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ (১৩৬ শ্লোক) বলেন ব্রজে যিনি শশিরেখা তিনিই গৌরাবতারে কাশীশ্বর। শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী শশিরেখা পুরা ব্রজে ॥ ৬৬ ॥

মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯ ॥
আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ ॥ ৭০ ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৭১ ॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁসবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৭২ ॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥৭৩ ॥
দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ সেবন ॥৭৪॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥ ৭৬ ॥
আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭৭ ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৮ ॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।

কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৯ ॥
কুলাধি-দেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ ৮০ ॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৮১ ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৮২ ॥
মূর্খনীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস ॥ ৮৩ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥ ৮৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে
বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি যে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিলাম তাহা শ্রীমদনমোহনের প্রেরণা-ক্রমে অতএব আমাতে শুকপক্ষী পাঠের ন্যায় নিজের কোন মাহাত্ম্য নাই ॥ ৭৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নবম পরিচ্ছেদ কথাসার।

নবমপরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণন করতঃ একটী রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গকে বিশ্বম্ভর মালী করিয়া ভক্তিতরুর মালাকার ও তৎফলের দাতা-ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামে ঐ ফলবৃক্ষরোপণের আরম্ভ পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন ইত্যাদি অন্য স্থানে ঐরূপ প্রেমফলোদ্যান বাড়ান হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুর পুষ্ট করিলেন। প্রভু চৈতন্যদেব মালী হইয়া আবার নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ। পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষের মূল। মূল স্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ রূপ আর দুই স্কন্ধ হইল। সেই স্কন্ধ নয়টী হইতে নানাপ্রকার শাখা-উপশাখাগণ বাহির হইয়া জগতকে বেষ্টন করিল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্ব্বত্র যাহাকে তাহাকে দান করা হইল। এই প্রকার ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলাস্বাদন দ্বারা জগতকে মাতাল করিলেন। এই বর্ণন রূপক।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি-হেতু যাহাঁর স্মরণ ॥ ৩ ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ৪ ॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলাগুণ ।
জানি বা না জানি করি আপন শোধন ॥ ৫ ॥
মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমামরতরুঃ স্বয়ং ।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

যাঁহার অনুকম্পালাভ করিয়া কুক্কুরও মহাসমুদ্রসন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

আপন শোধন ;—নিজের শুদ্ধির জন্য ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই প্রেমরূপ-দেবতরু, স্বয়ংই তাহার মালাকার। যিনি সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য ।

যস্য চৈতন্যদেবস্য অনুকম্পয়া প্রসাদেন শ্বা কুক্কুরঃ অপি মহাব্ধিং সমুদ্রং সুখং সন্তরেৎ সন্তরণেন তৎপারং গচ্ছেৎ তং জগদ্গুরুং সর্ব্বজগতাং গুরুং পূজ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে ॥ ১ ॥

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বভরি ॥ ৭ ॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানী ॥ ৯ ॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তিহোঁ প্রথম অঙ্কুর ॥ ১০ ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীমাধবপুরী ;—ইহাঁর নাম মাধবেন্দ্রপুরী ইনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইহাঁর অনুশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। মধ্বসম্প্রদায়ে ইহাঁর পূর্ব্বে প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। ইহাঁর কৃত "অয়ি দয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষিত তত্ত্ব বীজরূপে ছিল ॥১০॥

ঈশ্বরপুরী ;—মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহরগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ॥১১॥

অনুভাষ্য।

যঃ চৈতন্যদেবঃ স্বয়ং মালাকারঃ উদ্যানরক্ষকঃ- স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ কৃষ্ণস্য প্রেমৈব অমরতরুঃ অবিনাশীবৃক্ষঃ তৎফলানাং কল্পবৃক্ষস্য প্রেমফলানাং দাতা ভোক্তা চ স্বয়ং এব তং চৈতন্যং আশ্রয়ে প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধমূলাশ্রয় ॥ ১২ ॥
পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।

অনুভাষ্য।

শ্রীঈশ্বরপুরী। কুমারহট্টে বিপ্রকুলে উদ্ভূত। শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রিয়তম শিষ্য। চরিতামৃত অন্ত্য অষ্টমে। ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন। স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন। নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ॥ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ। তুষ্ট হঞা পুরী তারে কৈল আলিঙ্গন॥ বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন। সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর। ঈশ্বরপুরী শ্রীমহাপ্রভুকে গয়ায় দশাক্ষর মন্ত্র দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপ নগরে আসিয়া গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে কতিপয় মাস বাস করেন। অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সেইকালে আলাপ করেন ও নিজকৃত কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ শ্রবণ করান ॥ ১১ ॥

পরমানন্দপুরী। ত্রিহুত দেশোৎপন্ন বিপ্র। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং শ্রীমহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ১১ অধ্যায়। সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। আর নাহি এক পুরী গোসাঞী সে মাত্র॥ দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী। সন্ন্যাসীপার্ষদে এই দুই অধিকারী॥ নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন। প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥ পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন। যত প্রীত ঈশ্বরের পুরী গোসাঞীরে। দামোদর স্বরূপেরে তত প্রীতি করে॥ পরমানন্দ পুরী দর্শনে প্রভুর উক্তি চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য তৃতীয়। আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম। সফল আমার আজি হৈল সর্ব্বধর্ম্ম

ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য।

প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস। আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥ কথোক্ষণে অন্যোহন্যে করেন প্রণাম। পরমানন্দপুরী চৈতন্যের প্রিয়ধাম ॥ পরমানন্দ পুরী পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে একটী মঠ ও কূপ করিয়া বাস করেন। কূপে জল ভাল না হওরায় মহাপ্রভু বলিলেন, মহাপ্রভু জগন্নাথ মোরে এই বর। গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর ॥ প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে কৈলে স্নান বা ভক্ষণ ॥ সত্য সত্য হৈবে তার গঙ্গাস্নান ফল। কৃষ্ণে ভক্তি হইবে তার পরম নির্ম্মল ॥ প্রভু বলে আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। জানিহ কেবল পুরী গোসাঞীর প্রীতে ॥ গৌর-গণোদ্দেশ (১১৮) পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীত্তদ্ধবঃ পরা।

কেশবভারতী। শ্রীশঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডীগণের অন্যতম ভারতী সম্প্রদায় ভুক্ত। সরস্বতী ভারতী ও পুরী এই সম্প্রদায়ত্রয় দক্ষিণাপথের শৃঙ্গেরী মঠাধীন। শ্রীকেশবভারতী কাটোয়ায় শাখামঠে তৎকালে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইনিও ব্রহ্মসন্ন্যাসী হইলেও শ্রীমাধব সম্প্রদায়স্থ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদের মন্ত্রশিষ্য ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। বর্দ্ধমান জিলার অধীন কান্দরা ডাকঘরের অন্তর্গত খাটুন্দি গ্রামে তাঁহার দেবসেবা ও মঠ স্থাপিত আছে। মঠাধিকারীগণের মতে তাঁহারা কেশবভারতীর বংশ। কেশবের পুত্র নিশাপতি ও উষাপতি। নিশাপতির পুত্র রঘুনন্দন, তাহার তনয় মনোহর, তাহার পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভ সূনু ধরণীধর। তাহার পুত্র যদুনন্দন। তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম। তস্য তনয় রামচন্দ্র, তাহার নন্দন রামসুন্দর

বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরীসন্ন্যাসীগণ সকলেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ। ভারতী-সন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদাতা গুরু কেশব ভারতীর সম্বন্ধে আত্মীয়-বর্গ ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

তৎপুত্র কৃষ্ণহরিও তাঁহার পুত্র শ্রীনকড়িচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেবাধিকারী বর্ত্তমান আছেন। হুগ্লী বৈঁচির নিকট রাখালদাসপুরে উষাপতির বংশ আছেন। কেশব ভারতীর ইহারা পূর্ব্বাশ্রমের বংশ হইতেও পারেন। কাহারও মতে কেশব ভারতীর ভ্রাতা বলভদ্র। তিনি ও ভারতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের বংশের অনেকেই আছেন। গৌর-গণোদ্দেশ ৫২ শ্লোক। মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ। দদৌ সান্দীপনিঃ সোহভূৎ অদ্য কেশবভারতী॥ (১১৭ শ্লোক) ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেঽক্রূরঃ কেশবভারতী ॥

শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী। শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় কীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ও তৎকালে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন। নীলাচলেও তিনি সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দভারতী। যেকালে নীলাচলে মহাপ্রভু দর্শনে গিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহার পরিধেয়বসন মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত ছিল। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ছদ্ম করিয়া ভারতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া বহির্বাস গ্রহণ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৫ ॥
মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥ ১৬ ॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসঙ্খ্য হইল ॥ ১৭ ॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ ১৮ ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥ ১৯ ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগেত করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ২০ ॥
শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা (৯৭-১০০) কৃষ্ণানন্দঃ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর-রাঘবৌ। অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ॥ পুর্য্যুপাধি ক্রমাজ্ জ্ঞেয়া অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা উর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ। নবভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবতসংহিতাঃ॥ প্রত্যুচুর্জনকং তেঽত্র ভূত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা। প্রভুণা গৌরহরিণা বিহরন্তি স্ম তে যথা॥ শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যানন্দভারতী ॥ ১৪ ॥

সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২২ ॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥ ২৩ ॥
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২৪ ॥
উড়ুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৫ ॥
মূল স্কন্ধের শাখা উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৬ ॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল ॥ ২৭ ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৮ ॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দিব মাত্র ॥ ২৯ ॥
অঞ্জলী অঞ্জলী ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ৩০ ॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ৩১ ॥

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩২ ॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥ ৩৩ ॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ ৩৪ ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৫ ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৬ ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥ ৩৭ ॥
আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৮ ॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥ ৩৯ ॥
জগত ব্যাপি মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥ ৪০ ॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার ॥ ৪১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ২২অ, ২৪ শ্লোক)

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৪২ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে ৪২ শ্লোক)

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য ॥ ৪২ ॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকালসম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমানলোক আচরণ করেন ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

যেরূপ সংসারে পুণ্যপ্রভাবে লোকসমূহ সুখী হয়, পাপের প্রসারণে মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি হয়, পুণ্যবানের পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হয়, পাপীর দৌরাত্ম্য কথা লোকে মুখে আনিতেও ইচ্ছা করে না সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া জগতের লোক সুখী হইলে প্রেমপ্রদাতার সুখ্যাতিই বৃদ্ধি হইবে। পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণীমধ্যে শরীর ধারণ করার সফলতা ॥ ৪০।৪১ ॥

সখীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য।

সদা প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা সর্ব্বতোভাবেন দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং এতাবৎ এব ইহ সংসারে দেহিনাং জন্মসাফল্যং ॥ ৪২ ॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৪৪ ॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ২২ অ, ২৩ শ্লোক)

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৪৬ ॥
এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৃক্ষদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন। অহো ইহাঁরা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইহাঁদের জন্ম সফল। ইহাঁদের নিকট হইতে অর্থীসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইহাঁরা সুজনগণের ব্যবহার করেন ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

মতিমান্ যৎ এব কর্ম্ম ইহ জগতি পরত্র চ প্রাণিনাং উপকারায় ভবতি তদেব কর্ম্মণা মনসা বাচা কায়মনোবাক্যেন ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

সখীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য।

অহো এষাং বৃক্ষাণাং সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং উপজীবনং জন্ম বরং শ্রেষ্ঠং সুজনস্য ইব যেষাং যেভ্যঃ অর্থিনঃ প্রার্থিনঃ বিমুখাঃ বিফলাভীষ্টাঃ সন্তঃ ন যান্তি ॥ ৪৬ ॥

যেই যাহা তাঁহা দান করে প্রেমফল ।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৮ ॥
মহা মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায় ।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥ ৪৯ ॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার ।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার ॥ ৫০ ॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল ।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান ।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৫২ ॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল ।
সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল ॥ ৫৩ ॥
এইত কহিল প্রেমফল বিবরণ ।
ইবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরু-
বর্ণনং নাম নবম পরিচ্ছেদঃ ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

—‡*‡—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন ।
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম বিবরণ ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

দশম পরিচ্ছেদ কথা

দশম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা ব

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুপদিগকে আমি বারবার করি । তাঁহা-দিগকে কোনপ্রকারে আশ্রয় করিলে কুক্কুরও ন্ধলাভ করে ॥১॥

অনুভাষ্য ।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যঃ শ্রীচৈতন্যস্য পদাম্ভোজয়োঃ মধুং ভক্তি-রসং পিবন্তি যে মধুপাঃ ভৃঙ্গাঃ তেভ্যঃ গৌরভক্তেভ্যঃ নমো নমঃ যেষাং কথঞ্চিৎ কেনচিৎ অপি প্রকারেণ আশ্রয়াৎ শ্বা কুক্কুরঃ ভোগপরঃ ভগবদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধাহীনঃ অপি তদ্ গন্ধভাক্ তয়োঃ গৌরপদকমলয়োঃ গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতি ভক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ১ ॥

চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥ ৪ ॥
যত যত মহান্ত কৈল তাসবার গণন।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম ॥ ৫ ॥
অতএব তাসবারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥ ৬ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥ ৭ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগত বিদিত ॥ ৮ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম কল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা, শাখারূপ তৎপ্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ গৌরপ্রেমদেববৃক্ষস্য কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ শাখারূপান্ প্রিয়ান্ ভক্তগণান্ অহং বন্দে ॥ ৭ ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ (৯০ শ্লোক) শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো যঃ আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরাম-পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠসহোদরঃ। শ্রীনিধি নবনিধির অন্যতম।

দুই শাখার উপশাখায় তাঁসবার গণন।
যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন ॥ ১০ ॥
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা ॥ ১১ ॥
আচার্য্যরত্ন নাম ধরে বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা ॥ ১২ ॥
আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচিল ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, কোন কোন গ্রন্থমতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মেসো ॥ ১৩ ॥

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামবাসী ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা। সৈবেয়ং মালিনী নাম্নী শ্রীবাসগৃহিণী মতা। ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীদেবী ॥ ৮। ৯ ॥

আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর। মহাপ্রভুর মেসো। তিনি নবনিধির অন্যতম। তাঁহার গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর অভিনয় কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য। সম্প্রতি চন্দ্রশেখরের গৃহই ব্রজপত্তন নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৩ ॥

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। গৌরগণোদ্দেশ ৫৪ শ্লোক। বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ ॥

বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তিহোঁ লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম কেহ নাঞি ॥ ১৫ ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এই মত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য।

স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহকাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ং ॥ প্রেমনিধিতয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধী। মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ। রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ ॥ ইহাঁর অলৌকিক কৃষ্ণভক্তির কথা উদাহৃত হয়। 'চট্টগ্রামের ৬ ক্রোশ উত্তরে হাটহাজারি নামে একটি মহকুমা আছে। ইহার একক্রোশ পূর্ব্বে মেখলা গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী। মাতার নাম গঙ্গাদেবী। বাণেশ্বর শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত। পুণ্ডরীকের বংশাবলী। ২। রামপ্রসাদ ৩। প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ ৪। রামকানু বিদ্যাবাগীশ ৫। গোবিন্দরাম বেদান্তী ৬। ভবানী-চরণ সিদ্ধান্ত বাগীশ ৭। কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ৮। রামগোপাল ভট্টাচার্য্য ৯। ইন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ১০। অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ১১। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার অধুনা বর্ত্তমান আছেন ॥ ১৪ ॥

আদিলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে গদাধর শাখা বর্ণিত আছে। গৌরগণোদ্দেশ (১৪৭-১৫৩) শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দা-বনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ। নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা। পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ। রাধামনুগতা যত্তল্লিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৭ ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥ ১৮ ॥

অনুভাষ্য।

ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী ন খলু গদাধর এব ভূসুরেন্দ্রঃ। হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ। অতঃ শ্রীরাধিকারূপং শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। গৌরগণোদ্দেশ ৭১ শ্লোক। ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ। কৃষ্ণাবেশজনৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ। সহস্রগায়কান্মহ্যং দেহি ত্বং করুণাময়। ইতি চৈতন্যপাদে যঃ উবাচ মধুরং বচঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ॥ শ্রীধ্যানচন্দ্র লিখিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণরসপ্রকাশনপরং গানাবলীভূষিতং বৃন্দারণ্যসুখপ্রচারজনিতং স্তম্ভাদিভাবান্বিতং। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভো রসমিলন্নৃত্যাবতারাঙ্কুরং শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতং দ্বিজবরং চৈতন্যভক্তং ভজে॥ নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা। বিপ্রলব্ধাত্বমাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা। অস্যা বয়ঃ প্রমাণং স্যাৎ অসৌ গৌররসে পুনঃ। বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতামাপন্না হি কলৌ যুগে। শ্রীবক্রেশ্বর সম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দকৃত শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ে। প্রভোঃ প্রথম শিষ্য ইত্যথ বিমৃশ্য বক্রেশ্বরং নিবেশ্য চ তদাশ্রমে নিজনিজং নিবাসং যযৌ। ইহাঁর শিষ্য গোপাল গুরু এবং তৎশিষ্য ধ্যানচন্দ্র। পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগগণের সহ ইহাঁদের প্রীতির তারতা আছে। বক্রেশ্বরের শিষ্য সম্প্রদায়ে উৎকলের অধিকাংশ গৌড়ীয়বৈষ্ণব ॥ ১৭ ॥

দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ ॥ ১৯ ॥
প্রভু বোলেন তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাঙ আর পাখা ॥ ২০ ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥ ২১ ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ২২ ॥
দুইজনে খট মটি লাগায় কন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২৩ ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বোলে,—কহিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রভু বলেন তুমি আমার একটি পক্ষ; আর একটী তোমার মত পক্ষ পাইলে আমি আকাশে উড়িয়া যাইতাম ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

জগদানন্দ। গৌরগণোদ্দেশ ৫১ শ্লোক। কেনাবাস্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ। সত্যভামাপ্রকাশোপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ অন্ত্য দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ॥ ২১-২৩ ॥

রাঘব পণ্ডিত। গৌরগণোদ্দেশ ১৬৬ শ্লোক। ধনিষ্ঠা ভক্ষসামগ্রীং

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি ॥ ২৫ ॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥ ২৬ ॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধ যাহার ॥ ২৭ ॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৮ ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ নাশ ॥ ২৯ ॥
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেহমিতাঃ। সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ। ১৪১, নটশ্চন্দ্রমুখঃ প্রাগ্ যঃ স করো মকরধ্বজঃ। অন্ত্য দশম পরিচ্ছেদে ঝালির কথা বিস্তার আছে ॥ ২৪-২৮ ॥

দময়ন্তী। গৌরগণোদ্দেশ ১৬৭ শ্লোক। গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা ॥ ২৫ ॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত। গৌর-গণোদ্দেশ ৫৩ শ্লোক। পুরাসীৎ রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ। স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গাদাসসুদর্শনৌ ॥ ১১১ শ্লোক। গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

পিতা করি যারে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ ৩০ ॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড ।
প্রভুর উপরে যিহোঁ কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৩১ ॥
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল নদীয়া ॥ ৩২ ॥
তাহাঁর অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত ।
প্রভু-পাদোপধান যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩৩ ॥
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ ।

অনুভাষ্য ।

পুরন্দর আচার্য্য । জগন্নাথমিশ্র । গৌরগণোদ্দেশ ৩৭ শ্লোক । পুরা যশোদা ব্রজরাজনন্দৌ বৃন্দাবনে প্রেমরসাকরৌ যৌ । শচীজগন্নাথ-পুরন্দরাভিধৌ বভূবতুস্তৌ ন চ সংশয়োঽত্র । অমূ অবিশতামেব দেবা-দিতিকশ্যপৌ । শ্রীকৌশল্যা দশরথৌ তথা শ্রীপৃশ্নিতত্পতী ॥ দেবকী বসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ । তাবপ্যমূ অবিশতামিতি জল্পন্তি কেচন ॥ ৩০ ॥

দামোদর পণ্ডিত । গৌরগণোদ্দেশ (১৫৯ শ্লোক) । শৈব্যা যাসীং ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ । কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী ॥ ৩১ ॥

অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শঙ্কর পণ্ডিত । গৌরগণোদ্দেশ (১৫৭ শ্লোক) । যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা । সা শ্রীভদ্রাত্র গৌরাঙ্গপ্রিয়ঃ শঙ্কর পণ্ডিতঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩৪ ॥
শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি ॥ ৩৫ ॥
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৬ ॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দিউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

সদাশিব পণ্ডিত। চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড নবম অধ্যায়। শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়। নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর হইল বিজয়॥ সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি॥ ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী ॥ ৩৪ ॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। এই গ্রন্থের অন্ত্য দ্বিতীয়। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজনাম। নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥ কুমারহট্টে শিবানন্দের বাটীতে ইহাঁ কর্ত্তৃক মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া পাণিহাটী হইতে জগন্নাথ, নৃসিংহ ও মহাপ্রভুর নিজ তিনজনের ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৭৪ শ্লোক) আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে। চৈতন্যভাগবত। যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণ পণ্ডিত। শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতের সহ তিনি শ্রীমহাপ্রভু দর্শনে নীলাচল গিয়াছিলেন; চৈতন্যভাগবত অন্ত্য নবমে উল্লেখ আছে ॥ ৩৬ ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমান্ পণ্ডিত। শ্রীনবদ্বীপবাসী প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। কাচের দিন দেবীভাবে প্রভুর নৃত্যে মশাল জালিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত মধ্য ১৮ অধ্যায়। আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ॥ সম্মুখে দেউটী ধরে পণ্ডিত শ্রীমান॥ ৩৭ ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। শ্রীনবদ্বীপবাসী প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। চৈতন্য ভাগবত মধ্য ১৬ অধ্যায়। সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা। নবদ্বীপে বসতি প্রভুর জন্ম যথা॥ নবদ্বীপে-ঘরে ঘরে ঝুলি লই স্কন্ধে। ভিক্ষা করে অহর্নিশ কৃষ্ণবলি কান্দে॥ শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপা-ময়। আইস আইস বলি প্রভু বোলয় সদয়॥ দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম। দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইনু তোর। পাশরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর॥ এ বলিয়া হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর। মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর॥ প্রভু বোলে শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন। তোমারে দিলাম আমি প্রেম-ভক্তিদান॥ দশবরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়। লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥ যত বিধি প্রতিষেধ সব ভক্তিদাস। ইহাতে যাহার দুঃখ তার বুদ্ধিনাশ॥ বিষয়মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে। সুত-ধনকুলমদে বৈষ্ণব না চেনে॥ গণোদ্দেশ (১৯১) শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্ যজ্ঞপত্নিকা। প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ। কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা॥ ৩৮ ॥

নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যার ঘরে স্থিত ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

নন্দন আচার্য্য। নবদ্বীপবাসী প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। মহাপ্রকাশের দিবস মহাপ্রভু রামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈতপ্রভুকে আনিতে পাঠান। অদ্বৈতাচার্য্য নন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিলে সর্ব্বান্তর্যামী গৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভুও একদিন ইহাঁর গৃহে লুকাইয়া ছিলেন। চৈতন্যভাগবত মধ্য সপ্তদশ অধ্যায়। হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। গূঢ়রূপে সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর॥ ব্যবহারে দেখে প্রভু যেন দম্ভময়। বিদ্যাবল দেখিয়া পাষণ্ডী করে ভয়॥ প্রভু বলে হৈল আজি পাষণ্ডি সন্তাষ। সঙ্কীর্ত্তন কর সব দুঃখ যাউ নাশ॥ তোমা সবা স্থানে বা হইল অবজান। অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥ মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রুকুটী করি নাচে। কেমতে হইবে প্রেম নাড়া শুষিয়াছে॥ মুঞি নাই পাও প্রেম না পায় শ্রীবাস। তেলি মালি সনে কর প্রেমের বিলাস॥ অবধূত তোমার প্রেমের হইল দাস। অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। প্রেমশূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ। চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ॥ ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গামাঝে। নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিল পাছে॥ যারে শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে। তার লাগি চল নিজ শরীর এড়িতে॥ প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ হরিদাস। কারো স্থানে পাছে কর আমার প্রকাশ॥ এ বলিয়া প্রভু নন্দনের ঘরে যায়। এ দুই সঙ্গোপন কৈলা প্রভুর আজ্ঞায়॥ ভক্তসব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ। ঠাকুর আইলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে। বসিলা আসিয়া বিষ্ণু খট্টার উপরে॥ তিষ্ঠা

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি ॥ ৪০ ॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য।

বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন। প্রভু বলে মোর বাক্য শুনহ নন্দন। আজি তুমি আমাকে করিবে সঙ্গোপন॥ অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর। শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর॥ একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া। শ্রীবাস বলিলেন। আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস। মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে। মহা অপরাধী হেন মানে আপনারে॥ উঠহ আচার্য্য হের আমি বিশ্বম্ভর। লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বোলে বচন॥ উঠিয়া করহ স্নান কর আরাধন। নাহিক তোমার চিন্তা করহ ভোজন॥ ৩৯॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত। গণোদ্দেশ ১৪০। ব্রজে স্থিতো গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ॥ চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায়। করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ। মুকুন্দেরে আজ্ঞা কৈল করিতে কীর্ত্তন। বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিল নৃত্য। চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিল সব ভৃত্য॥ মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে।

শ্রীবাসুদেব দত্ত। "যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়।" (ভা অন্ত্য ৯ অ) প্রভু বলে আমি বাসুদেবের নিশ্চয়। এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার। দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই। সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই। সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।

জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ ৪২ ॥
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিহোঁ লয়েন অপতিত ॥ ৪৩ ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ পাত্র ॥ ৪৪ ॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৫ ॥
তিহোঁ সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৬ ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অপতিত,—বিধিভঙ্গ রহিতরূপে ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল ॥ (ভাঃ অন্ত্য ৫ম অধ্যায়) চাটিগ্রামে ইহাঁর জন্মস্থান। ইহাঁরই অনুগৃহীত যদুনন্দন আচার্য্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ॥ ৪১ ॥

শ্রীহরিদাস ঠাকুর। বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস। ভাগবত দ্বিতীয় অধ্যায়। কতদিন থাকি আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিল ফুলিয়ায়

তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন ।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥ ৪৮ ॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার ।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥৪৯ ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন ।

অনুভাষ্য ।

শান্তিপুরে ॥ যবনতাড়ন প্রসঙ্গ চৈতন্যভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত । চরিতামৃত অন্ত্য একাদশে হরিদাস নির্যাণ বর্ণিত ।। ৪৩-৪৭ ॥

সত্যরাজ খান । ইনি কুলীন গ্রামের গুণরাজ খানের পুত্র ও রামানন্দ বসুর পিতা । কুলীনগ্রামে ঠাকুর হরিদাস চাতুর্ম্মাস্যকাল বাস করিয়া ভজন করেন । তাঁহার ভজনস্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু বিগ্রহ আছেন । মেমারি ষ্টেশন হইতে ৭ মাইলের মধ্যে কুলীন গ্রাম ॥ ৪৮ ॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত । শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশজাত । শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থের লেখক । পরে নবদ্বীপ প্রবাসী হইয়াছিলেন । ইনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ । ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু বরাহরূপ দেখাইয়াছিলেন এবং শ্রীরামরূপ দর্শন করান । উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি প্রাণ । আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান ॥ জানকীর চরণে বরহ নমস্কার । যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার ।। শুষ্ককাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন । বিশেষে দ্রবিল সর্ব্ব ভাগবতগণ ।। যে সে স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয় । সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥ মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার । মুরারি বল্লভ প্রভু সর্ব্ব অবতার ॥ সকৃৎ মুরারি নিন্দা করে যেইজন । কোটি গঙ্গাস্নানে তাহার নাহিক নিস্তার ॥ ৪৯ ॥

আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥ ৫০ ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥৫১ ॥
শ্রীমান সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৫২ ॥
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আত্মবৃত্তি, স্ববর্ণবৃত্তি। মুরারীগুপ্তের কবিরাজী ॥ ৫০ ॥

গদাধর দাস,—এড়িয়াদহবাসী ॥ ৫৩ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমান্ সেন। ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুসঙ্গী ॥ ৫২ ॥

শ্রীগদাধর দাস ঃ—কলিকাতা হইতে চারিক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী-তীরে এঁড়িয়াদহ গ্রাম। এই গ্রামে দাস গদাধর বাস করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে কালে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন তৎকালে ১৪৩৪ শকে গদাধর তাঁহার প্রচার কার্য্যে একজন প্রধান সহায় হন। শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্য গোসাঞীর ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে। মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥ × × যাহ গৌড় দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ রামদাস গদাধর আদি কতজনে। তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে॥ শ্রীগদাধর দাস সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ করিতেন। সেই

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য।

গ্রামের কাজী কীর্ত্তন বিরোধী ছিলেন। শ্রীদাস গদাধর একদিন রাত্রকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজী উদ্ধারের মানসে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে কাজী আগামীকল্য হরি বলিব বলায় গদাধর দাস প্রেমসুখপূর্ণ হইয়া বলেন:— × × আর কালি কেনে। এইত বলিলা হরি আপন বদনে ॥ আর তোর অমঙ্গল নাহি কোনক্ষণে। যখনে করিলা হরি-নামের গ্রহণে ॥ চৈ ভা। শ্রীকবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশে লিখিয়াছেন রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তি পুরা ব্রজে। সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ ॥ পূর্ণানন্দো ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণী। সোপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীদাস গদাধর শ্রীরাধিকার বিভূতিস্বরূপ চন্দ্রকান্তি এবং গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। ইহাঁতেই শ্রীবলদেবের প্রিয়াগ্রণী প্রবেশ করিয়াছেন। নীলাচল হইতে গৌড়াগমন পথে শ্রীদাস গদাধর শ্রীরাধাভাবে মহাঅট্টহাস্যসহ দধি বিক্রয়িণী হইয়া বাহ্য পরিচয় ভুলিয়াছিলেন। এঁড়িয়াদহে তাঁহার গৃহে নিত্যানন্দ প্রভু দেখিলেন গদাধর গোপীভাবে বিভোর হইয়া গাঙ্গতোয়পূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুধ বিক্রয় করিতেছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন,—গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে। নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু যেবার গৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করেন সেকালে পাণীহাটী গ্রামে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হন। চৈ ভা। রাঘব মন্দিরে শুনি শ্রীগৌর সুন্দর।

প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥ ৫৫॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এতিন স্বরূপে।
সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাবরূপে॥ ৫৬॥
সাক্ষাতে সকল ভক্তে দেখি নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ॥ ৫৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সকলভক্তের নিকট একরূপ দর্শন দিয়া সাক্ষাৎ কৃপা করিতেন, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে সময় সময় আবিষ্ট হইতেন; প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হইত॥ ৫৬॥

অনুভাষ্য।

গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর॥ প্রভুর পরমপ্রিয় গদাধর দাস। ভক্তিসুখে পূর্ণ যাঁর বিগ্রহ প্রকাশ॥ প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে॥ এঁড়িয়াদহে গদাধরের ভবনে তাঁহার প্রকটকালে বালগোপাল মূর্ত্তি ছিলেন। শ্রীমাধবানন্দ ঘোষ শ্রীগোপাল বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীদাস গদাধরের সাহায্যে দানখণ্ড অভিনয় দ্বারা নৃত্যগীত করেন। শ্রীগদাধরের তিরোভাবে ঐ গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিটী সংযোগী বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কাল্‌নার শ্রীভগবান্ দাস বাবাজীর অনুজ্ঞা মত নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী পরলোকপ্রাপ্ত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপন পূর্ব্বক ১২৫৬ সালে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করেন। এক্ষণে ঐ সেবা উহাঁর পৌত্র বলাই বাবুর অধিকারে আছে॥ ৫৩॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেত রাখিল ॥ ৫৮ ॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৯ ॥
আস্বাদিল এসব রস সেন শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এসব আনন্দ ॥ ৬০ ॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর ॥ ৬১ ॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।

অনুভাষ্য।

নকুল ব্রহ্মচারী। গণোদ্দেশ ৭৩। আবির্ভাবো গৌরহরেঃ কুল-ব্রহ্মচারিণি। ইহাঁর নিবাস কাল্নার নিকট পিয়ারীগঞ্জ নামক পল্লীতে। অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ইহাঁর প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। ইহাঁর দেহে শ্রীমহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল শিবানন্দ তাহা প্রত্যক্ষ করেন ॥ ৫৭ ॥

শিবানন্দ সেন। কুমারহট্ট বা হালিসহর নিবাসী প্রভুর ভক্ত। তাঁহার পুত্র পরমানন্দ গৌরগণোদ্দেশে লিখিয়াছেন (১৭৬) পুরা বৃন্দাবনে বীরা দূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম। ইনি ভক্তগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে লইয়া যাইতেন। ইহাঁর তিন পুত্র চৈতন্য রামদাস ও পরমানন্দ কর্ণপূর। শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব রূপ ত্রিবিধ উপায়ে ভক্তগণকে কৃপা করেন সেই তিনরস শিবানন্দ সেন পরীক্ষা করিয়া আস্বাদন করেন চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার বর্ণন আছে ॥ ৫৮-৬১ ॥

তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬২ ॥
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬৩ ॥
প্রভু প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহা ভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীঞা আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যদাস। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র। রামদাস মধ্যম পুত্র। গণোদ্দেশ ১৪৫। বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুকৌ দক্ষবিচক্ষণৌ। তাবস্য জাতৌ মজ্জ্যেষ্ঠৌ চৈতন্যরামদাসকৌ ॥

কর্ণপূর। পরমানন্দদাস বা পুরীদাস বা কবিকর্ণপূর। ইনি শ্রীনাথের শিষ্য, অদ্বৈতশাখা। ইনি আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ, অলঙ্কার কৌস্তভ, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৪৪৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৯৮ শকাব্দায় গ্রন্থাদি রচনা করেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীবল্লভ সেন। শ্রীকান্ত সেন। শিবানন্দের ভাগিনেয়। পুরী আসিবার কালে মাতুল শিবানন্দকে নিত্যানন্দ প্রভু গালি শাপ ও লাথি মারায় মনে অভিমান করিয়া মহাপ্রভুর নিবট দল ছাড়িয়া পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জনিলেন এবং নীলাচল বাসকালে তাঁহাদের নিজ প্রসাদ দিবার অনুমতি করিলেন। গণোদ্দেশ ১৭৪ ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদস্য শ্রীকান্তসেনকঃ ॥ ৬৩ ॥

গোবিন্দানন্দ। প্রথমকীর্ত্তনে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী। শ্রীধরের গৃহে জলপানের দিবস ইনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। রথযাত্রায় ইনি পুরুষোত্তম গিয়াছিলেন।

শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখঁরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥ ৬৫ ॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥ ৬৬ ॥
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

গোবিন্দ দত্ত। মূলহইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেন। নবদ্বীপে প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী ॥ ৬৪ ॥

বিজয়দাস। নবদ্বীপবাসী লিপিকার। প্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছেন। গৌরহরি তাঁহাকে রত্নবাহু নাম দিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর গৃহে মহাপ্রভু বিজয়কে কৃপা করেন। ভাগবত মধ্য ২৫ অধ্যায়। শয়নে ঠাকুর তাঁর অঙ্গে দিল হস্ত। বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত ॥ হেমস্তম্ভপ্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। পরিপূর্ণ দেখে তঁহি রত্ন আভরণ ॥ আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়। শেষে হইলা পরানন্দ মূর্চ্ছিত তন্ময় ॥ উঠিয়াও বিজয় হৈলা জড়প্রায়। সপ্তদিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায় ॥ আহার পানীয় নিদ্রারহিত দেহ ধর্ম্ম। ভ্রময়ে বিজয় কেহো নাহি জানে মর্ম্ম ॥ ৬৫ ॥

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস। নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী। রথযাত্রায় পুরুষোত্তম আসিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য নবম অধ্যায়। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর। যাঁর জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধর। নবদ্বীপবাসী কদলীকাননোপজীবি দরিদ্র বিপ্র। আদি

প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিল জল ॥ ৬৮ ॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য।

অষ্টম চৈতন্যভাগবত। প্রভু বলেন শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ। হরি হরি বল তবে দুঃখ কি কারণ। শ্রীধর বলেন উপবাসতো না করি। ছোট হউ বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি ॥ প্রভু বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই। সবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই ॥ মধ্য নবম। খোলার পসার করি রাখে নিজপ্রাণ। তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়। তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্যে লাগি যায় ॥ চারিপ্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণ-নামে। মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর। তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর ॥ শ্রীধর বলয়ে প্রভু দেহ এই বর। যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলাপাত। সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ ॥ মধ্য ২৩ অধ্যায়। ভাঙ্গা একঘর মাত্র শ্রীধরের সার। উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ার ॥ সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে। কতঠাঞি তালি তাহা চোরেও না হরে। লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ। জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার। মৈলুঁ মৈলুঁ বলি ডাকয়ে শ্রীধর। মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর। প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর। আজি মোর ভক্তি হইল কৃষ্ণের চরণে। শ্রীধরের জলপান করিলুঁ যখনে ॥ বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়। সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়ে ॥ গণোদ্দেশ ১৩৩। খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ। আসীদ্ব্রজে হাস্যকরো যো নাম্না কুসুমাসবঃ ॥ ৬৭।৬৮ ॥

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৭০ ॥
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবান্ পণ্ডিত। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য নবম। চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান্। যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিলা অধিষ্ঠান ॥ ৬৯ ॥

জগদীশ পণ্ডিত। গণোদ্দেশ ১৯২। অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ-হিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহঘসৎ প্রভুঃ। ১৪৩। আসীদ্ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ ॥ চৈতন্যভাগবত আদি চতুর্থ। একদিন সবে হরি বলে অনুক্ষণ। তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥ প্রভু বলে যদি মোর প্রাণরক্ষা চাও। তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাও ॥ জগদীশপণ্ডিত হিরণ্যভাগবত। একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার। বিষ্ণুলাগি করিয়াছে যত উপহার ॥ সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ। তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ ॥ এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ। মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার। আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার ॥ সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার। অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার ॥ কতো ফেলে ভূমিতে কত বা কারো গায়। এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়।

হিরণ্য পণ্ডিত। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য পঞ্চম। হিরণ্যপণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ। সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাঅকিঞ্চন ॥ সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ। থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥ নবদ্বীপে

প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য দুই মহাশয় ॥ ৭২ ॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার। তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর ॥ নাম সে ব্রাহ্মণ অতিপরমকুমতি। লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি ॥ শূন্য বাড়ি খানে থাকে হিরণ্যের ঘরে। কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥ একদিন মোহিলেন দস্যুরে নিদ্রায়। আরদিন মহাদ্ভুত পদাতিকগণ। চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ ॥ ৭০।৭১ ॥

পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়। এই পণ্ডিতদ্বয় নবদ্বীপবাসী। প্রথমে পড়ুয়া পরে কীর্ত্তনারম্ভে সঙ্গী। চৈতন্যভাগবত দশম অধ্যায়। অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়। পুরুষোত্তম দাস হেন যাঁহার তনয় ॥ প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়। পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥ চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে। তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥ মধ্য প্রথম। পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈল কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে ॥ অন্ত্য নবম। পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে ॥ চৈতন্যভাগবতের বর্ণনমত মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র পুরুষোত্তম সঞ্জয়। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় দুই ব্যক্তি বলিবার উদ্দেশে এই দুই শব্দটী তিনবার ব্যবহার করিয়া চৈতন্যভাগবতের ধারণা শুদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥

বনমালী পণ্ডিত। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য নবম। চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল। যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহলমুষল ॥ গৌরগণোদ্দেশ ১৪৪।

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান ॥ ৭৪ ॥
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল।
নাম বলে বিষ যারে না করিল বল ॥ ৭৫ ॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি প্রভু যাঁরে কৈল পরিহাস ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

বেণুঞ্চ মুরলীং যোঽধাৎ নাম্না মালাধরো ব্রজে। সোঽধুনা বনমালাখ্যঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ ॥ প্রভুর বলদেব ভাব ইনি দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর আরোহণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতে হলমূষল লইয়া যে লীলা প্রদর্শন করেন তাহাতে স্বর্ণ হল মুষল বনমালীপণ্ডিত দেখিলেন ঐদিনে এরূপ কথার উল্লেখ নাই ॥ ৭৩ ॥

বুদ্ধিমন্ত খান। নবদ্বীপবাসী জনৈক ধনবান্ ভক্ত। ইনি প্রভুর প্রথমবারের বিবাহের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়ুব্যাধি হইলে তাঁহার চিকিৎসা করান। জল ক্রীড়ায় ও কীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন এবং কাচের অভিনয়ে বস্ত্রাদি ভূষণ সংগ্রহ করেন। রথযাত্রায় নীলাচলে গিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য নবম। চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়। আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥ ৭৪ ॥

গরুড় পণ্ডিত। নবদ্বীপ বাসী প্রভুর সঙ্গী। চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য নবম। চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে। নামবলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে ॥ গৌ, গঃ ১১। গরুড়ঃ পণ্ডিতঃ সোঽহ্বঃ গরুড়ো যঃ পুরা শ্রুতঃ ॥ ৭৫ ॥

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য।

গোপীনাথ সিংহ। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য নবম রথযাত্রায়। চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়। অক্রূর করিয়া যারে গৌরচন্দ্র কয়॥ গৌঃ গঃ ১১৭। পুরা যোঽক্রূরনামাসীৎ স গোপীনাথসিংহকঃ ॥ ৭৬ ॥

দেবানন্দ। চৈতন্য ভাগবত মধ্য ২১। সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥ জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন। ভাগবত পড়ায় তথাপি ভক্তিহীন ॥ কোপে বলে প্রভু, বেটা কি অর্থ বাখানে। ভাগবত অর্থ কোনজন্মে ও না জানে ॥ মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে। যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে ॥ নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে। আজি পুথি ছিঁড়ো এই দেখ বিদ্যমানে ॥ দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে। পূর্ব্ব অপরাধ আছে তাহা হৈল মনে ॥ ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস। পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে হইল জঞ্জাল। পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া। বাহিরে এড়িল নিয়া শ্রীবাসে টানিয়া॥ দেবানন্দ পণ্ডিত ও না কৈল নিবারণ। গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ ॥ ক্রোধমুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন। পরিপূর্ণ করিয়া যে সবজনে খায়। তবে বহির্দ্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায়॥ প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি। তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি॥ সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা। তাঁর ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা ॥ তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি মনে। আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে ॥ তাঁর সঙ্গে থাকি তার

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন ॥ ৭৮ ॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেমফল ফুল করে যাহাঁ তাহাঁ দান ॥ ৭৯ ॥
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

শুনিয়া প্রকাশ। তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্য বিশ্বাস ॥ গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে। এক নিবেদন মোর তোমার চরণে। কিবা বাখানিমু পড়াইমু বা কেমনে ॥ শুন বিপ্র ভাগবতে এই বাখানিবা। ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥ ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান। সেই নাহি বুঝে ভাগবতের প্রমাণ ॥ দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি। দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা ভাগ্য মানি ॥ কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি যারে প্রভু না করিল ধন্য। ইনি ব্রজের ভাগুরি মুনি ॥ ৭৭ ॥

মুকুন্দদাস। ইনি নারায়ণদাসের পুত্র এবং নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা। মধ্যম ভ্রাতার নাম মাধব দাস। ইহাঁর পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বংশাবলী আজও বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে বাস করিতেছেন। কাটোয়া হইতে চারিমাইল পশ্চিমে শ্রীখণ্ড গ্রাম। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই। তাঁহার দুই পুত্র মদন রায় ও বংশীবদন। এই বংশে অদ্যাবধি কিঞ্চিদধিক চারিশত ব্যক্তি জাত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশ প্রণালী আছে। (গৌ গ ১৭৭) ব্রজাধি-

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামীজন।
সবেই চৈতন্য ভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য।

কারিণী যাসীদ্বৃন্দাদেবী তু নামতঃ। সা শ্রীমুকুন্দদাসোঽস্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ॥ ইহাঁর অত্যাশ্চর্য্য প্রেম বর্ণন এই গ্রন্থের মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন। গৌঃ গঃ ৭০ শ্লোক। ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্ম-সখোঽভবন্। চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে॥ ভক্তিরত্নাকর নবমতরঙ্গে শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের বিবরণ পাঠ্য।

নরহরিদাস। গৌঃ গঃ ১৭৭ শ্লোক। পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা। অধুনা নরহার্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ। ইহাঁরই শিষ্য ঝামটপুরের নিকটস্থ কোগ্রাম নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা শ্রীলোচনদাসঠাকুর। ঐগ্রন্থে শ্রীগদাধর ও নরহরি শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া বর্ণিত। চৈতন্যভাগবতের মধ্যে খণ্ডবাসীগণের তাদৃশ সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চিরঞ্জীব ও সুলোচন। ইহাঁরা উভয়েই খণ্ডবাসী। তাঁহাদের স্থান আজও শ্রীখণ্ডে দেখা যায়। ইহাদের বংশ বিদ্যমান আছেন। পদ-কর্ত্তা একজন গোবিন্দদাস চিরঞ্জীব বংশ সম্ভূত। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র রামচন্দ্রকবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গী॥ ৭৮ ॥

রামানন্দবসু। কলকণ্ঠিসুকণ্ঠ্যৌ যে ব্রজে গান্ধর্ব্বনাটিকে। রামানন্দ বসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথাযথম্॥ যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি সকলেই বসু বংশজাত। এই বসুবংশ সকলেই কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণলীলা অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন। অদ্যাপিও কৃষ্ণলীলাভিনয়ের স্মৃতি

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥ ৮২ ॥
কুলীনগ্রামির ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥ ৮৩ ॥
অনুপম বল্লভ শ্রীরূপসনাতন।

অনুভাষ্য।

রক্ষিত হইতেছে। ইহাঁরা হরিদাস ঠাকুরের অনুগত শুদ্ধভক্ত। এই গ্রন্থের মধ্য চতুর্দ্দশ অধ্যায়। কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজখান। তারে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সম্মান ॥ এই পট্টডোরির তুমি হও যজমান। প্রতি বৎসর আনিবে ডোরি করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ইহাঁরই প্রশ্নে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮০।৮১ ॥

অনুপম :—শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুজ। ইহাঁর নাম শ্রীবল্লভ এবং শ্রীমহাপ্রভু প্রদত্ত অন্য নাম অনুপম। গৌড়ের পাতসাহের কর্ম্ম করায় ইহাঁদিগের মল্লিক উপাধি। "অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ। রূপ গোঁসাঞীর ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥" চৈ চ মধ্য ১৯ শ। ভরদ্বাজ গোত্রীয় সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু, কর্ণাট ব্রাহ্মণ রাজবংশে এক মহাত্মা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বাসস্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব অনুপমের জনক। কুমারদেব ফরিদপুরের অন্তর্গত

এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরূপ ও সনাতনের সহিত গৌড়ে রামকেলি গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এইকালে এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব সরকারে কার্য্য করায় তিনজনেই মল্লিক উপাধি লাভ করেন। শ্রীমহাপ্রভু যেকালে রামকেলিতে গিয়াছিলেন সেই সময়ে অনুপমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপগোস্বামী বিষয়কার্য্য ত্যাগ করিয়া রামকেলি যাইবার কালে এবং শ্রীমহাপ্রভুর চরণোদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে শ্রীবল্লভ তাঁহার সঙ্গী হন। প্রয়াগের বর্ণন চরিতামৃতে মধ্য ১৯ উনবিংশ। "তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা। মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হইলা॥" বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা। শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা॥ দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া। প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হয়া॥ প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার। উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন। বিষয় কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজন॥ প্রভুর শেষ প্রসাদ পাত্র দুই ভাই পাইল। দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান।

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। উহা শ্রীমহাপ্রভুর সনাতনের প্রতি উক্তিতেই জানা যায়। "রূপ অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা।" তৎকালে সুবুদ্ধি রায় শ্রীমথুরা নগরীতে শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয় পূর্ব্বক তদর্থে নিজের ও অন্য বৈষ্ণবের সেবাদি পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি

তাঁর মধ্যে রূপসনাতন বড় শাখা।

অনুভাষ্য।

বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনস্থ দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে ভ্রাতৃদ্বয় একমাসকাল থাকিয়া সনাতন গোস্বামীর অনুসন্ধানে গঙ্গাতীরপথে প্রয়াগে আসিলেন কিন্তু শ্রীসনাতন রাজপথে মথুরা আগমন করায় ভ্রাতৃত্রয় সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। সুবুদ্ধিরায় অনুপম ও রূপের কথা সনাতনকে জানাইলেন। অনুপম ও রূপ উভয়েই কাশী আসিয়া মহাপ্রভুর কথা সকল শুনিয়া দশদিবস পরে গৌড়ে যাত্রা করিলেন। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধান পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞামত উভয়েই নীলাচল যাত্রা করেন। ১৪৩৬ শকাব্দে পথে গঙ্গাতীরে অনুপমের রামচন্দ্রের ধাম লাভ হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার অনুজের প্রাপ্তি সংবাদ মহাপ্রভুকে নীলাচলে জ্ঞাপন করিলেন। অনুপম শ্রীরাম উপাসক থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিতমতে ব্রজভজনের পথ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র জানিতেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অনুপমের বিষয় ,এইরূপ লিখিত আছে। অনুপম নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর। সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য গোসাঞী ॥

শ্রীরূপ। গৌ গ ১৮০। শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা। সাদ্য রূপাখ্যগোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ। শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল। কাব্য হংসদূত আর উদ্ধব সন্দেশ। কৃষ্ণ জন্ম তিথি বিধি বিধান অশেষ॥ গণোদ্দেশ দীপিকা বৃহৎ লঘুদ্বয়। স্তবমালা বিদগ্ধ মাধব রসময়॥ ললিত মাধব বিপ্রলম্ভের অবধি। দানলীলা-কৌমুদী আনন্দ মহোদধি॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনুপম। শ্রীউজ্জ্বল

অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

নীলমণি গ্রন্থ রসপূর। প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা গ্রন্থ সুমধুর ॥ মথুরামহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত। নাটকচন্দ্রিকা লঘু ভাগবতামৃত ॥ বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল। কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল ॥ পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোস্বামী বর্ণিল। শ্রীজীব সংগ্রহে স্তবমালা নাম হৈল॥ শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী। তেঁহো নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি ॥ সাধন দীপিকা। ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা। প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা ॥ পদকান্ত্যাজিতমদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিতকমলমণিগর্ব্বঃ। শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌর-গোবিন্দঃ ॥

সনাতন। গৌরগণোদ্দেশ ১৮১ শ্লোক। যা রূপমঞ্জরী প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ ॥ সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যাম্বু নিরন্ত্রঃ সনাতনঃ ॥ ভক্তিরত্নাকর প্রথমতরঙ্গ। শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥ সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঁই। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাই ॥ সনাতন রূপের সাধন যে প্রকার। সে সকল বিস্তারি কহিতে সাধ্যকার ॥ বাড়ির নিকট অতি নিভৃত স্থানেতে। কদম্বকানন রাধা শ্যামকুণ্ড তাতে ॥ বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন। নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর ॥ সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়। টীকা সহ ভাগবতামৃতখণ্ডদ্বয় ॥ হরিভক্তি-বিলাস টীকা দিক্ প্রদর্শিনী। বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম টীপ্পনী।

মালির ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

লীলাস্তব দশম চরিত যারে কয়। সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয় ॥ শাকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টীপ্পনি শুভা। ১৪৭৬ শকাব্দে টীপ্পনি সমাপ্ত হইল। রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে। দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥ হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন-রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥ লঘুতোষণী। যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে। স্বপ্নদৃষ্টাদেববিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতা। মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃতমহাম্বুধৌ ॥ ৮৪ ॥

জীব। গৌরগণোদ্দেশ ২০৩ শ্লোক। সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ ॥ বিলাসমঞ্জরী × ১৯৫ ॥ শ্রীজীব বাল্যকালে ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন। পরে নবদ্বীপ আগমন পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ দর্শন করিয়া কাশীতে গমন করেন। তথায় মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীরূপসনাতনের আশ্রিত হইলেন। ভক্তিরত্নাকর প্রথমতরঙ্গ। শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চ-বিংশতি বিদিত। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দিব্যরীত। সূত্রমালিকা ধাতু সংগ্রহ প্রকার। কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা গ্রন্থ অতি চমৎকার। গোপাল-বিরুদাবলী রসামৃত শেষ। শ্রীমাধব মহোৎসব সর্ব্বাংশে বিশেষ ॥ শ্রীসঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ গ্রন্থ এ প্রচার। ভাবার্থসূচকচম্পূ অতি চমৎকার। গোপালতাপনীটীকা ব্রহ্মসংহিতার। রসামৃত টীকা শ্রীউজ্জ্বলটীকা আর ॥ যোগসার স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি। অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্য তথি। পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। শ্রীরাধিকাকরপদস্থিত

আসিন্ধুনদী তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥ ৮৭॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥ ৮৮॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুহেঁ ভক্তি সদাচার॥ ৮৯॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি পূজার প্রচার॥ ৯০॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥ ৯১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পশ্চিমপ্রদেশের লোক সব যবনসংসর্গে একটু কর্ত্তব্য বিমূঢ় এবং বঙ্গদেশীয় সদাচারের তুলনায় অনেকটা আচাররহিত। তাঁহারা ঐ সময় মুসলমানদিগের সংসর্গে একটু অধিক অনাচারী হইয়াছিলেন। রূপসনাতনের কৃপায় তাঁহাদের সদাচার প্রবৃত্ত হইল॥ ৮৯॥

লুপ্ততীর্থ শ্রীরাধাকুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ।

শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি ৭মূর্ত্তি পূজা প্রচার করেন॥ ৯০॥

অনুভাষ্য।

চিহ্নভিন্ন॥ গোপালচম্পূ পূর্ব্ব উত্তর বিভাগেতে। সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি॥ ৮৫॥

প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গুপ্তসেবা,—যে সকল সেবা কার্য্যে বাহিরের লোকের অধিকার থাকে না ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

রঘুনাথদাস। আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগ্লীজেলা'র অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুরগ্রামে শৌক্রকায়স্থকুলে হিরণ্যগোবর্দ্ধনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃকুল বৈষ্ণবপ্রায় থাকিয়া বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। ইহাঁর দীক্ষাগুরু যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী। সংসারে প্রবেশ করিবার অনতিবিলম্বেই ইনি শ্রীমহাপ্রভুর আশ্রয় প্রার্থী হন। কিছুদিনের মধ্যেই ১৪৩৯ শকাব্দায় সুযোগ বুঝিয়া গৃহ হইতে পুরুষোত্তম গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সুশীতল পদ লাভ করিয়া দামোদর স্বরূপের অনুগত ছিলেন। সেখানে ষোল বৎসর থাকিয়া প্রভুর অপ্রকটে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া রূপসনাতনের নিকট বাস করেন। ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গ। রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়। স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয় ॥ শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর। ইনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বে শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপালাভ করেন। ষষ্ঠ তরঙ্গ। অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥ দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে। নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দুনয়নে ॥ শ্রীনিবাস দাসগোস্বামীর সন্দর্শনে। আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে ॥ শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা। শ্রীনিবাস শ্রীগৌড় গমন নিবেদিলা ॥ শুনি

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯৩ ॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯৪ ॥
এইত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে।
আসি রূপসনাতনের বন্দিল চরণে ॥ ৯৫ ॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৬ ॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৭ ॥
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৮ ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয় লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভৃগুপাত পর্ব্বতের উচ্চসানু হইতে পড়িয়া ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগোস্বামী মুখে অনুমতি দিল ॥ এই ঘটনা ১৫১২ শকাব্দের পর। গৌরগণোদ্দেশে ১৮৬ শ্লোক। দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীং। ভানুমত্যাখ্যা যা কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥ ৯১ ॥

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ ১০০ ॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে করে আলিঙ্গন দান ॥ ১০১ ॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোনদিনে ॥ ১০২ ॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপরঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥ ১০৩ ॥
ইহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন। হরিনামের সহিত অষ্টকালীন সেবায় মনন ॥ ১০০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, দাস গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে আমার প্রভু বলিয়া জানিতেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষভাগে "শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥" লিখিয়াছেন। কেহ রঘুনাথ শব্দে রঘুনাথ ভট্ট বুঝাইতে চান এবং রঘুনাথ ভট্টকে কবিরাজ গোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু বলিতে চান। তাহার প্রমাণাভাব। কবিরাজ শাখা বলিয়া যে গুরু-পরম্পরায় রঘুনাথ ভট্টকে দীক্ষা গুরু বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় তাহা বিশিষ্ট সত্যের পরিচয় নহে ॥ ১০৩ ॥

আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০৪ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন ॥ ১০৫ ॥
শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শঙ্করারণ্যআচার্য্য,—শ্রীমহাপ্রভুর দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া ঐ নাম পাইয়াছিলেন ॥ ১০৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগোপাল ভট্ট। ইনি রঙ্গক্ষেত্র প্রবাসী ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র এবং প্রবোধানন্দের শিষ্য। ইনি সৎক্রিয়াসার দীপিকা রচক, হরিভক্তি-বিলাস সম্পাদক ও ষট্সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীগোপীনাথ ইহাঁর শিষ্য। শ্রীরাধারমণ বিগ্রহের স্থাপনকর্ত্তা। গৌর গণোদ্দেশ ১৮৪ শ্লোক। অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ। ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী ॥ ১০৫ ॥

শঙ্করারণ্য। গৌরগণোদ্দেশ ৬০ শ্লোক। অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরি-গ্রহঃ সন্ সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ। স্বীয়ং মহঃ কিল পুরী-শ্বরমাপয়িত্বা পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব। ইনি ১৪৩২ শকাব্দায় পাণ্ডেরপুরতীর্থে অপ্রকট হন। চরিতামৃত মধ্য নবম।

মুকুন্দ—মুকুন্দসঞ্জয়। ইহাঁর গৃহে বিশ্বম্ভর পাঠশালা করিয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম ছাত্র ছিলেন।

কাশীনাথ। বিশ্বম্ভরের বিবাহে সংযোগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি

শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন ।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৭ ॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস ।
প্রভুর আজ্ঞাতে তিহোঁ কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৮ ॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর ।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনিঞা ষষ্ঠীবর ॥ ১০৯ ॥
শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান ।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

শ্রীনাথ পণ্ডিত,—কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ॥ ১০৭ ॥

গঙ্গাবাস,—শ্রীনবদ্বীপান্তবর্ত্তী অলকানন্দার তটে গঙ্গাবাস নামক গ্রামের পত্তন করেন ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য ।

রাজপণ্ডিত সনাতনকে নিজ কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়দেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ দিবার পরামর্শ দেন । যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি । সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ ॥ গৌঃ গ ৫০ শ্লোক ॥

রুদ্র । গৌরগণোদ্দেশ ১৩৫ শ্লোক । বরূথপঃ সখা নাম্না কৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে । আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভঃ রুদ্রপণ্ডিতঃ ॥ ১০৬ ॥

শ্রীনাথ পণ্ডিত । গৌঃ গ ২১১ । ব্যাচকার পারিপাট্যাৎ যো ভাগবত সংহিতাং । কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তিঃ কৃষ্ণদেবো বিরাজতে ॥ ১০৭ ॥

জগন্নাথাচার্য্য । গৌঃ গ ১১১ । আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ । আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ন ॥
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥ ১১১ ॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালীম জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখরবৈদ্য দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১২ ॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুরসারঙ্গদাস ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য।

কবিচন্দ্র ও শ্রীনাথ মিশ্র। গৌঃ গ ১৭১। শ্রীনাথ মিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরা।

শুভানন্দ। ইনি ব্রজের মালতী। গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক।

ঈশান। চৈতন্য ভাগবত মধ্য অষ্টম। সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশলোক মধ্যে মহা ভাগ্যবান্॥ ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন॥ ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার। যত ছিল অবশেষ সকল তাহার॥ বৈষ্ণববন্দনা। বন্দিব ঈশান দাস করযোড় করি। শচীঠাকুরাণী যারে স্নেহ কৈল বড়ি॥ ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ। নিমাই চাঁদের অতি প্রিয় সে ঈশান॥ ১১০॥

সুবুদ্ধি মিশ্র। গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১ শ্লো। ব্রজের গুণচূড়া।

কমল নয়ন। গৌঃ গঃ ২০৫ ও ১৯৬ শ্লো। ব্রজে গন্ধোন্মাদা।

চন্দ্রশেখর বৈদ্য। ইনি কাশীতে থাকাকালে মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে বাস করেন। ইহাঁর লিখনবৃত্তি ছিল।

দ্বিজ হরিদাস। অষ্টোত্তরশতনামের রচয়িতা ইনিই কি না তদ্বিষয়ে প্রশ্ন হয়॥ ১১২॥

জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

ভাগবতাচার্য্য,—বরাহনগর নিবাসী। এখনও তাঁহার আশ্রমকে ভাগবতাচার্য্যের পাট বলে।

ঠাকুর সারঙ্গ দাস আমগাছি নিবাসী ॥ ১১৩ ॥

বাণীনাথ বিপ্র,—চম্পাহাটী নিবাসী ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগোপাল দাস। গৌঃ গঃ ১৫৮। পুরা শ্রীতারকাপালৌ যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে। তে সাম্প্রতং জগন্নাথশ্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয়ৌ।

ভাগবতাচার্য্য। গৌঃ গঃ ২০৩। নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥ চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য পঞ্চম। তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥ সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥ শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥ এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥ কেহ কেহ ইহাঁর নাম রঘুনাথ বলেন।

ঠাকুর সারঙ্গদাস। গৌঃ গঃ ১৭২ শ্লোক। ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠকুরঃ। প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিতা স ন মন্যতে ॥১১৩॥

জগন্নাথ তীর্থ। গৌঃ গঃ ৯৮।১০০। নবভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবত-

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ। সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥ ১১৫ ॥
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী ॥ ১১৬ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোবিন্দ, অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের স্থাপক ॥ ১১৫ ॥

অভিরাম,—খানাকুল কৃষ্ণনগরবাসী ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য।

সংহিতাঃ। জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা ঊর্দ্ধ-রেতসঃ সমদর্শিনঃ। শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দজগন্নাথাঃ হি তীর্থকাঃ।

বাণীনাথ। গৌঃ গঃ ২০৪। বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ব্রজের কামলেখা ॥ ১১৪ ॥

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ। এই তিন ভাই উত্তররাঢ়ীয় শৌক্রকায়স্থ। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য পঞ্চম। সুকৃতি মাধবঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর। তেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর। যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম ॥ মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই। গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই ॥ গৌঃ গঃ ১৮৮ শ্লোক। কলাবতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা ব্রজে স্থিতা। শ্রী-বিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তিস্মাত্ত তা মতাঃ। গোবিন্দমাধবানন্দবাসুদেবা যথাক্রমম্ ॥ ১১৫ ॥

শ্রীরামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥ ১১৮ ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীমাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৯ ॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিত পাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

রামদাস। এই গ্রন্থের মধ্য পঞ্চদশে। রামদাসকে নিত্যানন্দের সহিত প্রচার কার্য্যে দিলেন। গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোকে ব্রজের কুরঙ্গাক্ষি।

অভিরাম। গৌঃ গঃ ১২৬ শ্লোক। পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥ ১১৬ ॥

চিরঞ্জীব। গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক। ব্রজের চন্দ্রিকা। খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ। গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব সুলোচনৌ ॥

মাধবাচার্য্য ব্রজে মাধবী গৌঃ গঃ ১৬৯। নিত্যানন্দশাখা। কমলাকান্ত অদ্বৈতগণে কমলাকান্তবিশ্বাস। যদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতশাখা ॥ ১১৯ ॥

জগাই ও মাধাই। গৌঃ গঃ ১১৫। বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ যৌ জয়াদ্য-বিজয়ান্তকৌ। তাবদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথমাধবৌ ॥ ইহাঁরা উভয়েই নবদ্বীপবাসী পাপপরায়ণ শৌক্র ব্রাহ্মণ। দস্যুবৃত্তি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত ছিলেন। পরে প্রভুর কৃপায় হরিনাম লাভ করিয়া দুইজনে মহা ভাগবত হন। মাধাইর বংশ আছে তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ ॥ ১২০ ॥

গৌড়দেশ-ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় গণন ॥ ১২১ ॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা রঙ্গে ॥ ১২২ ॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব কথন ॥ ১২৩ ॥
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন ॥ ১২৪ ॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১২৫ ॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ॥ ১২৬ ॥
ইত্যাদিক পূর্ব্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি প্রভুর করেন সেবন ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

রঘুনাথ বৈদ্য। চৈতন্য ভাগবত অন্ত পঞ্চম পাণিহাটিতে। রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে। পরমবৈষ্ণব অন্ত নাহি যার গুণে। রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন মূর্ত্তিমতী যে, হেন রেবতী ॥ ষষ্ঠ। যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতিমতি। ইনি পুরীতে সমুদ্রকূলে ছিলেন এবং তথাকার স্থান নিরূপণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ॥ ১২৬ ॥

আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী ।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥ ১২৮ ॥
নীলাচলে প্রভুর প্রথম মিলন ।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৯ ॥
বড়শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
তার ভগ্নিপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৩০ ॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ ।

অনুভাষ্য ।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য । বাসুদেব ইহাঁর নাম। ইনি নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগর নামক পল্লীবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে বেদান্তাধ্যাপনা করাইতেন। মহাপ্রভুকে শাঙ্কর ভাষ্যানু-মোদিত বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া পরে প্রভুর নিকট হইতে প্রকৃত বেদান্তার্থ অবগত হন। ইনি প্রভুর ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার রচিত চৈতন্য শতকে গৌরভক্তি প্রকটিত আছে। বিশেষতঃ বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ শ্লোকদ্বয় সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্যের সীমা। গৌঃ গঃ ১১৯ শ্লোক। ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্ গীষ্পতির্দিবি ॥

গোপীনাথ আচার্য্য। নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী বিপ্র। ইনি সার্ব্বভৌমের ভগ্নিপতি। গৌঃ গঃ ১৭৮। পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ॥ গণো-দ্দেশ ৭৫ শ্লোক। কাহারো মতে ইনি ব্রহ্মা। গোপীনাথাচার্য্যনাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ। নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ॥১৩০॥

যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ ১৩১ ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥ ১৩২ ॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩৩ ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

কাশীমিশ্র। রাজ পুরোহিত। তাঁহারই গৃহে মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি। পরে সেই স্থান বক্রেশ্বর পণ্ডিত লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্য গোপাল গুরুর সময়ে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন। গৌঃ গঃ ১৯৩। মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরিন্ধ্রী কৃষ্ণবল্লভা। সাদ্য নীলাচলাবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য পঞ্চম। উৎকলে জন্মিয়াছিল যত অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥ শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের সাগর। আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ অন্ত্য নবম। শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেমভক্তির প্রধান। এই গ্রন্থের অন্ত্য-পঞ্চম-পরিচ্ছেদে ইহাঁর প্রসঙ্গ আছে।

ভবানন্দ রায়। শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতা। পুরী জেলার পুরী হইতে পশ্চিমে চারিক্রোশ আলালনাথের নিকট ইহাঁর বাসস্থান। জাতিতে শৌক্রকরণ। তাঁহার পঞ্চপুত্র। তিনি পূর্ব্বে পাণ্ডুরাজ বলিয়া পরিচিত ॥ ১৩১ ॥

প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওঢ্র শিবানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

রামানন্দ রায়। গৌঃ গঃ ১২০-১২৪ শ্লোক। প্রিয়নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী। রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহং ॥ ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকেনানুমন্যতে ॥ ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্ত্বং পৃথাপতিঃ। গোপ্যঽর্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ। অর্জ্জুনো যদ্রায় রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ ॥ অর্জ্জুনীয়াভবত্তূর্ণং অর্জ্জুনো প চ পাণ্ডবঃ। ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে ॥ তস্মাদেকত্রয়ং রামানন্দরায় মহাশয়ঃ ॥ এই গ্রন্থের মধ্য অষ্টমপরিচ্ছেদ, অন্ত্য পঞ্চম পরিচ্ছেদাদি দ্রষ্টব্য।) অন্তরঙ্গভক্তের মধ্যে ইহাঁর স্থান অত্যন্ত উচ্চ। আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি। দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥ তবহি বিকার পায় মোর তনু মন। প্রকৃতিদর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥ নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার ॥ তাহার মনের ভাব তিহঁ জানে মাত্র। তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ ইনি শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন কাহারও মতে ইনি বিশাখাদেবী ॥ ১৩৪ ॥

প্রতাপরুদ্র রাজা গঙ্গাবংশীয় উৎকল সম্রাট্। ইনি মহাপ্রভুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়া অনেক কষ্টের পর তাঁহার দর্শন পান ও তাঁহার

ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতি আর মুরারি মাহিতি ॥ ১৩৬ ॥
মাধবীদেবী শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি ॥ ১৩৭ ॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

কৃপালাভ করেন। গৌঃ গঃ ১১৮ শ্লোক। ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা ॥ তাঁহার ইচ্ছাক্রমে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লেখা হয়।

পরমানন্দ মহাপাত্র। চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য পঞ্চম। উৎকলে জন্মিয়াছিলা যত অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥ শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়। যারতনু শ্রীচৈতন্য ভক্তিরসময় ॥ ১৩৫ ॥

ভগবান্ আচার্য্য। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য তৃতীয়। ভগবান্ আচার্য্য আইলা মহাশয়। শ্রবণেও যাঁরে নাহি পরশে বিষয় ॥ গৌরগণোদ্দেশ ৭৪ শ্লোক। আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে।

শিখি মাইতি। গৌঃ গঃ ১৮৯ শ্লোক। রাগলেখা কলাকেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে। তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ ॥ ইনি ও ইহাঁর ভগ্নি উভয়েই উৎকলের অন্তরঙ্গ অধিকারী ভক্ত।

মুরারি মাইতি। মুরারি মাইতি ইহ শিখিমাইতির ভাই। তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই। চৈঃ চঃ মধ্য দশম ॥ ১৩৬ ॥

তাঁর সিদ্ধিকালে দোহেঁ তার আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিল আসিয়া ॥ ১৩৯ ॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুহাঁকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোহাঁরে ॥ ১৪০ ॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দের দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে সঙ্গে কাশীশ্বর ॥ ১৪১ ॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য গহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪২ ॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোবিন্দ ও কাশীশ্বর ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তি কালে তাঁহার আজ্ঞামতে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আসেন ॥ ১৩৮ ॥

অপরশ,—বিনা স্পর্শ করিয়া ॥ ১৪২ ॥

অনুভাষ্য।

গোবিন্দ। মহাপ্রভুর নিজসেবক। গৌঃ গঃ ১৩৭। পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গারভঙ্গুরৌ। শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুসেবকৌ ॥ ১৩৮ ॥

রামাই ও নন্দাই। গৌঃ গঃ ১৩৯। পয়োদবারিদৌ প্রাগ্ যৌ ক্ষীরসংস্কারকারিণৌ। তাবদ্য ভৃত্যৌ রামায়িনন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ ॥ ইঁহারা গোবিন্দের আনুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন ॥ ১৪৩ ॥

বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥ ১৪৪ ॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥ ১৪৫ ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যিহোঁ ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৬ ॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৭ ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণদাস। এই গ্রন্থের মধ্য সপ্তম ও মধ্য নবমে ইহাঁর প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। জলপাত্র বহিবার উদ্দেশে এই সরল বিপ্র প্রভুর সহিত দক্ষিণ যান। মালাবার দেশে ইহাঁকে স্ত্রীরূপে মোহিত করিয়া আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে দেখিয়া গৌরহরি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হন এবং বিদায় দেন। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ পারিষদে যাঁহার বিলাস ॥ ১৪৫ ॥

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। ব্রজের মধুরক্ষণা। সন্ন্যাসীগণের পাকাদি ব্যবহারিক কর্ম্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। তাঁহারা গৃহস্থের নিকট ঐ গুলি গ্রহণ ও স্বীকার করেন। সন্ন্যাসীগণ গুরু, ব্রহ্মচারীগণ শিষ্য। বলভদ্র মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবনগমনকালীয় ব্রহ্মচারী কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ১৪৬ ॥

ছোট হরিদাস। ইহাঁর প্রসঙ্গ এইগ্রন্থের অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ॥ ১৪৭ ॥

তপন আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর ॥ ১৪৮ ॥
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ ।
গৌড়ে পূর্ব্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৯ ॥
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য তনয় ।

অনুভাষ্য ।

অচ্যুতানন্দ ঃ—অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া চৈতন্যভাগবত অন্ত্য-খণ্ড নবমাধ্যায়ে লিখিত আছে । "অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ"। সংস্কৃত অদ্বৈত চরিত গ্রন্থে লিখিত আছে যে "অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপাল দাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতা-গর্ভাব্ধিসম্ভবম্ ॥ আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ । চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ । ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্ ॥ চরিতামৃত আদি দ্বাদশ । "অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচার্য্যনন্দন । আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥ কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয় । চৈতন্য গোসাঞী বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত । তাঁহার চরিত্র শুনি অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম । আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৌরভক্ত-পুত্র-ত্রয়ের মধ্যে অচ্যুতানন্দ জ্যেষ্ঠ । কিন্তু বলরামাদি অন্য তিনপুত্রে অচ্যুতের বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে ব্যাঘাত দেখা যায় না । অদ্বৈতের বিবাহ পঞ্চদশশক শতাব্দীর প্রারম্ভেই হইয়াছে । শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে যে বর্ষে রামকেলি হইয়া বৃন্দাবনগমনে মানস করেন সেই বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৩।৩৪ শকাব্দে অচ্যুতানন্দের বয়ঃক্রম ৫ বর্ষমাত্র ছিল । চরিতামৃত আদি দ্বাদশ অধ্যায় "পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার ॥ "ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায় " পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর ।" সুতরাং অচ্যুতানন্দ

নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য।

১৪২৮ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। অচ্যুত জন্মের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর জন্মকালে অদ্বৈত পত্নী সীতা প্রভুজন্ম দেখিতে আসিয়াছেন সুতরাং ২১ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আরও ৩টী পুত্র হওয়ার অসম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা ১৭৯২ শকে মুদ্রিত লোকনাথদাস নামে রচিত একখানা বাঙ্গালা সহজিয়া সখী ভেকী দলের সীতাদ্বৈতচরিত নামক কবিতা গ্রন্থে অচ্যুতানন্দকে মহাপ্রভুর সমপাঠী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে উহা চৈতন্য ভাগবতের বিরুদ্ধ। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া যে কালে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আগমন করেন তখন ১৪৩১ শক। অচ্যুতানন্দ ৩ বর্ষের শিশু। দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈততনয়। আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে। প্রভু বলে অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীরাম পণ্ডিতকে অদ্বৈত আনিবার জন্য শান্তিপুরে পাঠান। সেকালে অচ্যুতানন্দ পিতামাতার সহিত আনন্দ ক্রন্দনে যোগ দিয়াছিলেন। "অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম। পরমবালক সেহো কান্দে অবিরাম॥" আবার অদ্বৈতপ্রভু যখন ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞানব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন মহাপ্রভু তাহাঁকে প্রহার করিতেছেন সেক্ষেত্রেও অচ্যুতানন্দ বর্ত্তমান। প্রভুর সন্ন্যাসের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা স্বীকার করিতে হয়। "অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈততনয়।" অচ্যুত বাল্যকালাবধি মহাপ্রভুর ভক্ত। তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিয়াছেন এরূপ কোন কথা জানা যায় নাই। শ্রীঅদ্বৈত শাখাবর্ণনে তাঁহার নাম শিষ্যগণের

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।

অনুভাষ্য।

অগ্রগণ্য। শ্রীযদুনন্দন দাস কৃত শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর শাখা নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে আমরা অচ্যুতানন্দ ঠাকুরকে গদাধরের শিষ্য ও শাখা বলিয়া জানিতে পারি। মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দনামকম্। গদাধর প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্॥” নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া অচ্যুতানন্দ ভজন করিয়াছেন। চরিতামৃতে আদি দশমে। অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যতনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥ শ্রীমদগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে শেষজীবনে বাস করেন। সুতরাং অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি অদ্বৈত প্রভুর প্রকৃত সেবকমণ্ডলী অনেকেই শ্রীগদাধরের ও চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। অচ্যুতানন্দের শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অতি বাল্যকাল হইতে প্রবল ভক্তির নিদর্শন জানা যায়। চরিতামৃত আদি দ্বাদশ। আজন্ম সেবিলা তিঁহ চৈতন্যচরণ। চৈতন্য গোসাঞীর গুরু কেশবভারতী॥ এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥ জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ। তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥ চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞী। তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই॥ শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার। রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনের মধ্যে ও আমরা অচ্যুতানন্দকে আবাল্য দর্শন করি। চরিতামৃত মধ্য ত্রয়োদশে। শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥ এই সময় বালকের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। শ্রীকবিকর্ণপূর প্রণীত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় অচ্যুতানন্দকে গদাধরের শিষ্য এবং কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৫১ ॥
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন ॥ ১৫২ ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।

অনুভাষ্য।

কেহ কেহ তাঁহাকে কার্ত্তিক এবং অন্যে তাঁহাকে অচ্যুতানাম্নী গোপিকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার উভয়ের সমীচিনতা আছে স্থির করিয়াছেন। তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ। শ্রীমৎ পণ্ডিত-গোস্বামী শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্ ॥ যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীৎ ইতি জল্পন্তি কেচন। কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতানাম্নী তু গোপিকা ॥ উভয়ন্তু সমীচিনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ ॥ শ্রীনরহরিদাস কৃত নরোত্তম বিলাস গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দের খেতরি মহোৎসবে আগমন কথা এবং মহোৎসবে যোগদানের কথা সুবিস্তার বর্ণন আছে। জননী শ্রীসীতা ও শ্রীজাহ্নবীর অনুরোধক্রমে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও তিনি মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। নরহরিদাস তাঁহাকে শেষকালে শান্তিপুরের বাটীতে বাসস্থান দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে তিনি তাঁহার সহিত এবং পরে শ্রীগদাধরের নিকট বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই জানা যায়। অচ্যুতানন্দের কোন সন্তানাদি নাই ॥ ১৫০ ॥

তপনমিশ্র। মহাপ্রভু যেকালে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন তৎকালে ইনি সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভুর নিকট হইতে হরিনাম লাভ করেন। পরে কাশীতে বাস করেন। কাশীবাসকালে প্রভু ইহাঁর গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিতেন ॥ ১৫২ ॥

প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন ॥ ১৫৩ ॥
চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস ।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥ ১৫৪ ॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসম্বাহন ॥ ১৫৫ ॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে ।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥ ১৫৬॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা ।
আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥ ১৫৭ ॥
তাঁর স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত ।
প্রভুর কৃপায় তিহোঁ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত ॥ ১৫৮ ॥

অনুভাষ্য ।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য । ছয় গোস্বামীর অন্যতম । তপনমিশ্রের পুত্র । ভাগবত শাস্ত্রে ইহাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব । এই গ্রন্থের অন্ত্য ত্রয়োদশে ইহাঁর প্রসঙ্গ । অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল । বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল ॥ বৃদ্ধ মাতাপিতা যাই করহ সেবন । বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ চারি বৎসর ঘরে পিতামাতা সেবা কৈল । বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঁই ভাগবত পড়িল ॥ পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা । পুনঃ প্রভুর ঠাঁই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে । তাঁহা যাঞা রহ রূপ সনাতন স্থানে ॥ ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম । অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

এইমত সঙ্খ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্‌মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥ ১৫৯॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল॥ ১৬০॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেমফুল ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগত কৃষ্ণ প্রেম জলে॥ ১৬১॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা॥ ১৬২॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে সহস্র বদন॥ ১৬৩॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ শাখা-
বর্ণনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

রূপ গোসাঞীর সভায় করে ভাগবত পঠন। নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল। গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণ কথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥ বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥ গৌঃ গঃ ১৮৫। রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী। কৃতশ্রীরাধিকাকুণ্ড কুটীরবসতিঃ স তু॥ আনুমানিক ১৪২৫ শকে তাঁহার জন্ম॥ ১৫৩-১৫৮॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ কথাসার।

একাদশপরিচ্ছেদে প্রভুনিত্যানন্দের গণসকল বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেমরূপমধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দপাদপদ্মের ভৃঙ্গসকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কএকটী মুখ্যভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

প্রেমমধূন্মদান্ প্রেম এব মধু তেন উন্মদান্ অখিলান্ সর্ব্বান্ নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রভুপাদপদ্মভ্রমরান্ নত্বা তেষু ভক্তেষু কতিচিৎ মুখ্যাঃ ভক্তাঃ ময়া লিখ্যন্তে ॥ ১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর ॥ ৫ ॥
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম ফুল ফলে ভরি ছাইল ভুবন ॥ ৬ ॥
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৭ ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞী স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসঙ্খ্য তার লেখা ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর উর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দের শাখারূপগণ সকলকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

মালাকারের, শ্রীমহাপ্রভুর ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব সতঃ নিত্যস্থিতস্য প্রেমামরবৃক্ষস্য গৌরনামধেয়স্য অবিনাশিনস্তরোঃ তস্য উর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ উর্দ্ধস্কন্ধরূপস্য নিত্যানন্দপ্রভোঃ শাখারূপগণান্ নুমঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞী। ইনি শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের পুত্র। বসুধার গর্ভজাত। গৌঃ গঃ ৬৭। সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়িনামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥ ইনি হুগলীজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামনিবাসী যদুনাথাচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুন্মালার গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতী এবং তাঁহাদের পালিতকন্যা নারায়ণীকে বিবাহ করেন। ভক্তি-রত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গ। গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র এই

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা ভাগবত।
বেদ ধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত ॥ ৯ ॥
'অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তিহেঁা মূলস্তম্ভ ॥ ১০ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপামহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ১১ ॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির চরণ শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বীরচন্দ্রপ্রভু পয়োব্ধিশায়ী সঙ্কর্ষণের যে ব্যূহ তৎস্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়া ও আপনাকে বৈষ্ণবাভিমান করিতেন ॥ ৯ ॥

অনুভাষ্য।

তিনজনেই ইহাঁর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শুদ্ধশ্রোত্রিয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় লতাগ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহে বাস করেন। যদি ইহাঁদের তিনজনের গোত্র এবং গ্রামের পরিচয় এক থাকে তাহা হইলে বীরভদ্রের ঔরসজাত পুত্রত্বে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। রামচন্দ্রের চারিপুত্র। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামাধবের তৃতীয় তনয় যাদবেন্দ্র, তৎসুত নন্দকিশোর, তৎপুত্র নিধিকৃষ্ণ, তাঁহার সুত চৈতন্যচাঁদ, তাঁহার সুত কৃষ্ণমোহন, তাঁহার সুত জগন্মোহন, তাঁহার পুত্র ব্রজনাথ, এবং তাঁহার পুত্র শ্যামলাল প্রভু ॥ ৮ ॥

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ ১৩ ॥
নিত্যানন্দ আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥ ১৪ ॥
অতএব দুইগণে দুঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১৫ ॥
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি কৈল বাঁশী ॥ ১৬ ॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৭ ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইহাঁরা নিত্যানন্দের পার্ষদস্বরূপ। যে সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে গৌড়ে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তখন, রামদাস ও গদাধর দাসকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। অতএব সেই দুইজনকে একবার মহা-প্রভুর গণের মধ্যে ধরা গিয়াছে। আবার নিত্যানন্দের গণেও ধরা গেল। মাধব ও বাসুঘোষের সেইরূপ দুইগণে গণনা।

রামদাস, অভিরাম দা[illegible] ১৩।১৪ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৭ ॥

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে ।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৯ ॥
মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা ।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা ॥ ২০ ॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজ সখা ।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য ।

মুরারি চৈতন্য দাস। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য পঞ্চম। বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে ॥ মহা অজাগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥ ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয় ॥ চৈতন্য দাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দ মনঃ কথা ॥ দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে। থাকেন কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে ॥ জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহ বিক্রম অপার ॥ চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি সকল অপার॥ যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস-মুরারিপণ্ডিত। যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥ ২০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ সকলেই ব্রজের সখ্যরসাশ্রিত। তাঁহাদের সকলেরই গোপাল বেশ। প্রভুর পত্নী ঈশ্বরী জাহ্নবা মাতা ব্রজের **অনঙ্গমঞ্জরী** শ্রীমতীরাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী। গৌরগণোদ্দেশ ৬৬ শ্লোক। কেচিৎ শ্রীবসুধা দেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে। অনঙ্গমঞ্জরীং

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ২২ ॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥ ২৩ ॥
কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২৪ ॥
সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য।

কেচিৎ জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে॥ উভয়ন্ত সমীচিনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতং॥ এজন্য তদাশ্রিত ভক্তও নিত্যানন্দগণে গৃহীত হন ॥ ২১ ॥

সুন্দরানন্দ। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ। প্রেমরস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম। নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥ গৌঃ গঃ ১২৭। পুরা সুদাম নামাসীদ্ অদ্য ঠকুরসুন্দরঃ। ইহাঁর স্থান মহেশপুর; দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুদাম ॥ ২৩ ॥

কমলাকর পিপ্পলাই। গৌঃ গঃ ১২৮। কমলাকরঃ পিপ্পলাই নাম্না-সীদ্ যো মহাবলঃ। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত মাহেশের জগন্নাথ। তাঁহার বংশ্য অধিকারীগণ তথায় আজও বাস করিতেছেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্ন প্রকার গ্রামীর মধ্যে পিপ্পলাই অন্যতম। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহাবল ॥ ২৪ ॥

সূর্য্যদাস সরখেল। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ। নবদ্বীপ হইতে অল্পদূর শালিগ্রাম। তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম॥ গৌড়ে রাজা

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহা শক্তি ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য।

যবনের কার্য্যে সুসমর্থ। সরখেল খ্যাতি উপার্জ্জিল বহু অর্থ ॥ সূর্য্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার। বসুধা জাহ্নবা নামে তাঁর কন্যাদ্বয় ॥ গৌঃ গঃ ৬৫। শ্রীবারুণী রেবতবংশসম্ভবে তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী। শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ।

কৃষ্ণদাস সরখেল। গৌরীদাস পণ্ডিতও সূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নিত্যানন্দের বিবাহাধিবাসে বড়গাছি হইতে শালিগ্রামে যান। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ। নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত আইলা বাটী হইতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের পৃষ্ঠ-পোষিত। ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবল সখা। নিবাস নবদ্বীপ হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে শালিগ্রাম পরে অম্বিকা কালনা। গৌঃ গঃ ১২৮। সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ। গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্। কায়মনো-বাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥ তাঁহার সাড়ে বাইশ শাখা। ১। শ্রীনৃসিংহচৈতন্য ২। কৃষ্ণদাস ৩। বিষ্ণুদাস ৪। বড় বলরামদাস ৫। গোবিন্দ ৬। রঘুনাথ ৭। বড় গঙ্গাদাস ৮। আউলিয়া গঙ্গারাম ৯। যাদবাচার্য্য ১০। হৃদয়চৈতন্য ১১। চান্দ হালদার ১২। মহেশ পণ্ডিত ১৩। মুকুট রায় ১৪। ভাতুয়া গঙ্গারাম ১৫। আউলিয়া চৈতন্য ১৬। কালীয়া কৃষ্ণদাস ১৭। পাতুয়া গোপাল ১৮। বড় জগন্নাথ ১৯। নিত্যানন্দ ২০। ভাবি ২১। জগদীশ ২২। রাইয়া কৃষ্ণদাস ২২॥০।

নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥ ২৭ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৮ ॥
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক-শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য।

অন্নপূর্ণা। গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র বড় বলরাম এবং কনিষ্ঠ রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র মহেশ পণ্ডিত ও গোবিন্দ। কন্যা অন্নপূর্ণা। গৌরীদাসের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য। হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য অন্নপূর্ণা দেবীর পুত্র গোপীরমণ। ইহার বংশাবলীই সম্প্রতি কালনায় মহাপ্রভুর অধিকারীগণ ॥ ২৬ ॥

পুরন্দর পণ্ডিত। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত। নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥ অন্ত্য পঞ্চম। তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥ খড়দহ গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। যত নৃত্য করিলেন কথন না যায় ॥ পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ। বৃক্ষের উপরি চড়ি করে সিংহনাদ ॥ মুঞিরে অঙ্গদ বলি লম্ফ দিয়া পড়ে। অন্ত্য পঞ্চম ॥ ২৮ ॥

পরমেশ্বর দাস। বা পরমেশ্বরী দাস। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস। যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ অন্ত্য পঞ্চম। কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন। গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ ॥ পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বরী দাস। যাহার বিগ্রহে

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন ॥ ৩০ ॥
নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ ৩১ ॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতয়াল ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য।

গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে। প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে ॥ ইহাঁর পাট বিশথলা গ্রাম বা তড়া আঁটপুর। গৌঃ গঃ ১৩২। নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ ॥ ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অর্জ্জুন সখা। শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর খেতরিমহোৎসব গমনকালে পরমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন। সঙ্গেতে চলিলা মহাভাগবতগণ। যাঁসবার দর্শনে পবিত্র ত্রিভুবন ॥ শ্রীপরমেশ্বরী বল্রাম বিজ্ঞবর। এ সবার সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী। ভক্তিরত্নাকর দশমতরঙ্গ ॥ ২৯ ॥

পণ্ডিত ধনঞ্জয়। ইহাঁর নিবাস কাঁটোয়ার নিকট শীতলগ্রামে। ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম বসুদাম সখা। গৌঃ গঃ ১২৭। বসুদামসখাপ্যাশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ ॥ ৩১ ॥

মহেশ পণ্ডিত। ইহাঁর নিবাস যশীপুর। ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম মহাবাহু সখা। গৌঃ গঃ ১২৯। মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহা-

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥ ৩৩ ॥
বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩৪ ॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩৫ ॥
রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

বাহুর্ব্রজে সখা ॥ চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত ॥ ৩২ ॥

পুরুষোত্তম পণ্ডিত। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম ॥ ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম স্তোককৃষ্ণ। গৌঃ গঃ ১৩০ শ্লোক। স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্‌ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ কেহ বলেন ইহাঁর শ্রীপাট সুখসাগর ॥ ৩৩ ॥

বলরাম দাস। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥ ৩৪ ॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥ মধ্য প্রথম। রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত যাঁর নাম। প্রভুর বাপের সঙ্গী জন্ম একগ্রাম ॥ তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥ ৩৫ ॥

কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥ ৩৭ ॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥ ৩৮ ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য লীলা করে কৃষ্ণ সনে ॥ ৩৯ ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণদাস। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ পারিষদে যাঁহার বিলাস ॥ ৩৬ ॥

কালা কৃষ্ণদাস। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ-দাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥ গৌঃ গঃ ১৩২। কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম লবঙ্গ সখা ॥ ৩৭ ॥

সদাশিব কবিরাজ ও নাগর পুরুষোত্তম। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। সদাশিব কবিরাজ মহা ভাগ্যবান্। যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম ॥ বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥ গৌঃ গঃ ১৫৬। পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা। অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিবঃ। ১৩১ শ্লোক। সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ। বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দামা যো বল্লবো ব্রজে ॥ ৩৮।৩৯ ॥

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৪১ ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য।

কানু ঠাকুর। কেহ কেহ ইহাঁকে দ্বাদশগোপালের অন্যতম বলেন। নিবাস বোধখানা ॥ ৪০ ॥

উদ্ধারণ দত্ত। গৌঃ গঃ ১২৯ শ্লোক। সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ। ইহাঁর নিবাস হুগলিজেলার ত্রিশবিঘা ষ্টেশনে নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে। তথায় মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠিত আছেন। কাটোয়ার একক্রোশ উত্তরে নৈহাটীর নিকট উদ্ধারণপুর নামে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম আছে। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ। উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার। নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার ॥ অন্ত্য পঞ্চম। কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে ॥ উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে ॥ কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে। ইনি শৌক্র সুবর্ণবণিক ॥ ৪১ ॥

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য। চৈতন্যভাগবত। আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার। পূর্ব্বে রঘুনাথপুরী নামখ্যাতি যাঁর ॥ গৌরগণোদ্দেশে ৯৭ শ্লোকে রঘুনাথপুরীকে অষ্টপুরীর নামোল্লেখে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অন্যতম নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই ॥ ৪৩ ॥
নিত্যানন্দভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ গুণ গায় ॥ ৪৪ ॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস। ইহাঁরা তিন ভাই ভট্টাচার্য্য। নবদ্বীপ বাসী। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে কিছুদিন ছিলেন। এই গ্রন্থের আদি দশম ১৫১ সংখ্যা। নন্দনাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু লুকাইয়াছিলেন। নবদ্বীপ আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন বাস করেন। চৈ ভা অন্ত্য ষষ্ঠ। চতুর্ভুজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৪৩ ॥

পরমানন্দ উপাধ্যায়। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত ॥

শ্রীজীব পণ্ডিত। রত্নগর্ভ আচার্য্যের মধ্যমপুত্র। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার। ইনি ব্রজের ইন্দিরা গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

পরমানন্দগুপ্ত। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥ গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক। ইনি ব্রজের মঞ্জুমেধা। পরমানন্দগুপ্তো যৎ কৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী ॥ ৪৫ ॥

নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর ॥ ৪৬ ॥
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভু প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ পদ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৪৭ ॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর ॥ ৪৮ ॥
শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৯ ॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য।

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য ষষ্ঠ। কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি। নিত্যানন্দপ্রিয় মনোহর নারায়ণ। কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারিজন ॥ ৪৬ ॥

নবনীহোড়। হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস হোড় বড়গাছি নিবাসী। তাঁহার পুত্র নবনীহোড়। ইহাঁর বংশ এক্ষণে রুকুণপুরে আছেন। ইহাঁরা শৌক্র দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ব্রহ্মসংস্কারবিশিষ্ট ও সর্ব্ব-বর্ণের দীক্ষাপ্রদান কার্য্য করিয়া থাকেন। বড়গাছিতে পূর্ব্বকালে গঙ্গা ছিল এক্ষণে উহা কাল্‌শির খাল নামে খ্যাত।

কৃষ্ণানন্দ। নবদ্বীপপ্রবাসী রত্নগর্ভ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জীব পণ্ডিত এবং যদুনাথ কবিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ৫০ ॥

কংসারি সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ ॥ ৫১ ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ৫২ ॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহচৈতন্য মীনকেতন রামদাস ॥ ৫৩ ॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।

অনুভাষ্য।

কংসারি সেন। গৌঃ গঃ ২০০ শ্লোক। কংসারি সেনঃ শ্রীজগন্নাথ মহাশয়ঃ। ইনি ব্রজের রত্নাবলী ১৯৪ শ্লোক।

রামচন্দ্র কবিরাজ। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য এবং ঠাকুর নরোত্তমের প্রিয়বন্ধু। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ। ঠাকুর নরোত্তম ইহাঁর জন্ম জন্ম সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন।

গোবিন্দ কবিরাজ। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। ভক্তিরত্নাকর নবমতরঙ্গ। নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্। × তারে কহয়ে নিভৃতে। যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনী প্রভাতে॥ এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে। তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥ শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি। নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥ তেলিয়া বুধরি গ্রামে বাস করেন। ইহাঁর প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকর দ্রষ্টব্য ॥ ৫১ ॥

মীনকেতন রামদাস। গৌঃ গঃ ৬৮ শ্লোক। অমুং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সহজৌ নিশঠোল্মুকৌ। মীনকেতনরামাদিব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোপরঃ॥৫৩॥

চৈতন্য মঙ্গল যিহোঁ করিল রচন ॥ ৫৪ ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্ব শাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই ॥ ৫৬ ॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্ম পবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন ॥ ৫৭ ॥
এই সর্ব্ব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥ ৫৮ ॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহা বল ॥ ৫৯ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন ॥ ৬০ ॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ স্কন্ধ-শাখা বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

বৃন্দাবন দাস। গৌঃ গঃ ১০৯। বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ। শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীর পুত্র চৈতন্যভাগবতের লেখক। তিনি মামগাছিতে বাস করেন ॥ ৫৪ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত প্রভুর শাখা সকল বর্ণন করিয়া তন্মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুযায়ী বৈষ্ণবগণকে সারগ্রাহী ও অপর সকলকে অসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা বর্ণন করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতনন্দন গোপাল মিশ্র ও অদ্বৈতদাস কমলাকান্ত বিশ্বাসের আখ্যায়িকা দ্বয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম জীবনে গুণ্ডিচা মন্দির সংস্কার সময়ে শ্রীগোপা-লের প্রেমমূর্চ্ছা এবং শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় মূর্চ্ছাভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্য কিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ঋণশোধের জন্য তিনশত টাকা ভিক্ষা করেন। তাহা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু ঐ বাউলিয়া বিশ্বাসকে দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে শোধন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগতজন দুই প্রকার অর্থাৎ সারগ্রাহী ও অসার-বাহী। তন্মধ্যে অসারবাহীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি॥ ১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৩ ॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল তার লেখা নাঞি ॥ ৪ ॥
চৈতন্যমালির কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৫ ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈত প্রভুর শাখাস্বরূপ গণ-সকলকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

অনুভাষ্য।

সারাসারভৃতঃ সারঃ অদ্বৈতানুগো হরিজনঃ অসারঃ তদনুগাভিমানী হরিবিমুখজনঃ তৌ বিভ্রতীতি তান্ অখিলান্ সর্ব্বান্ অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রী এব অব্জে তয়োঃ ভৃঙ্গান্ ভ্রমরান্ অদ্বৈতসেবকান্ অসারান্ তদনুগপ্রায়ান্ শুদ্ধভক্তিরহিতান্ হিত্বা ত্যক্ত্বা চৈতন্যজীবনান্ চৈতন্য এব জীবনং যেষাং তান্ গৌরপ্রাণান্ সারভৃতঃ ভাগবতান্ নৌমি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ গৌরামরবৃক্ষস্য দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈত-চন্দ্রস্য শাখারূপান্ বৃক্ষশাখাতুল্যান্ গণান্ আশ্রিতকৃষ্ণজনান্ নুমঃ ॥ ৩ ॥

সেই কৃষ্ণ প্রেমফলে জগত ভরিল ॥ ৬ ॥
সেই জল স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার ।
ফলে ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার ॥ ৭ ॥
প্রথমেত আচার্য্যের একমত গণ ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৮ ॥
কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত স্বতন্ত্র ।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র ॥ ৯ ॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার ।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার ॥ ১০ ॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন ।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ১১ ॥
ধান্য রাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে ।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর সকলগণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্ মত হইয়া পড়িল। আচার্য্যের নিজমতে যাঁহারা চলিলেন তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব। যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া আচার্য্যোপদিষ্টমত হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রকার স্বমত কল্পনা করিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগকে অসারবাহীগণ হইতে পৃথক্

অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥ ১৩ ॥
চৈতন্য গোসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১৪ ॥
জগদ্‌গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥ ১৫ ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥ ১৬ ॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলাচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্য তনয়।
চৈতন্য গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণনা করত পাতনা উড়াইয়া ধান্য পৃথক্ করার ন্যায় উল্লেখ করিতেছি ॥ ৮-১২ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণমিশ্র। সংস্কৃত অদ্বৈত গ্রন্থে। অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তু গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ছয়টী পুত্রের মধ্যে অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৌঃ গঃ ৮৮ শ্লোক। কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রঃ তৎ সাম্যাদিতি কেচন। অবশেষ বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ এই তিনপুত্র

শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৯ ॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেম সুখে ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

গৌরবিমুখ! কৃষ্ণমিশ্রের দুইপুত্র ১। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ২। দোলগোবিন্দ। রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরের মদনগোপালের পাড়ায়, ঘোপেরঘাটে, ঢাকায়, গণকর মৃজাপুর ও কুমারখালিতে আছেন। দোলগোবিন্দের তিনপুত্র ১। চাঁদ ২। কন্দর্প ৩। গোপীনাথ। কন্দর্পের বংশ মালদহ জিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিনপুত্র ১। শ্রীবল্লভ ২। প্রাণবল্লভ ৩। কেশব। শ্রীবল্লভের বংশ মশিয়াডারা, দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে আছেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গানারায়ণ হইতে মশিয়াডারার ধারা ও কনিষ্ঠপুত্র রামগোপাল হইতে দামুকদিয়া চণ্ডীপুর শোলমারি গ্রামসমূহের ধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলীতে বাস করিতেছেন। প্রাণবল্লভের পুত্র রত্নেশ্বর তাঁহার তনয় কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ সন্তান লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁহার তনয় নবকিশোর। নবকিশোরের নয়টী পুত্রের মধ্যে রামমোহন দ্বিতীয়। ইহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জগবন্ধু এবং তৃতীয় তনয় বীরচন্দ্র ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহাদের লোকে বড়প্রভু ছোটপ্রভু বলিত। ইহাঁরাই নবদ্বীপ পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করেন ॥ ১৮ ॥

গোপাল। অদ্বৈত প্রভুর তিনজন বৈষ্ণব পুত্রের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থের মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পাঠ্য ॥ ১৯ ॥

নানা ভাবোদ্গাম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি হরি বোলে আনন্দিত মন ॥ ২১ ॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িয়া দেহে নাহিক সম্বিত ॥ ২২ ॥
দুঃখিত হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥ ২৩ ॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
আচার্য্যের দুঃখে বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥ ২৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল বল বল হরি হরি ॥ ২৫ ॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৬ ॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ ২৭ ॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য কিঙ্কর।

অনুভাষ্য।

বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। সংস্কৃত অদ্বৈত গ্রন্থে। চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্। বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। প্রথমপক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন গোঁসাঞী ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন ॥ ২৭ ॥

আচার্য্য ব্যবহার সব তাহার গোচর ॥ ২৮ ॥
নীলাচলে তিহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া ।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥ ২৯ ॥
সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে ।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু স্থানে ॥ ৩০ ॥
সে পত্রীতে লেখা আছে এইত লিখন ।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন ॥ ৩১ ॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন ॥ ৩২ ॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ ॥ ৩৩ ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর ।

অনুভাষ্য ।

কমলাকান্ত বিশ্বাস । এই গ্রন্থের আদি দশম পরিচ্ছেদে ১৪৯ সংখ্যায় লিখিত কমলানন্দ ও মধ্য দশমাধ্যায় কথিত কমলাকান্ত সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি । বিশ্বাস কমলাকান্ত আদি দশম ১১৯ সংখ্যা লিখিত তন্নামধেয় জনের সহিত এক । কমলাকান্ত ব্রাহ্মণ প্রভুর নিজগণ । বিশ্বাস অদ্বৈত-সেবক হইয়া প্রভুর গণ । পরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কমলাকান্তকে বা কমলানন্দকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসেন । মধ্য দশম । প্রভুর একভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম । তাঁরে লঞা নীলাচল করিলা প্রয়াণ ॥ ২৮ ॥

ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবতে ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥ ৩৫ ॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইহাঁ আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে ॥ ৩৬ ॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৭ ॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান ॥ ৩৯ ॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৪০ ॥
দণ্ড পাঞা হইল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ মুকুন্দ ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাউলিয়া বিশ্বাস, কমলাকান্ত বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত পাগলের ন্যায় বলিয়া তাহাকে বাউলিয়াবিশ্বাস বলা হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান করিতে করিতে কোন ছলে অদ্বৈত প্রভু ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোক পাবে কতি ॥ ৪২ ॥
এত কহি আচার্য্য তারে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভু পাশ ॥ ৪৩ ॥
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥ ৪৪ ॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥ ৪৫ ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৬ ॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুঁহার অন্তর কথা দুহেঁ সে জানিল ॥ ৪৮ ॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর ॥ ৪৯ ॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিয়ে রাজধন।

অনুভাষ্য।

অদ্বৈতদণ্ড চৈতন্যভাগবত মধ্য ১৯ অধ্যায়। মুকুন্দদণ্ড চৈতন্যভাগবত মধ্য ১০ অধ্যায়। শচীদণ্ড চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২ অধ্যায় ॥ ৪০-৪২ ॥

বিষয়ির অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৫০ ॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৫১ ॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিলে কভু ইহা জানি ॥ ৫২ ॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫৩ ॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কমলাকান্ত, আচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করতঃ রাজার নিকট অর্থ যাচঞা করিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আচার্য্য ঈশ্বর হইলেও তাঁহার জগৎশিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজার নিকট অর্থ যাচঞা করা আচার্য্যদিগের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। তাহাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থলালসা প্রকাশ করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ বিষয়ীলোক, বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয়। চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ। ধর্ম্মাচার্য্যদিগের ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ আচার্য্যের কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্থ লইয়া যাহারা নামোপদেশ করে তাঁহারা নামোপদেষ্টা পদের যোগ্য নন বরং নামাপরাধী। এরূপ কার্য্য করিলে তাঁহাদের লোক লজ্জা ও ধর্ম্ম কীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয় ॥ ৪৯-৫২ ॥

প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫৪ ॥
এইত প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৫ ॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তার শাখা উপশাখা গণের নাহি লেখা ॥ ৫৬ ॥
বাসুদেব দত্ত তিহোঁ কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ ॥ ৫৭ ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

যদুনন্দনাচার্য্য। ভক্তিরত্নাকর দশমতরঙ্গ। যদুনন্দনাদি মহা মনের উল্লাসে। আগুসরি লৈয়া আসে গৌরাঙ্গ আবাসে॥ কণ্টকনগরে সবে হৈলা উপনীত ॥ ৫৬ ॥

বাসুদেবদত্ত। ব্রজের মধুব্রত গায়ক। কাঁচড়াপাড়ায় বাস করিতেন। তাঁহার স্থান শিবানন্দ সেনের বাটীর সন্নিকট চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে। প্রভুর নবদ্বীপলীলার সময় বাসুদেব নবদ্বীপের সন্নিহিত মামগাছীগ্রামে সেবা প্রকাশ করেন। পরে বৃন্দাবনদাসঠাকুর উঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন ॥ ৫৭ ॥

ভাগবতাচার্য্য। অদ্বৈতগণে পরে গদাধরগণে প্রবিষ্ট।

বিষ্ণুদাসাচার্য্য। খেতরী মহোৎসবে অচ্যুতানন্দ প্রভুর সহিত গিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর দশমতরঙ্গ।

নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালীদাস ॥ ৫৯ ॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ ॥ ৬০ ॥
যাদবদাস বিজয়দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ ॥ ৬১ ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬৩ ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত ॥ ৬৪ ॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসঙ্খ্য অদ্বৈত শাখা কত লইব নাম ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

অনন্ত আচার্য্য। অদ্বৈত প্রভুর গণে থাকিলেও পরে গদাধর শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

নন্দিনী। গৌঃ গঃ ৮৯ শ্লোক। নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ। ইনি সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত কন্যা ॥ ৫৯ ॥

হরিদাস ব্রহ্মচারী। অদ্বৈত ও গদাধর উভয়গণে গণিত ॥ ৬২ ॥

শ্রীরামপণ্ডিত। শ্রীবাসপণ্ডিতের কনিষ্ঠ। গৌঃ গঃ ৯১। পর্ব্ব-

মালি দত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয় ॥ ৬৬ ॥
ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালি দুর্দ্দৈব কারণ ॥ ৬৭ ॥
সৃজাইল জীয়াইল তারে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা ॥ ৬৮ ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশশাখা শুখাইয়া মরে ॥ ৬৯ ॥
চৈতন্য রহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই মৈলে দণ্ডে যম ॥ ৭০ ॥
কে বলে এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য বিমুখ যেই সেইত পাষণ্ড ॥ ৭১ ॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্যবিমুখ যেই তার এই গতি ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অদ্বৈতপ্রভু ভক্তি কল্পতরুর একটী স্কন্ধ। শ্রীচৈতন্য, মালীরূপে জল সেচন করিয়া সেই স্কন্ধকে ও তাহার শাখাগণকে পুষ্ট করিতেছেন। তথাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ কোন কোন শাখা মালির পশ্চাতে মালিকে না

অনুভাষ্য।

তাথ্যো মুনিবরো যঃ আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎ কনিষ্ঠ সহোদরঃ। বিজয় আখরিয়া ॥ ৬৫ ॥

যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত ॥ ৭৩ ॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য চরণ ॥ ৭৪ ॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥ ৭৫ ॥
এইত কহিল আচার্য্য গোসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন ॥ ৭৬ ॥
শাখার উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র করি কহি দিগ্ দরশন ॥ ৭৭ ॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মানিয়া স্কন্ধকেই কল্পতরুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাতে স্কন্ধ-রূপ অদ্বৈততরুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালয়িতাকে কৃতঘ্নতার সহিত না মানায় ঐ সকল পাপিষ্ঠ শাখায় জলসঞ্চার করিলেন না। তন্নিবন্ধন জলাভাবে কৃশ শাখাগণ শুষ্ক হইয়া মরিতে লাগিল। সেই শাখাগণ প্রতিই যে এইরূপ দণ্ড হইল তাহা নয়, সামান্যতঃ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কি গৃহী, যতি, চৈতন্য বিমুখ হইলে পাষণ্ড হইয়া পড়ে। যে সকল মহাত্মা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর গণের মধ্যে মহাভাগবত ॥ ৬৭-৭৩ ॥

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৯ ॥
অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামু ঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী। গৌঃ গঃ ১৫২। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতেত্য-পরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ॥ যদুনাথ দাস কৃত গদাধর শাখানির্ণয়ামৃতে ৪। ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বলবিলাসিনং। স্বস্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ।

শ্রীধর ব্রহ্মচারী। গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক। ব্রজের চন্দ্রলতিকা। শাখানির্ণয়ামৃতে ৫ শ্লোক। শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্ম-চারিণমদ্ভুতং। প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকং॥

ভাগবতাচার্য্য। শাখানির্ণয়ামৃতে ৬। বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়পাত্রকং। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী॥

হরিদাস ব্রহ্মচারী। শাখানির্ণয়ামৃত ৯। শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারী মহাশয়ং। পরমানন্দসন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরং॥ ৭৯ ॥

অনন্ত আচার্য্য। শাঃ নিঃ ১১। বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্যসংজ্ঞকং। লীলানন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেম্নো হি ভাজনং॥ ইহাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী গোবিন্দ সেবার অধ্যক্ষ। তাঁহার শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সাধনদীপিকা গ্রন্থের রচয়িতা। ভক্তিরত্নাকর দ্বিতীয় তরঙ্গ।

কবিদত্ত। শাঃ নিঃ ১৪। মহাভাবচমৎকাররূপনিত্যং স্বভাবজং। রাধাকৃষ্ণৌ যস্ত হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকং। ইনি ব্রজের কলকণ্ঠি। গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক।

ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।

অনুভাষ্য।

নয়নমিশ্র। গৌঃ গঃ ২০৭ ও ১৯৬ শ্লোক। ইনি ব্রজের নিত্য-মঞ্জরী। শাঃ নিঃ ১৫। বন্দে শ্রীনয়নানন্দং মিশ্রপ্রেমসুধার্ণবং। গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্॥

গঙ্গামন্ত্রী। গৌঃ গঃ ২০৫ ও ১৯৬। ইনি ব্রজের চন্দ্রিকা। শাঃ নিঃ ১৬। গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনং। নামপ্রেমপ্রকাশার্থং স্বধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ॥

মামু ঠাকুর। শ্রীমহাপ্রভু ইহাঁকে মামা বলিতেন সে জন্য লোকে ইহাঁকে মামাঠাকুর বলিতেন। উৎকল দেশে মামাকে মামু বলে। মামুঠাকুর শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পরে পুরীর শ্রীটোটা গোপীনাথের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। গৌঃ গঃ ২০৫ ও ১৯৬। ইনি ব্রজের কলভাষিণী। শাঃ নিঃ ১৭। যঃ প্রেম্না গৌরচন্দ্রেণ পরিবারগণৈঃ সহ। উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরং॥ ইহাঁর নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র। নিবাস মগডোবা ফরিদপুর জেলা। টোটা গোপীনাথের গুরুপ্রণালী। শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমতী রাধিকা মতান্তরে সৌভাগ্যমঞ্জরী। তদনুগ শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী মামু গোস্বামী শ্রীরূপমঞ্জরী। ২। তদনুগ রঘুনাথ গোস্বামী ৩। রামচন্দ্র ৪। রাধাবল্লভ ৫। কৃষ্ণজীবন ৬। শ্যামসুন্দর ৭। শান্তামণি ৮। হরিনাথ ৯। নবীনচন্দ্র ১০। মতিলাল ১১। দয়াময়ী ১২। কুঞ্জবিহারি॥

কণ্ঠাভরণ। গৌঃ গঃ ২০৬ ও ১৯৬। শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ। ইনি ব্রজের গোপালী। শাঃ নিঃ ১৮। লীলাকলাপসংযুক্তং রাধাকৃষ্ণরসাত্মকং। শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকং॥ ৮০॥

যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনবাস ॥ ৮১ ॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ-প্রেমময় ॥ ৮২ ॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর শ্রীউদ্ধব দাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥ ৮৩ ॥

অনুভাষ্য।

ভূগর্ভ গোসাঞী। গৌঃ গঃ ১৮৭। ভূগর্ভঠক্কুরস্তাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী। শাঃ নিঃ ২৪। গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতং। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুং ॥ শ্রীলগোবিন্দদেবস্থ সেবাসুখ-বিলাসিনং। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহং।

ভাগবত দাস। শাঃ নিঃ ৩১। ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভগবতদাসকং। সদা রাধাকৃষ্ণলীলাগানমণ্ডিতমানসং ॥ ৮১ ॥

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী। শাঃ নিঃ ৩২। ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্ত-বৃন্দেন রাজিতং। ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথমহাশয়ং।

বল্লভচৈতন্য। শাঃ নিঃ ৩৩। কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িনং। বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরং। এই শাখায় শ্রীযুত নলিনী মোহন গোস্বামী কুলিয়া নবদ্বীপে গানতলার শ্রীমদনগোপাল দেবের সেবা করেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী। শাঃ নিঃ ১৩। বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্‌গুণাশ্রয়ং। কৃষ্ণসেবাপরিপাটী যত্নৈর্যেন সুসেবিতা ॥

উদ্ধব দাস। শাঃ নিঃ ৩৫। অতিদীনজনে পূর্ণ-প্রেমবিত্তপ্রদায়কং। শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেহং গুণশালিনং ॥

শ্রীহরি আচার্য্য, দাস পুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

জিতামিত্র। গৌঃ গঃ ২০২। রিপবঃ ষট্‌কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ। যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ। ইনি ব্রজের শ্যামমঞ্জরী। শাঃ নিঃ ৩৬। যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য-প্রেমপোষকং। জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥

জগন্নাথদাস। ইহাঁর নিবাস ঢাকার অন্তর্গত কাঠকাটা গ্রাম। বর্ত্তমান কালে কাষ্ঠকাটাগ্রামের নাম কাটদিয়া হইয়াছে। এই বংশীয় গোস্বামীগণ সম্প্রতি আড়িয়ল গ্রামে, কামার খাড়া ও পাইকপাড়া গ্রামে বাস করেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত যশোমাধব বিগ্রহ আড়িয়লের গোস্বামী-গণ সেবা করেন। শ্রীরূপ পাদকৃত কৃষ্ণগণোদ্দেশ লিখিত সমসমাজস্থ চতুঃষষ্টি সখীগণের ২৬ সংখ্যক সখী তিলকিনী। ২৪২ শ্লোক। রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা ॥ ইনি ব্রজের তিলকিনী ও চিত্রা দেবীর উপসখী। ইহাঁর বংশধারা। ২। রামনৃসিংহ ৩। রাম গোপাল ৪। রামচন্দ্র ৫। সনাতন ৬। মুক্তারাম ৭। গোপীনাথ ৮। গোলোক ৯। হরিমোহন শিরোমণি ১০। রাখালরাজ। গোপী-নাথের কনিষ্ঠ তনয় ৮। মাধব ৯। লক্ষ্মীকান্ত। সূর্য্যদাস সরখেলকৃত ভোগনির্ণয় পদ্ধতি। ততঃ সুচিত্রা যূথাশ্চ যে মহান্তো ভবন্তি তান্। জগ-ন্নাথাখ্যদাসশ্চ ঠকুরো জগদীশকঃ। শাঃ নিঃ ৪৮। বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠ-কাটেতি বিশ্রুতম্। দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ দেশে শ্রীনামমঙ্গলম্ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীহরিআচার্য্য। গৌঃ গঃ ২০৭ ও ১৯৬। ইনি ব্রজের কালাক্ষি।

শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

শাঃ নিঃ ৩৭। হরিদাসাচার্য্যবর্য্যং বঙ্গদেশনিবাসিনং। বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা স্বোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতং।

পুরিয়া গোপাল দাস। শাঃ নিঃ ৩৮। বন্দে গোপালদাসাখ্যং সাদীপুরনিবাসিনং। রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরং ॥

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। গৌঃ গঃ ১৬৪। ইন্দুলেখা ব্রজে যাসীদ্ শ্রীরাধায়াঃ সখী পুরা। কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ। শাঃ নিঃ ৪১। কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারিকৃষ্ণপ্রেমপ্রকাশকং। বন্দে তমুজ্জ্বলধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনং।

পুষ্পগোপাল। শাঃ নিঃ ৩৯। পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনং। স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয় তং ॥ ৮৪ ॥

শ্রীহর্ষ। গৌঃ গঃ ২০১ ও ১৯৪। ইনি ব্রজের সুকেশিনী। শাঃ নিঃ ৪০। বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনং। গৌরপ্রেম্না মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্ ॥

রঘুমিশ্র। গৌঃ গঃ ২০১ ও ১৯৫। ইনি ব্রজের কর্পূরমঞ্জরী।

লক্ষ্মীনাথপণ্ডিত। গৌঃ গঃ ২০৫ ও ১৯৬। ব্রজের রসোন্মাদা। শাঃ নিঃ ৪২। ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়বিগ্রহং। মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কং ॥

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস। গৌঃ গঃ ২০৬ ও ১৯৬। ইনি ব্রজের কালী। শাঃ নিঃ ৪৩। বঙ্গবাট্যা শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ং। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহং ॥ শাখা পরম্পরা। ২। মথুরা প্রসাদ

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্য বল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

৩। রুক্মিণীকান্ত ৪। জীবনকৃষ্ণ ৫। যুগলকিশোর ৬। রতনকৃষ্ণ ৭। রাধামাধব ৮। উষামণি ৯। বৈকুণ্ঠনাথ ১০। লালমোহন সাহা (ঢাকা)

রঘুনাথ। গৌঃ গঃ ২০০ ও ১৯৪। রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্ গৌরাঙ্গৈকান্ত্যসেবকঃ। শাঃ নিঃ ৪৪। বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দমহাশয়ং। যন্নামশ্রবণৈনৈর্ব বৃন্দাবনরসং লভেৎ ॥ ৮৫ ॥

অমোঘপণ্ডিত। শাঃ নিঃ ৫৯। অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎ কৃতং। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহং ॥

হস্তিগোপাল। হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরং। নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরং। শাঃ নিঃ ৬১।

চৈতন্য বল্লভ। শাঃ নিঃ ৬০। চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ং। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণং ॥

যদু গাঙ্গুলি। শাঃ নিঃ ৩৪। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী লীলাভাগবতাভিধং। প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ং ॥ বর্দ্ধমান পালিগ্রাম চাণক নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ ঠাকুর এই শাখা।

মঙ্গল বৈষ্ণব। শাঃ নিঃ ৪৭। মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্তকলেবরং। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরং ॥ মুর্শিদাবাদের নিকট টিটকণা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতৃকুল দেবী কীরিটেশ্বরীর সেবায়েত ছিলেন। ইঁনি প্রথমে বৃহদ্ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হন। পরে ময়নাডালে দার পরিগ্রহ করেন। মঙ্গল ঠাকুরের তিনপুত্র ১। রাধিকাপ্রসাদ ২। গোপীরমণ ৩। শ্যামকিশোর। মঙ্গলঠাকুরের

চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদন গোপাল পায়ে যাহাঁর বিশ্রাম ॥ ৮৭ ॥
এইত সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতের গণ।

অনুভাষ্য।

তিন শাখা ১। কাঁকড়া নিবাসী পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী ২। ময়নাডাল নিবাসী প্রাণনাথ অধিকারী এবং ৩। ময়নাডাল নিবাসী নৃসিংহপ্রসাদ-মিত্রঠাকুর। রাধিকাপ্রসাদের পুত্র ২। গোকুলানন্দ তৎপুত্র ৩। শচীনন্দন। ৪। উৎসবানন্দ ৫। ভজনানন্দ ৬। বীরচন্দ্র ৭। নীলরত্ন ৮। ললিতমাধব।

গোপীরমণের পুত্র ২। জনার্দ্দন ৩। কানুরমণ ৪। নন্দদুলাল ৫। কমলাকান্ত ৬। নবকুমার ৭। মধুসূদন।

শ্যামকিশোরের পুত্র ২। চৈতন্যপ্রসাদ ৩। বৈষ্ণবানন্দ ৪। নিত্যানন্দ ৫। মথুরানাথ ৬। রাসবিহারী ৭। বনবিহারী ৮। যমুনাবিহারী। ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ বংশানুসারে মঙ্গলঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের ধারার শিষ্য ॥ ৮৬ ॥

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী। গৌঃ গঃ ১৮৩। শ্রীমল্লবঙ্গমঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ। শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ। শাঃ নিঃ ১০। শিবানন্দ-মহং বন্দে কুমুদানন্দনামকং। রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবদুনাথদাস শাখা নির্ণয়ে আরোও কতিপয় শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ১। মাধবাচার্য্য ২। গোপালদাস ৩। হৃদয়ানন্দ ৪। বল্লভভট্ট ৫। মধুপণ্ডিত ৬। অচ্যুতানন্দ ৭। চন্দ্রশেখর ৮। বক্রেশ্বর পণ্ডিত।৯। দামোদর ১০। ভগবান্ আচার্য্য ১১। অনন্তাচার্য্যবর্য্য (অপর) ১২। কৃষ্ণদাস ১৩। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ১৪। ভবানন্দগোস্বামী ১৫। চৈতন্যদাস ১৬। লোকনাথভট্ট ১৭। গোবিন্দাচার্য্য ১৮। অক্রূর

ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥ ৮৮ ॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৯ ॥
এই তিন স্কন্ধের কৈল শাখার গণন।
যা সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন ॥ ৯০ ॥
যা সবা স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যা সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৯১ ॥
অতএব তাঁ সবার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা অনুক্রম ॥ ৯২ ॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ ॥ ৯৩ ॥
তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাকি এক কণ ॥ ৯৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত স্কন্ধ-
শাখা বর্ণনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

ঠাকুর ১৯। সঙ্কেতাচার্য্য ২০। প্রতাপাদিত্য ২১। কমলাকান্ত আচার্য্য ২২। যাদবাচার্য্য ২৩। নারায়ণ পড়িহারী ॥ ৮৭ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোপ্যয়ং ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম বিবৃত। আদিলীলা গার্হস্থ, অন্ত্যলীলায় সন্ন্যাস। তাহার প্রথম ছয় বৎসরে মধ্য লীলা নামে দক্ষিণ দেশে বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন ও নাম প্রচার। শ্রীহট্ট নিবাসী, উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র। তিনি নবদ্বীপে বাস করিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমে আট কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মিবার পর পরলোক গমন করিলে নবম গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ১৪০৭শকে ফাল্গুন পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সিংহ লগ্নে সিংহ রাশিতে চন্দ্র গ্রহণের সময় কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের সহিত গৌর চন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। শিশুর জন্ম শুনিয়া আর্য্যাগণ অনেক উপায়নের সহিত শিশু দর্শনে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কোষ্ঠি ও করগণনা করিয়া, তাঁহাতে মহাপুরুষের চিহ্ন পাইলেন।

যাঁহার প্রসন্নতাক্রমে এই অধমজন ও তল্লীলাবর্ণনে সদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥ ৪ ॥
জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পূর্ণচন্দ্রগণ।
সবার প্রেম জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥ ৫ ॥
এইত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
ইবে কহি চৈতন্য-লীলাক্রম অনুবন্ধ ॥ ৬ ॥
প্রথমেত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে বিস্তার করিব তার বিবরণ ॥ ৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৮ ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ৯ ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।

অনুভাষ্য।

যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য প্রসাদতঃ অনুকম্পয়া অয়ং অধমঃ অপি তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ যোগ্যঃ স্যাৎ স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু ॥ ১ ॥

নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস ॥ ১০ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১১ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃতে ভাসাল সকলে ॥ ১৩ ॥
গার্হস্থে প্রভুর লীলা আদি লীলাখ্যান।
মধ্য অন্ত্যনামে শেষলীলার দুইনাম ॥ ১৪ ॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৫ ॥
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৬ ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৭ ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীমুরারিগুপ্তের আদিলীলার সূত্র এখনও বর্ত্তমান, তাহা দেখিয়া এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা সূত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়া বৈষ্ণব সকল বর্ণনা করেন ॥ ১৭ ॥

অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ১৯ ॥

ফাল্গুনপূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয় ॥ ২০ ॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া ॥ ২১ ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতিযুগসন্তরে।
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে ॥
ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে।
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটোঽভবৎ ॥

সেই সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ ফাল্গুনপূর্ণিমাকে আমি বন্দন করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য।

যস্যাং ফাল্গুন-পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণনামভিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ রাধাকৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহঃ মূলাবতারী গোলোকনাথঃ নিজলোকতঃ গৌরপ্রকোষ্ঠাৎ প্রপঞ্চে ভৌমনবদ্বীপে অবতীর্ণঃ তাং সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং প্রাপঞ্চিক-কালাবতীর্ণাং অপ্রাকৃতাং সেবাপরাং তিথিরূপাং দেবীং বন্দে ॥ ১৯ ॥

বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন ॥ ২৩ ॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধুজন ॥ ২৪ ॥
গৌরহরি বলি তারে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি ॥ ২৫ ॥
বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৬ ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নামসংকীর্ত্তন ॥ ২৭ ॥
পৌগণ্ড বয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৮ ॥
সূত্রে বৃত্তি টীকা কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় সবার আশ্চর্য্য ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্যাকরণ সূত্র, তাহার বৃত্তি ও টীকা শিষ্যদিগকে পড়াইবার সময় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া গোস্বামী মহোদয়গণ পরে লঘু ও বৃহৎ দুইখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সেই দুইখানি ব্যাকরণ পাঠ করিলে জীবের শব্দ জ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি উদয় হয় ॥ ২৯ ॥

যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ নামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম ॥ ৩০ ॥
কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ৩১ ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীনবদ্বীপধাম জাহ্নবীবেষ্টিত, ষোলক্রোশ পরিধির অন্তর্গত। তাহাতে নববিধভক্তির পীঠস্বরূপ অন্তঃ, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র এই নয়বিধ দ্বীপ বিরাজমান। অন্তর্দ্বীপ মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর গ্রামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন। এই সকল নগরে নগরে কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দ্বারা প্লাবিত করিলেন ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত মধ্য প্রথম অধ্যায়। অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে। পড়ুয়া সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি। শুভদৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি ॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। সূত্রবৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম ॥ প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন ॥ কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে। ব্যর্থজন্ম যায় তার অকথ্য কথনে ॥ কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে ॥ শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে ॥ ২৮। ২৯ ॥

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে ।
লওয়াইল সর্ব্ব লোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে ॥ ৩৩ ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস ।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৩৪ ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর ।
নৃত্য গীত প্রেমভক্তি দান নিরন্তর ॥ ৩৫ ॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন ।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৬ ॥
এই মধ্যলীলা নামলীলা মুখ্যধাম ।
শেষে অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম ॥ ৩৭ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীতরঙ্গে ॥ ৩৮ ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে ।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনছলে ॥ ৩৯ ॥
রাত্রি দিবসে কৃষ্ণবিরহস্ফুরণ ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য ।

জাতপ্রেম ব্যক্তি সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসে অবস্থান করেন । এই প্রেমাবস্থা শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে নিজে আস্বাদনমানসে শিখাইয়াছেন । বিপ্রলম্ভের অভ্যুদয়ে সম্ভোগের পুষ্টি নাই ॥৩৯ ॥

শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে ॥ ৪১ ॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য।

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভরসের মূর্তিমান আদর্শ, উদ্ধবদর্শনে শ্রীমতী বৃষভানুজার চিত্রজল্প ভাব। অসূয়া ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞামুদ্রা দ্বারা রাধিকা কৃষ্ণের অকৌশলোদ্গার করিতে গিয়া ভ্রমরকে উপলক্ষ করিয়া যে প্রজল্প করিয়াছিলেন সেই সকল ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর মগ্ন ছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিদ্যাপতি। মিথিলাবাসী জনৈক বৈষ্ণব কবি। শিবসিংহ ও লছিমাদেবী প্রভৃতির রাজাকালে তাঁহার প্রাদুর্ভাব কাল অর্থাৎ চতুর্দ্দশশকশতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি গীত রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট কালের একশতবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার উদয়কাল। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার দ্বাদশ অধস্তন বর্ত্তমান কালে জীবিত আছেন। ইহাঁর রচিত কৃষ্ণগীত সমূহে প্রচুর বিপ্রলম্ভের আদর্শ পাওয়া যায়। শ্রীমহাপ্রভুর ঐগুলি আস্বাদনীয় ভাবসমূহ।

জয়দেব। লক্ষ্মণসেন রাজার রাজ্যকালে ইনি ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে উদ্ভূত হন। ঐকাল কাহারোও মতে একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দী। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপ নগরে ইনি অনেক দিন বাস করেন। বীরভূম জিলার কেন্দুবিল্বগ্রামে অন্য কাহারও মতে উৎকলদেশে, অপরের মতে দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের স্থান সমূহ আছে। পরে তিনি শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার

কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪৩ ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥ ৪৪ ॥
সূত্রকরি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে তিহোঁ নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৫ ॥
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ ৪৬ ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ।

অনুভাষ্য।

কবিতাগ্রন্থের নাম গীতগোবিন্দ বা অষ্টপদী। ইহাতেও প্রচুর বিপ্রলম্ভ-রসের সমাবেশ দেখা যায়। শ্রীভাগবতকথিত রাসস্থলী হইতে ব্রজরাজ-কুমারের উৎক্রমণোপলক্ষে যে সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভের অবতারণা তাহা ইহাতে বর্ণিত ॥

চণ্ডীদাস। বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে বিপ্রকুলে ইনি চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথম পাদাবসানে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি ঠাকুরের সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিল। ইহাঁর লেখনীতে বিপ্রলম্ভের প্রচুরতা আছে। চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তগণের প্রস্ফুটিত ভাবাবলীই শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় আস্বাদনীয় বস্তু ছিল। শ্রীরাধাভাব বিভাবিত হইয়া শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ রায় এই দুই অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্র আপন বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥
চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিলা লীলা করিয়া রচন ॥ ৪৮ ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥ ৪৯ ॥
প্রভুর লীলামৃত তিহোঁ করিল স্বাদন।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৫০ ॥
আদিলীলা সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৫১ ॥
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫২ ॥
আগে অবতারিল যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫৩ ॥
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী ॥ ৫৪ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৫ ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।

অনুভাষ্য।

উপেন্দ্রমিশ্র। গৌঃ গঃ ৩৫। পর্জ্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণ-

বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান ॥ ৫৬ ॥
সপ্তমিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর ।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৭ ॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৮ ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর ।
নন্দ বসুদেব পূর্ব্ব সদ্গুণ সাগর ॥ ৫৯ ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী ।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৬০ ॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য ।

পিতামহঃ । উপেন্দ্রমিশ্রঃ সঞ্জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্ । ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে ইহাঁর নিবাস । অদ্যাপিও সেই স্থানে আছে ॥ ৫৬ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী । গৌঃ গঃ ১০৪ । নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবি জন্ম যৎ । সভায়াং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে । ইহাঁদের জ্ঞাতিবংশ মগ্‌ডোবায় আছেন । নীলাম্বরের নবদ্বীপের বাসস্থান বেল-পুকুরিয়াতে, প্রেমবিলাসে লিখিত আছে । আবার কাজীপাড়ায় তাহাঁর বাসস্থান থাকায় গ্রাম সম্বন্ধে কাজীর মাতুলত্ব কথিত হয় । কাজীর বাস সমাধিসহ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পূর্ব্বকথিত বেলপুকুরিয়া পল্লী বর্ত্তমান বামনপুকুর নামক পল্লীতে পরিণত জানা যায়

অসঙ্খ্য ভক্তের করাইয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬২ ॥
প্রভুর আবির্ভাবপূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥ ৬৩ ॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি।
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান যোগ তপো ধর্ম্ম নাহি মানে আন ॥ ৬৫ ॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা নামসংকীর্ত্তন ॥ ৬৬ ॥
কিন্তু সর্ব্ব লোক দেখি কৃষ্ণবহির্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুঃখ ॥ ৬৭ ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ সর্ব্ব লোকের হইবে তারণ ॥ ৬৮॥
কৃষ্ণ অবতরি করেন ভক্তির বিস্তার।

অনুভাষ্য।

নিত্যানন্দ। জন্মস্থান বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে। উহা মল্লারপুর রেলষ্টেশনের নিকট। তথায় মৌড়েশ্বর নদ আছে। গৌঃ গঃ ৫৮।৫৯। বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ। নিত্যানন্দাবধূতো মহ্ ইতি মহিতং হন্ত সঙ্কর্ষণং যঃ। ইনি ব্রজের বলরাম ॥ ৬১ ॥

তবেত সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৯ ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৭১ ॥
জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥ ৭২ ॥
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল-মন।
পুত্র লাগি আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭৩ ॥
তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহা গুণবান্ তেঁহ বলদেব ধাম ॥ ৭৪ ॥
বলদেব প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তিহোঁ বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥ ৭৫ ॥
তাহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার ॥ ৭৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১৫অ, ২৫ শ্লোক)

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথাপটঃ ॥ ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিশ্বরূপ পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার ॥ ৭৫ ॥

অতএব প্রভু তাঁরে বলে বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই ॥ ৭৮ ॥
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৯ ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অনন্ত ভগবান্ জগদীশ্বরে কিছুই বিচিত্র নয়। যাঁহাতে এই বিশ্ব বস্ত্রে তন্তুব্যাপারের ন্যায় ওতপ্রোতরূপে প্রতীত হয় ॥ ৭৭ ॥

যেহেতু মহাসঙ্কর্ষণ উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপে বিশ্বে ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁহাকে মহাপ্রভুর বড় ভাই বলিয়া উক্তি করেন। পরন্তু কৃষ্ণলোকে যে কৃষ্ণবলরাম তাঁহারা চৈতন্যনিতাই। সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভু মূলসঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলদেব ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

বিশ্বরূপ। শ্রীগৌরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নাম লাভ করেন। ১৪৩১ শকাব্দে তিনি পাণ্ডেরপুরে অপ্রকট হন। তিনি বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণ ॥ ৭৪ ॥

পরীক্ষিতকে শুকদেব বলিতেছেন।

হে অঙ্গ রাজন্ যস্মিন্ ইদং বিশ্বং তন্তুষু পটঃ বসনং যথা ওতং প্রোতং মিথঃ সম্মিলিতং অনন্তে অপরিচ্ছিন্নে জগদীশ্বরে তস্মিন্ ভগবতি এতত্তু অসুরনিধনাদিকং চিত্রং আশ্চর্য্যং ন ভবতি ॥ ৭৭ ॥

মিশ্র কহে শচী স্থানে দেখি অন্য রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ গেহ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥ ৮১ ॥
যাহাঁ তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন বস্ত্র ধান ॥ ৮২ ॥
শচী কহে মুঞি দেখোঁ আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে ॥ ৮৩ ॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ ॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮৫ ॥
এত বলি দুহেঁ রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৬ ॥
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ্ত ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৮ ॥
চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।

অনুভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকান্তে। শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরোহরির্ধরণীমণ্ডল আবিরাসীৎ॥ অনেকগুলি ঘটনা ও নির্দ্দিষ্ট

পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥ ৮৯ ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জন্মকালে মেষে শুক্র অশ্বিনীনক্ষত্রে, সিংহে কেতু উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, চন্দ্র পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে, বৃশ্চিকে শনি জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে, ধনুতে বৃহস্পতি পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে, মকরে মঙ্গল শ্রবণা নক্ষত্রে, কুম্ভে রবি পূর্ব্বভাদ্রপদে, রাহু পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ও মীনে বুধ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে।

জন্মকোষ্ঠি যথা ;—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

মেষ লগ্ন।

নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্বগৃহে ধর্ম্ম স্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন। দশমাধিপতি গুরুদৃষ্ট শুক্র নবমে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য।

কালের সহিত এই শকে শ্রীমহাপ্রভুর উদয় কাল সমঞ্জস হয় না বলিয়া কেহ কেহ ১৪২৬ বা অন্য শকাব্দা শুদ্ধ হইবে মনে করেন ॥ ৮৯ ॥

ষড়্বর্গ। ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ এই ছয়টিকে ষড়্বর্গ বলে। লগ্নের স্পষ্টাংশ অনুসারে কথিত ষড়্বর্গের অধিপতি বিচার করিয়া সুলক্ষণ স্থির করিলেন।

অষ্টবর্গ। বৃহজ্জাতকাদি গ্রন্থ কথিত গ্রহের তাৎকালিকস্থান হইতে

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন ॥ ৯১ ॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২ ॥
জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥ ৯৩ ॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৪ ॥
হরি বলি নারীগণ দেই হুলাহুলী।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥ ৯৫ ॥
প্রসন্ন হৈল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৬ ॥
নদীয়া উদয়গিরি,   পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপাকরি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ,   ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

নির্দ্দিষ্টরেখা পাত করিয়া অষ্টবর্গ গণিত হয়। তাহাতে ফল যোজনা দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ের ব্যবস্থা হোরাশাস্ত্রবিদ্‌গণ করিয়া থাকেন। এই গণনাতেও মহাপ্রভুর সুলক্ষণ দৃষ্টি করিলেন ॥ ৯০ ॥

সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ ধ্রু ॥ ৯৮ ॥

দেখি উপরাগ হাঁসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ ৯৯ ॥

জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ;—কোন বিশেষ কার্য্যের প্রকাশ ইহাতে বোধ হইতেছে ॥ ১০০ ॥

অনুভাষ্য।

নিজালয়, শান্তিপুরের বাটিতে। হরিদাস ঠাকুর, প্রভুর জন্মদিনে শান্তিপুরে ছিলেন ॥ ৯৮ ॥

উপরাগ, গ্রহণ! মনোবলে, মনের উৎসাহে অথবা মনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ভাগবত দশমস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় নবম শ্লোক। স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানক-

আচার্য্যরত্ন শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ১০১ ॥
এই মত ভক্তযতি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০২ ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুত্র মাতাস্নান দিনে,—অর্থাৎ পঞ্চম দিন পাঁচটি। নবম দিন নত্তা দিবসে ॥ ১০১ ॥

অনুভাষ্য।

দুন্দুভিস্তদা। কৃষ্ণাবতারোৎসবসংভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাং। বসুদেব, ভগবান্ হরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণজন্মোৎসবে আনন্দিত হইয়া কারাগারে মনে মনে দশসহস্র ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ৯৯ ॥

ঠারেঠোরে, ইঙ্গিত করিয়া ॥ ১০০ ॥

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্রভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করেন দর্শন ॥ ১০৪ ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০৫ ॥
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল।

অনুভাষ্য।

সাবিত্রী, ব্রহ্মার পত্নী। গৌরী, শিবপত্নী। সরস্বতী নৃসিংহকান্তা শ্রীধরস্বামীটীকা। বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিংহমহং ভজে। শচী, ইন্দ্রপত্নী। রম্ভা স্বর্গনর্ত্তকী। অরুন্ধতী বশিষ্ঠপত্নী ॥ ১০৪ ॥

সিদ্ধ। মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে প্রাপ্ত-দেবযোনি।

গন্ধর্ব্ব। স্বর্গীয় গায়ক, ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের বাসস্থান গুহ্যলোক।

চারণ। দেবানাং গায়নাস্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ। দেবযোনি-বিশেষ ॥ ১০৫ ॥

সম্ভালিতে, বুঝিতে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ দেবনরসিদ্ধাদি বলিয়া, একে-

খণ্ডিলেক দুঃখ শোক,   প্রমোদপূর্ণিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৬ ॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীনিবাস,   জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম,   যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ১০৭ ॥
যৌতুক পাইল যত,   ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন,   ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ ১০৮ ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী,   নাম তার মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল,   খই কলা নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৯ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা,   জগত পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।

অনুভাষ্য।

অন্যের কথা বুঝিতে অসমর্থ ॥ ১০৬ ॥

আচার্য্যরত্ন, চন্দ্রশেখর। শ্রীনিবাস, শ্রীবাসপণ্ডিত। জাতকর্ম্ম। দশসংস্কারের অন্যতম জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরক্ষণে কর্ত্তব্য বৈদিক আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম ॥ ১০৭ ॥

আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১০ ॥
সুবর্ণের কড়িবউলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কন।
দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ ॥ ১১১ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্ট পাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য।

প্রভুর জন্মদিবসের পরে কোন দিন অদ্বৈতপ্রভুর অনুমতি পাইয়া তাঁহার ভার্য্যা সীতাদেবী শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে উপহার সহিত শিশু-দর্শনে আসিলেন। যদিও তৎকালে অদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে গৃহ ছিল তথাপি নিজালয় উল্লেখ থাকায় শান্তিপুরে অবস্থানই বুঝাইতেছে ॥১১০॥

কড়িবউলি, সোনার কটিবলয়। পাশুলি, রূপার পদাভরণ বিশেষ। অঙ্গদকঙ্কণ, সোণার চুড়ি, বালা, অনন্ত। দিব্য শঙ্খ, শঙ্খনির্ম্মিত বলয়, শাঁখা। মলবঙ্ক, বাঁকমল ॥ ১১১ ॥

হেমজড়ি, ব্যাঘ্রনখযুক্ত জড়োয়া অলঙ্কার। কটিপট্ট-সূত্রডোরি, ঘুন্সি। চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বিচিত্র রেশমীবস্ত্র। বুনী ফোতো পট্ট পাড়ী, বুনা ফতুয়া রেশমের পাড় বিশিষ্ট শিশুর পরিধেয় জামা ॥ ১১২ ॥

দুর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত-দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৩ ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণ মাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৪ ॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।

অনুভাষ্য।

গোরোচন, গোমস্তক লব্ধ উজ্জ্বল পীতদ্রব্য বা শুষ্কপিত্ত। কুম্‌কুম্। কাশ্মীর দেশজ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। কাশ্মীর-দেশজে ক্ষেত্রে কুম্‌কুমং যদ্ভবেৎ হি তৎ। সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমং ॥ বাহ্লীকদেশসংজাতং কুম্‌কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ। কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্ ॥ কুম্‌কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতম্। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্ ॥

বস্ত্রগুপ্তদোলা, কাপড় দ্বারা আবৃত ডুলি বা থাঞ্জাম।

চেড়ী, কৃতদাসী ॥ ১১৩ ॥

ঠাম, গঠন। কান, কানু বা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বর্ণ ইন্দ্রনীল ঘনশ্যাম বিশ্বম্ভরের বর্ণ তদ্বিপরীত গৌরবর্ণ ॥ ১১৪ ॥

বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৫ ॥
দুর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥ ১১৬ ॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য।

সুনির্ম্মাণ, সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন। ভান, ভ্রম ॥ ১১৫ ॥

দুইভাই; বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর।

ডাকিনী শাকিনী, স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত অশুভকারিণী পার্ব্বতী মহেশের সহবর্ত্তিনী প্রেতযোনি বিশেষ। এই সকল অপদেবতা পবিত্র নিম্ববৃক্ষে ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে যাইতে পারে না ॥ ১১৬ ॥

পুত্র মাতা স্নান দিনে অর্থাৎ নিষ্ক্রামণ দিবসে। জননাশৌচ পূর্ব্বকালে বিপ্রাদিবর্ণ চারিমাস গ্রহণ করিতেন, পরে সূর্য্যদর্শন। পরে চারিমাসের পরিবর্ত্তে বিপ্রাদি দ্বিজবর্ণে বঙ্গদেশে একবিংশদিবস জননাশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থা। শূদ্রাদির একমাস। হরিনুটে বর্ত্তমান কর্ত্তাভজা সতীমা দলে সদ্য সদ্যই জননাশৌচ-নিবৃত্তি।

ঐছে শচী জগন্নাথ,   পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধান্যে ভরে ঘর,   লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৮ ॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত,   অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত,   ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

ব্যবহারিক বঙ্গীয় সমাজে বর্ত্তমানকালেও এই বিদায়কালীন রীতি দৃষ্ট হয়। আত্মীয় কুটুম্ব সামাজিকভাবে কাহারও গৃহে গমন করিলে বিদায়কালে গৃহস্থ, বস্ত্রাদি ও সম্মানাদি দিয়া থাকেন। সীতাঠাকুরাণী, জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নিকট তাদৃশ পূজা পাইয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১১৭ ॥

লোকমান্য কলেবর। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ লোকমান্য হওয়ায় অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য লাবণ্য দর্শনে দেব, নর ও অন্যান্য লোক আকৃষ্ট হইয়া সম্মান দিতে দেখিয়া পিতামাতার আনন্দ হইল ॥ ১১৮ ॥

প্রাকৃত বিষয়ীগণ যেরূপ স্ত্রীপুত্রাদির ~~আশ্রয়~~ ধনাদিভোগের অভিমানে ব্যস্ত থাকে, শুদ্ধভক্ত জগন্নাথ মিশ্র তাদৃশ ছিলেন না। সমস্ত দ্রব্যই ভগবান্‌কে দিয়া ব্রাহ্মণাদি যোগ্যপাত্রে তদবশেষ প্রদান করিয়াছিলেন। কেবল নিজভোগময়তাৎপর্য্য স্বীকার করেন নাই ॥ ১১৯ ॥

লগ্নগণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১২০ ॥
ঐছে প্রভু শচী ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২১ ॥
পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্তপানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাঞি মৈল ॥ ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন। লগ্নে অর্থাৎ জাতক কুণ্ডলীতে, অঙ্গে অর্থাৎ শরীরে সামুদ্রিক মতে ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

গুপ্তে, অপ্রকাশ্যে ॥ ১২০ ॥

অমৃতধুনী, সুধানদী। কৃষ্ণভক্তি সুধাস্রোতের জলপান ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়-বিষকূপের (আত্মার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর) জলপান করে সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জীবনধারণ করা উচিত নহে ॥ ১২২ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহাঁ সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসব-
বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদরস্বরূপ, রূপ ও রঘুনাথ দাসের শ্রীপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও তদনুগ শুদ্ধভক্ত অথবা অন্তরঙ্গভক্তগণের নিজধন। বিষয়ীগণের ধন মায়িক দাম সমূহ; বস্তুতঃ তাহা ঋণবাচ্য। কৃষ্ণবিমুখ জীব, পরমার্থকে ধন না জানিয়া জড়-ভোগময় ঋণরূপ কামকে ধনজ্ঞান করে। যে সকল বস্তুকে ধন-জ্ঞান করিয়া বিষয়ীজীব ব্যস্ত তাহাতে হরিজনের ঋণ বুদ্ধি আছে, ধন বুদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে নিজ কৃপারূপ ধনদানে ভগবান্ যাঁহাকে ধনী করেন তাঁহার প্রাকৃত ধনসমূহ অপহরণ করেন। যস্যাহং অনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ঠাকুর নরোত্তম বলেন ধন মোর নিত্যানন্দ ইত্যাদি। রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, সেই মোর প্রাণধন ইত্যাদি। জয় পতিত-পাবন, দেহ মোরে এই ধন, তুয়া বিনা অন্য নাহি ভায়॥ শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন। সেই মোর প্রাণধন ইত্যাদি। স্মার্ত্তের শৌক্রবুদ্ধিবলে শ্রীরঘুনাথ দাসের পাদপদ্মে বিপ্রত্বা-ভাবরূপ শূদ্রত্বারোপ তাহার ভক্তিসম্পত্তিতে ঋণ মাত্র। কিন্তু তাঁহার পাদপদ্মে অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্যোপলব্ধি ভক্তের নিজ সম্পত্তি ॥ ১২৩ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

——‡*‡——

(হরিভক্তিবিলাসস্থ বিংশতিবিলাসে প্রথমশ্লোকঃ)

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ কথাসার।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর হামা-গুড়ি, ক্রন্দনচ্ছলে নাম প্রচার মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে মাতাকে জ্ঞান দান, অতিথি বিপ্রকে প্রসাদ দিয়া নিস্তার, চোরের স্কন্ধে চড়িয়া তাহাকে ভুলাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন, ব্যাধিচ্ছলে হিরণ্য জগদীশের নৈবেদ্য একাদশী দিনে ভক্ষণ, বাল্য চাপল্য, মাতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নারিকেল আনিয়া দেওয়া, গঙ্গাতীরে কন্যাগণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মীদেবীর পূজা গ্রহণ, উচ্ছিষ্ট ভাণ্ড, গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান ও মাতৃ আজ্ঞা পালন ; মিশ্রের শুদ্ধ বাৎসল্য এই সকল বাল্য লীলার প্রকরণ।

যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলে, দুষ্করবিষয় সুকর হইয়া পড়ে, বিস্মৃত হইলে সুকর দুষ্কর হইয়া পড়ে, সেই চৈতন্যকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যস্মিন্ গৌরকৃষ্ণে কথঞ্চন যেন কেন প্রকারেণাপি স্মৃতে স্মরণপথমারূঢ়ে

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ৩ ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
ইবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন ॥ ৪ ॥
বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাং।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাং ॥ ৫ ॥
বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান শয়ন।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চৈতন্য কৃষ্ণের মনোহরা বাল্যলীলা আমি বন্দনা করি। সেই বাল্যলীলা লৌকিকী লীলার ন্যায় হইয়াও তাহা ঈশচেষ্টামিশ্র ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য।

সতি দুষ্করং দুঃসাধ্যং কর্ম্ম সুকরং সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং ভবেৎ যস্মিন্ গৌরকৃষ্ণে বিস্মৃতে সতি বিপরীতং সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং দুঃসাধ্যং কর্ম্ম স্যাৎ তং শ্রীচৈতন্যং অহং নমামি ॥ ১ ॥

চৈতন্যদেবস্য গৌরকৃষ্ণস্য লৌকিকীং প্রাপঞ্চিকমানুষচেষ্টিতাং অপি ঈশচেষ্টয়া অলৌকিকপ্রয়াসেন বলিতান্তরাং বলিতং যুক্তং অন্তরং যস্যাঃ তাং মনোহরাং হৃদয়াকর্ষিণীং বাল্যলীলাং শৈশবক্রীড়াং অহং বন্দে ॥ ৫ ॥

গৃহে দুই জন দেখি লঘুপদচিহ্ন।
তাহাতেই ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ ৭ ॥
দেখিয়া দোহাঁর চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয় ॥ ৮ ॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তিহোঁ মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে ॥ ৯ ॥
সেই ক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ১০ ॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ১১ ॥
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১২ ॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১৩ ॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

উত্তান, ঊর্দ্ধমুখে স্থিত; চিৎ হইয়া শয়ন। পাঠান্তরে উত্থান। তদর্থে পদভরে দণ্ডায়মান ও অনভ্যাস বশতঃ বালোচিত অসমর্থতা দেখাইয়া শয়ন ॥ ৬

(সামুদ্রকে তৃতীয়-শ্লোকঃ)

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ১৫ ॥

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সর্ব্ব লোকে করিবে তারণ ॥ ১৬ ॥
এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র ও জানু এই পাঁচটী দীর্ঘ, ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলী-পর্ব্ব, দন্ত ও রোম এই পাঁচটী সূক্ষ্ম। নেত্র, পাদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই সাতটী রক্ত। বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ছয়টী উন্নত। গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন এই তিনটী হ্রস্ব। কটি ললাট ও বক্ষ এই তিনটী বিস্তীর্ণ। নাভি স্বর সত্ত্ব এই তিনটী গম্ভীর। যিনি এই বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত তিনি মহাপুরুষ ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চ নাসাভুজহনুনেত্রজানুনি দীর্ঘানি যস্য সঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চত্বক্ কেশাঙ্গুলিপর্ব্বদন্তরোমাণি সূক্ষ্মাণি যস্য সঃ সপ্তরক্তঃ সপ্ত নয়ন-প্রান্তপদতলকরতলতাল্বধরৌষ্ঠনখাঃ চ রক্তাঃ রক্তবর্ণাঃ যস্য সঃ ষড়ুন্নতঃ ষট্ বক্ষস্কন্ধনখনাসিকাকটিমুখানি উন্নতানি উচ্চানি যস্য সঃ ত্রিহ্রস্বপৃথু-গম্ভীরঃ ত্রীণি গ্রীবাজঙ্ঘামেহনানি হ্রস্বানি লঘুণি ত্রীণি কটিললাটবক্ষাংসি চ পৃথুনি বিশালানি ত্রীণি নাভি-স্বর-সত্ত্বানি গম্ভীরঃ যস্য সঃ দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ এতানি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি যস্য সঃ মহান্ মহাপুরুষঃ ॥ ১৫ ॥

মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল করিব নাম করণ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্ব লোকে করিবে এই ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এইত কারণ ॥ ১৯ ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥ ২০ ॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥ ২১ ॥
ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দুই কুলের,—পিতৃকুল ও মাতৃকুল ॥ ১৭ ॥

অনুভাষ্য।

জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে। পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥ অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম ॥ চৈঃ ভাঃ আদিতৃতীয় ॥ ১৯ ॥

জানুচংক্রমণ, হামাগুড়ি। জানু গতি চলে প্রভু পরম সুন্দর। কটীতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ একদিন একসর্প বাড়ীতে বেড়ায়। ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায় ॥ কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া। ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া ॥ প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন ॥ চৈঃ ভাঃ আদিতৃতীয় ॥ ২১ ॥

চৈতন্য ভাগবত আদি তৃতীয়। তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।

তবে কত দিনে কৈল পদচংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি কৈল বিবিধ খেলন ॥ ২৩ ॥
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত বসিয়া ॥ ২৪ ॥
এত বলি গেলা শচী, গৃহে কর্ম্ম করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২৫ ॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাড়ি লয়া বৈল মাটি কেনে খায় ॥ ২৬ ॥
কান্দিয়া বলেন শিশু কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥ পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন। কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥ প্রভু যেই কান্দে সেই ক্ষণে নারীগণ। হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥ নিরবধি সবার বদনে হরিনাম। ছলে বলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান ॥ ২২ ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ৩। এইমতে দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন। হাঁটিয়া করেন প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ আঃ ৪। মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী। শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি ॥ পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান। কারে ছুঁয়ে কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥ অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতূহল। সেহো পরিহাস করে বাজয়ে কন্দল ॥ ২৩ ॥

বাটা, খাদ্যদ্রব্য রাখিবার আধার, বর্ত্তন ॥ ২৪ ॥

খই সন্দেশ অন্ন যতেক মাটির বিকার।
ইহ মাটি সেহ মাটি কি ভেদ বিচার ॥ ২৮ ॥
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি ॥ ২৯ ॥
অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥ ৩০ ॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানী ॥ ৩২ ॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখালে মোরে ॥ ৩৩ ॥
ইবে সে জানিল আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে তবে তোমার স্তন পিব ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

এই ঘটনা আদি ত্রয়োদশ ৪৯ সংখ্যায় কথিত চৈতন্যভাগবতের অবশিষ্ট অতিরিক্ত। ভোজ্য বিষয় গ্রহণ অচিৎ জাতীয় চেষ্টা তাহাতে হরিসেবা নাই। প্রতিকূল বিষয়ের সহিত কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়কে ভ্রমক্রমে নির্ব্বিশেষবাদীগণ সমজাতীয় জ্ঞান করেন। ঐ প্রকার ধারণা যে প্রকৃত সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ তাহা মাতার

এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩৫ ॥
এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৬ ॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একটী তৈর্থিক, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে, তিনি রন্ধন সামগ্রী আনিয়া দিয়া রন্ধন করাইলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে গোপালকে ভোগ দেন তখন নিমাই আসিয়া তাঁহার অন্ন খাইতে লাগিলেন। নিমাইস্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণ আর একবার পাক করিলেন। সেবারেও ধ্যানে নিবেদন কালে সেই ঘটনা হইল। তৃতীয়বার পাক হইল। সে সময় বাটীর সকলেই সুপ্ত, ব্রাহ্মণ ধ্যানে গোপালকে পক্কান্ন নিবেদন করিতেছিলেন, এমত সময় নিমাই আসিয়া সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহা করিতে লাগিল, তখন নিমাই বলিলেন হে বিপ্র আমি যখন ব্রজে যশোদা দুলাল ছিলাম, তখনও তোমার এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে আমি কৃপা করিয়া দেখা দিলাম। তথন ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে

অনুভাষ্য।

মুখে সহজে মৃৎ ও ঘটের দৃষ্টান্তে তাদৃশ মূঢ় নির্ব্বিশেষ চিন্তার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেন ॥ ২৪-৩৫ ॥

চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া ॥ ৩৮ ॥
ব্যাধিছলে জগদীশহিরণ্যসদনে।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ সেবা করিল। প্রভু তাঁহাকে এই গুপ্তলীলাটী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

মহাপ্রভু অতি শিশুকালে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দ্বারের বহির্দেশে খেলা করিতেছিলেন। দুইটী চোর তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে খাওয়াইতে লইয়া চলিল। চোরেরা মনে করিল যে বনের ভিতর লইয়া বালকটীকে বিনষ্ট করতঃ ইহার অলঙ্কারসকল লইব। মহাপ্রভু স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া পুনরায় নিজ গৃহের দ্বারে তাহাদের স্কন্ধে চড়িয়া আসিলেন। যে সকল আত্মীয়-বর্গ তাঁহার অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল তাহাদের সম্মুখে চোরেরা শিশুকে রাখিয়া পলাইয়া গেল। শিশুটী বহুযত্নে শচীর অঙ্গনে নীত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীতে একাদশী দিবসে বিষ্ণু নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। মহাপ্রভু তাঁহার জনককে সেই নৈবেদ্য খাইবার

অনুভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত আদি তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩৭ ॥

চৈতন্যভাগবত আদি তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩৮ ॥

চৈতন্যভাগবত আদি চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৩৯ ।

শিশুগণ লয়ে পাড়া পড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥ ৪০ ॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আশয়ে হিরণ্য জগদীশের বাটীতে পাঠান। হিরণ্য জগদীশ বালকের প্রার্থনা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে, অদ্য একাদশী এবং আমাদিগের গৃহে বিষ্ণু নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে, একথা সেরূপ শিশু কিরূপে জানিলেন। অবশ্য তাহাতে কোন বৈষ্ণবী শক্তি আছে। তাঁহারা সেই নৈবেদ্য দ্রব্য বালকের খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু শরীরের পীড়া হইয়াছে, বিষ্ণু নৈবেদ্য খাইলে সে পীড়া আরোগ্য হইবে, এই ছল করিয়া নৈবেদ্য আনাইয়া ছিলেন। আনীত নৈবেদ্য বালকদিগকে খাওয়াইলেন ও আপনি কিছু খাইলেন। তাহাতে তাঁহার ব্যাধি ভাল হইল। জগন্নাথমিশ্রের গৃহ হইতে হিরণ্যজগদীশের বাড়ী একটু দূরে, প্রায় এক ক্রোশ, দক্ষিণ পূর্ব্ব। শিশুর পক্ষে অত-দূরের সম্বাদ অবগত হওয়া অসম্ভব ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ আঃ ৩। নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে। প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥ কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়। হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥ যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কাঁদায়। আঃ ৪। কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার। কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥ ৪০ ॥

ওলাহন, তিরস্কার ভর্ৎসনা ॥ ৪১ ॥

কেনে চুরি কর কেন মারহ শিশুরে।
কেন পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥ ৪২ ॥
শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৩ ॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ ॥ ৪৪ ॥
কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৫ ॥
নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৬ ॥
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল ॥ ৪৭ ॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য।

লোচনদাস কৃত চৈতন্যমঙ্গল আদি। তঁহি এক দিব্য নারী কহিল হাঁসিয়া। চিবুক ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বলে বাণী। নারিকেল ফল দুই মায়ে দেহ আনি॥ তবে সে জীয়য়ে শচী এই তোর মাতা। ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইলা। তখনি যুগল নারিকেল আনি দিলা॥ শিশু হৈয়া নারিকেল কোথা পাইলে তুমি॥ ৪৬॥

গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বলিলা ॥ ৪৯ ॥
কন্যারে কহে আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর ॥ ৫০ ॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা ॥ ৫১ ॥
ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাঞি।
গ্রাম সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই ॥ ৫২ ॥
আমা সবার পক্ষে ইহা কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায় ॥ ৫৩ ॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিলা এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর ॥ ৫৪ ॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্ ॥ ৫৫ ॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসন করে করি মিথ্যা রোষ ॥ ৫৬ ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥ ৫৭ ॥
যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি সতিনী ॥ ৫৮ ॥

ইহা শুনি তা সবার মনে হইল ভয়।
কোন কিছু জানে কিবা দেবাবিষ্ট হয় ॥ ৫৯ ॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৬০ ॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কার মনে নহে সবে সুখ পায় ॥ ৬১ ॥
একদিন বল্লভাচার্য্য কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান ॥ ৬২ ॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন ॥ ৬৩ ॥
সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্ন তবু হইল নিশ্চয় ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

বল্লভাচার্য্য। নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত। গৌঃ গঃ ৪৪। পুরাসীৎ জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্ম্মহান্। অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোপি চ সম্মতঃ। শ্রীগৌরহরি প্রথমেই ইহাঁর কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। গৌঃ গঃ ৪৫। শ্রীজানকী রুক্মিণী চ লক্ষ্মী নাম্নী চ তৎসুতা। চৈতন্যচরিতে ব্যক্তা লক্ষ্মী নাম্নী চ সা যথা। সা বল্লভাচার্য্য সুতা চলন্তী স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াঃ লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা প্রভোর্যযৌ লোচনবর্ত্ম তত্র ॥ ৬২ ॥

দুহাঁ দেখি দুহাঁর চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজাছলে কৈল দুহেঁ পরকাশ॥ ৬৫ ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥ ৬৬ ॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্পচন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥ ৬৭ ॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈল॥ ৬৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্ক, ২২ অ, ১৯ শ্লোকঃ)

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লক্ষ্মী ভগবানের নিত্য পত্নী ও ভগবান্ লক্ষ্মীর নিত্যপতি। অতএব তাহাদের মধ্যে যে নিত্য প্রীতি আছে, তাহা সাহজিক সহজাত। সেই প্রীতি বাল্যভাবে প্রচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া প্রতীত হইল॥ ৬৪ ॥

হে সাধ্বীগণ, তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি, তাহাতে আমার বিশেষ আনন্দ আছে। তোমাদের আশয় সিদ্ধ হইবার যোগ্য বটে॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য।

কাত্যায়নী ব্রতপরা গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য।

হে সাধ্ব্যঃ মদর্চ্চনং মৎপ্রাপ্ত্যর্থং অর্চ্চনং ভবতীনাং গোপীনাং **সঙ্কল্পঃ**

এইমত লীলা দুহেঁ করি গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিতে পারে ॥ ৭০ ॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্ব জন।
শচী জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৭১ ॥
এক দিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে, গেলা পলাইয়া ॥ ৭২ ॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব বিশ্বম্ভর ॥ ৭৩ ॥
শচী আসি কহে কেন অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হইলা ॥ ৭৪ ॥
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা স্নান ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

মনোগতভাবঃ যুষ্মাভিঃ লজ্জয়া অকথিতঃ অপি ময়া বিদিতঃ অনুমোদিতঃ স্বীকৃতঃ সঃ অসৌ সঙ্কল্পঃ সত্যঃ যথার্থঃ ভবিতুং অর্হতি ॥ ৬৯ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৫। বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্জ্য হাঁড়িগণ। বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন ॥ মায়ে আসি দেখিয়া করেন হায় হায়। এস্থানেতে বাপ বসিবারে না যুয়ায় ॥ প্রভু বলে সর্ব্বত্র মোর অদ্বিতীয় জ্ঞান। এসব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ ॥ বিষ্ণুর রন্ধনস্থালী কভু দুষ্ট নয়। সে হাঁড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয় ॥ ৭৩ ॥

কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন ॥ ৭৬ ॥
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৭ ॥
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝনঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন ॥ ৭৮ ॥
মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুশূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥ ৭৯ ॥
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥ ৮০ ॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি ॥ ৮১ ॥
মিশ্র বলে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু বলিলেন, মাতা, উচ্ছিষ্ট, অনুচ্ছিষ্ট এই দুইটি মনের ভাব মাত্র বস্তুত ইহাতে কিছু মাত্র সত্য নাই। এই সকল ভাণ্ডে তুমি বিষ্ণুর জন্য ভোগ দ্রব্য পাক করিয়াছ এবং তাহা বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়াছ, অতএব এই সকল ভাণ্ড কখন উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। আত্মা নিত্য পবিত্র বস্তু, তাহার পক্ষে উচ্ছিষ্টাদি বিচার কি? এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া মাতা বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন ॥ ৭৫

একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসন করিয়া॥ ৮৩॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥ ৮৪॥
মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসন তাড়ন কর পুত্র করি মান॥ ৮৫॥
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক এবে আমার তনয়॥ ৮৬॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্ম মর্ম্ম॥ ৮৭॥
বিপ্র কহে এই যদি দেব সিদ্ধ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥ ৮৮॥
মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রকে শিক্ষণ॥ ৮৯॥
এইমতে দুহেঁ করেন ধর্ম্মের বিচার।
শুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর॥ ৯০॥

অনুভাষ্য।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পশ্চিমবিভাগ চতুর্থ লহরী। বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তঃ। ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥৯০॥

এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈঞা আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৯২ ॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়িল আনন্দ ॥ ৯৩ ॥
কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯৪ ॥
বাল্য লীলা সূত্র এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৯৫ ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯৬ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-
সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ ॥

অনুভাষ্য।

দ্বাদশকলা। রেফ, ণ, ন, ম, য, র, ল, ব, ঋ ৠ ৯ ঃ ফলা ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ কথাসার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন, পঞ্জী টীকাতে প্রবীণতা লাভ করেন, মাতাকে একাদশীতে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি তাহা না শুনিয়া পিতামাতার সেবায় ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহাতে বিশ্বরূপ তাঁহাকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া দেন এইরূপ একটী আখ্যায়িকা বলেন, পুরন্দর মিশ্রের পরলোক, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিবরণ সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁহার পাদপদ্মে সুমনঃ (জাতিপুষ্প) অর্পণকরিবামাত্র, কুমনাপুরুষও সুমনত্ব লাভ করে সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

কুমনাঃ কৃষ্ণেতরবিষয়াবিষ্টং মনো যস্য সঃ যস্য চৈতন্যদেবস্য পদাব্জয়োঃ চরণকমলয়োঃ সুমনোঽর্পণমাত্রেণ সুমনসাং পুষ্পাণাং সোঃ শুভস্য কৃষ্ণ-

পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন ।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥
পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা ।
বিদ্যারম্ভমুখা-পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ৪ ॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়েন ব্যাকরণ ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৫ ॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

মুখ্য অধ্যয়ন,—মুখ্য কার্য্যই অধ্যয়ন লীলা ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত ॥ ৪ ॥

প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট সামান্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য ।

সেবাপরস্য মনসঃ অর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বং অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং কৃষ্ণানুশীলনপরস্বভাবং হি নিশ্চিতং যাতি প্রাপ্নোতি তং চৈতন্যপ্রভুং অহং বন্দে ॥ ১ ॥

চৈতন্যকৃষ্ণস্য ভগবতো রাধাকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহস্য বিশ্বম্ভরস্য বিদ্যারম্ভমুখা-পাণিগ্রহণান্তা বিদ্যারম্ভমুখা বিদ্যাভ্যাসারম্ভঃ মুখে আদৌ যস্যাঃ সা পাণিগ্রহণং চ অন্তঃ সমাপ্তৌ যস্যাঃ সা মনোহরা সকলহৃদয়াকর্ষিণী পৌগণ্ডলীলা পঞ্চম-হায়নারভ্য দশপর্য্যন্তব্যাপককালং পৌগণ্ডং তত্র যা লীলা অতি সুবিস্তৃতা সুবহুলা ॥ ৪ ॥

চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৬ ॥
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৭ ॥
এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান ॥ ৮ ॥
মাতা বলে তাহি দিব যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥ ৯ ॥
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্জী টীকা,—ব্যাকরণের পঞ্জী টীকা নামে একটী প্রসিদ্ধ টীকা ছিল মহাপ্রভু তাহার টিপ্পনী প্রস্তুত করেন ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত আদি চতুর্থ, আদি ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, ও দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

ভক্তিসন্দর্ভে ২৯৯ সংখ্যায়। স্কান্দে। মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুংক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥ অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব। তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। আগ্নেয়ে। একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ। তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেহপি নিত্যত্বম্ ॥ বৈষ্ণব-গণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোনদ্রব্য কোনদিন কোন সময়েই স্বীকার করেন না। একাদশী দিবসে মহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস ॥ ৯ ॥

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি বিবাহ দিতে কৈল মন ॥ ১১ ॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১২ ॥
শুনি শচী মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১৩ ॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥ ১৪ ॥
আমিত করিব তোমা দুহাঁর সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা মাতার মন ॥ ১৫ ॥
এক দিন নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥ ১৬ ॥
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানী।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১৭ ॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥ ১৮ ॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥ ১৯ ॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ ২০ ॥

তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে ॥ ২১ ॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২২ ॥
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দুহাঁর বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২৩ ॥
বন্ধু বান্ধব আসি দুহাঁ প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥ ২৪ ॥
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম ইবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৬ ॥

(স্মৃতিবচনং)

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত। হেন মতে কতদিন থাকি মিশ্রবর। অন্তর্দ্ধান হইল নিত্যসিদ্ধ কলেবর ॥ মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ বিজয়ে যে হেন রঘুবর ॥ দুঃখরস এ সকল বিস্তারি কহিতে। দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে ॥ ২৩ ॥

দৈবে এক দিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা পথে ॥ ২৮ ॥
পূর্ব্বসিদ্ধভাব দুহাঁর উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইলা ॥ ২৯ ॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥ ৩০ ॥
বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন দাস।
এইত পৌগণ্ড লীলার সূত্র প্রকাশ ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকে গৃহ বলা যায়, গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থভোগ করিবে ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

গৃহং আবাসমন্দিরং গৃহং ন। গৃহিণী গৃহাধিষ্ঠাত্রী সহধর্ম্মিণী গৃহং উচ্যতে। তয়া গৃহিণ্যা সহিতঃ মিলিতঃ সন্ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদীন্ চতুর্বর্গান্ সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

বনমালি ঘটক। নবদ্বীপবাসী বিপ্র। যিনি মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকালি করেন। গৌঃ গঃ ৪৯। বিশ্বামিত্রোঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্ম্মণি। রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যস্ত শ্রীকেশবং প্রতি। তাবয়ং বনমালী যৎ কর্ম্মণাচার্য্যতাং গতঃ ॥ ২৯ ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম। অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভদিনে। নৃত্যগীত নানাবাদ্য বায় নটগণে। চতুর্দ্দিকে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি। মধ্যে

পৌগণ্ড-লীলায় লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ৩২ ॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্য মঙ্গলে সর্ব্ব লোকে খ্যাতি হৈল ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড লীলাসূত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

চন্দ্রসম বসিলেন দ্বিজমণি ॥ প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নানদান। পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান ॥ দেবগণ দেববধূগণ নররূপে। প্রভুর বিবাহে আসিয়াছেন কৌতুকে ॥ কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্রঘরে। কোনজন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে ॥ যথাবিধিরূপে কন্যা করি সমর্পণ। আনন্দসাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ ॥ কেহ বলে ইন্দ্র শচী রতি বা মদন। কোন নারী বলে এই লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ পুণ্যকথা। তাহার সংসারবন্ধ না হয় সর্ব্বথা ॥ ৩১ ॥

উপনয়ন ও মাতাকে সুবর্ণদান চৈতন্যভাগবতে অধিক বর্ণিত আছে ॥ ৩২ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

কৃপাসুধা-সরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ কথাসার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণিত। অধ্যাপন, পণ্ডিত বিজয়, জাহ্নবীজলকেলি, অর্থ সঞ্চয়ের জন্য বঙ্গদেশে গমন, তথায় বিদ্যাপ্রচার ও নাম সংকীর্ত্তন, তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহাকে সাধ্যসাধন উপদেশ ও বারাণসী গমনের আজ্ঞাপ্রদান ইত্যাদি লীলা বর্ণিত। মহাপ্রভুর বঙ্গবিজয় সময়ে লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাত ছলে বৈকুণ্ঠ গমন। প্রভুর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। শচীদেবীকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শান্ত করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশব-কাশ্মীরের সহিত আলাপ। তৎকৃত গঙ্গামাহাত্ম্য শ্লোক বিচারপূর্ব্বক তাহাতে পঞ্চালঙ্কার গুণ ও পঞ্চালঙ্কার দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ব্বচূর্ণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী সরস্বতীর নিকট রাত্রে প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

যাঁহার কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী বিশ্বকে আপ্লাবন করিয়াও সর্ব্বদা নীচগারূপেপ্রকাশ পাইতেছেন, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥ ৩॥

এইত কৈশোর লীলা সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ৪ ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যয়ন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্ব লোকের চমকিত মন ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং দিগ্বিজয়ী জয়চ্ছলে বাগ্দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোরচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

অনুভাষ্য।

যস্য চৈতন্যদেবস্য কৃপাসুধাসরিৎ কৃপামৃতনদী বিশ্বং সংসারং আপ্লাবয়ন্তী নিমজ্জন্তী অপি সদা নীচগা নিম্নগামিনী ঐশ্বর্য্যবিহীনেষু অকিঞ্চনেষু দীনজনেষু করুণাময়ী এব ভাতি প্রকাশয়তি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

গৃহাশ্রমাৎ গৃহাগমাৎ বা গৃহাশ্রমং প্রাপ্য মূর্ত্তিমত্যা শরীরধারিণ্যা লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ সেবিতঃ অথ দিশাংজয়িজয়চ্ছলাৎ দিগ্বিজয়ী-কেশবকাশ্মীরাখ্য বিবুধস্য জয়চ্ছলাৎ বাগ্দেব্যা সরস্বত্যা অর্চ্চিতঃ পূজিতঃ কৈশোরচৈতন্যঃ কিশোরবয়সি স্থিতঃ চৈতন্যঃ জীয়াৎ ॥ ৩ ॥

কৈশোর; একাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষমিতকাল কিশোর; তদ্ভাবান্বিত ॥ ৪ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৬ ॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ৭ ॥
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৮ ॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥ ৯ ॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন ॥ ১০ ॥
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥ ১১ ॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে করহ গমন ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পণ্ডিতদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রে পরাজয় করিলেন তাঁহার বিনয়ভঙ্গী কৌশলে পণ্ডিতদিগের দুঃখ হয় না ॥ ৬ ॥

সাধ্যসাধন,—সাধনদ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহার নাম সাধ্য। সাধ্য বস্তু যে উপায় অবলম্বন করিলে পাওয়া যায় তাহার নাম সাধন ॥ ১০ ॥

শাস্ত্র অনেক। ঐ ঐ শাস্ত্রে যাহাকে সাধ্য ও যাহাকে সাধন বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। বহু শাস্ত্র পড়িতে

তিহোঁ তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয় ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিহোঁ নাহিক সংশয় ॥ ১৩ ॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১৪ ॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল ।
নাম সংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥ ১৫ ॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি ।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৬ ॥
তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন ।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৭ ॥
প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

গেলে, কোন্ সাধ্য শ্রেষ্ঠ, কোন্ সাধন শ্রেষ্ঠ, তাহা স্থির করিতে না প্যারিয়া চিত্তে ভ্রম হয় । তপনমিশ্রের এরূপ চিত্তে ভ্রম হওয়ায় নিমাই-পণ্ডিতের নিকট যাইতে ও তাহার নিকট সাধ্যসাধন নিশ্চয় করিয়া লইতে স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল । স্বপ্ন আরও বলিয়াছিল যে নিমাইপণ্ডিত যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাহাতে কোন সংশয় করিও না ॥ ১১-১৩ ॥

প্রভু কহিলেন, অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি-ভুক্তি জীবের সাধ্যবস্তু নয় । কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু । কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহারা উক্ত সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে, শুদ্ধ কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায় ॥ ১৫ ॥

স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী ॥ ১৮ ॥
এই মত বঙ্গের লোকের কৈল সবার হিত ।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা ।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মীবিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ২০ ॥
প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ২১ ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী ।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২২ ॥
ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধন জন ।
তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২৩ ॥
শিষ্যগণ লয়ে পুনঃ বিদ্যার বিলাস ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

নাম দিয়া অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" এই কৃষ্ণ নাম দিয়া বঙ্গবাসীগণকে ভক্ত করিলেন এবং শাস্ত্র পড়াইয়া অনেককে পণ্ডিত করিলেন ॥ ১৯ ॥

প্রভুর বিচ্ছেদক্লেশ সর্পমূর্ত্তিধারণ করিয়া লক্ষ্মীকে দংশন করিলে পরলোক অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-লোকরূপ স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥২১॥

তত্ত্ব কহি পাঠান্তরে তত্ত্বজালে,—"কে কস্য পতিপুত্রাদ্যাঃ" অর্থাৎ কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পত্নী ; এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান-রূপ জাল বিস্তার করিয়া শচীর দুঃখ বিমোচন করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিদ্যা বলে সবা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥ ২৪ ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিগ্বিজয়ী,—কাশ্মীর দেশীয় কেশব মিশ্র নামক পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষিত হইবার পর নিম্বাদিত্যের সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়া, বেদান্তপারিজাতাদি ভাষ্যের টিপ্পনী করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য।

দিগ্বিজয়ী। কাশ্মীর দেশীয় কেশব নামক পণ্ডিত। ইনি তৎকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ প্রতিভা দ্বারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে বহির্গত হন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ভগবদ্ভজনের জন্য প্রবেশ করেন। তিনি নিম্বার্ক-রচিত বেদান্ত দর্শনের পারিজাতভাষ্যের টীকাকার শ্রীনিবাসাচার্য্যের বেদান্ত কৌস্তুভটীকার কৌস্তুভপ্রভানাম্নী টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশতরঙ্গ। নিম্বাদিত্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য পরম্পরা। ২। বিশ্বাচার্য্য ৩। পুরুষোত্তম ৪। বিলাস ৫। স্বরূপ ৬। মাধব ৭। বলভদ্র ৮। পদ্ম ৯। শ্যাম ১০। গোপাল ১১। কৃপা ১২। দেবাচার্য্য ১৩। সুন্দরভট্ট ১৪। পদ্মনাভ ভট্ট ১৫। উপেন্দ্র ১৬। রামচন্দ্র ১৭। বামন ১৮। কৃষ্ণ ১৯। পদ্মাকর ২০। শ্রবণ ২১। ভূরি ২২। মাধব ২৩। শ্যাম ২৪। গোপাল ২৫। বলভদ্র ২৬। গোপীনাথ ২৭। কেশব ২৮। গোকুল ভট্ট ২৯। কেশব কাশ্মীর। সরস্বতী দেবীর করিয়া মন্ত্র জপ। হৈল সর্ব্ববিদ্যাস্ফুর্ত্তি বাড়িল প্রতাপ ॥

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ।
স্ফুট নাহি করে দোষ গুণের বিচার ।। ২৬ ।।
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার ।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিকার ।। ২৭ ।।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে ।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ।। ২৮ ।।
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঞি আইলা ।
গঙ্গারে বন্দন করি প্রভুরে মিলিলা ।। ২৯ ।।
বসাইল তারে প্রভু আদর করিয়া ।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ।। ৩০ ।।
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম ।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ।। ৩১ ।।
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ।। ৩২ ।।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

তুমি কলাপ নামক ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক এবং তোমার শিষ্যদিগের

অনুভাষ্য ।

সর্ব্বদিশা জয় করি দিগ্বিজয়ী খ্যাতি । কাশ্মীর দেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্র জাতি ।। সর্ব্বত্যাগ করি প্রভু আজ্ঞায় চলিলা । বর্ণি লীলাভোগ "কেশব" নামেতে ।। ২৫ ।।

প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩৩ ॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সবে শিশু পড়ুয়া নবীন ॥ ৩৪ ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৫ ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৬ ॥
শুনিয়া কহিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৭ ॥
তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ কিবা সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পায় বড় সুখে ॥ ৩৯ ॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্যাকরণের ফাঁকিতে অর্থাৎ জটিল প্রশ্ন বিষয়ে সংলাপ অর্থাৎ বিশেষ আলাপ থাকে তাহা শুনিয়াছি ॥ ৩২ ॥

ঘটি একে,—এক ঘটিকার মধ্যে ॥ ৩৬ ॥

করিল সৎকার,—সম্মান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কিবা,—অথবা ॥ ৩৮ ॥

শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল ॥ ৪০ ॥

(তথাহি দিগ্বিজয়িবাক্যং)

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৪১ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৪০ ॥

এই গঙ্গাদেবীর মহত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুরনরগণ দ্বারা অর্চ্চিত-চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুত গুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য।

গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং সততং নিত্যং নিতরাং নিঃসংশয়েন আভাতি প্রকাশয়তি যৎ যস্মাৎ এষা গঙ্গা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলয়োঃ ভগবৎপাদপদ্ময়োঃ উৎপত্তিঃ সৃষ্টিঃ তয়া সু-শোভনং ভগং ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সৌন্দর্য্যশালিনী দ্বিতীয়কমলা ইব সুরনরৈঃ দেবমানবাদ্যৈঃ অর্চ্চ্যচরণা সেবিতপদা ভবানী-ভর্ত্তুঃ ভবান্যাঃ ভর্ত্তা স্বামী তস্য গিরিশস্য শিরসি মস্তকে যা গঙ্গা বিভবতি অতঃ অদ্ভুতগুণা চমৎকারগুণশালিনী ॥ ৪১ ॥

বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥ ৪২ ॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪৩ ॥
প্রভু কহে দেবের বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর ॥ ৪৪ ॥
শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ ॥ ৪৫ ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৬ ॥
প্রভু কহেন কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥ ৪৭ ॥
প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভাল মতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপমালঙ্কার,—উপমা দেখাইয়া আলঙ্কারিকগুণ প্রকাশ করা। অনুপ্রাস,—শেষপদে অনেকগুলি 'ভ' সন্নিকট সন্নিবেশ দ্বারা যে শব্দ-চাতুর্য্য দেখান হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

নূতন নূতন প্রকারে বাক্য বিন্যাস করিবার যে বুদ্ধিশক্তি তাহাকে প্রতিভা বলি। তুমি এই শ্লোকে সেই বুদ্ধির পরিচয় দিয়া দেবগণকেও সন্তোষ করিয়াছ। অর্থাৎ তোমার প্রতিভাশক্তি এইকাব্যে প্রচুর। কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিলে গুণদোষ দেখা যাইবে ॥ ৪৮ ॥

তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে যে কহিলে সেই বেদসার ॥ ৪৯ ॥
বৈয়াকরণ তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ ৫০ ॥
প্রভু কহেন অতএব পুছিয়া তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৫১ ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ ॥ ৫২ ॥
কবি কহে কহ দেখি কোন গুণ দোষ।
প্রভু কহেন কহি শুন না করিহ রোষ ॥ ৫৩ ॥
পঞ্চদোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার ॥ ৫৪ ॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥ ৫৫ ॥
গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোক মূল বিধেয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈয়াকরণ অথবা ব্যাকরণী অর্থাৎ বাল্যবিদ্যায় বিশারদ। অলঙ্কারাদি শাস্ত্র বিচারে অসমর্থ ॥ ৫০ ॥

আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতেই এই শ্লোকে অনেক দোষ গুণ দেখিতেছি ॥ ৫২ ॥

ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয় ॥ ৫৬ ॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥ ৫৭ ॥

(অলঙ্কারশাস্ত্রে)

অনুবাদমনুক্তৈ্ব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৫৮ ॥

দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৯ ॥
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৬০ ॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষ নাম।
আর এক দোষ আগে শুন সাবধান ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"মহত্বং গঙ্গায়াঃ" এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে তাহা গুণ এবং পাঁচটী দোষ আছে, অর্থাৎ দুই স্থানে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ, আবার তিন স্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে। প্রথম অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ এই যে এই শ্লোকে গঙ্গার মহত্ব মূল বিধেয় এবং ইদং শব্দ অনুবাদ ; এই স্থলে গঙ্গার মহত্ব আগে লিখিয়া ইদং শব্দ পশ্চাৎ লেখায় অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে

অনুভাষ্য।

আদি দ্বিতীয় ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫৮ ॥

ভবানীভর্ত্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধমতি কৃত নাম এই মহাদোষ ॥ ৬২ ॥
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তার ভর্ত্তা কহিল দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি ॥ ৬৩ ॥
শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ ॥ ৬৪ ॥
ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ত্তা হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥
বিভবতি ক্রিয়ার বাক্যসাঙ্গ পুনঃ বিশেষণ।
অদ্ভুত গুণ এই পুনরায় দূষণ ॥ ৬৬ ॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই ভগ্নদোষ ক্রম ॥ ৬৭ ॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৮ ॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

না লিখিলে অর্থের হানি হয়। দ্বিতীয় **অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ** দোষ এই যে, 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব' এই প্রয়োগে **দ্বিতীয়ত্ব বিধেয় অর্থাৎ** অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অগ্রে লিখিয়া, সমাস করায় **অর্থগৌণ হইয়া নষ্ট** হইল।

সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৭০ ॥

(ভরতমুনিবাক্যং)

রসালঙ্কারবৎবাক্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতং।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং ॥ ৭১ ॥

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থ অলঙ্কার ॥ ৭২ ॥
শব্দালঙ্কারে তিনপদে আছে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মী শব্দে পুনরুক্তবদাভাস ॥ ৭৩ ॥
প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ রেফ স্থিতি ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লক্ষ্মীর সমতাপ্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য ছিল। তাহা সমাস দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। তৃতীয় দোষটী বিরুদ্ধ মতিকৃত, তাহা 'ভবানীভর্ত্তু' এই শব্দে দৃষ্ট হইবে। এরূপ প্রয়োগে ভবানী শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়,

অনুভাষ্য।

বিভূষিতং সমলঙ্কৃতং সুন্দরং মনোহরং অপি বপুঃ শরীরং যথা একেন শ্বিত্রেণ শ্বেতাখ্যকুষ্ঠরোগেন দুর্ভগং প্রতিভা-রহিতং মলিনং স্যাৎ তথা রসালঙ্কারবৎ কাব্যং রসঃ শৃঙ্গারাদিঃ অলঙ্কারঃ অনুপ্রাসোপমাদিঃ তাভ্যাং যুক্তং কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং চেৎ যদি দোষযুক্ ভবতি তথা দুর্ভগং জ্ঞেয়ং ॥ ৭১ ॥

চতুর্থ চরণে চারি ভ কার প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭৫ ॥
শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে নহে পুনরুক্ত ॥ ৭৬ ॥
শ্রীযুত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাসে শব্দালঙ্কার ভেদ ॥ ৭৭ ॥
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস ॥ ৭৮ ॥
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৯ ॥
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কার ইহার মহা চমৎকৃতি ॥ ৮০ ॥
ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভবানীভর্ত্তা শব্দে ভবানীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা এইরূপ দ্বিতীয় মতি উদয় হয়। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে কাব্য বিরুদ্ধমতিকৃতদোষে দূষিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ দোষ এই যে 'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য শেষ হইল, সে স্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়া পুনরুক্তি দোষ হইল। পঞ্চম দোষ, ভগ্নক্রম ১ম, ৩য় ও ৪র্থ এই তিনপাদে তকার, রকার ও ভকারের অনুপ্রাস

(শ্রীভগবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোক)

অম্বুজমম্বুনি জাতং কচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৮২ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্যসাধন তাহার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আছে, দ্বিতীয়পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই ভগ্নক্রম দোষ ॥ পঞ্চালঙ্কার গুণ সত্ত্বেও এই পাঁচ দোষে শ্লোকটী ছারখার হইল। দশালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোষ থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত ভূষণ-ভূষিত সুন্দর শরীরের ন্যায় তাহা বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত হয়। এখন গুণের কথা বলি। তোমার এই শ্লোকে দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার আছে। ১ম তিনপাদে যে অনুপ্রাস আছে তাহা শব্দালঙ্কার। ২য় "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ হয় না, পুনরুক্তিবদাভাস রূপ শব্দালঙ্কার হয়। শ্রীলক্ষ্মী একবস্তু জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই। শ্রীযুত-লক্ষ্মী এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে, তাহাতে যে পুনরুক্ত্যাভাস হয় না, শব্দালঙ্কার বিশেষ। ৩য়, লক্ষ্মীরিব এই প্রয়োগে উপমালঙ্কার রূপ অর্থালঙ্কার। ৪র্থ, আর একটী বিরোধাভাস রূপ অর্থালঙ্কার আছে তাহা বিষ্ণুচরণ কমলোৎপন্ন গঙ্গা। জল হইতে কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কমল হইতে জলের উৎপত্তি এইরূপ বিরুদ্ধ কথা হইতে বিরোধালঙ্কার উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে

অনুভাষ্য।

অম্বুনি জলে অম্বুজং পদ্মং জাতং উৎপন্নং কচিদপি অম্বুজাৎ পদ্মাৎ অম্বু জলং ন জাতং কিন্তু মুরভিদি কৃষ্ণে তদ্বিপরীতং কার্য্যকারণভাবয়োর্বিষমং দৃশ্যতে যতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মাৎ মহানদী গঙ্গা জাতা নিঃসৃতা ॥ ৮২ ॥

বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অনুমান অলঙ্কার ॥ ৮৩ ॥
স্থূল এই পঞ্চদোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৮৪ ॥
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে ॥ ৮৫ ॥
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮৬ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ ৮৭ ॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বিরোধমাত্র নাই, কেবল বিরোধাভাস আছে, তাহাই অলঙ্কার। ৫ম, গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুকে সাধন করিতেছে যে বাক্যে অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোৎপত্তি বাক্যে সেই বাক্যই অনুমান অলঙ্কার ॥ ৫৪-৮৩ ॥

বিভূষিত সুন্দর বপু শ্বিত্রযুক্ত হইলে যেরূপ দুর্ভগ হয়, রসালঙ্কারযুক্ত কাব্য দোষযুক্ত হইলে তদ্রূপ ॥ ৭১ ॥

জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখন জলের জন্ম হয় না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্মলাভ করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ॥ ৮৯॥
যে ব্যাখ্যা করিল যে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞি মুখে রহি বলে আপনে সরস্বতী॥ ৯০॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত॥ ৯১॥
অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এসব অর্থ করিলে প্রকাশ॥ ৯২॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী॥ ৯৩॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যাহা বলায় সেই বলি বাণী॥ ৯৪॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু দ্বারে দেবী মোরে করিল পরাজয়॥ ৯৫॥
আজি তারে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥ ৯৬॥
বস্তুত সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময় তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল॥ ৯৭॥
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তাসবা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল॥ ৯৮॥

তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৯ ॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥১০০ ॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তাসবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ ॥ ১০১ ॥
দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিত্ব করণে শক্তি তাঁহি সে বাখানি ॥ ১০২ ॥
শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হও তোমার ॥১০৩ ॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলন আরবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ১০৪ ॥

অনুভাষ্য।

ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ। ইনি মালতীমাধব, উত্তরচরিত, বীরচরিত প্রভৃতি সংস্কৃতনাটক প্রণেতা। ভোজরাজার রাজ্যকালে ইহাঁর উদয় কাল। ইনি পদ্মনগর নিবাসী ভট্টগোপাল নামক কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রোত্রিয়-বিপ্রের পৌত্র নীলকণ্ঠের পুত্র।

কালিদাস। বিক্রমাদিত্য সভার স্বনামপ্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম মহাকবি। ইহাঁর রচিত রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তল, মেঘদূত প্রভৃতি ত্রিশ চল্লিশখানি সংস্কৃত কাব্য নাটক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ আছে ॥ ১০১ ॥

এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন ॥ ১০৫ ॥
সরস্বতী রাত্রে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল ॥ ১০৬ ॥
প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল তার খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৭ ॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যা বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥
এসব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু করিল ইহা বিশেষ প্রকাশ ॥ ১০৯ ॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১১০ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোর লীলাসূত্র-
বর্ণনং নাম ষোড়শপরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বন্ধন,—পণ্ডিতাভিমান রূপ মায়া বন্ধন ॥ ১০৭ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ কথাসার।

সপ্তদশপরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ষোলবর্ষ বয়স হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা সূত্ররূপে লিখিত হইয়াছে। সূত্ররূপে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐসকল ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবে যে যে স্থলে বৃন্দাবনদাসঠাকুর কোন অংশ ছাড়িয়াছেন তাহারই কিছু বিশেষবর্ণন এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়। আম্রমহোৎসব-লীলাটী ও কাজির সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। অবশেষে দেখাইলেন যে, যশোদানন্দন শচীনন্দন হইয়া চতুর্ব্বিধভক্তভাব আস্বাদন করিয়াছেন। রাধার প্রেমরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে রাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক একান্তরূপে গোপীভাবস্বীকার করিয়াছেন। যতপ্রকার ভক্তভাব আছে, তন্মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। যেহেতু গোপীভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কাহারও ভজনীয়ত্ব প্রকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকক্রমে চতুর্ভুজ হইলে গোপীসকল তাঁহাকে নমস্কার মাত্র করিয়া নিরস্ত হইলেন। সাধারণগোপীভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তিব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্ত্যাদির পরিত্যাগ মাত্র। গোপীজনশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। রাধাকে দর্শন

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজতা রাখিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর নন্দ এ লীলায় পিতা জগন্নাথ। ব্রজেশ্বরী যশোদা শচীমাতা। চৈতন্যগোঁসাই সাক্ষাৎ নন্দসুত অর্থাৎ নন্দসুতের প্রকাশ বা বিলাস নহেন, স্বয়ং নন্দসুত। নিত্যানন্দপ্রভুর বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য এই তিন ভাব। অদ্বৈতপ্রভুর সখ্য ও দাস্য এই দুইটী ভাব। আর আর সকলে নিজ নিজ পূর্ব্বাধিকারক্রমে মহাপ্রভুর সেবা করেন। একই তত্ত্ব বংশীমুখ, গোপবিলাসী, শ্যামরূপে কৃষ্ণ; কভু দ্বিজ, কভু সন্ন্যাসী, গৌররূপে কৃষ্ণচৈতন্য এখন বিরোধের স্থল এই যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই গোপী হইতেছেন। অবশ্য এই চিন্তাটী সুদুর্ব্বোধ বটে; কিন্তু কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহাও সম্ভব হয়। ইহাতে তর্ক করা বৃথা, যেহেতু অচিন্ত্য ভাবেতে তর্কের যোজনা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এই পরিচ্ছেদের শেষে কবিরাজগোস্বামী ব্যাস যেরূপ ভাগবতে করিয়াছেন, তদনুকরণে এই আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অনুবাদ পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন।

যাঁহার প্রসাদে যবনগণ ও সচ্চরিত্র হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিয়া থাকেন, সেই স্বচ্ছন্দ অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যং যস্য চৈতন্যদেবস্য প্রসাদতঃ অনুকম্পয়া যবনাঃ ম্লেচ্ছাঃ কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকাঃ নামোচ্চারণনিষ্ঠাপরাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে সুমনসঃ ইব আচরন্তি তং স্বৈরাদ্ভুতেহং স্বৈরা স্বতন্ত্রা অদ্ভুতা অলৌকিকী ঈহা চেষ্টা যস্য স্মার্ত্ত-বিধিলঙ্ঘনসমর্থং চৈতন্যং অহং বন্দে ॥ ১ ॥

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ৩ ॥
বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ৪ ॥
যৌবন প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র দিব্য বেশ মাল্য চন্দন ॥ ৫ ॥
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহোঁ না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ ৬ ॥
বায়ুব্যাধিছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম দান দ্বারা গৌরচন্দ্র যৌবনকালে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

অধ্যয়ন অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার জন্য গৌরচন্দ্র কিছুদিন বায়ু ব্যাধি ছল করিয়া ছাত্রদিগকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা

অনুভাষ্য।

গৌরঃ যৌবনে পঞ্চদশবর্ষাতিক্রান্তে যৌবন-প্রাকট্যে বিদ্যাসৌন্দর্য্য-সদ্বেশসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ পরমার্থজ্ঞানলাবণ্যসাধুবেশবসনমাল্যচন্দনাদি-সম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনাদিঃ এতৈঃ প্রেমনামপ্রদানৈঃ প্রেম্না সহ কৃষ্ণনাম-বিতরণৈঃ দীব্যতি ক্রীড়তি ॥ ৪ ॥

তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করিয়া, সকল ব্যাকরণসূত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখাইয়া, তাহাদিগকে অধ্যয়ন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

পরলোকগত পিতার গয়াশ্রাদ্ধ করিব এই মানসে মহাপ্রভু অনেকগুলি ছাত্রের সহিত গয়াযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জ্বর হওয়ায় ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করতঃ সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলেন। এই লীলাদ্বারা

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ আদি দ্বাদশ। জননীর আজ্ঞা লই মহা হর্ষ মনে। চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে ॥ স্নান করি পিতৃদেব করিয়া অর্চ্চন। গয়াতে প্রবিষ্ট হইলা শ্রীশচীনন্দন ॥ গয়া তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া। নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া ॥ ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান। যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান ॥ তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে। পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ॥ অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে। লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে ॥ সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র। প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥

ঈশ্বর পুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর ॥ তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ। সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥ সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারো আমারে। এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥ কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান। আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥ আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে। মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে ॥ তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ। করিলেন

দীক্ষা অনন্তরে হৈল প্রেমপ্রকাশ ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥ ৯ ॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত মিলন ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

সংসারী লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণসম্মানের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গয়ায় পৌছিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই মন্ত্রগ্রহণ হইতে মহাপ্রভুর প্রেম প্রকাশ হইতে লাগিল। গয়া কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮।৯ ॥

একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া বলিলেন, যে মদীয় জননী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবাপরাধ

অনুভাষ্য ।

দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥ হেন মতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি। কতদিন গয়ায় রহিল গৌরহরি ॥ যে প্রভু আছিল অতি পরম গম্ভীর। সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ॥ মধ্য প্রথম অধ্যায়। গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়ানগর ॥ নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে। মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বোলয়ে ঠাকুর। বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ॥ পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা। এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা ॥ প্রভু বলে গদাধর তোমরা সুকৃতি। শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি ॥ আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে। পাইলুঁ অমৃতনিধি গেল দিনদোষে ॥ রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে। বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে ॥ ৮।৯ ॥

অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করিয়াছেন। সে অপরাধ না ক্ষমাইলে তিনি প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইবেন না। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে আনিলে পর, অদ্বৈত প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী সেই অবসরে অদ্বৈতের চরণধূলি লইয়া নিরপরাধিনী হইলেন। তখন, প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে। এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমারে॥ অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর; সেই হইতে শচীদেবী প্রেমভক্তি পাইলেন।

একদিবস প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈত শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রভুকে কহিলেন যে, পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখান। তাহাতে প্রভু দয়া করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন ॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২। ইহানে অদ্বৈত নাম কেনে লোকে ঘোষে। দ্বৈত বলিলেন আই কোন অসন্তোষে॥ যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র অবতার। বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্ব আছিল তাঁহার॥ আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া। মায়েরে দিলেন প্রেম সবা শিখাইয়া। প্রেমভক্তি বিলাইতে মোহার প্রকাশ। মাগ মাগ আরে নাড়া মাগ শ্রীনিবাস॥ মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞী। আইরে দেওয়াব ভক্তি সবে এই ঠাঞি॥ বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ। অতএব তান হইল প্রেমভক্তি বাধ॥ যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার। পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নারে আর॥ নাড়ার স্থানে আছে তান অপরাধ। নাড়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ॥ শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ। তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥ যাঁর গর্ভে মোহার

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।

অনুভাষ্য।

প্রভুর অবতার। সে মোর জননী মুঞি পুত্র সে তাঁহার ॥ যে আইর চরণ ধূলীর আমি পাত্র। সে আইর প্রভাব না জান তিলমাত্র ॥ কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য গোসাঞী। পড়িলা আবিষ্ট হই বাহ্য কিছু নাই। বুঝিয়া সময় আই আইলা বাহিরে। আচার্য্য চরণধূলি লইলেন শিরে ॥ প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে। এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমারে ॥ অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥ জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য। চলিলা অনন্তপথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির। অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিলা বাহির। ছাড়িয়া সংসারসুখ প্রভু বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর। না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি আই। এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্য গোসাঞী ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪। অদ্বৈত বলয়ে প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে। যাহা দেখাইলা তথি ইচ্ছা বড় ধরে ॥ বলিতে অদ্বৈতমাত্র দেখে একরথ। চতুর্দ্দিকে সৈন্য দেখে মহাযুদ্ধপথ ॥ রথের উপরে দেখে শ্যামলসুন্দর। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর। অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখে সেইক্ষণে। চন্দ্র-সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে ॥ কোটী চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃপুন। সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন ॥ মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন। পোড়ে যত পতঙ্গ পাষণ্ড দুষ্টগণ ॥ এরূপ দেখিতে অন্য কারো শক্তি নাই। প্রভুর কৃপায় দেখে আচার্য্য গোসাঞি ॥ অদ্বৈতের শ্রীমুখের এসকল কথা। ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা ॥ ১০ ॥

খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ১১ ॥
তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ দর্শন ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একদিবস শ্রীবাসের বাটীতে সকল ভক্তলোক মিলিয়া মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজরাজেশ্বর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। অনেক ভক্তগণ সেই সময় কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে অদ্বৈতাদিভক্তগণ মহাপ্রভুকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভু যাহার যে অভিলাষ তাঁহাকে সেইরূপ বরদান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বীরভূমজেলায় একচক্রাগ্রামে পদ্মাবতী গর্ভে হাড়াই-পণ্ডিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ একটু বড় হইলে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া, হাড়াইপণ্ডিতের নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তদবধি সেই সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরামণ্ডলে অনেক দিন বাস করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে প্রভুনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দকে তথা হইতে স্বীয় স্থানে আনয়ন করিলেন ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য অষ্টম অধ্যায় ॥ ১১ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য তৃতীয় অধ্যায়।

চৈঃ ভাঃ মধ্য পঞ্চম অধ্যায় ॥ ১২ ॥

প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ॥ ১৩ ॥
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুই হস্তে শঙ্খ চক্র ॥ ১৪ ॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল ধারণ ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও বেণুধারী ষড়ভুজ দেখাইয়া পরে দুই হাতে শঙ্খ, চক্র ও দুই হাতে বংশী ধারণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ দেখাইলেন। অবশেষে কেবল বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখাইলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মধ্য ॥ ১৩-১৫ ॥

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পূর্ণিমা রজনীতে ব্যাসপূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসের দ্বারা দ্রব্যাদির আয়োজন করাইলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভু পুষ্পমালা মহাপ্রভুর গলায় অর্পণ করিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দপ্রভু ষড়্ভুজ দেখিয়াছিলেন। ব্যাস পূজার আর কিছুই হইল না।

বলরাম আবেশে ব্যাসপূজার পূর্ব্বরাত্রে শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন সময়ে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া নিত্যানন্দের নিকট হলমুষল মাগিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু নিজের হাত তাঁহার হস্তে দিলে ভক্তগণ সে সময় হল ও মুষল প্রত্যক্ষ করিলেন ॥ ১৬ ॥

তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একরাত্রে শচীদেবী স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার গৃহস্থিত কৃষ্ণ বলরাম দুইমূর্ত্তি গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের সহিত নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পরদিন গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে শচীদেবী নিত্যানন্দকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে বলিলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করিতেছিলেন, শচীদেবী দেখিলেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে শচীর প্রেমমূর্চ্ছা হয়।

জগাই মাধাই শ্রীনবদ্বীপে জন্মগ্রহণ-করিয়া বহুবিধ পাপে রত ছিল। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস গৃহে গৃহে নাম প্রচার করিতে গিয়া ঐ দুই মদ্যপব্যক্তির কোপে পড়িলেন। তাহারা উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিলে তাঁহারা পলাইলেন। অন্যদিবসে মাধাই নিত্যানন্দের মস্তকে ভগ্নভাণ্ড মারিয়া আঘাত করিল। জগাই সে কার্য্যে কিছু দুঃখিত হইল। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া সশিষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া জগাই মাধাইকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। করুণাময় গৌরাঙ্গ জগাইর ভদ্র ব্যবহার শ্রবণ করতঃ তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। ভগবৎদর্শন ও স্পর্শন ক্রমে সেই দুই পাপীর চিত্ত পরিবর্ত্তন হইলে প্রভু তাহাদিগকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন ॥ ১৭॥

অনুভাষ্য।

ব্যাসপূজা। চৈঃ ভাঃ মধ্য পঞ্চম। মুষলধারণ। চৈঃ ভাঃ মধ্য পঞ্চম অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৮ ॥
বরাহ আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একদিন শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিলে ভক্তগণ 'সহস্র-শীর্ষপুরুষঃ সহস্রপাৎ' ইত্যাদি পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে তাঁহার অভিষেক ও বিবিধোপচারে পূজা করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। প্রভু সেই ভক্তদত্ত সামগ্রী সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দিবস তাঁহার সপ্ত প্রহর ঐ ভাবের আবেশ ছিল এবং সর্ব্বাবতারের ভাব দেখাইয়াছিলেন। ভক্তগণের পূর্ব্বগুহ্যসম্বাদ সকল ব্যক্ত করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিয়া সকলকেই বর দান করিলেন। এই ভাবকে কেহ কেহ সাতপ্রহরিয়াভাব; কেহ কেহ মহাপ্রকাশ বলে ॥ ১৮ ॥

একদিন মহাপ্রভু 'শূকর শূকর!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারীগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। জলপূর্ণ একটী পাত্রকে পৃথিবী উত্তোলনের ন্যায় দশনে উঠাইয়া জলপান করিয়াছিলেন। কোন দিন প্রভু মুরারির স্কন্ধে চড়িয়া বহুনৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য অষ্টম অধ্যায়।

জগাই মাধাই উদ্ধার—চৈঃ ভাঃ মধ্য ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য নবম অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ২০ ॥

(বৃহন্নারদীয়বচনং)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২১ ॥

কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥ ২২ ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ২৩ ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম্মনিবারণ ॥ ২৪ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতীরবাসী। মহাপ্রভুর নৃত্যকালে তিনি ভিক্ষার চালের ঝুলির সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্ত-বাৎসল্যবশতঃ প্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাল সকল লইয়া মহা-প্রেমে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য তৃতীয় অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ষোড়শ অধ্যায় ॥ ২০ ॥

এই গ্রন্থের আদি সপ্তম ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

নাহি নাহি নাহি তিন উক্ত একবার ॥ ২৫ ॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥ ২৬ ॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎ´সনা তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥ ২৭ ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥ ২৮ ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে ॥ ২৯ ॥
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥ ৩০ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রেণোক্তং পদ্যং)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনা[redacted] ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য।

তৃণাদপি সর্ব্বপদদলিতগুরুভাবরহিতাৎ তৃণাদপি সুনীচেন সর্ব্বতো-ভাবেন নীচেন প্রাকৃতমর্য্যাদারহিততাবসমন্বিতেন জনেন তরোরপি

ঊর্দ্ধবাহু করি কহোঁ শুন সর্ব্বলোক।
নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ৩২ ॥
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গ্রন্থকার বলিতেছেন ওহে সর্ব্বজনগণ, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। কৃষ্ণনামমালায় এই শ্লোককে গাঁথিয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ কর। তাৎপর্য্য এই যে, অধিকারী না হইয়া নামগ্রহণ করিলে নামাভাস বা নামাপরাধ হয়। তাহাতে জীবের পক্ষে নামের ফল যে প্রেম তাহা লাভ হয় না। মহাপ্রভুকৃত এই 'তৃণাদপি' শ্লোকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আচরণ করিতে করিতে হরিনাম কর, তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ৩২।৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

বৃক্ষাদপি সহিষ্ণুণা সহগুণযুক্তেন জনেন অমানিনা মাননীয়োপি স্বস্ত তাদৃশপ্রাকৃতমর্য্যাদাপরিত্যাগেন মানদেন অন্যেভ্যঃ মানরহিতেভ্যঃ অযোগ্যেভ্যঃ মানং গৌরবং প্রদেন জনেন সদা নিত্যকালং হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ অধরোষ্ঠজিহ্বাদৌ উচ্চারণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীহরিনামরূপ সূত্র। গাঁথিবার দ্রব্য প্রাকৃতাভিমানরাহিত্যরূপ ভাব চতুষ্টয়। মালা বা রক্ষা কবচ। ১। সুনীচত্ব। ২। সহিষ্ণুত্ব। ৩। অমানীত্ব। ৪। মানদত্ব। প্রাকৃতাভিমানে সর্ব্বদা হরিনামকীর্ত্তন সম্ভবপর নাই। অভিমান গুলি হরিনামের প্রতিবন্ধক। অভিমান চতুষ্টয় রহিত হইলে শুদ্ধজীব সর্ব্বদা হরিনাম করিতে পারেন। এরূপ

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ ৩৪ ॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥ ৩৫ ॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩৬ ॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥ ৩৭ ॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ ৩৮ ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় নগরবাসী বহির্ম্মুখ অনেক ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেন। গোপাল চাপাল নামক কোন বাচাল ভট্টাচার্য্য দেবীপূজার সজ্জ, কলাপাত জবাফুল রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্য ভাণ্ডের সহিত রুদ্ধদ্বারের

অনুভাষ্য।

সাধন ভক্তির অনুশাসনরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে হরিনাম কীর্ত্তন-ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ অবশ্য পাইবে ॥ ৩২।৩৩ ॥

মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহাত দেখিল ॥ ৪০ ॥
বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪১ ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৪২ ॥
তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার ॥ ৪৩ ॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪৪ ॥
তিন দিন রহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত তাহা দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক সকলকে কহিলেন, দেখ দেখ, আমি নিত্য রাত্রে ভবানী-পূজা করিয়া থাকি, ইহাতে আমার শাক্ত পরিচয়ের যে মহিমা তাহা জানিতে পারিলে। শিষ্ট লোকসকল তাহা দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করতঃ জল-গোময় দ্বারা সেই স্থান পরিশুদ্ধ করিলেন। সেই বৈষ্ণবা-পরাধে গোপাল-চাপালের গলৎকুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল ॥ ৩৫।৪৫ ॥

অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪৬ ॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া ।
এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৪৭ ॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল ।
ভাগিনা মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছোঁ ব্যাকুল ॥ ৪৮ ॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার ।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৯ ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হইল ক্রোধ মন ।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচন ॥ ৫০ ॥
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু ।
কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৫১ ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী পূজন ।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৫২ ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু সঞ্চার ॥ ৫৩ ॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান ।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ ॥ ৫৪ ॥
সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা ।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ॥ ৫৫ ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ ।

হিত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ ॥ ৫৬ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ তিহোঁ যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৭ ॥
তবে তোমার হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৮ ॥
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কুলিয়াগ্রাম। গঙ্গার পূর্ব্বপারে তৎকালে নবদ্বীপ ছিলেন, অপরপারে কুলিয়াগ্রাম এক্ষণে নবদ্বীপনামে খ্যাত ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

কুলিয়াগ্রাম। বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর। সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়। কুলিয়া পশ্চিম পারে ও নবদ্বীপ পূর্ব্বপারে। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ, চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যভাগবতে দ্রষ্টব্য। কোলদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়াগ্রামে অদ্যাবধি কুলিয়ার গঞ্জ বলিয়া একটী পল্লী আছে, কুলিয়ারদহ বলিয়া জলস্রোত আছে তাহা বর্ত্তমান মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপের মধ্যে। গঙ্গার পশ্চিম পারে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে কুলিয়া ও পাহাড়পুর গ্রাম ছিল। উহা বাহির দ্বীপের মাঠের মধ্যে। অন্তর্দ্বীপে নবদ্বীপ ছিল। উহা মায়াপুরে দ্বীপের মাঠ বলিয়া অদ্যাপিও প্রসিদ্ধ। কাঁচড়াপাড়ার নিকটে যে কুলিয়া নামক গ্রাম আছে উহা ঐ গ্রাম কুলিয়া বা অপরাধ ভঞ্জনের পাট নহে। কল্পনা ও ভ্রমবশে কয়েকবর্ষ হইল তাদৃশ মিথ্যা ধারণার উৎপত্তি হুইয়াছে মাত্র ॥ ৫৫

তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন ॥ ৫৯ ॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট না পাইল ভিতর যাইতে ॥ ৬০ ॥
ফিরি গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় দেখিঞা ॥ ৬১ ॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছো মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥ ৬২ ॥
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥ ৬৩ ॥
প্রভুর শাপ বার্ত্তা শুনে হঞা শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬৪ ॥
মুকুন্দ দত্তেরে কৈল দণ্ড পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রকাশের দিবস মুকুন্দদত্ত দ্বারের বাহিরে পড়িয়া ছিলেন। এক এক করিয়া অন্য ভক্তগণকে প্রসাদ করিলে, তাঁহারা মুকুন্দদত্ত বাহিরে আছে এরূপ প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন, আমি মুকুন্দদত্তের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইব না, কেননা সে ব্যক্তি ভক্তগণের নিকটে শুদ্ধভক্তির কথা বলে এবং মায়াবাদীদের নিকটে বসিয়া যোগ-বাশিষ্ঠ লিখিত মায়াবাদ স্বীকার করে। তাহাতে আমার সর্ব্বদা দুঃখ হয়। মুকুন্দদত্ত বাহির হইতে সেই কথা শুনিয়া কহিল, ধন্য আমি

আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬৬ ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥ ৬৭ ॥
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যেহেতু জগত্তারণ মহাপ্রভু শীঘ্র না করুন কোন কালেও আমার প্রতি কৃপা করিবেন। মুকুন্দদত্তের মায়াবাদী সঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এই কার্য্যে মায়াবাদী সঙ্গরূপ অপরাধের দণ্ডদান পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তসঙ্গের ফলস্বরূপ প্রসাদ করিলেন ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। তন্নিবন্ধন স্বীয়-দাস হইলেও তাহাকে গুরুভক্তি করেন। অদ্বৈত সেইরূপ গৌরব কার্য্যে দুঃখিত হইয়া, মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গিয়া কতকগুলি দুর্ভাগাব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে উত্তম-রূপে প্রহার করিলেন। সেই প্রহার লাভ করিয়া অদ্বৈত প্রভু এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন "দেখ আজ আমার বাঞ্ছা সফল হইল। মহা-প্রভু কৃপণতাপূর্ব্বক গুরুজ্ঞান করিতেন অদ্য নিজদাস ও শিষ্যজ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্ম্মতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন।

মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম ॥ ৬৯ ॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অদ্বৈতাচার্য্যের এই ভঙ্গি দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ॥ ৬৬।৬৮ ॥

একদিন মহাপ্রভু রামমন্ত্রোপাসক মুরারিগুপ্তকে শ্রীরামের স্তবপাঠ করিতে বলিলেন। মুরারি মহাপ্রেমে রামাষ্টকপাঠ করিলেন, 'ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহশ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে তং রামদাস ইতি ভো ভব মৎ-প্রসাদাৎ' ॥ ৬৯ ॥

প্রথম নগরকীর্ত্তনরাত্রে কাজিকে উদ্ধার করিলে পর চাঁদকাজি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরের অঙ্গন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সেইখানে কীর্ত্তনবিশ্রাম হইলে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীধরের ফুটা লৌহপাত্রে যে জল ছিল, তাহা ভক্তদত্তজল বলিয়া পান করিলেন। কাজি সেই

অনুভাষ্য।

চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড। রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি। এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি। মুরারি মস্তকে পদ দিলাত আপনি॥ রামদাস বলি নাম লিখিলা কপালে। মোর পরসাদে তুমি রামদাস হইলে॥ ইহা বলি রাম রূপ দেখাইল তারে। স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে॥ ৬৯ ॥

হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ।
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৭১ ॥
ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহাঁ অর্থবাদ কৈল ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্থল হইতে ফিরিয়া গেলেন। মায়াপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশে সেই স্থানটীকে এ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন বিশ্রামস্থান বলিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

মহাপ্রকাশ-দিবসে হরিদাসকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার নির্দ্দেশ করতঃ বরদান করেন।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করায় শচীমাতা অদ্বৈতআচার্য্যকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যে বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা জননীকে আচার্য্যের পদধূলি লওয়াইয়া খণ্ডন করেন ॥ ৭১ ॥

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নামের অপার মহিমা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগাপড়ুয়া কহিল, এই সকল নাম মহিমা প্রকৃত নয়; শাস্ত্রে নামের স্তুতিবাদ মাত্র করিয়াছেন। এই প্রকার নামমহিমার অন্যার্থ করায় নামে অর্থবাদরূপ নামাপরাধ। নামাপরাধ তুল্য অন্য কোনপ্রকার অপরাধ ভয়ঙ্কর নহে। সেই অপরাধী পড়ুয়ার মুখদর্শন করিতে নিষেধ করিয়া সগণে সচেলে অর্থাৎ সবস্ত্রে

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৭০ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২ অধ্যায় ॥ ৭১ ॥

নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবারে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ ॥ ৭৩ ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭৪ ॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস ॥ ৭৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ১৪ অ, ২০ শ্লোক)

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গঙ্গাস্নান করিলেন। তাৎপর্য্য এই নামাপরাধীর মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নানকরা উচিত ইহাই শিক্ষা ॥ ৭২।৭৩ ॥

হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলাভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে সেরূপ অষ্টাঙ্গযোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায় সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন।

হে উদ্ধব যোগঃ মরুন্নিয়মজ-যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামাদিঃ সাংখ্যং কপিল-কথিতং তত্ত্বসংখ্যানং ধর্ম্মঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়ঃ বেদাধ্যয়নং তপঃ ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ তথা মাং ন সাধয়তি বশীকরোতি ন সাধয়তি ন সাধয়তি যথা মম উর্জ্জিত বর্দ্ধিতা ভক্তিঃ মাং বশীকরোতি ॥ ৭৬ ॥

মুরারিকে কহে প্রভু কৃষ্ণবশ কৈলা।

অনুভাষ্য।

মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন তুমি তোমার নিজ প্রেমভক্তিদ্বারা কৃষ্ণকে বাধ্য করিয়াছ। মুরারি তদুত্তরে সুদামা বিপ্রকথিত ভাগবতোক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

মহাপ্রভুর কথিত বাক্য অনুকূল ভাবে স্বীকার করিলে কৃষ্ণবশকারিত্ব শক্তি মুরারির নাই, কৃষ্ণের নিজ ভক্তবাৎসল্যগুণে তিনি অযোগ্য দাসকে অবান্তর গৌণ বিষয়ান্তরের উপলক্ষণে অভাবনীয় সৌভাগ্যের অধিকারী করেন এইরূপ ভাবিয়াই ঐ শ্লোকের উচ্চারণ।

মহাপ্রভুর কথিত বাক্য নিজস্বার্থের প্রতিকূল জানিয়া তদ্রহিত করিবার উদ্দেশে এই শ্লোক উচ্চারিত হইয়া থাকিলে আমি কৃষ্ণবশ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য, কৃষ্ণবশ করিতে পারিলাম না। শ্রীদামা বিপ্র, দরিদ্রতা পাপপ্রবণতা অব্রাহ্মণতা প্রভৃতি নিজ অযোগ্যতা সমূহ উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণালিঙ্গনরূপ নিজ সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন সেরূপ ভাবেও আমি অযোগ্য।

দশম টিপ্পনী বৈষ্ণব তোষণীতে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ কথিত হইয়াছে। ক্কেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ। কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ ভগবান্। এবং কৃষ্ণত্ব-পাপীয়স্ত্বয়োস্তথা দারিদ্র্যশ্রীনিকেতত্বয়োর্বিরোধঃ তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ স্ম বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং ন তু সখ্যং। তত্রাত্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা নতু ভক্তবৎসলতাপীতি।

ইহার পূর্ব্বশ্লোকে সুদামার ভাব এরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে, যে বক্ষে প্রাণাধিকা কমলা বিরাজ করেন সেই বক্ষদ্বারা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় প্রীতি বশে

শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মণ্যদেব মাদৃশ লক্ষ্মীহীন দরিদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। এই শ্লোকের ভাবানুসারে উদ্ধৃত পর শ্লোকের টীকায় বিপ্রত্বই আলিঙ্গনের কারণ, সখ্যত্ব নহে এবং দৈন্যক্রমে শ্রীদামাবিপ্র স্বয়ং নিতান্ত অযোগ্য তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত নহেন কেবল ভগবান্, ব্রহ্মণ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজোপাদেয়ত্ব-প্রদর্শনের জন্য একজন ব্রহ্মবন্ধুকেও তাদৃশ প্রীতি দেখাইলেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। শ্রীদামা বিপ্র নিজ দৈন্য ও নিজের অনুৎকর্ষতা স্থাপন করিবার উদ্দেশে আপনাকে ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া গর্হণ করিলেন এবং ব্রহ্মবন্ধুর প্রতি ও কৃষ্ণের অসামান্য অনুগ্রহ আছে ইহা ব্যক্ত করিয়া নিজের দৈন্য ও ব্রহ্মস্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। এতদ্দ্বারা সুদামা বিপ্র নিজের মাহাত্ম্য ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইলেন। ব্রহ্মবন্ধুত্ব নিজত্ব বা নিজের কৃতিত্ব নহে পরন্তু ব্রহ্মবন্ধুত্বরূপ বিষয়ান্তরই যাহা সুদামাবিপ্রের নিজ সম্পত্তি নহে উহাই কৃষ্ণপ্রীতির কারণ নিজমহত্ত্ব বা নিজ কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণকে তাদৃশকার্য্যে বাধ্য করে নাই।

মুরারিগুপ্তও তাদৃশ ভাবাবলম্বনে নিজমহত্ত্ব আবরণ করিয়া দৈন্য প্রদর্শন করিলেন। মুরারিগুপ্ত তাৎকালিক সামাজিক দৃষ্টিতে শৌক্র শূদ্র মাত্র। ব্রহ্মবন্ধু পদবাচ্য নহেন। তবে ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের চতুর্থঅধ্যায়ে ২৫শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা বিচার পূর্ব্বক দ্বিজবন্ধু ও শূদ্র সাম্যে উপমা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ টীকায় শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মবন্ধু ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ। ভাগবত প্রথমস্কন্ধ

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮১ অ, ১৪ শ্লোক)

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৭৮ ॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৭৯ ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ? অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

সপ্তমাধ্যায়ে লিখিয়াছেন বপণং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥ কূর্ম্মপুরাণে। শূদ্রপ্রেষ্যো ভৃতো রাজ্ঞো বৃষলো গ্রামযাজকঃ। বধবন্ধোপজীবি চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ ॥ ব্রহ্মবন্ধু বা কেবল শৌক্রব্রাহ্মণত্ব নিজ যোগ্যতার পরিচয় নহে পরন্তু তাহাতে বস্ত্বন্তর সাপেক্ষত্বই সিদ্ধ হয় ॥ ৭৭ ॥

শ্রীদামা বা সুদামাবিপ্র বাক্য।

দরিদ্রঃ সমৃদ্ধিরহিতঃ পাপীয়ান্ পাপসহিতঃ অহং ক্ব। শ্রীনিকেতনঃ ঐশ্বর্য্যমূলবিগ্রহঃ নিখিলপুণ্যাশ্রয়ঃ কৃষ্ণঃ ক্ব। অতঃ ব্রহ্মবন্ধুঃ শৌক্র-বিপ্রাধমঃ বাহুভ্যাং মাং পরিরম্ভিতঃ আলিঙ্গিতঃ। অযোগ্যে ময়ি ব্রহ্ম-বন্ধৌ কৃষ্ণালিঙ্গনং কদাপি ন সম্ভবতি। কৃষ্ণস্য মহত্ত্বং দর্শিতং। বক্তুর্দৈন্যব্যঞ্জকঞ্চ ॥ ৭৮ ॥

ততক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৮০ ॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ লাগিল ফলিতে।
পাকিল অনেক ফল সবেই বিস্মিতে ॥ ৮১ ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৮২ ॥
রক্ত পীতবর্ণ নাহি অষ্ঠিবল্কল।
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল ॥ ৮৩ ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খায়াল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৮৪ ॥
অষ্ঠিবল্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৮৫ ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥ ৮৬ ॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোনদিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগরকীর্ত্তনে শ্রমযুক্ত হইয়া যে স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন তথাকার সেই ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল হইয়া আম্রমহোৎসব হইল। সেই স্থানটী সম্প্রতি আম্রঘট্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৭৯-৮২ ॥

এই মত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮৮ ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥ ৮৯ ॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ সহস্র নাম পড় শুনিতে মন হৈল ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল, প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। সেই কারণ সেই গঙ্গাচরভূমিকে মেঘের-চর বলিয়া বলিত। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তন ক্রমে বেলপুখুরিয়াগ্রাম সেই মেঘের চরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে যেথানে ছিল সে স্থানের বর্ত্তমান নাম তারণবাস ও টোটা হইয়াছে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড। দিন অবসান সন্ধ্যা ধন্য দিগন্তর। আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন মণ্ডল ॥ ঘনঘন গরজয় গম্ভীর নিনাদে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে ॥ তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি করে। নামগুণ সংকীর্ত্তন করে উচ্চৈস্বরে ॥ দেবলোক কৃথার্থ করিব হেন মনে। উর্দ্ধমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥ দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ। হরিষে বৈষ্ণবগণের বাড়িল উল্লাস ॥ নিরমল ভেল শশী রঞ্জিত রজনী। অনুগত গুণ গায় নাচয়ে আপনি ॥ ৮৯ ॥

পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গুণধাম ॥ ৯১ ॥
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৯২ ॥
নৃসিংহ আবেশে দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥ ৯৩ ॥
লোক ভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল ॥ ৯৪ ॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায় মোর হয় অপরাধ ॥ ৯৫ ॥
শ্রীবাস বলেন যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥ ৯৬ ॥
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার।

অনুভাষ্য।

চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড। পিতৃকর্ম্ম করে সেই শ্রীবাসপণ্ডিত। শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধচিত॥ হেনকালে সেই ঠাঞি গেলা গৌরহরি। শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরি॥ শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ আবেশ। ক্রোধে রাঙ্গা দুনয়ন ঊর্দ্ধ ভেল কেশ॥ পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ঘনঘন হুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন॥ আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর। দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অন্তর॥ সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে। না জানি কি অপরাধ ভৈগেলা আমার॥ ৯০-৯৫ ॥

যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯৭ ॥
এত বলি শ্রীবাস করিল সেবন্।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৯৮ ॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বূরু বাজায় ॥ ৯৯ ॥
মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ১০০ ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে ॥ ১০১ ॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে ॥ ১০২ ॥
আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥ ১০৩ ॥
কি আছিল পূর্ব্বজন্মে আমি কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বাক্য শুনি ॥ ১০৪ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত মধ্য অষ্টম। এক দিন আসি এক শিবের গায়ন। ডমরু বাজায়-গায় শিবের কথন॥ আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে। গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥ (প্রভু) একলাফে উঠে তার কান্ধের উপর। হুঙ্কার করিয়া বলে মুঞি সে শঙ্কর॥ বাহ্যপাই নামিলেন প্রভুবিশ্বম্ভর। আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥ ৯৯-১০০॥

গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয়॥ ১০৫॥
পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর॥ ১০৬॥
বলিতে না পারে কিছু মৌন হইল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল॥ ১০৭॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি পরম আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥ ১০৮॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ।
দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥ ১০৯॥
প্রভু হাঁসি কৈলা তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি ছিলাম জাতিতে গোয়ালা॥ ১১০॥
গোপ গৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলা আমি ব্রাহ্মণ ছাওয়াল॥ ১১১॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাম॥ ১১২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গাভীদিগকে সেবা করিলে পুণ্য হয়, আমি রাখাল হইয়া পূর্ব্বজন্মে গাভী সেবা করিয়া পূর্ব্বে যে পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমি এবার ব্রাহ্মণ হইয়াছি॥ ১১১॥

সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার ॥ ১১৩ ॥
যে হও সে হও তুমি তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিলা কৈল পুরস্কার ॥ ১১৪ ॥
এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
মধু আন মধু আন বলেন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১৬ ॥
জলপান করিয়া নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যমুনাকর্ষণলীলা,—বলদেব একদিন যমুনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হল-মুষলদ্বারা যমুনাকে কর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলদেবাবেশে যখন "মধু আন, মধু আন" বলিলেন, সে সময়ে অপরসকলে পূর্ব্বোক্ত-যমুনা-কর্ষণ লীলা দেখিতেছিল ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫। মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর ভাবে। মধু আন মধু আন মহা উচ্চ ডাকে॥ নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত। ঘট ভরি গঙ্গাজল দিলা সাবহিত॥ ১১৬॥

ভাগবত দশম ৬৫ অধ্যায়। বলদেব গোকুলে গমন পূর্ব্বক চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গোপীজনে পরিবৃত হইয়া বাস করেন। বারুণী পান

মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।
আচার্য্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥ ১১৮ ॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সবে মেলি নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১১৯ ॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

করতঃ বলদেব জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ। নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ। অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ ॥ পাপে ত্বং মামনাদৃত্য যন্নায়াসি ময়াহুতা। নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীং। এবং নির্ভৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনং। উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ ॥ রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমং। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥ পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্মামজানতীং। মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥ ততো ব্যমুঞ্চৎ যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ। বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্। অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্ত্মনা। বল-স্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি ॥ ১১৭ ॥

চৈতন্য মঙ্গল মধ্যখণ্ড। বনমালী নাম তার পুত্র এক সঙ্গে। দ্বিপ্রকুলে জন্ম বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে ॥ দেখিলেক কাঞ্চন নির্ম্মিত কলেবর। রত্নবিভূষিত যেন সুমেরু শিখর ॥ হলায়ুধ বেশে নাচে ত্রিন-লোকনাথ ॥ ১১৯ ॥

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ১২২ ॥
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ ১২৩ ॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী পাশে আসি সব কৈল নিবেদন ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নগরে নাম প্রচার করিবার সময় প্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ মৃদঙ্গকরতালাদি বাজিতে লাগিল। সেই হইতে দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে ॥ ১২১ ॥

অনুভাষ্য।

কাজী। ফৌজদার চাঁদকাজী। পূর্ব্বে ভূমির কর আদায় জমিদার, রাজা বা মণ্ডলেরা করিতেন। দণ্ডবিধান ও শাসনাদি পর্য্যালোচনা কাজিগণের দ্বারা সম্পাদিত হইত। জমিদার বা কাজী ইঁহারা উভয়েই সুবা বাঙ্গালার সুবাদারের অধীনে ছিলেন। নদীয়া, ইস্‌লামপুর ও বাগোয়ান প্রভৃতি পরগণাই তৎকালে হরিহোড়ের বা তদধস্তন কৃষ্ণদাস হোড়ের ছিল। ইঁহারা ভূম্যধিকারী থাকিলেও কাজী শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে চাঁদকাজী হোসেন সাহার গুরু ছিলেন। কোন মতে ইঁহার নামান্তর মৌলানা সিরাজুদ্দিন। কেহ

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ ১২৫ ॥
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কার বল জানি ॥ ১২৬ ॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছোঁ ঘরে ॥ ১২৭ ॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২৮ ॥
এত বলি কাজী গেল নগরিয়া লোক।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বক্তেয়ার খিলিজির আগমনের পর চাঁদকাজী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে হিন্দুয়ানী অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল, তাঁহারা চুপচাপে একবার "হরিহরি" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। কাজি এইজন্য বলিয়াছিলেন এতকাল হিন্দুয়ানি প্রকট ছিলনা, এখন কাহার বলে এরূপ উদ্যম চালাইতেছ ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য।

বলেন হবিবর রহমান। ইহাঁর অধস্তনগণ অদ্যাপিও সেই স্থানে বর্ত্তমান আছেন এবং চাঁদকাজীর সমাধিও বর্ত্তমান ॥ ১২৪ ॥

অদ্যাপিও খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ ভূখণ্ড শ্রীমায়াপুর গ্রামে বিরাজমান আছে ॥ ১২৫ ॥

প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥ ১৩০ ॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন ॥ ১৩১ ॥
তাসবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥ ১৩২ ॥
নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন ॥ ১৩৩ ॥
সন্ধ্যাতে দিউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ॥ ১৩৪ ॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১৩৫ ॥
আগে সম্প্রদায় নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোঁসাঞি পরম উল্লাস ॥ ১৩৬ ॥
পাছে সম্প্রদায় নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩৭ ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন চৈতন্য কৃপাবলে ॥ ১৩৮ ॥
এই মত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজী দ্বারে গেলা ॥ ১৩৯ ॥

তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল ॥ ১৪০ ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১৪১ ॥
উদ্ধত লোক কাজীর ভাঙ্গে ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৪২ ॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা ॥ ১৪৩ ॥
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বলে লোকেরা তখন প্রশ্রয় প্রাপ্ত পাগল হইয়াছিল ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য ।

চৈতন্যভাগবত মধ্য। গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায় ॥ আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি। তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥ নাচে বিশ্বম্ভর সবার ঈশ্বর ভাগীরথী তীরে তীরে। বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া। গঙ্গানগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥ নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া ॥ কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর। আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর ॥ ১৩৯ ॥

প্রভু বলেন আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এধর্ম্ম কেমত ॥ ১৪৫ ॥
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪৬ ॥
ইবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম ॥ ১৪৭ ॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪৮ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৯ ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৫০ ॥
এই মতে দুহাঁর কথা হয় ঠারে ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৫১ ॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রাহ্মণপুষ্করণী গ্রামের একাংশে কাজিদিগের বাটী এখনও বর্ত্তমান। সেই গ্রামের অপরাংশে তারণবাস, যাহা পূর্ব্বে বিল্বপুষ্করণী ছিল। সেই গ্রাম ও কাজিদিগের ব্রাহ্মণপুষ্করণী একই গ্রাম হওয়ায় চাঁদকাজি মহাপ্রভুর মাতুল সম্বন্ধ হইলেন ॥ ১৪৮ ॥

কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥ ১৫২ ॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তেহোঁ পিতা ॥ ১৫৩ ॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥ ১৫৪ ॥
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ ॥ ১৫৫ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ ভেদ।
নিবৃত্তি মার্গে জীব মাত্র বধের নিষেধ ॥ ১৫৬ ॥
প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয় ॥ ১৫৭ ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫৮ ॥
প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দু মাত্র না করে গোবধ ॥ ১৫৯ ॥
জিয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী ॥ ১৬০ ॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।

অনুভাষ্য।

সরিয়ৎ তরিকৎ ও মারফৎ তিনপ্রকার পথ ॥ ১৫৬ ॥

বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন ॥ ১৬১ ॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৬২ ॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥ ১৬৩ ॥

(মলমাসতত্ত্বে সন্ন্যাসনিষেধবিচারে ধৃতো ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়-
কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্থ ১৮৫ অ, ১৮০ শ্লোকঃ)

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই কোরাণশাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইপ্রকার মার্গের ভেদ আছে। নিবৃত্তিমার্গে জীববধের নিষেধ আছে, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত তাহারা শাস্ত্র আজ্ঞায় গোবধ করিয়া পাপী হয় না। আবার দেখ, তোমাদের বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধিবাক্য পাওয়া যায়, এই জন্যই বড় বড় মুনিগণ চিরদিন গোবধ করিয়া আসিয়াছেন। মহাপ্রভু কহিলেন, বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধি নাই, তবে যে গোবধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বাক্য দেখা যায়, সে সকল জরদ্গব অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধগরু সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে যুবাকারে পুনর্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ, বধ নহে, জরদ্গবের উপকার মাত্র। কলির ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ শক্তি না থাকায় এখন গোবধ হইতে পারে না ॥ ১৫৬-১৬৩ ॥

অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎ-

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৬৫ ॥
গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধ রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৬৬ ॥
তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥ ১৬৭ ॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬৮ ॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচার সহ নয় ॥ ১৬৯ ॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৭০ ॥
সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি তাহে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥ ১৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পত্তি কলিকালে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৬৪ ॥

যবনশাস্ত্র তিনপ্রকার অর্থাৎ য়ুদিগের পুরাতন পুঁথি, কোরাণ ও

অনুভাষ্য।

অশ্বমেধং অশ্বহননযজ্ঞবিশেষং গবালম্ভং গোমেধং সন্ন্যাসং চতুর্থাশ্রম-গ্রহণং পলপৈতৃকং মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং দেবরেণ পত্যুঃ কনিষ্ঠভ্রাত্রা সুতোৎপত্তিং পুত্রোৎপাদনং এতানি পঞ্চ কলৌ কলিযুগে বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৭২ ॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সংগীত নর্ত্তন ॥ ১৭৩ ॥
তুমি কাজী হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধে অধিকারী।
তবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥ ১৭৪ ॥
কাজী বলে সবে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নাম আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥ ১৭৫ ॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন ॥ ১৭৬ ॥
প্রভু বলে এলোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি না করিহ ভয় ॥ ১৭৭ ॥
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭৮ ॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাইবেল। এ সমস্ত পুঁথিরই আদি পাওয়া যায়। কেহই বেদবাক্যের ন্যায় অনাদি নহে। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে যে বিচার আছে তাহার মূলে দৃঢ় না হওয়ায় সন্দেহপ্রবণ ॥ ১৭১ ॥

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি ॥ ১৮০ ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৮১ ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৮২ ॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৮৩ ॥
সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাত ॥ ১৮৪ ॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে আর যবন নাশিমু ॥ ১৮৫ ॥
এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥ ১৮৬ ॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্ব লোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮৭ ॥
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পেয়াদা আইল ॥ ১৮৮ ॥
আসি কহে গেলু মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮৯ ॥

পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥ ১৯০ ॥
তাহা দেখি রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিয়া ঘরে রহত বসিয়া ॥ ১৯১ ॥
তবেত নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন ॥ ১৯২ ॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥ ১৯৩ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলী ॥ ১৯৪ ॥
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসাহা শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥ ১৯৫ ॥
তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল।
হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল ॥ ১৯৬ ॥
তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥ ১৯৭ ॥
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাতসাহ তোমার আত্মীয় হইলেও তোমাকে দণ্ড দিতে পারেন। পাৎসাহ, গৌড়ের পাৎসাই হোসেন সা ॥ ১৯৫ ॥

কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস ॥ ১৯৮ ॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯৯ ॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি ॥ ২০০ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমিত এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে-দিন হইতে ॥ ২০১ ॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥ ২০২ ॥
এত শুনি তাসবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল ॥ ২০৩ ॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কাজি কহিলেন, হে গৌরহরি ; আমি যে ম্লেচ্ছপেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে এই উত্তর করিল 'আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম তোমরা কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, রামদাস, হরিদাস এই নাম পরিচয়ে হরি হরি বল। হরি হরি শব্দে চুরি করি, চুরি করি, এই অর্থ হয়, তাহাতে বোধ হয় অন্যের ঘরে ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে হরি হরি (হরণ করি, হরণ করি) এই কথা বলিয়া থাক। আমি এই পরিহাস যে দিন তাহাদিগের সহিত করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা সত্বেও হরি হরি বলিতেছে। ইহার উপায় কিছু করিতে পারি না ॥ ১৯৬-২০২ ॥

যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥ ২০৪ ॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ ॥ ২০৫ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ২০৬ ॥
উচ্চকরি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০৭ ॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ ২০৮ ॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ ॥ ২০৯ ॥
নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি ॥ ২১০ ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২১১ ॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥ ২১২ ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥ ২১৩ ॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে।

সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে ॥ ২১৪ ॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন ॥ ২১৫ ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজিরে ছুঁইয়া ॥ ২১৬ ॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এবড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥ ২১৭ ॥
হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্ ॥ ২১৮ ॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী ॥ ২১৯ ॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি ॥ ২২০ ॥
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায় ॥ ২২১ ॥
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নীচবাড়বাড় ;—অনেক নীচজাতি লইয়া কৃষ্ণের কীর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে নীচজাতির বাড় অর্থে বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ২২১ ॥

শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরি ধ্বনি॥ ২২৩॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিত মন॥ ২২৪॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥ ২২৫॥
এই মতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥ ২২৬॥
এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥ ২২৭॥
শ্রীবাস পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥ ২২৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তালাক, গম্ভীররূপে যাহা প্রতিজ্ঞা॥ ২২২॥

এক রাত্রে মহাপ্রভু অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময় শ্রীবাসের একটী পুত্র পরলোক প্রাপ্ত হইল। শ্রীবাস কীর্ত্তনের রসভঙ্গ ভয়ে সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া অধিক রাত্র পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে এই গৃহে কোন বিপদ হইয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের

অনুভাষ্য।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায়॥ ২২৮॥

মৃতপুত্র মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস নন্দন ॥ ২২৯ ॥
তবেত করিলা সব ভক্তে বর দান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২৩০ ॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ॥ ২৩১ ॥
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া প্রথমে সম্বাদ পূর্ব্বে না দেওয়াতে দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং মৃতশিশুকে সম্মুখস্থ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? মৃতশিশু বলিল আমার যে কয়দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল সে কয়দিন অতিবাহিত হওয়ায় এখন তোমার ইচ্ছামতে অন্যত্র যাইতেছি। আমি তোমার নিত্যানুগত অস্বতন্ত্র জীব। তোমার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার কিছু করিবার অধিকার নাই। মৃতশিশুর এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইলে আর শোক রহিল না। তদনন্তর মৃতশিশুর সৎকার হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন, তোমার যে পুত্র ছাড়িবার, সে ছাড়িয়া গেল। আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না ॥ ২২৯ ॥

শ্রীবাসের নিকটবর্ত্তী কোন যবনদর্জি তাঁহার বস্ত্র শেলাই করিতেন। সে শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া, মুগ্ধ হইলে, প্রভু তাহাকে নিজরূপের চিন্ময় ভাব দর্শন করাইলেন। সেই দরজি "আমি দেখিনু

প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২৩২ ॥
আবেশেতে মহাপ্রভু বংশীত মাগিল।
শ্রীবাস কহে বংশী তোমার গোপী হরি নিল ॥ ২৩৩॥
শুনি প্রভু বোল বোল বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন লীলারসে ॥ ২৩৪ ॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২৩৫ ॥
তবে বোল বোল প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২৩৬ ॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তাসবার সঙ্গে যৈছে বন বিহরণ ॥ ২৩৭ ॥
তাহি মধ্যে ছয় ঋতুর লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন ॥২৩৮ ॥
বোল বোল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাস বিলাস ॥ ২৩৯ ॥
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি দেখিনু" এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল আগল, অগ্রগণ্য ॥ ২৩১।২৩২ ॥

তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রভু যাতে আপনে হৈলা ॥ ২৪১ ॥
কভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি ॥ ২৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ঘরে এক রাত্রে প্রভু রুক্মিণ্যাদি রূপধারণ পূর্ব্বক একটী লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি অনেকে সাজ সাজিয়াছিলেন ॥ ২৪১ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত মধ্য ১৮। সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর। চলিলা আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা। যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥ গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর। রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর ॥ আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে। বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে ॥ নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে। পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলি কলমে ॥ শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন সুন্দর। দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥ মোর ধাষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়। না পারি রাখিতে চিত্ত তোমায় মিশায় ॥ এতেকে বরিল তোর চরণ যুগল। মন প্রাণ বুদ্ধি তোহে অর্পিল সকল। পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী। এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী আবেশে ॥ ২৪১ ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮। হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিয়া আদ্যাশক্তিবেশ ধর ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজশক্তি আছে।

একদিন মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥ ২৪৩ ॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৪৪ ॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল ॥ ২৪৫ ॥
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা ॥ ২৪৬ ॥
এক দিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥ ২৪৭ ॥
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
গোপী গোপী নাম শুনি লাগিল বলিতে ॥ ২৪৮ ॥

অনুভাষ্য।

রূপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে। পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে ॥ লৌকিক বৈদিক যত কিছু বিষ্ণুশক্তি। সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি ॥ আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি। মহালক্ষ্মীভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া। স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হয়া ॥ কমলা পার্ব্বতী দয়া মহানারায়ণী ॥ আপনে হৈলা প্রভু জগতজননী ॥ স্তনপানে সবার বিরহ গেল দূর। প্রেমরসে সবে মত্ত হইল প্রচুর ॥ ২৪২ ॥

কৃষ্ণনাম না লও কেনে কৃষ্ণ নাম ধন্য ।
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥ ২৪৯ ॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার ।
ঠেঙ্গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥ ২৫০ ॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া প্রভু পাছে পাছে ধায় ।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৫১ ॥
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে ।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া সভারে ॥ ২৫২ ॥
পড়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে একঠাঞি ।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই ॥ ২৫৩ ॥
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৫৪ ॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি ।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

দোষোদ্গার,—পরিহাসপূর্ব্বক দোষারোপ ॥ ২৫০ ॥

অনুভাষ্য ।

চৈতন্যভাগবত মধ্য ২৫ । আপনার রসে প্রভু আপনি বিহ্বল । আপনা পাশরি যেন কহেন সকল ॥ পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে । সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার । কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥ একদিন গোপীভাবে জগত ঈশ্বর । বৃন্দাবন গোপী

পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে ॥ ২৫৬ ॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ তাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা সবার অব্যাহতি ॥ ২৫৯ ॥
যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দক দুর্জ্জন ॥ ২৬০ ॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি না লয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ ২৬১ ॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হৈল বিপরীত।
এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ২৬২ ॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।

অনুভাষ্য।

গোপী বলে নিরন্তর॥ কোন যোগে তঁহি এক পড়ুয়া আছিল। ভাব মর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল॥ গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিত। কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে। কৃষ্ণনাম লৈলে সে পুণ্য বেদে বলে॥ প্রভু বলে দস্যু কৃষ্ণ কোন্ জনে ভজে। কৃতঘ্ন হুইয়া বালি মারে দোষ বিনে। স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে॥

তবে সে ইহারে ভক্তি লয়াইলে লয় ॥ ২৬৩ ॥
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৬৪ ॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৬৫ ॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শাস্ত্রমত কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস করিলে সন্ন্যাসী বুদ্ধিতে অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে প্রণম্য জানিয়া গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই প্রণাম করিয়া থাকেন। আমি সন্ন্যাস করিলে নিন্দক ব্রাহ্মণগণ অবশ্য প্রণাম করিয়া আমা হইতে সুবুদ্ধি লাভ করিবে ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

সর্ব্বস্ব লইয়া বলিকে পাঠায় পাতালে। কি হইবে আমার তাহার নাম লইলে ॥ দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়। সত্বরে সংশয় মানি পড়ুয়া পলায় ॥ ভিন্নভাবে ধায় প্রভু না জানে পড়ুয়া। কেহ বলে ভালত বৈষ্ণব বলে লোকে। ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহাকোপে ॥ কেহ বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে। কৃষ্ণ হেন নাম ত না বলেন বদনে ॥ কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেন করি। আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি ॥ তেঁহ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি। তেঁহ মারিতে বা আমরা কেন সহি ॥ রাজা ত নহেন তিহঁ মারিবেন কেনে। আমরাও সমবায় হও সর্ব্বজনে ॥ ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার। আপনে

এ সব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার ॥ ২৬৭ ॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥ ২৬৮ ॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥ ২৬৯ ॥
তুমিত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন ॥ ২৭০ ॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী।
যে কহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৭১ ॥
এতবলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভুর চব্বিশবর্ষের শেষে যে মাঘী শুক্লপক্ষ পড়িল সেই উত্তরায়ণ সময়ে সংক্রমণ দিনে মহাপ্রভু রাত্র শেষে শ্রীনবদ্বীপত্যাগ করিয়া নিদয়ার

অনুভাষ্য।

করিনু সর্ব্ব জীবের সংহার ॥ দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুড়াইয়া। ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥ যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে। ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে। সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার। সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার ॥ না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে। যে তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥ ২৪৭-২৬৬ ॥

সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য ॥ ২৭৩॥
এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৭৪ ॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৭৫ ॥
মাধুর্য্য রাধা প্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৭৬ ॥
গোপী ভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭৭ ॥
গোপিকা ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না জানিয় ॥ ২৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঘাটে গঙ্গা সন্তরণ পূর্ব্বক কণ্টকনগর বা কাটোয়াগ্রামে পৌঁছিয়া কেশব-ভারতীর নিকট দণ্ডগ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গ সকল মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবা অবসানপ্রায়ে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে দণ্ডধারী সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাঢ়দেশ ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কেশবভারতী কতকদূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন ॥ ২৭২ ॥

চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত চারি-প্রকার ভক্তভাব ॥ ২৭৫ ॥

শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপ বেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন ॥ ২৭৯ ॥
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥ ২৮০ ॥

(ললিতমাধবে ৬ষ্ঠ অঃ ১৩ শ শ্লোকঃ)

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥২৮১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে অদ্ভুত রুচিযুক্ত চতুর্ভুজ-নারায়ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে অনন্য ভজনশীল দুর্গম পারকীয় পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে? ॥ ২৮১ ॥

অনুভাষ্য।

সূর্য্যপত্নী সবর্ণার প্রতি বিশাখার বাক্য।

গোপীনাং দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ দুরূহায়াং পদব্যাং সঞ্চরিতুং শীলং যস্য পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ নন্দসূনুং জুষতে সেবতে যস্তস্য কৃষ্ণসেবাপরস্য ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং বিজ্ঞাতুং বোদ্ধুং কঃ কৃতী ক্ষমতে সমর্থবান্ ভবতি। যতঃ হন্ত জিষ্ণুভিঃ জয়শীলৈঃ চতুর্ভির্ভুজৈঃ ধৃতনারায়ণবিগ্রহৈঃ অদ্ভুত-রুচিং অদ্ভুতা রুচিঃ শোভা যস্য তাং অলৌকিকীং কান্তিময়ীং বৈষ্ণবীং

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধাসনে ॥ ২৮২ ॥
নিভৃতনিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট ॥ ২৮৩ ॥
দূরে হৈতে দেখি তাঁরে বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮৪ ॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিল তাহে হৈলা বিরস ॥ ২৮৫ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥ ২৮৬ ॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে ইহঁ নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি সবে তাঁরে করে নতি স্তুতি ॥ ২৮৭ ॥
নমো নারায়ণ দেহ করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ ॥ ২৮৮ ॥

অনুভাষ্য।

তনুং আবিষ্কুর্বতি প্রকটয়তি সতি তস্মিন্ কৃষ্ণে অপি যাসাং গোপীনাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ২৮১ ॥

বাট, বর্ত্ম বা পথ।

ঠাট, শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য ॥ ২৮৩ ॥

সাধ্বস, ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, মনের আবেগ, ব্যাকুলতা, সম্ভ্রম ॥ ২৮৫ ॥

এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮৯ ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৯০ ॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে ॥ ২৯১ ॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব ॥ ২৯২ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণৌ ৬ষ্ঠ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং)

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং,
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥২৯৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কুঞ্জে রাসারম্ভে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। মৃগনয়নী গোপীদিগের আগমন দেখিয়া শঙ্কিতভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এইমাত্র কহিলেন যে ইনি আমাদের প্রেম বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন। কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা রাধার আগমনমাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না ॥ ২৯৩ ॥

সেই ব্রজেশ্বর ইহঁা জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহঁা শচীদেবী মাতা ॥ ২৯৪ ॥
সেই নন্দসুত ইহঁা চৈতন্য গোসাঞি।
সেই বলদেব ইহঁা নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৯৫ ॥
বাৎসল্য দাস্য সখ্য তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥ ২৯৬ ॥
প্রেমভক্তি দিয়া তিহেঁা ভাসাল জগতে।
তাঁর চরিত্র চিত্র লোকে না পারে বুঝিতে ॥২৯৭॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৯৮ ॥
সখ্য দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।

অনুভাষ্য।

গোবর্দ্ধনোপত্যকায়াং পরাসৌলীতি খ্যাতনাম্ন্যাং রাসস্থল্যাং বসন্তকালে রাসারম্ভবিধৌ রাসস্য আরম্ভবিধৌ প্রবৃত্তিকল্পে নিলীয়বসতা সংকল্পা-বস্থিতেন হরিণা শ্রীকৃষ্ণেন মৃগাক্ষিগণৈঃ কুরঙ্গনয়নীভিঃ গোপীভিঃ প্রবিষ্টকনামারণ্যে পেঠাখ্যে দৃষ্টং স্বং আত্মানং গোপয়িতুং বহ্বীভিস্তাভিঃ সর্ব্বতঃ আবৃতাৎ তস্মাৎ কুঞ্জাৎ সহসাপসর্পণাসম্ভবাৎ উদ্ধুরধিয়া উৎকৃষ্ট-বুদ্ধ্যা যা চতুর্ব্বাহুতা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা হন্ত ভোঃ রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিম্ন মাহাত্ম্যং যস্য শ্রিয়া প্রভবিষ্ণুনা কৃষ্ণেন অপি যা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং ন শক্যা আসীৎ॥ গোতমীয়ে গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাস-রসোৎসুকং। ভগবতোঽপি প্রেমাধীনত্বাৎ প্রেম্নোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যং ন তিষ্ঠতীতি ন শক্যতে বক্তুং তস্য নিত্যত্বাৎ কিন্তু তিরোভবতি ॥ ২৯৩ ॥

কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার ॥ ২৯৯ ॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন ॥ ৩০০ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি আদি যার যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তার বশ ॥ ৩০১ ॥
তিহোঁ শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী ॥ ৩০২ ॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥ ৩০৩ ॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ৩০৪ ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয় ॥ ৩০৫ ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ চৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার ॥ ৩০৬ ॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার ॥ ৩০৭ ॥

অনুভাষ্য।

কুম্ভীপাক। পাপীদিগকে কুম্ভীনামক পাত্রবিশেষে পাক করা হয়। নরক বিশেষ। যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ স্থায়ীভাবলহর্য্যাং ৫১ শ্লোকঃ)

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং ॥ ৩০৮ ॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ ॥ ৩০৯ ॥
প্রসঙ্গে করিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার ॥ ৩১০ ॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥ ৩১১ ॥
অতএব ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥ ৩১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তাহাই অচিন্ত্যলক্ষণ। তর্ক প্রাকৃত সুতরাং সে তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাব সকলে তর্ক যোজনা করিবে না ॥ ৩০৮ ॥

অনুভাষ্য।

ভমপকরুণং পুরুষাদেরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈল উপরন্ধয়তি। প্রাণীবধকারী দণ্ড্য জীব কুম্ভীপাকে পচ্যমান হয় ॥৩০৭॥

যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ প্রাকৃতচিন্তাতীতাঃ খলু নিশ্চয়ং তান্ অচিন্ত্য-ভাবান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং ভিন্নং অপ্রাকৃতং তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ৩০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের শেষভাগে দ্বাদশস্কন্ধের দ্বাদশ

তাথে আদি লীলার করি পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩১৩ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১৪ ॥
তিহঁত চৈতন্য কৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ ॥ ৩১৫ ॥
তঁহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩১৬ ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল কারণ।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দরস আস্বাদন ॥ ৩১৭ ॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বনিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩১৮ ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার ॥ ৩১৯ ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।

অনুভাষ্য।

অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে প্রকার সমগ্র ভাগবতের প্রতিসংক্রমণ বর্ণন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন সেই মহাজন প্রদর্শিত পথানুসরণে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের আদিলীলা প্রতি-সংক্রমণ রূপ অনুবাদ করিলেন ॥ ৩১২ ॥

পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩২০ ॥
অষ্টমে চৈতন্য লীলা বর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা মহিমা কথন ॥ ৩২১ ॥
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩২২ ॥
দশমেতে মূল স্কন্ধের শাখাদি গণন।
সর্ব্ব শাখাগণ যৈছে ফল বিতরণ ॥ ৩২৩ ॥
একাদশে নিত্যানন্দশাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার বর্ণন ॥ ৩২৪ ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩২৫ ॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলা কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সঙ্ক্ষেপ কথন ॥ ৩২৬ ॥
ষোড়শপরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবনলীলা কহিল বিশেষ ॥ ৩২৭ ॥
এই সপ্তদশ প্রকার আদি লীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥ ৩২৮ ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়স চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ৩২৯ ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।

বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞা বলে ॥ ৩৩০ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩৩১ ॥
যেই যেই অংশে কহে যেই শুনে ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ॥ ৩৩২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩৩ ॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণে ॥ ৩৩৪ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ ৩৩৫ ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য কর তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্র-
বর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্তা।

অনুভাষ্য।

আদিলীলায় সপ্তদশ প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে প্রথম দ্বাদশ প্রবন্ধ গ্রন্থের মুখবন্ধ উপক্রমণিকা মাত্র। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কিশোর ও যুবা এই পঞ্চপ্রকার বয়সের কথায় পাঁচটী প্রবন্ধে পাঁচ পরিচ্ছেদ ॥ ৩২৯ ॥